কাঞ্চন-মূল্য

শরৎ-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত

১৯৫৭

কাঞ্চন-মূল্য

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম মুদ্রণ, ২২০০ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৬৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২২০০ সংখ্যা
তৃতীয় মুদ্রণ, ১১০০ সংখ্যা
চতুর্থ মুদ্রণ, ১১০০ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ, ১৩৬৩

৫·৫০

নঃ পঃ

প্রচ্ছদ সজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২, ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

উৎসর্গ

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রীতিভাজনেষু

স্বরূপের গল্প আপনার প্রিয়, তাই তার মুখের এই দীর্ঘতর কাহিনীটি আপনার নামেই উৎসর্গ করলাম।

ব. ভ. ম.

স্বরূপ মণ্ডল অনেকদিন থেকে অনেকগুলি গল্প আমায় শুনিয়েছে—"গড়ের বাড়ি", "সম্পত্তি", "বিশ্বাস",—আরও অনেকগুলি ; যাঁদের আমার লেখার সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে তাঁরা তাকে চিনবেন। তার ভাষা নিজের, তার জীবন-বাদ নিজের, যে-যুগকে সে নিজে অশীতি-বৎসরের জীবনে ধারণ ক'রে রয়েছে সেটাও সুদূর-অতীত,—সব মিলিয়ে স্বরূপ খানিকটা উদ্ভট।

উদ্ভট বলেই স্বরূপ আমায় টানেও ; তাই থেকেই, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই আমার ইচ্ছা তার শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়—এবং তাই থেকেই এই সুদীর্ঘ কাহিনীটির অবতারণা।

ব. ভ. ম.

স্বরূপ মণ্ডল বলল—"আপনি ব্রাহ্মণ ত্বজ্জন মনিষ্যি দা'ঠাকুর, ভরসা ক'রে কিছু বলতে পারিনে, কিন্তু বর-ক'নে না হলে বিয়ে হবে না, কৈ, এমন কথা শাস্তোর তো কোথাও ধ'রে দেয় নি।"

বললাম—"কেন স্বরূপ, ছেলের হাতে মেয়ের হাত রেখে সম্প্রদান করতে হবে, বলছে না শাস্ত্র এ কথা?"

স্বরূপ নাতির ছিপের জন্যে কাতা দিয়ে একটা বাঁখারি চাঁচছিল, হাতটা থামিয়ে বলল—"সে যখন উদিকে বরও রয়েচে, ইদিকে আপনার গিয়ে ক'নেও রয়েচে; কিন্তু যেখানে বর-ক'নের পাটই নেই, কিম্বা ধরুন বর আছে তো ক'নে নেই, ক'নে আছে তো বর নেই, সেখানে পুরুতঠাকুর কার হাতে কাকে সম্পোদান করবে আমায় বুঝিয়ে বলুন।"

অল্প হেসে উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। একটা বেশ জমাট কাহিনীর যেন খুঁট দেখা যাচ্ছে; আমি আর তর্ক না বাড়িয়ে বললাম—"হ্যাঁ, একেবারে এরকম অবস্থা দাঁড়ালে একটা সমস্যা বই কি।"

"সমিস্যে নয়? রাম সমিস্যে। তখন পুরুতঠাকুর তো ছেলের শাউড়ীর হাতটা টেনে নিয়ে বলতে পারে না তা'হলে একেই দ্যাও সম্পোদান ক'রে। কিম্বা ধরুন......"

তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম—"কিন্তু করবে কি? সমস্যা যদি হোল তো মেটাতে হবে তো।"

"মেটাতে হবে না? কতবার মিটলও যে দা'ঠাকুর, এই মসনেতেই। বর-ক'নে নাই রইল, বরকর্তা রয়েচে, কন্যাকর্তা রয়েচে, পুরুত রয়েচে, মন্তর রয়েচে, একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে না তো এত গুনো সব রয়েচে কি করতে? কেন, আপনাকে বলিনি

রায়চৌধুরীর মেয়ের বিয়ের কথা ? সাতখানা গ্রামের লোক বিয়ে দেখে নেমন্তন্ন খেয়ে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল, চুলোয় যাক বর-ক'নে, তার সঙ্গে সম্বন্ধটা কি বলুন না কেন—তারা আচে কি না আচে একবার কেউ জিগ্যেস পজ্জন্ত করলে না। বলবেন—ওসব মাতালের কাণ্ড, বাদ ছ্যাও। দিলুম। কিন্তু অনাদি ঠাকুর কোন্ মাতাল ছেল বলুন ? আর যাকে সম্পোদান করা হোল, আমাদের ছিরু ঘোষাল ?—বলবেন, কেন গাঁজাটা-আসটা তো খেত—তা মসনে গ্রামে ওটুকু ধরতে গেলে চলে না দা'ঠাকুর—অন্তত ত্যাখনকার দিনে চলত না, যাকে বলে ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যেত……"

প্রশ্ন করলাম—"কেন, ছিরু ঘোষালের বিয়েতেও হয়েছিল নাকি কিছু ? কৈ, শুনিনি তো এর আগে।"

স্বরূপ বিস্মিত হয়ে চাইল।

"আপনি যে অবাক্ করলেন দা'ঠাকুর, 'কিছু' কি! আঁচ্মন টাঁচমন করে বর হা-পিত্তোশ ক'রে মশান আগলে বসে আচে, উঠোনে এক গাদা পাড়ার মেয়েছেলে, স্ত্রীআচার করবে, উদিকে বরপক্ষ, ইদিকে কন্যেপক্ষ, মাঝখানে শালগ্রাম শিলে, পুরুতও টিকিতে একটা কলকে ফুল বেঁধে পুঁথি খুলে ব'সে আচে, কিন্তু বিয়ে যাকে করবে তারই নেই দেখা! ……খোঁজ খোঁজ—বিয়ের ক'নে গেল কোথায় দেখ্—সারা মসনে গ্রামখানা তোলপাড় হয়ে গেল, দা'ঠাকুর বলচেন—কিছু হয়েছিল নাকি ?…নাঃ, কৈ আর কিছু হয়েছিল!"

প্রশ্ন করলাম—"তাহ'লে ?…অন্য ক'নের সঙ্গে হোল বিয়ে ?"

"ক'নে তো বাগানের ফলটা নয় দা'ঠাকুর যে আঁকশি দিয়ে একটা পেড়ে নিয়ে আসবে, পুকুরের চ্যাং-পুঁটিও নয় যে ছিপ ফেলে একটা টেনে তুললুম। তা ভিন্ন, সবাই তো আর অনাদি ঠাকুরের মতন নয়—আয় নেই, ঘরে সোমত্ত মেয়ে, কি করবে, গুলিখোর

গেঁজেল যাই হোক একজনের হাতে সঁপে দিতে পারলে বাঁচে,—জেনেশুনে সজ্ঞানে ছিরু ঘোষালের হাতে কে মেয়ে দিতে যাবে বলুন ?...তবে হ্যাঁ, অন্য ক'নের কথাও উঠেছিল ; শুধু উঠেছিল বলি কেন, ছিরু ঘোষাল য্যাখন পিঁড়ে কামড়ে প'ড়ে রইল, বিয়ে না ক'রে কোন মতেই উঠবে না, উপস্থিত করাও হোল একটা ক'নেকে বিয়ের আসরে—কারুর মেয়েই যে হ'তে হবে এমন কথাও তো শাস্তোরে লেখা নেই—তখন সেই ক'নেই বললে—'বলি, ঘাটের মড়ারা ! এতগুনো একত্তর হয়েচ আর এইটুকু কারুর মাথায়'..."

বাধা দিয়ে বললাম—"না স্বরূপ, একটু গোড়া বেঁধে বলো, যেমন দেখছি ব্যাপারটা বেশ ঘোরালই হয়েছিল ; কারুর মেয়ে নয় অথচ ক'নে এসে সবাইকে ডেকে বললে—'ঘাটের মড়ারা !'...একটু গোড়া বেঁধে না বললে ঠিক যেন ধরতে পারচি না।"

"পারবেন না তো ধরতে। অনেক ব্যাপার যে রয়েছে এর মধ্যে। তাছাড়া এর টানে ও এসে পড়েচে, ওর টানে সে এসে পড়েচে, এই করে কাহিনীটাও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। তা'হলে আর এক ছিলিম সেজে আনতে বলি, তাড়াহুড়ো নেই তো তেমন ?"

গলা বাড়িয়ে নাতিকে আর এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে যেতে বলে স্বরূপ আরম্ভ করল—

"তা'হলে অনাদি ঠাকুর থেকেই আরম্ভ করি দা'ঠাকুর। অনাদি ভশ্চায্যি ছিলেন যাকে বলে একেবারে নিব্বিরুধী মানুষ। জাতব্যবসা পুরুতগিরিই করতেন, তবে নিব্বিরুধী মানুষের যেমন হয়—চলত না মোটেই। শুনেছি পণ্ডিত ছিলেন মস্ত বড়, সুবল তর্কোবাগীশের সন্তান তো, কিন্তু চলত না মোটেই। কথা হচ্চে, উকিল আর পুরুতের পুঁথিগত শুধু বিদ্যে হলেই হয় না দা'ঠাকুর, বরং বিদ্যে রইল কি না রইল হাঁকডাক থাকলেই যথেষ্ট ; আর এও দেখেছি ও দুটো একসঙ্গে হয় না। যদি জিগ্যেস করেন হ'তে

বাধা কি তো বলব—বিধাতাপুরুষ তো একচোখো নন, একজনকে বিছেও দেবেন আবার হাঁকডাকও দেবেন আর একজনের ভাগ্যে লবডঙ্কা—তা'হলে সুবিচারটা হোল কোথায় বলুন না। মসনেয় তখন হাঁকডাক বোলবোলাও দেখতে হয় তো রিদয় ভশ্‌চায্যির! ইয়া ভুঁড়ি, ইয়া বুকের ছাতি, পনখানেক লুচি আর তদনুরূপ সরঞ্জাম না হ'লে পারণ হোত না তানার। আপনি বলবেন পুরুতকে তো পালোয়ানি করতে হবে না, পেটে যদি এলেমই না রইল তো শুধু ভুঁড়ি আর বুকের ছাতি নিয়ে কি হবে? লেহ্য কথা, কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলবার লোক চাইতো। আর সব পুরুতেরা করে পুজো করবার জন্যে উপোস, শরীল পাকিয়ে পাকাটি হয়ে যায়, এনার ছেল পারণের জন্যে উপোস, ঐখানেই অনেক তফাত হয়ে গেল না? বলেও ফেলত, আবার সব রকম মনিষ্যি আচে তো। অবিশ্যি মসনের কোনও পুরুতের তেমন বুকের পাটা ছেল না যে বলে, তবে বাইরে থেকেও তো আসত সব—বরযাত্রী নিয়ে, মন্তর সুদ্ধ্যু কি অসুদ্ধ্যু এই নিয়ে মাঝে মাঝে বেধে যেত। ত্যাখনকার দিনে এসবের ফয়সলা টিকিতে গিয়ে উঠত কিনা, এখনকার টেড়িকাটা ডেলিপ্যাসেঞ্জার পুরুত নয় তো দা'-ঠাকুর—গোছা গোছা টিকি নিয়ে সব আসর জাঁকিয়ে বসত। তা রিদয় ভশ্‌চায্যির টিকির নাগাল পাবে এমন পুরুত তো এযাবৎ জন্মায় নি, সবাইকে রেখেই যেতে হোত টিকি। য্যাখন গোটা আষ্টেক মাথা পস্কের হয়ে গেল, ইস্তক ভাটপাড়া সুদ্ধ্যু, তখন ইদিকে নদে-শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, দাঁইহাট, কাটোয়া, উদিকে ভাটপাড়া পেনিটি—বরানগর, জনাই—তাবৎ জায়গার পুরুতমহলে সামাল-সামাল রব উঠে গেল। এর পরেও আসতে হোত সবাইকে—মসনে গ্রামখানা তো সোজা নয়, বিয়ে, ছেরাদ্দ, পাল-পাব্বন সারাটা বছর লেগেই রয়েছে সে সময়; আসত, তবে মন্তর সুদ্ধ্যু হচ্ছে কি অসুদ্ধ্যু হচ্চে এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাত

না ; বিয়ে দিয়ে, কি পণ্ডিত বিদেয় নিয়ে যে যার হুকের টিকি মাথায় করে গুটি গুটি গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেত।

কাজেই বুঝতেই পারছেন এ-আসরে অনাদি ঠাকুরের মতন নিরীহ পুরুতের কতখানি পসার জমতে পারে। তানাকে এই ষষ্ঠীপুজো, মাকালপুজো, ইতু, মনসা—এই সব নিয়েই থাকতে হোত ; এই সব ঠাকুর দেবতাদের নিজের ভাগ্যেই বা কি জোটে যে পুরুত তাইতে ভাল ক'রে ভাগ বসাবে বলুন ? কলাটা মুলোটা যা পাওয়া যেত তাইতেই একরকম ক'রে দিন চলে যেত। বিয়ে ছেরাদ্দ যদি কপালগুণে এক আধটা জুটল বছরে, একটু কায়দা ক'রে ভেঁড়ে মুষে নে,—সোজা আঙুলে তো ঘি বেরোয় না, তা সে-ক্ষ্যামতা তো ছিল না তানার। ফল কি হোত, না, যেখানে রিদয় ভশ্চায্যি বসলে একজোড়া কাপড়, কি ননী পণ্ডিত বসলে একখানাই, সেখানে যদি অনাদি ঠাকুরকে ডাকলে তো মূল্য ধ'রে তুগণ্ডা পয়সাই দিলে ঠেকিয়ে—যেখানে একটা ঘড়া সেখানেও ঐ মূল্য—অবিশ্যি সে যা মূল্য তাতে একটা মাটির তিজেলও হয় না। দক্ষিণের কথাটা আর তুললুম না দা'ঠাকুর ; কেউ দিলে হাত তুলে তুটো পয়সা, আবার যদি তেমন পাকা গিন্নী হোল তো বললে—ঐ মূল্য থেকেই কেটে নিও ঠাকুরমশাই, হাত একেবারে খালি এখন। ঘর কয়েক যজমানও ছেল, তা তাদেরও ঐ দেবার আগেই হাত খালি। আসল কথাটা হচ্ছে পেতে হ'লে নিতে জানতে হয় ; এই আপনার গিয়ে চারকুড়ি বছর ধরে দেখছি তো তুনিয়াটার হাঁলচাল, যদি নিতে জানেন তবেই পাবেন। এই দেখুন না, শিবঠাকুর তো সোজা ঠাকুর নন, দেবাদিদেব মহাদেব, তা তু'টো বিল্বিপত্র আর একঘটি জল ঢেলে দিয়েই খালাস আপনি ; সে-হিসেবে মনসা তো কোথায় পড়ে আছেন ?—কিন্তু তুধটুকু আর কলাটুকু বাদ দিন তো আপনার বুকের পাটাখানা একবার দেখি!

অনাদি ঠাকুরের আয় বলতে এই। তবু যে কোনরকমে চলে

যাচ্ছিল তার হেতু, পুষ্যি কম বাড়িতে ; নিজে, পরিবার আর একটি মেয়ে, নিশ্চিন্দি। আমায় যদি ধরেন তো আমি ছিলুম একবেলার খন্দের ; ওনাদের একটা গোরু ছেল, সেটাকে মাঠে চরিয়ে আনতুম, দিনের বেলা একমুঠো পেসাদ পেতুম বামুন বাড়িতে। বয়স আমার এই ত্যাখন নয় কি দশ, এর বেশি নয়। তা যদি বললেন তো ঐ একমুঠোও কি গলা দিয়ে নামতে চাইত দা'ঠাকুর ? —গোরুটাও কি ক'রে চিনে গেছল ঠাকুরমশাইকে, ছেরকালটা সেবাই খেয়ে গেল, ভুলেও কখনও একটা এঁড়ে বাছুর দিয়েও উবগার করলে না।

তা না করুক, কষ্টে-ছিষ্টে একরকম ক'রে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পজ্জন্ত গিয়ে কাল হোল ওনার বিদ্যে।······আপনি চমকে উঠলেন—তা ওঠবারই কথা, কিন্তু যথাত্থই বিদ্যেই হোল কাল। উনি যে আর সব শাস্তোর ছেড়ে ন্যায় নিয়েই পড়ে রইলেন কিনা, ঐ ন্যায়ই সারলে ওনার দফা। শাস্তোরটার কথা আপনি শুনেচেন কিনা জানিনে দা'ঠাকুর, আপনাদের এ-কালে আর আচেও কিনা জানিনে, তবে আমাদের কালে বেশ খানিকটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গেচে। ন্যায় বলতে যতরকম অন্যায়, আর যতরকম অলবড্ডে কাণ্ড। কি যে শাস্তোরের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যেত না। যেমন ধরুন কাকতাল বলে একটা কথা বোঝাতেন ঠাকুরমশাই ছাত্তোরদের। অনেকদিনের কথা হোল তো দা'ঠাকুর—চারকুড়ি থেকে ঐ দশটা বছর বাদ দিন—ঠিক সরণ নেই, তবে জিনিসটে কতকটা যেন এই রকম, আবছা আবছা মনে পড়ছে,—ধরুন আপনি তালগাছের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আচেন, কোথাও কিছু নেই, একটা কাক উড়ে এসে তালগাছে বসল, আর যেমনি বসা কোথায় কিছু নেই টুপ ক'রে একটি পাকা তাল মাটিতে পড়া। আপনাকে তখন ভাবতে হবে—এতক্ষণ তালটা ছেল কোথায় ? তা'হলে নিশ্চয় ঐ কাকটাই ডিম পেড়ে গেল। বুঝুন একবার শাস্তোর! লোকে

তালগাছের দিকে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবেই বা কেন, আর কাকটা মামুলি কাক না হয়ে দাঁড়কাকও হয় তো তার পেট থেকে অত বড় একটা······”

গল্পস্রোতে চাই না বাধা দিতে, তবু এটা যেন বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, বললাম—“তা নয় স্বরূপ, কাকতালীয় স্থায় হচ্ছে—ঐ কাকটা এসে বসল বলেই যে তালটা পড়ল এমন কথা নয়—ওটা আমাদের মনের ভুলও হতে পারে।”

স্বরূপ আমার কথাটা হয় বুঝতে পারল না, না হয় চেষ্টাই করল না বোঝবার, বলল—“তাই নয় স্বীকারই কর ভুলটা, তাও তো করতেন না। আর শুধু তো একটাই নয়, ঐরকম সব আরও অনেক। কেন হবে না, কি করে হবে,—এই ছিল মুখের বুলি। তাও যদি পুঁথির বিত্তে পুঁথিতে থাকে তো গোল মিটে যায়; বাইরেও ঐ রকম কাণ্ড, লোকে বলত ঐ বিদ্‌কুটে শাস্তোর পড়েই। তাই নিয়ে মা-ঠাকরুনের সঙ্গে প্রায় লেগে যেত খিটিমিটি। হঠাৎ খেয়াল হোল —মেয়েকেও শাস্তোর পড়াব। মা-ঠাকরুন বলেন—'সে কি অলুক্ষণে কথা! মেয়েমানুষ সে শাস্তোর পড়বে কি গো!' কেন পড়বে না? ······স্থাও, কোনদিন এরপর বলবে বেটাছেলে কেন ছেলে কোলে ক'রে হেঁশেলে ঢুকবে না। তা ছাড়া মেয়েমানুষ শাস্তোর পড়লে বিধবা হয় একথা তো শাস্তোরেই নেকা আচে, তোমার ঐ বিদ্‌কুটে শাস্তোরেই না হয় নেই।···বাবাঠাকুর বলেন—'কেন, শাস্তোর না পড়ে হচ্ছে না বিধবা?'······ত্যাখন ঠাকরুনকে চোখে আগুন দিয়ে বলতে হোল—'তা'হলেই বোঝ, না পড়েও যখন হচ্ছে তখন পড়লে আর কি নিস্তার থাকবে?'

এইরকম সব খিটিমিটি প্রায়ই লেগে থাকত দা'ঠাকুর। শুনতুম ও-শাস্তোরটা নাকি তক্কো করতেই শেখায় আর সব বাদ দিয়ে; তা যত তক্কো করতেই শেখাক, মেয়েছেলের মুখের সামনে তো এঁটে

উঠতে পারবে না কেউ। কিন্তু জিদ,—মেয়েকেও শাস্তোর শেখাতে আরম্ভ করলেন, গোরুটাকেও কোনমতে ভিটে থেকে বিদেয় করলেন না। জিগ্যেস করবেন, কেন, গোরুটার আবার কি হোল?···হোল না?—ঐ তো বললুম ত্যাখন, সারাটা জীবন গেরস্তর দানাপানি খেয়ে গেল, বকনা দূরে থাক, একটা এঁড়ে বাছুর দিয়েও উবগার করলে না!···অভাবের সংসার, গায়ে লাগত, বলতেনও মা-ঠাকরুন। আবার সেই বেয়াড়া তক্কো···তোমরা কপাল-কপাল কর, তা ওর কপালে যদি বাছুর হওয়া নেকা না থাকে।···মা-ঠাকরুন বলেন—'না নেকা থাকে অমন কপাল নিয়ে অন্যুত্তর যাক্।'···না, যার কপালে দুধ নেকা নেই তার ওখানেই তো ওকে থাকতে হবে।···মা-ঠাকরুন বলেন—'তা হবে বৈকি, সব কটা পোড়া কপাল একত্তর না হলে সংসারে এমন করে আগুন লাগবে কি করে?'···রাগ করেন, কান্না-কাটি করেন, যাকে যোগাতে হয় সে-ই তো বোঝে দা'ঠাকুর; কিন্তু ফল কিছু হয় না। ক্রমে মেয়েটিও ডাগর হয়ে উঠতে লাগল, সেদিকেও একটা কিছু বিহিত কর, তা কিছু নয়, ঐ গুটিকতক পোড়ো, ঐ শাস্তোর, আর ঐ তক্কো।—খিটিমিটি বেড়েই যেতে লাগল সংসারে।

এরই মধ্যে একদিন বলা নেই কওয়া নেই সতীলক্ষ্মী চোখ বুজলেন। শুনুন আর নাই শুনুন তবু একটা বলবার লোক ছেল, মা-ঠাকরুন চলে যেতে একেবারে ঝাড়া হাত পা। আর হবি তো হ' ঠিক এই সময়ে বিদ্যেসাগরী ঘোঁট্টাও গ্রামে আবার করে পাকিয়ে উঠল, এবার আরও ঘোরালো হয়ে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের একালে যেমন চরখা, হরিজন, ওর নাম কি ইংরেজ-তাড়াও, স্বরাজ—দেখছি তো একটার পর একটা—সেকালে তেমনি এক বিদ্যেসাগরী ঢেউ উঠেছিল দা'ঠাকুর—আর বিধবা থাকতে দেবে না দেশে। সে এক হুলুস্থুলুস্ কাণ্ড। প্রেথম য্যাখন হাওয়াটা ওঠে—সে আরও আগেকার কথা, আমাদের জন্ম

হয় নি ত্যাখনও। বাবা-কাকাদের মুখে শোনা, সারা দেশে সামাল সামাল রব উঠে গিয়েছিল নাকি। প্রেথমটা মিটিন্, তক্কাতক্কি, এই মসনেতেই কত কাণ্ড হয়ে গেল—এক পক্ষ বলে, শাস্তোরে এর বিধেন আছে তো আর এক পক্ষ বলে, কভি নেহি—এই নিয়ে কত টিকি ছেঁড়া-ছেঁড়ি, কত কেচ্ছা, কলকাতা থেকে বিদ্যেসাগরী দলের লোক নেকচার দিতে এসে কেউ ভাঙা হাত কেউ খোঁড়া ঠ্যাং নিয়ে ফিরে গেল। তারপর য্যাখন শোনা গেল, কোম্পানি আইন করে দিয়েছে, যেমন কেউ সতী-সাধ্বী হতেও পারবে না তেমনি আবার বিধবা হয়ে থাকতেও পারবে না, ত্যাখন সামাল সামাল রব পড়ে গেল চারদিকে। এ হোল বাবা-কাকাদের আমলের কথা দা'ঠাকুর। ঘোলা জলে কিছু দেখা যায় না তো ; এর পর ক্রেমেক য্যাখন থিতিয়ে এল ব্যাপারটা ত্যাখন সবাই টের পেলে—না, আইন সে রকম কিছু বলছে না, যার ইচ্ছে হয় সে দেবে বিয়ে, যার ইচ্ছে নয় সে দেবে না। তবে দিলে তার নালিশও নেই, ফরিয়াদও নেই, তেমনি আবার না দিলে কারুর গর্দানা যাবে না। যাতে কোর্ট নেই আদালত নেই, তা নিয়ে আর কতদিন মাথা ঘামাতে যাবে লোকে বলুন না কেন, সবারই কিছু-না-কিছু নিজের ধান্দা আছে তো,—হুজুগটা যেমন গনগনিয়ে উঠেছিল তেমনি আস্তে আস্তে আবার জুড়িয়ে গেল।

আবার চাড়া দিয়ে উঠল এই সময়টায়। বললুম না ?—আমার বয়েস তখন এই ন' কি দশ বছর। ভালো মন্দ কিছু বুঝিও না, ওনাদের কৈলীটাকে মাঠে নে যাই, সন্দে বেলায় গোয়ালে ঢুকিয়ে সাঁজাল দিয়ে দিই, দুপুর বেলা একমুঠো পেসাদ পাই। একদিন উঠোনের কাঁটালতলায় ভাত বেড়ে দিতে দিতে দিদিমণি বললে— 'তোর ঠাকুমারা কখন্ যাবে র‍্যা ?'…জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় গা দিদিমণি ?'…দিদিমণি একটু হাঁ করে চেয়ে রইল আমার দিকে— বেশ মনে আছে কিনা সিদিনের কথাটা, দিদিমণির আঁচলটা গাছ-কোমর করে জড়ানো, হাতে ডেলের খোরাটা, আমি জিগ্যেস

করতেই হাঁ করে একটু যেন চেয়ে রইল, তারপর বললে—'কেন, তুই শুনিস নি?'···বললাম—'কৈ না তো!'···আর একটু কি ভাবলে, তারপর এক হাতা ডাল পাতের মাঝখানে ঢেলে দিয়ে বললে—'তা'হলে কিছু নয়; উটকো খবর; তুই খেয়ে নে।' ঠাকুমাকে ভালোবাসতুম, ওনার ভাব গতিক দেখে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, ঘুরে যেতে যেতে আবার ফিরে দাঁড়াল, বললে—'উঠলি যে?'··· বললুম—'ঠাকুমাকে দেখতে যাচ্ছি।'···টানাটানা দুগ্‌গো-প্রিতিমের মতন চোখ দুটো ছেল দিদি-ঠাকরুনের, কথা বলতে বলতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঐরকম করে ভাবত; বললে—'তা যাবি; তোর ঠাকুমা তো এক্ষুণি পালাচ্চে না—আর পালাবেই বা কেন—বলচি একটা উটকো খবর—তবুও না হয় যাবি পেত্যয় না করিস আমার কথা—তা ভাত কটা খেয়ে নে—বাড়া ভাত ফেলে গেলে যে অমঙ্গল হবে গেরস্তর।'···ভোলাতেও জানত, পাঁচ কথায় ভুলে খাওয়া য্যাখন শেষ ক'রে এনেচি, ত্যাখন বললেন—'হ্যাঁরে, তোকে কেউ কিছু বলেনি? গাঁয়ের যত বুড়ী সব যে গাঁ ছেড়ে তিথে পালাচ্চে।' নকুলেও ছেল খুব, বল্লে খিলখিল করে হেসে উঠল। জিগ্যেস করলুম—'কেন?'···'ও মা, নৈলে বিয়ে দিয়ে দেবে যে!—দেখো কাণ্ড! গাঁয়ে মহামারী ব্যাপার, আর ও-ছোঁড়া কিছু শোনেনি, এক বশিষ্ঠ মুনির কপিলে গাই পেয়েচে, খুলে নিয়ে যাচ্চে আর বেঁধে দিয়ে যাচ্চে, খালাস!···বিধবাদের যে বিয়ে দেবে আবার, যারা বুড়ী তারা গাঁ ছেড়ে পালাচ্চে, যারা কম বয়সের তাদের আগলাবার জন্যে ভলেন্‌টিয়ারের দল গড়েচে সব! ছোঁড়া কিছু জানে না!'···বললুম—'তা ঠাকুমাকেও আগলাক না।'···বললে—'তা বলগে যা না তোর ঠাকুমাকে। আর, পালিয়ে যাবেই বা কতদূর?'···কথা বলচে আর হেসে হেসে উঠচে, ওনার যেমন অব্যেস ছেল। আমি দা'ঠাকুর ভেবড়ে গেছি, কাকে বিধবা বলে কাকে সধবা বলে অতশত বুঝিও না তো, জিগ্যেস করে বসলুম—'আর তোমার কি

হবে ?'···দিদিমণি একেবারে ডুকরে হেসে উঠল, বললে—'সবুর কর ছোঁড়া, আগে বিয়েই হোক্, হই বিধবা, তারপর সে ভাবনা, কথায় বলে মূলে মাগ নেই উত্তুর শিওর। আর ভাবনাটাই বা কিসের ? দিব্যি বিত্তেসাগরী দল পাত্র ঠিক ক'রে নিয়ে আসবে, বাবা সম্পোদান করবে, খবরের কাগজে নাম ফটোক বেরিয়ে যাবে —মসনের অমুক ন্যায়রত্নের মেয়ে অমুক কলেজের অমুকের সঙ্গে বিধবা-বিয়ে করেচে। ভয়টা কিসের ? আমি তো হাঁ ক'রে বসে আচি ক'বে বিয়ে হবে আর ক'বে বিধবা হব।'

ওনার ঐরকম কথাবার্তা ছেল, মুখে কোন আগল ছেল না, লোকে বলত বাপের কাছে বাপের শাস্তোর পড়ে ঐরকম ধিঙ্গি হয়ে উঠচে। সত্যি মিথ্যে জানি না, তবে দিদিমণির ত্যাখন কতই বা বয়েস যে শাস্তোর পড়ে পাকা হয়ে উঠবে ?—আমার চেয়ে বছর ছ' সাতেকের বড় ছেল, তার বেশি নয়। আসলে মনটা ছেল বড্ড খোলা আর তার সঙ্গে হাসি রোগ, তার জন্যে যদি ঠাকুর মশাইকেও টেনে আনতে হয় তো ছেড়ে কথা কইত না দিদিমণি। মনে যে সাত পাঁচ কিছু ছেল না কিনা। ইদিকে তেমনি মিষ্টি স্বভাব, আর তেমনি ধারাল বুদ্ধিও দা'ঠাকুর। সিদিনকার কথা ধরুন না। দিদিমণি টের পেয়েছেল ; আমায় জিগ্যেস করতে আমি য্যাখন বললুম কিছুই শুনিনি, ত্যাখনই উনি ধরে নিয়েছেল ব্যাপারখানা কি দাঁড়িয়েচে। সেই জন্যেই আমার খাওয়া হয়ে গেলেও আমায় এ-গল্প সে-গল্প ক'রে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলে। তারপর যখন বুঝলে উদিকে সব ঠিকঠাক—প্রায় আপনার গিয়ে য্যাখন সন্দে হয়ে এসেচে সেই সময় দিলে ছেড়ে আমায়। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ একটা কথাতেই দিদিমণি বাড়ির প্ল্যানটা আন্দাজ ক'রে নেছলো। কথাটা হচ্ছে, ঠাকুমা বুড়ী য্যাখন যাবেই, ও রকম আতঙ্ক নিয়ে তো গাঁয়ে টেঁকা যায় না, ত্যাখন আমায় জানিয়ে আর যাবার সময় কান্নাকাটি, হ্যাঙ্গামহুজ্জৎ করা কেন। তাই হোলও, বাড়ি গিয়ে টের পেলুম

বুড়ী আরও একদল বুড়ীর সঙ্গে দুপুরের পরেই বিদেয় হয়েচে। আছড়ে পড়লুম উঠোনে। ত্যাখন আর কান্নকাটি করেই বা কি হবে ?—জোয়ারের গাঙে নৌকো ত্যাখন নাগালের বাইরে।

এর পরেই মসনে একেবারে তোলপাড় হয়ে গেল দা'ঠাকুর। যদি জিগ্যেস করেন একেবার একরকম জুড়িয়ে গিয়ে আবার ঐ ঢো'টা মাথা চাড়া দিয়ে কেন উঠল, তো বলব বিদ্যেসাগর মশাই জ্যান্ত থেকে যা না করতে পারলেন মারা গিয়ে করলেন তার চার গুণ। তা' হলে আরও একটু পক্ষের করে বলতে হয় কথাটা, একটু বোধ হয় আপনাদের একেলেদের গায়ে লাগবে, তা আর করা যাবে কি ?···ঐ আপনাদের শোক-শোভা দা'ঠাকুর, আমায়ও একবার টেনে নে' গেছ্‌ল। সে দুঃখের কাহিনী আগে একবার বলেচি আপনার কাছে। আমাদের সময়ে যদি কারুর কাল্‌ হোল তো তার জন্যে ঘাট হোল, ছেরাদ্দ হোল, জ্ঞাত-ভোজন হোল, নিশ্চিন্দি। তেমন তেমন জানিত লোক হোল, অবস্থাও আচে, তিলকাঞ্চন না ক'রে—ষোড়শ করো, বেরষো করো, দান-সাগর করো; তারও ওপর যেতে পার—দেশে দেশে জানাজানি করতে চাও, পণ্ডিত ডাকো, ঘটা ক'রে বিদায় দাও, আপনি হৈ-হৈ উঠে যাবে'খন। আপনাদের একালের মতন শোক-শোভা ছেল না দা'ঠাকুর। আপনি বলবেন—কেন, একটা বড়লোক মারা গেল তার জন্যে যদি দলবেঁধে কান্নাকাটি করেই একটু তো মন্দ কথাটা কি ? প্রেথমকে, কান্না তো সংকীর্তন নয় দা'ঠাকুর যে দলের মধ্যে গলা মিশিয়ে দিলে একটা সুর কোন রকম করে বেরিয়ে আসবেই। তাও না হয় গণ্ডায় এণ্ডা মিলিয়ে দিলে কে আর হিসেব রাখছে, কিন্তু কাঁদবে যে তার ফুরসত কোথায় ? বিদ্যেসাগর মশাইয়ের শোক-শোভার কথাই ধরুন না কেন। শোভার দিকটা হোল ভালই একরকম। শিবতলার মাঠটায় প্রকাণ্ড শামিয়ানা টাঙিয়ে ফুলপাতা, রঙিন কাগজের শেকল, পতাকা দিয়ে যা আসর খাড়া করলে তার কাছে

যাত্রার আসর হার মানে। কিন্তু ঐ পজ্জন্তই। তারপর থেকেই আরম্ভ হোল ফ্যাসাদ। পয়লা তো কে উঁচু আসনটায় বসবে। কথাটা বোধহয় শোভাপতি। ঐখানেই গলদটা বুঝুন; না হয় সাজিয়েছিস বিয়ের আসর করেই, কিন্তু আসলে তো ছেরাদ্দরই ব্যবস্থা, তা'হলে পতিটা এল কোথা থেকে বুঝিয়ে বল্ আমায়। পাপের প্রাশ্‌চিত্তির, ফ্যাসাদটা উঠলও ঐখান থেকেই। দুরকম দলই তো আচে মসনেতে, কেউ বলে বিয়ে হোক বিধবাদের, কেউ বলে কোভ্‌ভি নেহি; তা বিধবা-পার্টির লোকে বললে আসনে বসবে তাদের লোক, সধবা-পার্টির লোক বললে, না তাদের লোক। হকের দিক দিয়ে দেখতে গেলে অবিশ্যি বিধবা-পার্টির কথাটাই লেহ্য, কেননা যাঁকে নিয়ে শোক তিনি তো তাদেরই লোক, কিন্তু সে আর শুনচে কে? আসল কথা সধবারা দলে ভারি, তারা চায় মিটিন্‌টাকে পণ্ড পরতে, ঐ একটা কোট ধরে বসে রইল, আমাদের পেসিডেণ্ট করো, না হয় দেখে নিচ্চি কি করে তোমরা শোক-শোভা দাঁড় করাতে পার। ব্যাপার গুরুচরণ হয়ে দাঁড়াল।

এতটা হোত না দা'ঠাকুর, এ সময় আরও একটা ব্যাপার হয়ে গেল কিনা, তাইতে গুলতনিটা আরও গেল বেড়ে; গাঁয়ের জমিদার রায়চৌধুরীদের দশ-আনী আর ছ-আনী দুই তরফে ভাগাভাগি হয়ে গেল। ছোট তরফের দেবনারায়ণ ছিলেন বড় তরফের নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর ভাইপো। গোড়ায় শুনেছি খুড়োর খুব অনুগত ছিলেন, অত অনুগত নাকি ছেলেরাও ছেল না, তারপর কলকেতায় কলেজে পড়তে গিয়ে তানার মাথা নাকি বিগড়ে যায়। য্যাখনকার কথা হচ্ছে ত্যাখন সুদু তো বিদ্যেসাগরী হ্যাঙ্গামই ছেল না, তার সঙ্গে ছেল বেম্মো সমাজ, ওদিকে আবার কিষ্টান পাদ্রিদের কাণ্ড, ছেলে ঘরে মুখ্যু হয়ে থাক্, তবু কেউ কলকেতায় তালিম নিতে পাঠাত না দা'ঠাকুর। নিশিকান্ত দেখলেন—ছেলেটা ভালো, সাতচড়ে কথা কয় না, ঘুরেই না হয় আসুক না, অষ্টমফষ্টম কাটিয়ে যদি মানুষ হয়ে

ক্ষেরে তো বংশের নাম বেরিয়ে যাবে; আবার জমিদার-জমিদার ঘরেও তো রেষারেষি রয়েচে—ওদিকে পালেরা, দক্ষিণ পাড়ার চৌধুরীরা। ছেলে কিন্তু শোনা যেতে লাগল বিগড়ুতে আরম্ভ করেচে। ঠিক সে ধরনের বিগড়ুনি নয় তখনও, তবে নাকি সমাজে যায় মাঝে মাঝে, বক্তিমে করে, এই রকম সব কাণ্ড। দু' একবার ডেকে নিয়ে এসে ক'ড়কে দিলেন, এই রকম শুনি। তাতেও নাকি য্যাখন ফল হোল না ত্যাখন বললেন, 'তুমি পড়াশোনা ছেড়ে বাড়িতে এসে বোস'। ফল আরও উল্টো হোল দা'ঠাকুর, সেই কথায় বলে না?—কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ট্যাঁস-ট্যাঁস; সেই ট্যাঁস-ট্যাঁস করে উঠল বাঁশ। ত্যাখন তিন বছর কেটে গেচে কলেজে, পেকে উঠেচে, ভাইপো ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়ালেন—আর একটা বছর বাকি আছে, ওটুকু না সেরে তিনি ফিরবেন না ঘরে। ল্যাও ঠ্যালা! কি করতে গেলেন আর কি হয়ে গেল! নিশিকান্ত ত্যাখন আর এক বুদ্ধি ঠাওরালেন, বললেন —তুমি নিজের জমিদারি এবার দেখেশুনে নিতে আরম্ভ করো এসে, আমার বয়স হয়ে আসচে, আমি আর কতদিন? দেবনারায়ণ উত্তুর করলেন, আমার জমিদারিতে লোভ নেই।...সিংহিই তো, আর করেচেনও তো অনেক কিছু ভাইপোর জন্যে, নিশিকান্ত তখন আগুন হয়ে উঠলেন, বললেন—'তা হলে তুমি তোমার হিস্যে নিয়ে তফাত হও; নষ্ট করো, রাখো, আমার কিছু বলবার নেই।'

হয়তো ভেবেছিলেন দা'ঠাকুর যে, সম্পত্তির ওপর বসলে ওসব নেশা কেটে যাবে, কিন্তু আবার ফল হোল উল্টো। কলকাতা ছেড়ে দেবনারায়ণ অবিশ্যি দেশে এসে আলাদা হয়ে বসলেন, কিন্তু ভাঙন য্যাখন হ'য়ে গেল ত্যাখন আর কিছু ঢাকঢাক-গুড়গুড় রইল না। এতো আর আমার আপনার লড়াই নয় দা'ঠাকুর, সিংহি-সিংহিতে লড়চে। একবার আলাদা য্যাখন হয়ে গেলেন, ত্যাখন আর খুড়ো-ভাইপোর কোন খাতির রইল না, উনি যান উত্তুরে তো ইনি যান

দক্ষিণে। হবি তো হ' ঠিক এই সময়টিতে ঐ শোক-শোভার বখেড়া উঠল গ্রামে। দেবনারায়ণ বললেন বিধবাদের বিয়ে দিতে হবে, শোক-শোভা করো তোমরা, আমি আচি পেছনে। খুড়ো বললেন, কোভ্ ভি নেহি, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী এখনও বেঁচে, মসনে গ্রামে এ অনাচার ঢুকতে পাবে না। শোনা কথা দা'ঠাকুর, দেবনারায়ণ নাকি এই সময় শিবমন্দিরে গিয়ে শপথও করেন, বিধবা ভেন্ন কোন সধবাকে বিয়ে করবেন না তিনি। অবিশ্যি শোনা কথা, তবে যেমন যেমন দেখলুম পরে, অবিশ্বাসও তো করতে পারিনে। অবিশ্যি খুড়ো ভাইপো দুজনেই রইলেন আড়ালে, সেখান থেকেই ওসকানি দিতে লাগলেন, বাইরে বাইরে একটা আবার কি-যে বলে ইয়ে আচে তো, সত্যসত্য প্রেথক হয়েচেন, কাটা ঘায়ের দাগ যায় নি এখনও। নিজেরা আড়ালে থেকে ওসকানি দিয়ে যেতে লাগলেন, ব্যাপারটা উঠল সামান্য কথা নিয়েই—শোক-শোভায় বিধবাদের কেউ পেসিডেণ্ট হবে, না সধবাদের।

মসনের মাটিতে অনেক কিছুই দেখলুম দা'ঠাকুর, বয়েস তো কম হোল না, তার মধ্যে ঐ শোক-শোভাও অনেক দেখেছি পরে, একটাতে পেসিডেণ্ট করে আপনার এই নফরকেও বস্তে দেছল সিদিনে, কিন্তু সে যা এক শোক-শোভা দেখেছিলুম, তেমনটি কৈ আর তো দেখলুম না। মা রণচণ্ডী যেন নিজে এসে অবতীন্ন হলেন। সারা গাঁ সরগম, বিকেল না হ'তেই গোরুটাকে গৈলে তুলে আমি গিয়ে শিবডাঙার ঝাঁকড়া ছাতিম গাছটার ওপর বসে রইলুম— ব্যাপার দেখে বাবা ওদিকে মাড়াতে বারণ করে দেছল কিনা। সেখানেও গাছের ওপরও বিধবা-পাটি আর সধবা-পাটি, অবিশ্যি আলাদা আলাদা ডেলে। গোবরা, রাখাল, জটে, হ্যাংলা—সব আমাদেরই সেথো—এরা সব সধবা, আগে থাকতে ওপর ডালে গিয়ে বসেচে, নিচের ডালে আমি আর লখ্না। লখ্নার বাবা-মা কেউ ছেল না দা'ঠাকুর ; মেসোর কাছে থাকত ; মাসীটা ছেল বজ্জ

দজ্জাল, তাই লোচন বিধবাদের দলে হ'য়ে নিচের ডেলে বসে ছেল ; আমি আসতে আমাকেও নিলে টেনে।

—বললুম না?—মা রণচণ্ডী যেন নিজেই অবতীর্ণা হলেন, বললেন, বটে! কর্ কত শোক করবি। আমরা যে যার পাটি নিয়ে গুচ্যেগাচ্যে বসেচি এমন সময় পেসিডেন্টরা এল। পশ্চিমদিক থেকে ঢুকল বিধবা-পাটির পেসিডেন্ট, নিবারণ ঘটক, সঙ্গে তার নিজের দল আর তাদের ঘেরে দেবনারায়ণের নেটেল সব। আসরের উত্তুর দিকে একটা চৌকি পাতা, তার ওপর ফরাস গালচে, পেসিডেন্টের বসবার জন্যে। দলবল নিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় দক্ষিণদিক থেকে সধবা-পাটির পেসিডেন্ট তার লোক লস্কর নিয়ে উপস্থিত। এদের পেসিডেন্ট আবার আগে থাকতেই মালা-টালা দিয়ে গোঁসাই ঠাকুরটি ক'রে সাজানো। কে একজন গলা তুলে সওয়াল করলে… 'ওখানে উঠে বসতে যায় কে?'…একজন জবাব দিলে—'ঘটক মশাই। পেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন।'…'নেমে আসুন ভালো চানতো, এ শোভার পেসিডেন্ট হচ্ছেন আমাদের সিদু মল্লিক মশাই!'… 'কোভ্ভি নেহি!'…'আলবৎ!' ব্যস্, কথার মধ্যে এই কটি দা'ঠাকুর, তারপরেই আরম্ভ হয়ে গেল। ইট, পাটকেল, লাঠি, কিল, চড়, চটি, খড়ম—ঐ যে বললুম সে যেন রাজসূয় ব্যাপার একেবারে—দেখতে দেখতে কত লাশ পড়ে গেল, কেউ গ্যাঙাচ্চে, কেউ কেউ দাঁতকপাটি লেগেচে, কারুর হাত গেল, কারুর ঠ্যাং। তবু কি থামতে চায়?—'মার বিধবা-পাটিদের!' 'কাট্ সধবাদের!' পালাতে যায় তো তাড়া ক'রে পেড়ে ফ্যালে, আসরের শোক-শোভা বনবাদাড়ে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর গ্রামে। সমস্ত গ্রামে মড়াকান্না উঠে গেল। শোকের আর কসুর রইল না দা'ঠাকুর।

কিন্তু ঐ যা বললুম—সে নিজের নিজের মধ্যেই, কেউ ফুরসত পেলে কোথায় যে যাঁর জন্যে শোক করবার এত আয়োজন তানার কথা ভাববে। ঘটক মশাইয়ের এমন অবস্থা যে সেই চৌকিতে ক'রে

তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে হোল ; সবাই বললে, আর কেন, সোজাসুজি ঘাটে নিয়ে গিয়ে অন্তর্জ্জলি করাই ভালো। সিদু মল্লিককেও গাল-চেয় শুইয়ে ধরাধরি ক'রেই ট্যাঙো নিয়ে গেল সবাই। ইদিকে সধবা ডালে আরও ছেলে উঠে ডাল ভেঙে মড়মড়িয়ে পড়ল আমাদের ঘাড়ের ওপর, তারপর সধবা বিধবা সবসুদ্ধ্যু তালগোল পাক্যে মাটিতে। এই দেখুন না বাঁ হাত এখনও ব্যাঁকা, দেড় মাস হুগলি হাসপাতালে পড়ে।"

আমি বললাম—"যাক, খানিকটা বদরক্ত বেরিয়ে গিয়ে গুলতনিটা ঠাণ্ডা হোল……"

স্বরূপ আমার হুঁকোর ওপর থেকেই কলকেটা তুলে নিয়ে টান দিতে দিতেই মুখটা একটু কুঁচকে হাসলে, তারপর আমার কলকেটা বসিয়ে ধুঁয়ো ছেড়ে বললে—"অপরাধ নেবেন না দা'ঠাকুর, এ কালের ব্যাপার তো নয়, এ যা সময়ের কথা বলচি আপনাকে ত্যাখন এত অল্পে রক্ত ঠাণ্ডা তো হোত না। গুলতনিটা কমল,—একেবারে যে কমল না তা কি করে বলি ? কিন্তু সে আর কদিন ?—ঐ যে কটা দিন চাঁইগুলো হাত পা মাথা নিয়ে বিছেনায় রইল পড়ে—মিলিয়ে সিলিয়ে ধরুন এই দিন দশ, কি জোর দিন পনের,—তারপরেই আবার যে-কে সেই। যে-কে সেই বা বলি কি করে ? এর পরে যা হোল, তা শোক-শোভার মতন অমন জমজমে না হোক তাতে ওলট-পালট তো কম হোল না গ্রামে, আর তাইতেই তো আমাদের অনাদি ঠাকুর মশাই ডুবলেন।

মানে, একবার সামনা-সামনি এইরকম একটা বড় গোছের মোকাবিলা হয়ে যাবার পর এদের জিদ ধরে গেল আর মিটিন্ নয়, নেকচার নয়, একেবারে বিধবা বিয়ে দিতে হবে গাঁয়ের মাঝখানে ব'সে। কিন্তু সমিস্যে হোল মেয়ে পাওয়া যায় কোথায় ? এদের পার্টিটা এমনিই ওদের চেয়ে ছোট, তার ওপর বেশির ভাগই ছেলে ছোকরা নিয়ে। তাদের আপন বলতে যে সব বিধবা তারা হয় বোন

কিম্বা মাসী, কিম্বা পিসী এইরকম ; উদিকে কত্তারা প্রায়ই সব সধবা দলের, সোতোরাং জুত হয় না। অন্য উপায় করতেও কসুর করলে না, মাথা তো সবার গরম হয়ে উঠেচে ত্যাখন। গুপী চাটুজ্জের ছেলে যদুপতির নতুন বিয়ে হয়েছেল, সে একখানা চিঠি লিখে বালিশের তলায় গুঁজে রেখে আফিম খেয়ে বসল—কী, না—আমি দেশের ভালোর জন্যে নিজের স্ব-ইচ্ছেয় চললুম,—আমার ছেরাদ্দ শান্তি চুকে গেলেই যেন দেশের কল্যাণে আমার বৌয়ের বিধবা বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়।···আরে এটুকু ভেবে দেখলিনি, তুই চোখ বুজলে তোর বৌয়ের ওপর একতিয়ার রইল কোথায় ? নতুন ঘর করতে এয়েছেল বৌটা, ফল এই হোল বাপে-শ্বশুরে যোগসাজোস ক'রে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিলে। এরও পর বাপে-শ্বশুরে যোগসাজোস করেই শ্বশুর মিচিমিচি রটিয়ে দিলে তারা সমাজে নাম নিকিয়ে বেম্মোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে। ভালো হয়ে যদুপতি এমন বিলাল্লা হ'য়ে গেল—না বাপের বাড়ি ঠাঁই পায়, না শ্বশুরবাড়ি—তার দুর্দশা দেখে আর আপ্তহত্যের দিকে কেউ গেল না। বাকি রইল বাইরে থেকে বিধবা বিয়ে ক'রে এনে গাঁয়ে তোলা। তাও হোতে পারত কিন্তু কেউ এগুল না। কথা হচ্ছে সে তো আর নিজের স্ব-ইচ্ছেয় ধীরে-সুস্তে আপিন গুলে খাওয়া নয় দা'ঠাকুর, সধবারা এমন নেটেলের ব্যবস্তা ক'রে রেখেচে যে একটি হাড় আস্ত নিয়ে গাঁয়ে ঢুকতে দেবে না, সাজিয়ে চিঠি নিকে যাওয়ার কথা তো বাদই দিন।

তবুও দিলে বিয়ে ক'খানা। ওদের দলে মাঝে মাঝে বুদ্ধি যোগাত বুড়ো গয়ারাম। পালেদের জমিদারি-সেরেস্তায় মুহুরির কাজ করত, আর কি যে বলে, একজন ঝানু লোক—সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন দা'ঠাকুর, তবে শুনেচি এই ডামাডোলের সময় তিনি নাকি দু'দিকেই উসকুনি দিয়ে বেশ দু'পয়সা ক'রে নেছল। গয়ারাম বললে—কেন, বিধবা বিয়ে দেবে তো বোষ্টমপাড়া রয়েচে তো।··· ক'দিনের মধ্যে হুহু করে কটা হয়েও গেল, তারপর ঘটা দেখে বিয়ে

করবার জন্যে চারিদিক থেকে বোষ্টম-বোষ্টমীদের এরকম ভিড় পড়ে গেল দা'-ঠাকুর যে শেষ পজ্জন্ত আর সামাল দিয়ে উঠতে পারলে না এরা। খরচও আছে তো। তা ভিন্ন পুরোপুরি বিয়ে তো নয়, কণ্ঠিবদল—সে যেন দুধের সাদ ঘোলে মেটান, শেষ পজ্জন্ত এদের কারুর বোষ্টম বিধবা বিয়ের আর গা রইল না। যারা হাঁক ডাক শুনে বাইরে থেকে কণ্ঠিবদলের জন্যে ছুটে এয়েছেল, শাপমণ্যি দিতে দিতে ফিরে গেল।

ব্যাপারটা ক্রেমেই জুড়িয়ে আসছিল দা'ঠাকুর, হুজুগই তো কিছু একটা না পেলে কতদিন আর চাড়া দিয়ে রাখা যায় বলুন না। জুড়িয়েই আসছিল, আবার ঐ গয়ারামই এক ঝোঁক চাগিয়ে তুললে। গয়ারামের বাড়িতে গয়ারাম নিজে আর তার পরিবার, আর তিনকুলে আপন বলতে কেউ ছেল না বলেই লোকে জানত। হঠাৎ জমিদারি-সেরেস্তার একটা কি কাজে কলকাতায় গিয়ে একটি সতের আঠার বছরের মেয়েকে নিয়ে এসে ভর সন্দের সময় তিনজন মিলে মড়াকান্না তুলে দিলে বাড়িতে। পাড়ার মেয়ে-মদ্দ সবাই ছুটে এল—ব্যাপারখানা কি ?—না, আমার এই বোন্‌ঝি, কপাল ভেঙেচে, এখন কলকাতার বিদ্যেসাগরীরা চারিদিক থেকে চেপে ধরেচে আবার বিয়ে দাও ; জাত কুল নিয়ে পালিয়ে এলুম মসনেতে। সাধু সাধু রব পড়ে গেল দা'ঠাকুর, ব্যাপারটা জুড়িয়ে আসছিল কি না। দিনকতক আবার সধবার দলই গয়ারামকে নিয়ে মেতে উঠল। তা উঠুক, ক্ষেতি নেই, কিন্তু মাস যেতে না যেতে ব্যাপার আবার অন্যরকম হয়ে উঠল। বোন্‌ঝি যা এনেচে গয়ারাম, তার ধারা যেন কিরকম কিরকম। প্রেথমটা একটু চাপাচাপি রইল, তারপর ক্রেমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল পাড়ার সবাই। গয়ারামকে নিয়ে অত যে মাতামাতি তা থামতে চায় না কেন—বিশেষ ছেলে ছোকরাদের মহলে, বোন্‌ঝির চালচলনে এর রহস্যটা য্যাখন প্রকাশ পেয়ে গেল, ত্যাখন সধবার দলেরও যারা মাতব্বর,—পালেদের বিশ্বম্ভর পাল,

চৌধুরীদের মাখনবাবু, ইদিক আপনার দেবনারায়ণের খুড়ো নিশিকান্ত, সবাই চিন্তিত হয়ে উঠলেন এ কণ্টক গ্রাম থেকে তুলে ফেলা যায় কি ক'রে। শুধু যে গ্রামের হাওয়া বিগড়ে যাচ্ছে তাই তো নয়, বিধবা-পার্টির দলিলও যে পাকা হচ্ছে দিন দিন। শেষ-কালে একদিন গভীর রেতে, গ্রাম যখন নিষুতি, নিশিকান্ত চুপি চুপি গয়ারামকে ডেকে পাঠালেন নিজের বাড়িতে, বললেন—'গয়া, যা হয়েচে, হয়েচে, এখন তোমার বোন্‌ঝিটিকে বিদেয় করতে হবে গ্রাম থেকে!' গয়ারাম একেবারে পা জড়িয়ে কেঁদে পড়ে বলল—'বাপ-মা-মরা মেয়ে হুজুর, উদিকে শ্বশুরবাড়িতে থাকলে ঐ বিছেসাগরী হ্যাঙ্গাম—আপনাদের ছিচরণে এনে ফেলেচি, এখন আপনারা পায়ে ঠেললে ও যায় কোথায়?'...না, 'ওতো দেখচি পা ছেড়ে মাথায় উঠে বসেচে, গ্রাম রসাতলে যায়। একটা মেয়ে এসে টলমলিয়ে দিয়েচে; করতেই হবে বিদায়। খুঁজে পেতে দেখলে দূর সম্পর্কের আত্মীয় অমন ঢের পাওয়া যাবে, তুমি কারুর ওখানে করো ব্যবস্তা, না হয় একটা মাসোহারা করে দেওয়া যাবে।' গয়ারাম ত্যাখন একেবারে পা দুটো জড়িয়ে কেঁদে পড়ল—'বাপ-মা-মরা মেয়ে, আপন বলতে এই এক মামা টিমটিম করচি, বুড়ো বয়সে এ অধম্ম আর করাবেন না হুজুর—নিজের মামাই যার আপন হোল না তাকে অন্যে আর কে দেখবে? মাঝখান থেকে হুজুরের ট্যাকাগুনো বরবাদ হবে—অল্প বয়েস, মেয়েটাও যাবে ভেসে। স্ত্রীলোকের আপন বলতে ইদিকে বাপ খুড়ো, উদিক সোয়ামী, তা সবই তো খেয়ে বসেচে পোড়াকপালী, আচে বলতে বুড়ো হাবড়া এই এক মামা, তা আমাকে দিয়ে বুড়ো বয়সে এ আর অধম্ম করাবেন না হুজুর।'

অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি, বোঝানো, য্যাখন কিছুতেই কিছু হোল না ত্যাখন ঐ নিশিকান্তকেই বলতে হোল—'তাহলে তুমি ওকে বিধবা বিয়ে দিয়েই বিদায় করো; এ অনাচারের চেয়ে সে বরং ভালো।'... আজ্ঞে হ্যাঁ, দা'ঠাকুর, এমন অবস্থাটা দাঁড় করালে গয়ারামের সাত-

পুরুষের কোথাকার কে ঐ বোন্‌ঝি যে সধবা-পার্টির একেবারে যে চাঁই তাঁর মুখ দিয়েও বের করতে হোল—গয়ারাম তুমি বিধবা বিয়ে দিয়ে বিদায় করো কণ্টক, সবার হাড় জুড়ুক।

কিন্তু সে তো অমনি হয় না দা'ঠাকুর! একজন কুলীন কায়েত, তার বংশে একটা দাগ লেগে যাচ্চে।...কত ঠিক জানি না, নিষুতি রেতে ছাতের ওপরে গিয়ে কথাবার্তা তো—তবে মোটা ট্যাকা কবলাতে হোল নিশিকান্তকে।

এরাও দিলে বৈকি ট্যাকা, মানে বিধবা-পার্টির এরা।... আপনি যে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন দা'ঠাকুর,—কেন, গয়ারাম যে কি রকম খেলোয়াড় তা আপনাকে আগেই বলিনি? এ দিকেও তলেতলে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্চেল—এদের কাছ থেকেও দিব্যি ভারি রকম একটা হাতালে। বাঃ, গাঁয়ের মধ্যে এই প্রেথম বিধবা বিয়ে—নিকেও না কণ্ঠিবদলও নয়, পুরুত ডেকে অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে, সে তো মাংনায় হয় না।...আজ্ঞে হ্যাঁ, গাঁয়ের মধ্যেই হোল বৈকি। প্রেথমে ঠিক হয়েছিল একটা পাত্তোর ঠিক ক'রে বাইরে কোথাও গিয়ে বোনঝিকে তার গলায় লটকে দেবে গয়ারাম। বিধবা-পার্টির এরা জিদ ক'রে বসল—না, গাঁয়েই দিতে হবে বিয়ে। বাইরের বোনঝি বাইরেই চ'লে গেল চুপিসাড়ে তো মসনের লাভটা কি হোল? এ যেন খানিকটা ব্রেথা তড়পাতড়পি-নাপানাপি করে যে জলের মাছ আবার সেই জলেই গিয়ে ঢুকল। খানিকটা হুঁ-না, হুঁ-না ক'রে শেষ পজ্জন্ত রাজী হোল গয়ারাম, মানে, ও আর রাজী হবে কি, রাজী তো হয়েই রয়েচে—দু' দিকেই কথা চালিয়ে যাচ্ছেল তো, নিশিকান্তকে রাজী করালে—একটা রফা গোছের হোল—ঢাক-ঢোল কিছু হবে না, অন্ততঃ বিয়ের রেতে নয়, চুপিসাড়ে বর আসবে, চুপিসাড়ে বিয়ে, চুপিসাড়ে বর-ক'নে বিদেয়—তারপর যাদের গরজ তারা বুঝুক গিয়ে। গয়ারাম বললে সেও বিয়েটুকু দিয়ে বর-ক'নের সঙ্গেই তিত্থি করতে বেরিয়ে যাবে পরিবারকে

নিয়ে, একটা যে মহাপাতক হোল বংশে সেটা তো পুষে রাখাও ঠিক নয়। ও খরচটাও বাগিয়ে নিলে খুড়ো ভাইপো দুজনের কাছ থেকেই। কথাটা বুঝলেন না দা'ঠাকুর? মোকা বুঝে কোথাকার কোন্ গলি থেকে একটা উট্‌কো মেয়েকে তুলে নিয়ে এসে দুদিকে ভুজুং‌ভাজুং দিয়ে নিজের ট্যাঁক তো ভারী করে নিলে, কিন্তু এর পর দিন কতক গা-ঢাকা না দিলে, আর একটা যে বিধবা হয় বাড়িতে সদ্য সদ্য—সধবা-পাটির এরা গয়ারামকে তো আর আস্ত রাখবে না, একে এই হার, তার ওপর আবার যে ছোঁড়াগুলো বিগড়ে ছিল তাদের ঐ বোনাঝির শোক—হাড় একদিকে মাস একদিকে করে ছাড়বে না?

আগুন কখনও ছাইচাপা থাকে দা'ঠাকুর?···বিয়ে হোল অমাবস্যের রাত্তিরে, বর-ক'নেও অন্ধকারে অন্ধকারে নির্ব্বিঘ্নে বিদায় হোল, গয়ারামও গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে দোরে তালা ঝুলিয়ে পরিবার নিয়ে পড়ল বেরিয়ে তাদের সঙ্গে। পরদিন সকাল থেকেই কিন্তু মসনে একেবারে সরগরম হয়ে উঠল। যে সব সধবা-পাটির ছেলের দল ইদিকে গয়ারামের নেওটো হয়ে পড়েছেল—সকাল সন্দে একটা না একটা ছুতো নিয়ে এসে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকত, তারা উঁকি-ঝুঁকি মেরে কাউকে না দেখতে পেয়ে মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে, এমন সময় বিধবা-পাটির দল জলুস ক'রে ঢাকঢোল নিয়ে বেরুল। কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়তে তখুনি তখুনি যে একটা বেধে গেল তাইতে সধবাদের এরাই ধাক্কাটা খেলে বেশি, তোড়জোড় করা তো ছেল না। তখন আবার মসনেতে নতুন করে সাজসাজ পড়ে গেল।

ঠিক স্মরণ হচ্চে না দা'ঠাকুর, সেই কোন্ যুগের কথা তো, তবে, বেশি দিন নয়, বিয়ে হয়ে যাবার দিন চারেক পরের কথা—মাঠ থেকে কৈলীকে নে এসেচি, গৈলে তুলে সেঁজেল দিয়ে ঘরে আসব, এমন সময় একটা শব্দ শুনে ঘুরে দেখি এক পাল সধবা

পার্টি হৈ-হৈ করতে করতে এদিক পানে ছুটে আসচে—'মারো! কাটো! আগুন লাগাও!' ছেলেমানুষই তো ত্যাখন, আমি প্রেথমটা ছুটে পালাতে যাচ্ছেলাম, তারপর আমাদের পাড়ার দিক থেকে ক'জনকে দৌড়ে আসতে দেখে আবার ফিরে এসে এনাদের উঠোনে দাঁড়ালাম। ব্যাপার আর কিছু নয়, ওরা টের পেয়েচে গয়ারামের বোনঝির বিধবা বিয়ে দিয়েচেন অনাদি ঠাকুর, তাই তাঁনার ঘর দোর জ্বালিয়ে নিম্মূল করতে ছুটে এয়েচে সবাই। টের পেয়েছেল ওরা আগেই, তবে আজ সন্দেয় যে দল বেঁধে ছুটে এল তার কারণ ত্বখানা গ্রাম বাদ দিয়ে বারুইপাড়ায় একটা বড় বিত্তে-সাগরী মিটিন্ ছেল, আর মসনের যত বিধবা-পার্টির লোক ঝেঁটিয়ে চলে গেছল তাইতে। ওরা এসেই আরম্ভ ক'রে দিত; কিন্তু ঐ আমাদের মণ্ডলপাড়ার জন কয়েক পৌঁছে গেছল তাইতে একটু থতমত খেয়ে গেল। এরা দোর আগলে দাঁড়্যেচে, ওরা হল্লা করচে, বচসা করচে, দিদিমণি ঘরের ভেতর ছেল, বেইরে এসে আমায় দেখে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু কি ভাবলে। ওঁর ঐ এক আশ্চয্যি দেখেছিলুম দা'ঠাকুর, কিছু হোক, আপনি আমি চোখে অন্ধকার দেখচি, দিদিমণি কিন্তু এতটুকু ঘাবড়াতো না! একটু কি ভেবে আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল, বললে—'তুই এক কাজ কর স্বরূপ'···আবার চোখ ঘুরিয়ে কি ভাবছেল, আমি বললুম—'তুমি আগে পালাও দিদিমণি, ওরা আগুন দেবে বলচে ঘরে।' দিদিমণি যেন ঘেন্নায় তাচ্ছিল্যে ঠোঁট ত্বটো কুঁচকে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিলে, বললে—'নেঃ, দিলেই হোল আগুন! জানি সবাইকে। বরং দেখ্না আমিই নিজের কাপড়ে আগুন ধরিয়ে সবগুনোর হাতে হাতকড়ি দেওয়াচ্চি তার আগে।'···বাহাত্বর মেয়ে, একটু হেসেও উঠল দা'ঠাকুর—ঐ অবোস্তার মধ্যে—তারপর বললে, 'তুই এক কাজ কর শিগ্গির, বাবা বোসেদের বাড়ি নক্ষীপুজোর শেতল দিতে গেচেন, তাঁকে বারণ করে দিবি যেন না আসেন এখন,

আর এই চিঠিখানা নিয়ে একেবারে জমিদার বাড়ি ছোট তরফের কত্তার নিজের হাতে দিবি। ছুটে যা খিড়কি দিয়ে।'

একটা ছোট্ট চিরকুটে দু'লাইন কি নিকেচে, ত্যাতক্ষণে আমাদের পাড়া থেকে আরও জন কয়েক ঢুকল খিড়কি দিয়ে। দিদিমণি চিরকুটটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—'ছুটে যাবি, আর দেখ্, বাবাকে বলবি কখনও যেন না আসেন এখন—বলবি মণ্ডলপাড়া থেকে সবাই লাঠি-সড়কি নিয়ে এসে পড়েচে, আজ সধবাদের এত বিধবা হবে যে উনি একা মানুষ বিয়ে দিয়ে উঠতে পারবেন না।'...আজ্ঞে হাঁ, আবার চাপা গলায় খিলখিল ক'রে হাসি; আমার ভয় লেগে ছেল ওঁর কথা শুনে, জিগ্যেস করলুম—'তুমি পুড়ে মরবে না তো দিদিমণি?'...দিদিমণি আমায় একটু ঠেলে দিয়ে বললে—'তুই যা আগে, ছোট্, পোড়ার আগেই জ্বালিয়ে খাসনি স্বরূপ।'

বেশ গুলতনি বেড়ে উঠেচে দা'ঠাকুর। মণ্ডলপাড়ার এরা সব দোর আগলে, ওদেরও দল ক্রেমেই বেড়ে উঠচে, খিড়কি থেকে বেরুবার সময় একবার ঘুরে দেখলুম—দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দিদিমণি উঠোনের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াল। যেন কিছুই নয়, জগন্নাথের চানযাত্রা দেখতে এয়েচে নোকে, ও-ও দাঁড়িয়ে দেখচে।

আমি খিড়কির পুকুরের ধারদে ধারদে বেরিয়ে পড়ে বেশ খানিকটা গেচি, এবার বোসপাড়ায় ঢুকব, এমন সময় পড়বি তো পড় একেবারে রাজীব ঘোষালের ছেলে ছিরু ঘোষালের সামনে। অষ্টপহর নেশায় চুর হয়ে থাকত তো, ঝোঁকের ওপর মাথা নিচু ক'রে হনহন করে চলে আসছেল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জবা ফুলের মতন টকটকে চোখ দুটো তুলে জড়ানে গলায় জিগ্যেস করলে—'যাস্ কোথা?'

ঐ একটা নোক যাকে যমের মত ভয় করতুম, বললুম—'ঠাকুর মশাইয়ের বাড়িতে ওরা আগুন দিতে এয়েচে।'...না, 'তোর বাবার

কি তাতে? ওরা না দিলে আমি দিতুম। তুই যাস্ কোথায়?'... বললুম—'সবাইকে পুড়িয়ে মারবে বলচে, দিদিমণিকেও'...না, 'ওরা না মারলে আমি মারতুম, জিগ্যেস করচি তোর বাবার কি? তুই যাস্ কোথায়?' বললুম—'দিদিমণি বললে ঠাকুরমশাইকে খবর দিতে—বোসদের বাড়ি শেতল দিতে গেচে তিনি।' দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু দোলালে, বললে—'তোর দিদিমণিকে বলবি—ছিরু তারিফ করছিল; অমন বাপকে ডেকে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো। তোর মুঠোয় কি?—পয়সা? বের কর্।'

চিঠির কথাটা লুকোবারই ইচ্ছে ছেল দা'ঠাকুর, তা আর হোল না, পয়সা থাকলে কেড়ে নেয়, এগিয়ে এসে এক হাতে কান আর এক হাতে মুঠোটা ধরলে, হাতটা আলগা হয়ে গেল। চিরকুটটা খুলে পড়ে চোখদুটো পাকিয়ে পাকিয়ে একটু হাসলে, বললে—'ও! চিঠি যাচ্চে হ্যাবা শালার কাচে, আর তুই শালা হয়েচিস হংসদূত? হুঁ, বুঝেচি! নলদময়ন্তীর পালা গাওয়া চলচে।...ট্যাঁকে পয়সা আছে?'...বললুম 'না, সত্যি নেই, এই দেখুন।'

ঝেড়ে ঝুড়ে দেখিয়ে দিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললুম—'দিন চিঠিটা, দিদিমণি শিগ্‌গির দিয়ে আসতে বলেচে। আর ঠাকুর মশাইকেও আসতে বারণ করে দিতে বলেচে। ডাকে নি।'

কানটা ছেড়ে টলতে টলতে একটা বিরেশী সিক্কার চড় তুলে বললে—'একটি চড়ে আর উঠে জল খেতে হবে না। যেমন এসেচিস ফিরে যাবি, খবরদার! আর শোন্, তোর দিদিমণিকে বলবি—ছিরু ঘোষাল বলেচে তলে-তলে এ সব চিঠি-পত্তোর চলবে না; আগে ছিরু মরে ও একচোট বিধবা হোক, তারপর বরঞ্চ বাপকে বলে বিধবা বিয়ে করিয়ে নেবে হ্যাবা শালার সঙ্গে—ছিরু শালা দেখতে আসবে না। যা।'

আমি তো পালাতে পারলেই বাঁচি, ঘুরে খানিকটা এয়েচি, আবার ডাকলে—'এই শোন্।'...এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে বললে—

'কি বলবি ?'...বললাম—'আপনি যেমন যেমন বললে ঠিক সেই রকমই বলব।' না,—'এই এক চড়ে মুণ্ডু উত্তুর থেকে দক্ষিণে করে দেব।...ঐ সব কথা বলে ? বলবি—ঘোষাল মশাইয়ের ছেলে আমায় ফেরত দিয়ে আপনিই গেল, বললে—তুই ছেলেমানুষ, দরকারি কাজ, এক পহোর লাগিয়ে দিবি, ত্যাতক্ষণ ওরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমিই যাচ্ছি, ঠাকুরমশাইকে বলে দিয়ে জমিদার বাড়ি চলে যাব।...কি বলবি ?'

ও যেমন ব'লে যাচ্ছেল আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখস্ত ক'রে যাচ্ছেলাম দা'ঠাকুর, একটি একটি করে ব'লে গেলাম। কানটা ধরে শুনছেল; ছেড়ে দিয়ে আবার সেইরকম চড় দেখিয়ে বললে—'যদি একটি অক্ষর ভুল করিস কি আগেরটার সঙ্গে পরেরটা তালগোল পাকিয়ে ফেলিস তো তোর ন্যাজা এক ঠাঁই মুড়ো এক ঠাঁই করব।...তোর দিদিমণি আমার কথা কিছু বলে ?'

"এই দেখুন, আপনাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি দা'ঠাকুর। বয়েস হয়ে গেল বিস্তর আর তেমন বেশ গুচিয়ে মনে থাকে না সব। আসল কথা না শুনলে বুঝবেন কেমন করে যে এত যে ব'লে গেল ঘোষাল মশাইয়ের ছেলে তার তাৎপয্যটা কি। নাঃ, মসনের অনেক কাহিনী দা'ঠাকুর, ইচ্ছে তো হয় ভক্তিমতী হ'য়ে বসে শোনবার লোক পেলে শোনাই, তা ইদিকে বয়েস যে..."

আমি বললাম—"তা হোক না একটু আগু পিছু ক্ষেতি কি এমন ? ব্যাপারখানা কি ?"

"ব্যাপারখানা গুরুচরণ দা'ঠাকুর। তা'হলে ছেলেকে ছেড়ে বাপ থেকেই আরম্ভ করতে হয়। রাজীব ঘোষাল ছেল একেবারে যাকে বলে ট্যাকার কুমীর। এদিকে আবার তেমনি ছেল জাটকেপ্পন। রোগা ডিগডিগে এতটুকু মানুষটি, ডান হাতে গোটাকতক তামার মাদুলি, হুকো হাতে ক'রে বাইরে পেয়ারা-তলাটিতে উবু হয়ে বসে তামাক খেত আর কাশত। গাছটাও ছেল বারমেসে, কোষ্টে থেকে

নিয়ে ডাঁসা, আধ পাকা, পাকা—সব রকম পেয়ারা লেগে থাকত গাছে, একটু যে উঠে যাবে তার উপায়টি ছেল না। ছেলেদের নোলা দা'ঠাকুর, আবার পেয়ারা ফলটায় লোভ সব চেয়ে বেশি, আমরা সবাই দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে আসতুম আর বলতুম— 'বেশ হয়েছে, শালার বামুনকে সাপে ছুঁচো গেলা ক'রে রেখেচে; থাক্ আগলে ব'সে যক্ষীর মতন।'···যেটা আক্রোশের মাথায় মুখ দিয়ে বেরুত সেইটেই বললুম দা'ঠাকুর, এ-পোড়া জিভে কম পাপটা করেচে? লোভও হবে তারই আবার গালও পাড়বে সেই!

ইদিকে এই, উদিকে খরচের খাতায় আঁচড়টি পড়তে পেত না। নিজে, পরিবার আর এক বিধবা পিসী। তা তিনি একদিন ট্যাকা-কড়ি যা ছেলো সব রেখে সজ্ঞানে মারা গেল; তার মানে পরমায়ু থাকতে থাকতেই আর কি, ভাইপোর কপালজোর তো কম নয়। নিজের তো ঐ বিঘতখানেকের শরীর, পক্ষীর আহারেই চলে যায়, ঘোষালগিন্নী কিন্তু ছিলেন একটু আড়ে-বহরে, তবে একা, ছেলেপিলে যা হোত বাঁচত না। রাজীব ঘোষাল বেপরোয়া ছেল—থাকবি থাক, যাবি যা, আমার বয়েটা গেল, ভাবটা যেন এইরকম। ঘোষালগিন্নী করতেন চেষ্টা-চরিত্তি কি ক'রে একটি সন্তানের মা হন, —এ-ঠাকুরের মানত, তো ও-ঠাকুরের দোর ধরা—করতেন, মায়েরই প্রাণ তো—কিন্তু সোয়ামীর কাছ থেকে তার খরচটা তো ঠিক মতন আদায় হোত না। কাজেই ঠাকুরেরা এলে দিতেন, তানাদের পোষাবে তবে তো দা'ঠাকুর, দোষ দেবেন কি ক'রে? একটা হেতুড়ে ডাক্তারকেও দুটো পয়সা বিজিট কম দিলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আর তানারা তো দেবতাই, ভেবে দেখুন না কেন। শেষকালে ঘোষালগিন্নী পঞ্চজন্ত য্যাখন দুত্তোর বলে গা ঢেলে দিয়েচেন, এই ত্যাখন কি ক'রে এই ছেলেটি গেল টেঁকে।

তা টেঁকেও গেল তো একেবারে বেচে বেচে তেমনিটি। ঐ তো কথাবার্তার নমুনো শুনলেন, এদিকে গাঁজা গুলি চরোশ—কোন্‌টা

বাদ নেই। ওরও দোষ দিই না, দা'ঠাকুর, ও একটু গোড়াতেই ভুল করে বসেছিল। আগেকার যারা তারা জম্মাত, তারপর গতিক-গাতাক দেখে সরে পড়ত, কেউ ছু'মাসে, কেউ এক বছরে, কেউ ছু'বছরে, আড়াই বছর কেউ ডিঙোয় নি। ছিরু ঘোষাল বেশ টেঁকে রইল, হয়তো ভাবলে—বাঃ, দিব্যি খালি আসর তো, খেয়েই যাই না যত্ন-আত্তিটা বাপমায়ের। ইদিকে কিন্তু একবার ঘুরেও দেখলে না ছেলেটাকে ঘোষালমশাই। যত্ন-আত্তি মানে খরচ তো। লোকেরা বললে—'অন্তত একটু নেকাপড়ার দিকেও ছ্যাও রাজীব, যেটা জমাচ্চ এত কষ্ট করে না খেয়ে দেয়ে সেটা আবার রক্ষে করা চাইতো। হচ্চে-হবে, হচ্চে-হবে ক'রে বয়েসই বেড়ে যেতে লাগল, ঘোষাল মশাই আর গা করলে না। কেপ্পনও সব রকম আচে দা'ঠাকুর, তা এ একেবারে জাটকেপ্পন, হয়তো ভাবলে ছেলেটা বেঁচে গিয়েই একটা খরচের ধাক্কায় ফেললে, আবার এর ওপর নেকাপড়ার ফ্যাসাদ করতে গেলে তো দেউলে ক'রে মারবে। হ্যাঁ, দিচ্চি পাঠ-শালায়, পাঠাচ্চি টোলে—এই ক'রতে ক'রতে বয়েস বেড়ে গেল। প্রেথমে চুরুট বাড্সাই, তারপর গ্যাঁজা, তারপর গুলি, চরোশ—এক এক ক'রে এদিক্কোর—পাঠশালায় টক্-টক্ করে ধাপে ধাপে উঠে যেতে লাগল। এমনি ক'রে পাঠশালার পর ইস্কুল, তারপর কালেজ, ঘোষালমশায়ের ছেলে একেবারে লায়েক হয়ে বেরিয়ে এল। বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ ছু'বেলা ছু'মুঠো খাওয়া নিয়ে, তারপরই সমস্ত দিন টোটো-কোম্পানী ; এর আড্ডায় ঢুকে ছুটো গ্যাঁজায় দম দিয়ে বেরিয়ে এল, ওর আড্ডায় ঢুকে গুলিতে টানল। আর, কোনও সাধু সন্নেসী যদি গাঁয়ে এসে ধুনী জ্বাললে তো ছিরু ঘোষালকে আর পায় কে ? সবাইকে ঠেলে ঠুলে একেবারে পাশটিতে জায়গা করে নিত ; মানে, সেই কোন্ এতটুকু বয়েস থেকে হাত পাকাচ্চে, গ্যাঁজায় ওর মতন এস্পার্ট আর তো কেউ ছেল না মসনেতে।

এই ক'রে সুখে-ছুঃখে চলে যাচ্চেল দা'ঠাকুর, উদিকে ছেলে

তার গাঁ্যাজার নেশা নে' পড়ে আচে, ইদিকে বাপ তার ট্যাকার নেশা নে', এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই ঘোষালগিন্নী হুম্ ক'রে একদিন চক্ষু বুজে বসলেন। ঘোষালমশাই এতদিন একটা হিসেবই একটানা রেখে যাচ্চেল—বছরে কখানা শাড়ি যাচ্চে, কটা ব্রত, কটা পাব্বন, এবার অন্য হিসেবের ধাক্কায় গেলেন পড়ে। এক মুঠো রান্না ভাত দুবেলা খেতে তো হবে। ইদিক নেই নেই করেও খুঁটিনাটি কাজ অনেক, কিন্তু ঘর সামলাতে গেলে তো পেয়ারা গাছ সামলানো যায় না। অবিশ্যি পেয়ারা গাছের কথা না হয় এমনিই বলচি, কিন্তু ফলাও বন্ধকী কারবার, উদিকে দেখতে গেলে সেটা তো যায়। কি হবে কি হবে ক'রে ছেলের কথা মনে পড়ল দা'ঠাকুর। এমনি তো কোনও কাজে এল না, মরে গেলে যে এক গণ্ডুষ জল দেবে, তাও এমন গাঁ্যাজাটেপা হাত, মুখেই দেওয়া যাবে না হয়তো। কিন্তু বিয়ে দিলে একটা বৌ তো ঘরে এনে তুলতে পারে, তাতে সংসারটা তো সামলে যায়।

পারে তো, কিন্তু ও গুণধরের হাতে দেবে কে মেয়ে?—আগে সে হুঁশটাতো তেমন হয়নি। মসনের কথা বাদ দিন, আশেপাশের আর দশ বারোখানা যা গ্রাম—সব্বাই জানে বাপ কেপ্পন, ছেলে নেশাখোর, এখানে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে তারা হাত পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে না কেন? বাইরেও ঘটক লাগালে ঘোষাল-মশাই—কথাবার্তা এগোয়ও খানিকটা ক'রে তারপর যারা একবার চক্ষু কন্নের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে যায় তারা আর ফিরে চায় না।

এই ক'রে য্যাখন বছর খানেক গেচে, ইদিকে আর এক কাণ্ড। ভশ্চায্যিগিন্নী, মানে অনাদি ঠাকুরের পরিবার, বলা নেই কওয়া নেই একদিন সোয়ামীর পায়ে মাথা রেখে চক্ষু বুজলেন। এঁরও ত ভোগান্তিটা কম হোল না, সোয়ামী না হয় কেপ্পনই নয়, কিন্তু ন্যায়ের খকোল সামলাতে সামলাতে জীবনটাতে আর তো কিছু রইল না সতীলক্ষ্মীর।

যাক্, কাল পূর্ণ হয়েছেল, গেল, মানুষের তো হাত নেই তাতে ; ভাবনা হোল এখন তাঁর কাজটুকু কি ক'রে সম্পন্ন হয়। কিছু না করলেও তিলকাঞ্চন ক'রে দ্বাদশটি বামুন তো খাইয়ে দিতে হবে, তাই বা হয় কোথা থেকে?—ইদিকে তো এবেলা কোনরকমে কাটল তো সঙ্গে সঙ্গে ওবেলার ভাবনা এসে পড়ল। কারুর কাছে তো হাত পাততে জানতেন না, বরং নিজের হকের পাওনাই ছেড়ে এয়েচেন বরাবর, মহা এক দুশ্চিন্তেয় পড়ে গেলেন। একদিন বললেনও দিদিমণিকে ; বললে—'হ্যাঁ মা নেত্য, কি করি বল দিকিন, ইদিকে দিন তো এগিয়ে এল, শেষকালে ঐ একাদশী ঘোষালের কাচে গিয়েই দাঁড়াতে হবে? ও তো খালি হাতে কানাকড়িও দেবার পাত্তোর নয়, ইদিকে ভরসা তো এই ভদ্রাসনটুকু।'

দিদিমণিকে সংসারের কথা কখনও বলতেন না দা'ঠাকুর। আদাড়ে ন্যায়শাস্তোর নিয়ে কিসব কথা হোত দুজনে মাঝে মাঝে, কানে গেছে, তবে কিছু বুঝিনি ; মা-ঠাকরুন যাবার পর আর তো কেউ ছেল না, মেয়েকে ব'লেই মনের বোঝাটা নামালেন একটু।

তা উত্তুরও দিলেন দিদিমণি। আপনাকে বললুম না?—যেমন দুগ্‌গোপ্রিতিমের মতন চেহারা তেমনি বুদ্ধিও ছিল যেন ক্ষুরের ধার ; বললেন—'আমার মা ছিলেন সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী বাবা, কোন উপায় না থাকে তুমি বাড়ি বাঁধা দিয়েই তাঁর কাজটুকু ভালো করে করো। তাঁর পায়েপ্প ধুলো যে বাড়িতে পড়েছে সে বাড়ি পেটে পোরে কোনও কুচক্রীর সাধ্যি নেই এমন।'

আজ্ঞে, যেতেও তো হোল না কষ্ট ক'রে। যিদিনকে এই কথাটা হোল, তার পরের দিনই দুপুর বেলা—আমি কাঁটালতলায় খেতে বসেচি, এমন সময় অন্য কেউ নয়, একেবারে ঘোষালমশাই সশরীরে এসে উপস্থিত। সেই গায়ে ময়লা পিরেন, পায়ে সাতটা তালি মারা চটি, ছাতাটারও কোন্‌টে তালি আর কোন্‌টে আসল বোঝবার

উপায় নেই—চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে পা দিয়ে ডাকলেন—'কৈ গো ন্যায়রত্ন, বাড়ি আচ নাকি?'

একে পেয়ারাতলা ছেড়ে বেরোন না কোথাও, তায় কালই ওনার কথা হয়েচে, ঠাকুরমশায় বোধহয় পুঁতি নিকছিলেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

'হঠাৎ ঘোষাল যে! পথ ভুলে নাকি?'—এক বয়সীই তো, ঐরকমই কথাবার্তা হোত দুজনে।

ঘোষালমশাই বললেন—'আসা তো উচিত ছেল একবার, ওরকম সব্বনাশটা হয়ে গেল—উচিত ছেল তো আসা, তা দেহই আর বয় না, নিত্যি একটা না একটা কিছু নেগেই রয়েচে। আজ দক্ষিণ-পাড়ায় পুরুষোত্তমের বাড়ি ওর মায়ের বাচ্ছরিক ছেল না?—সেই নেমন্তন্ন সেরে ফিরছিলুম, ভাবলুম একটু ঘুরে না হয় ন্যায়রত্নের বাড়িটা হ'য়েই যাই।'

আমি কাঁটালতলা থেকে দেখচি, ঠাকুরমশাই যেন ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচেন, মেঘ না চাইতেই জল, ভাবছিলেনই এইবার একবার যাবেন, নিজেই এসে উপস্থিত; তাড়াতাড়ি মাদুরটা বের ক'রে বললেন —'তা এয়েচই য্যাখন, একটু জিরিয়ে যাও, তামাক সাজাই রয়েচে।'

'ত য্যাখন বলচ···আর রোদের তাতও হয়েচে এক!'

—উড়ুনিতে লুচিমণ্ডার একটা বেশ বড় ছাঁদা, মাদুরের এক পাশে রেখে ব'সতে ব'সতে বললেন—'তা আচ কি রকম? গিন্নী তো আমার মতনই হাড়ির হাল ক'রে গেলেন, তাই কাকে যেন বলছিলুম—অনাদিকে বলব আর কেন, এবার পাত্তাড়ি গুটিয়ে দু'জনে বিন্দাবনে গিয়ে বসা যাক্।'

ঠাকুরমশাই তো কথাটা তোলবার জন্যে মুকিয়েই ছিলেন, বললেন—'তোমার যেন কথাটা দুঃখু করেই বলা, কিন্তু আমার তো ভাই এখন ঐ একটিই পথ। তাই তো ভাবছিলুম—ঘোষালের কাছে না হয় যাই একবার।'

হুঁকোটা নিয়ে এয়েচেন, সেটা হাতে নিয়ে ঘোষালমশাই বললেন—'তা ঘোষাল তো বাড়ি বয়েই এয়েচে, কিছু বলতে নাকি ?'

আমি কাঁটালতলা থেকে দেখচি, ঠাকুরমশাইয়ের মুখটা যেন কিরকম হ'য়ে গেচে। ত্যাখন ছেলেবেলায় অত বুঝতুম না, এখন তো বুঝি—কথাটা হচ্চে, কর্জও তো একটা চাওয়াই, কথা রাখবে কি না রাখবে, মুখটা যেন কেমন ধারা হ'য়ে গেচে ওরই মধ্যে আমতা আমতা ক'রে বললেন—'বললুম—মানে তোমার তো অজানা কিছু নেই ভাই—দিন চলা ভার, তার ওপর গিন্নী এই কাণ্ডটি ক'রে ব'সলেন, একটা খরচ তো ?—হয় কোথা থেকে ? তাই ভাবছিলুম, ঘোষালের কাছে বাড়িটা রেখে একেবারে বেশি ক'রে কিছু ট্যাকা নি, এ কাজটাও সারি, মেয়ের বিয়েও দিই। তারপর একটা পেট, পারি তো রোজগার করে সুধে দোব, না পারি—ঐ তুমি যা বললে, লোটাকম্বল নিয়ে বিন্দাবন।'

ঘোষালমশাই চুপটি ক'রে হুঁকো টানচে আর শুনচে, যাই বলুক সব জেনেশুনে এই জন্যেই তো আসা। যেন আকাশ থেকে পড়ল, বললে—'মেয়ের বিয়ে! তোমার তো সেই এতটুকু একটি মেয়ে দেখেছিলুম—এ কালে গৌরীদান করবে নাকি ?'

ঠাকুরমশাই বললেন—'তুমি সেই কবে দেখেচ, চিরকালই কি এইটুকু থাকবে ভাই ? এখন চোখ তুলে চাওয়া যায় না মেয়ের দিকে। গিন্নী ঐ চিন্তা নিয়েই গেচেন, এখন একলা আমার ঘাড়ে। ···তাই তো বলছিলাম, অরক্ষণীয়া কন্যে, কাজটা হ'য়ে গেলে একটা পাত্র দেখে তাড়াতাড়ি কোন রকমে বিদেয় ক'রে নিঃঝঞ্ঝাট হই।'

ঘোষালমশাই সেই যে হাঁ ক'রে আচে, সে ভাবটা যেন আর কাটতে চায় না, বললে—'তুমি কি বলচ অনাদি ? এতটুকু দেখেচি, তাও তো এই সিদিন, এর মধ্যে একেবারে অরক্ষণীয়া···বিশ্বেস করতে হবে আমায় তাই ?'

ঠাকুরমশাই একটু হেসে বললে—'মেয়েদের বাড় তো—মিচে বলব কেন?—এই তো হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, দেখেই যাও না—তোমার কাছে পাঁচরকম মানুষের গতায়াত আছে—একটু খেয়ালও তো রাখতে পার—চক্ষুকন্নের বিবাদ ভঞ্জন করেই নাও না ভাই।'

দিদিমণিকে ডাক দিলেন—'কৈ গো নেত্য, তোর জ্যেঠামশাই এল বাড়ি বয়ে—কত বড় ভাগ্যি—একটা প্রণাম করে যা।'

উঠোনের একদিকে রান্নাঘর, কাঁটাল গাছটার সামনা-সামনি; বড় ঘরের দাওয়া থেকে নজরে পড়ে না। দিদিমণি এতক্ষণ সেখান থেকে আমার দিকে চেয়ে ওনাদের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে মাথা নেড়ে নিজের চুলের মুঠি ধ'রে রঙ্গ করছিল—আবার বড্ড নকুলেও ছেল তো—অরক্ষণীয়া কন্যে, তাকে চুলের মুঠি ধ'রে বিদেয় করতে হবে না?—রঙ্গ করছেল, ডাক পড়তে একেবারে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই হাত নেড়ে, ঠোঁট নেড়ে আমায় ইশেরায় জানাতে লাগল—কোন মতেই বেরুবে না ওর সামনে। ঠাকুরমশাই আর একবার ডাকলে, তারপর সাড়া না পেয়ে আমায় জিগ্যেস করতে আমি বলতে যাচ্চি আসবে না, এমন সময় আমায় ঘুষি দেখিয়ে চুপ করতে ইশেরা ক'রে হাতদুটো ধুয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। একেবারে শান্ত-শিষ্ট নক্ষ্মী মেয়েটি, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, টিপিটিপি দাওয়ার ওপর উঠে গিয়ে দুজনের পায়ের ধুলো নিয়ে পেন্নাম করলে। আমি কাঁটালতলা থেকে দেখচি দা'ঠাকুর ঘোষাল-বুড়ো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপাদমস্তক দেখলে দিদিমণিকে, তারপর হুঁকো টানতে টানতে মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ। তা হ'য়েচে ডাগরটি—তবু তুমি যেমন বলছ তেমন কিছু নয়।'

দিদিমণি তো আড়ষ্ট হয়ে গেচে একেবারে, চলে আসছেল, আবার ডাকলে। যেমন মেয়ে দেখবার সময় হাত টিপে টিপে আঙুল টিপে টিপে দেখে না সেই রকম ক'রে দেখলে খানিকটা তারপর বললে—'বেশ, যাও এবার।'

ঠাকুরমশাইকে বললে—'তুমি বললে না একটু দেখে রাখতে, পাত্তোর-টাত্তোর যদি পড়ে চোখে কোনও, তাই একটু ভাল করেই দেখে রাখলুম।'

দিদিমণি রান্নাঘরে চলে গেল দা'ঠাকুর। আবার কি নতুন রঙ্গ করে দেখতে গিয়ে দেখি চৌকাঠের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আচে। সে মানুষই নয় আর; আমার দিকে একবার নজর পড়ল, কিন্তু যেন দেখেও দেখতে পেলে না।

এদিকে ঘুরে দেখি এনারা দুজনেও চুপ ক'রে বসে, ঘোষালমশাই ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানচেন। ছেলেবেলার কথা, অত বুঝি না তো দা'ঠাকুর ত্যাখন, ভাবচি হঠাৎ এমন কি হোল, ঘোষালমশাই-ই কথা কইলে, বললে—'তোমার সেই কথাটা ভাবচি আর হাসি পাচ্চে ন্যায়রত্ন, তোমার মুখ দে' বেরুল কি ক'রে?—একটা বদনাম বের ক'রে দিয়েচে আমার শত্তুরের তো অভাব নেই—তবুও, হ্যাঁ, দিনকাল যা পড়েচে, কিছু একটা না রেখে ট্যাকা বের ক'রে দেওয়া বিপজ্জনক—ভালমানষী করতে গিয়ে ডুবচেও তো অনেক, তাব'লে তোমার গোটাকতক ট্যাকা দরকার পড়েচে তা এই পৈত্তিক ভিটেটুকু বাঁধা রেখে নেবে?—আমার কাছ থেকে?—চামার তো নই।'

এতক্ষণ যে মুখে গেরাস তুলি নি সে অন্য কারণে, এবার তো একেবারে থ' হ'য়ে গেলাম দা'ঠাকুর। ভাতের আসনে যে ব'সে আচি সে হুঁশ নেই। দিদিমণির মুখের দিকে চেয়ে দেখি সেই রকম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আচে।

ওদিকেও চুপচাপ, তারপর ঠাকুরমশাই-ই কথা কইলেন, বললেন—'এ তোমার উপযুক্ত কথাই হয়েচে রাজু, কিন্তু কি জান?—অভাবের সংসার, তবুও যদি একটা কিছু গচ্ছিত রাখা থাকে তো নিজেরই একটা তাগিদ থাকে যে ওর মধ্যে থেকে বাঁচিয়ে-সাঁচিয়ে—কিছু কিছু ক'রে দিয়ে যেতে হবে। তা বাড়িটুকু ছাড়া

আর কিছু তো নেই, তাই বলছিলুম এইটুকু রেখেই নিই তোমার কাছে ট্যাকাটা।'

ঘোষালমশাই বললে—'নিজের তাগিদ। বেশ, তা হ'লে এক কাজ করো, একটা হাত-চিটে দাও। তোমার পৈত্তিক ভিটে আমি বন্ধক রাখতে বলতে পারব না; তাহ'লে তুমি বরং অন্যত্র দেখো। বাড়ি বন্ধক রাখচ, ট্যাকা অনেক জায়গায়ই পাবে।'

এদিকে ফিরে দেখি দিদিমণি সেই রকম নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে; শুধু চোখের চাওনিটা এমন যে চোখোচোখি হবার ভয়ে আমি মুখটা ঘুরিয়ে নিলুম।

সন্ধ্যেয় গোরু নিয়ে য্যাখন ফিরলুম, দিদিমণি বাড়িতে একাই ছেল; পৈঠের ওপর চুপটি ক'রে বসে ছেল, এই সময় সন্ধ্যের পাট সব সারতে থাকে, কিছু হয় নি দেখে জিগ্যেস করতে বললে—'মর ছোঁড়া। আমি কি আর তোদের বাড়ির দাসীবাঁদী নাকি যে পাট করতে যাব? আমি এখন···'

নকুলে তো, ঘাড়টা দুলিয়ে হেসে উঠল, আমায় বললে—'তুই বশিষ্টের কপিলেকে বেঁধে আয়, আমি মানুষটা কি হতে চললুম একবার শোন সে—আমার পেট ফুলচে, ব'লে খালাস হই।'

এসে ব'সতে বললে—'ঠিক মিলিয়ে দেখিস, মিথ্যে হয় তো আমার নামে একটা কুকুর পুষে রাখিস। তাই তো বলি, ঘোষাল বুড়ো, পেয়ারাতলাটি ছেড়ে একদণ্ড নড়লে যার ভাত হজম হয় না, সে হঠাৎ বাড়ি ব'য়ে অত দরদ দেখাতে আসে কেন!'

জিগ্যেস করলুম—'কেন গা' দিদিমণি?'

বললে—'আ মর ছোঁড়া! যেমন মনিব তেমনি চাকর, সব বুঝিয়ে বলো তবে বুঝবেন। ক'নে দেখতে এয়েছেল, দেখনা এইবার কোন্ দিন গিয়ে ঘোষালবাড়িতে জাঁকিয়ে বসি—ছেলের জন্যে চারিদিকে কি রকম ঘটক ছুটিয়ে দিয়েচে জানিস না? খোঁজ

পেয়েচে বাবার ট্যাকার দরকার, ছুটে এয়েচে। এমন সুবিধেটা হাতছাড়া করে?'

বললুম—'সে তো গ্যাঁজা খায়।'

বললে—'তুই আর খুঁড়িস নি স্বরূপ, গ্যাঁজাখোরই জুটুক আমার কপালে একটা। আমার ভয় ডাগর মেয়ে দেখে বুড়ো নিজে না হামড়ে পড়ে ছেলেকে ঠেলে।'

বললুম—'নিজে বিয়ে করবে?'

'করবে না যেন! মিনসেদের তুই চিনিস ভারি। কেন, সিদিনে নীরদ ঘটকের মেয়ে পার্বতীকে ভাইপোর জন্যে দেখতে এসে তার জ্যেঠা নিজে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেল না ড্যাংডেঙিয়ে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—'দেখনা, বাবা হাত-চিটে দিয়ে ট্যাকা আনতে গেচে, এক্ষুণি ফিরে এলেই টের পাওয়া যাবে—ঘোষালগিন্নী হ'য়ে ঢুকব কি ঘোষালবৌ হ'য়ে। যদি জিগ্যেস করিস—তোমার ইচ্ছেটা কি তো আমি বলব—ভেবে দেখলুম যেন একেবার গিন্নী হ'য়েই ঢুকি, তোর ইচ্ছেটা কি রে স্বরূপ?'

আমি যেন কি রকম হ'য়ে গেছি দা'ঠাকুর। উদিকে বুড়ো, ইদিকে গেঁজেল, কোনটাই তো পছন্দ নয়, কি বলব ঠাহর করতে না পেরে ব'লে বসলুম—'গিয়ে একটা ভালো দেখে দুধেল গাই পুষো দিদিমণি, আমি চরাব।'

দিদিমণি, একেবারে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, বললে—'আমি মরচি নিজের জ্বালায়, আর ও ছোঁড়া একটা বাঁজা গাই চরিয়ে চরিয়ে হা'ক্লান্ত হ'য়ে...'

—সবটা শেষ করতেও পারলে না, হাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে হুহু ক'রে কেঁদে উঠল। বেশ মনে আচে সিদিনকার কথাগুনো দা'ঠাকুর; দিদিমণি অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদলে ব'সে ব'সে। সন্ধ্যে যখন উতরে গেচে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ মুছে বসল। একটু যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে গেছে তো?—চোখ দুটো মুছে বললে—'মার

জন্যে হঠাৎ মনটা বড় উথলে উঠেছিল রে···কোথায় যে যায় মানুষ ম'লে—একেবারে যেন ভুলে ব'সে থাকে।'

আবার আস্তে আস্তে দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সেটাও থেমে গেলে চোখ দুটো য্যাখন মুচে নিলে, জিগ্যেস করলুম —'তুমি ঠাকুরমশাইকে তা'হলে যেতে দিলে কেন দিদিমণি ট্যাকা আনতে ওখান থেকে?'

'কেন?'—ব'লে দিদিমণি আমার মুখের দিকে ঘুরে চাইল। তারপর ওর মুখটা কি রকম যেন শক্ত হ'য়ে উঠল, বললে—'দিন না বিয়ে, একগাছা দড়ির মামলা তো, তা আর জুটবে না?'

ত্যাখন তো আর ওসব বুঝিনে দা'ঠাকুর, কতকটা খুশী হ'য়েই ব'লে বসলুম—'বেঁধে রাখবে ওদের?'

—দিদিমণির ঐরকম ছেল, এই এক ভাব, সঙ্গে সঙ্গেই পালটে অন্যরকম, আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, বললে—'ছোঁড়া এক গোরু বাঁধাই চিনচে; ওঠ, দূর হ',—আমার রাজ্যির পাট প'ড়ে রয়েচে।···আর শোন স্বরূপ, যা সব বললুম তার একটি কথা কারুর কানে যাবে না, তা' হলে' মার কাজে তোর ঐ বাঁজা কপ্‌লেকে দান করিয়ে দিয়ে তোর এ-বাড়ি আসা বন্দ করব একেবারে।

ঠিকই ধরেছেল দা'ঠাকুর,—বললুম না আপনাকে?—বুদ্ধি নয় তো, ক্ষুরের ধার, ঘোষালমশাইয়ের অভিসন্দিটা ধরেছেল ঠিকই। অবশ্যি ঘোষালমশাই চাপা লোক, প্রেথমটা জানতে দিলে না, চেপেই রাখলে কথাটা, মা-ঠাকরুণের কাজটা বেশ ভালো ক'রেই হ'য়ে গেল। তা হবে না?—কি রকম পুণ্যবতী ছেলো তিনি! ইদিকে কিন্তু যে ট্যাকাটা নে' এসেছিল ঠাকুরমশাই সেগুলি খরচ হ'য়ে তার ওপর আরও কিছু ঋণই হ'য়ে গেল। কুচ পরোয়া নেই, হাত-চিটে বদ্‌লে ঘোষালমশাই ও-ট্যাকাটাও দিয়ে দিলে। ইদিক থেকে নিশ্চিন্দি হ'য়ে ঠাকুরমশাইয়ের ত্যাখন উদিক'কার ভাবনা

ঢুকল—বেহুঁশ খরচ ক'রে ফেলেচে, এখন পরিশোধ করে কি ক'রে। বর্ষার গোড়ায় মা-ঠাকরুণ মারা যান, বর্ষাটা কেটে গেল, ঠাকুরমশাই শিষ্যিবাড়ি বেরিয়ে পড়লেন—ব্যবস্থা হোল রেতে ও-পাড়ার বামুন-পিসী আর আমার বাবা শোবে। দিদিমণিকে ভালবাসতুম তো··· আজ্ঞে হ্যাঁ, মার অধিক ক'রে ভালবাসতুম, সেইরকম ছেলও তো— তা আমিও এক'টা দিন আর বাড়ি যেতুম না। ঐখানেই রাত্তিরেও একমুঠো খেয়ে ওইখানেই শুয়ে থাকতুম।

পাপ মুখে বলতে নেই দা'ঠাকুর মাসখানেক শিষ্যিবাড়ির ঘি দুধ খেয়ে ঐ রকম ডিগডিগে শরীল তো, তার ওপর ঐ দুর্জ্জয় শোকটা গেল—তা পাপমুখে বলতে নেই, দিব্যি গোলগালটি হ'য়ে ফিরলেন ঠাকুরমশাই। কখনও তো বেরুতেন না বড় একটা, শিষ্যিদের ভক্তিটুকু আভাঙা ছেল, বিদেয়ও নিয়ে এলেন মন্দ নয়। একটা ঋণ ঘাড়ের ওপর রয়েচে, সেইজন্যেই ঘুরে আসাও তো, ঘোষালমশাইকে কিন্তু য্যাখন দিতে গেলেন, সুদে আসলে মিলিয়ে খানিকটা হালকা হবার জন্যে, ঘোষালমশাই মিষ্টি কথা ব'লে, আত্তিস্ত দেখিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। ঐ ছেল ওনার পদ্ধতি—তাগাদা তো করতই না, ট্যাকা দিতে গেলেও পারতপক্ষে নিত না—হচ্চে, হবে, একি পরের হাতে আচে? দরকার হলেই চেয়ে নোব—এই ক'রে ফিরিয়ে দিত। ঋণ চায় যাদের অমনি অভাব তারাই তো? —খরচই হ'য়ে যেত, তারপর সুদে আসলে য্যাখন বেশ মোটারকম জমে উঠেছে, খাতকের সাধ্যির বাইরে, সেই সময় বাড়ি, গয়না-পত্তর, কি বাসন-কোসন যাই কিছু বন্ধকী আচে বোয়ালমাচের মতন হাঁটুকু ক'রে আস্তে আস্তে পেটে পুরে ব'সে থাকত। ঠাকুর-মশাইয়ের বেলাও তাই হোল, তবে এখেনে তো মতলবটা অন্যরকম ছেল, পদ্ধতিটাও বদলে দিলে। অভাবেরই সংসার তো?— য্যাখন বুঝলে ট্যাকা যা এনেছেল এতদিনে খরচ হ'য়ে গিয়ে থাকবে—ঠাকুরমশাইকে ডেকে—আর কিছু নয়, শুধু হিসেবটা

একবার বুঝিয়ে দিলে—'জেনে রাখা ভালো ভাই, কোন্ দিন বলবে—ট্যাকাটা এত জমে গেল, ঘোষাল আপন লোক হ'য়েও জানিয়ে দিলে না একবার। তা তোমার ভাবতে হবে না কিচ্ছু, আমি জানি আমার ট্যাকা আমার বাক্সতেই আচে…'

জিজ্ঞেস করবেন—'তা তুমি এসব শুনলে কোথা থেকে?'… আমি শুনতুম দিদিমণির কাছ থেকে। মা-ঠাকরুণ যাবার পর সংসারের সুখদুঃখের কথা দিদিমণিকেই তো বলতেন সব, দিদিমণি য্যাখন ঠাকুরমশাই থাকত না, আমায় বলত। বললে—'বাবার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেচে, এখনও ঘোষাল-বুড়ো ভেতরের কথাটা বলেনি খুলে, কিন্তু এইবার বললে ব'লে, আর দেরি নেই,—মিলিয়ে যা তুই।'

খড়দার দৈবজ্ঞিঠাকরুনের মতন একবার মুখ দিয়ে যা বের করত, যেতেই হবে কিনা ফলে; পরের দিন নয়, তার পরের দিন আমি গোরুটাকে জাবনা দিচ্চি, তারিণী ঘট্‌কী এসে উপস্থিত। উঠোনে সেঁদুতে সেঁদুতেই মুখে একটু গুল ফেলে দিয়ে বললে—'বলি হ্যাগা ঠাকুরমশাই, মেয়ে তোমার, আর ইদিকে আমার যে গঞ্জনা শুনতে শুনতে পথ চলা দায় হ'য়ে উঠল।—বলি, তা আমি কি করব? যার মেয়ে তার চাড় নেই…না, তোমা হেন ঘট্‌কী থাকতে, গাঁয়ের মধ্যে একটা গরীব বামুনের মেয়ের ব্যবস্থা হয় না…'

এর পরই—যেমন গাঁক-গাঁক করতে করতে সেঁদ্বে ছেল, ঠাকুর-মশায়ের কাছে এসে একেবারে নামিয়ে দিলে গলা। গোয়াল-ঘরটা একেবারে পাশেই, তাই কানে গেল আমার—'বলি আমার সলা শুনবে? ঐ ঘোষাল-বুড়োকে ধরো না—অমন কাত্তিকের মতন ছেলে—রেখেচে অমনি ক'রে তাই বাউণ্ডুলের মতন ঘুরে বেড়াচ্চে—সংসারে টান এলে ঐ ছেলে দেখবে হীরের টুকরো… আর ট্যাকার ওপর ব'সে থাকবে তোমার মেয়ে ছ্যাখো…যদি বল রাজী হবে না বুড়ো…হ্যাও, ঢের ঢের দেখেচি: তারিণী ঘট্‌কী

এর মধ্যে পড়লে রাজী হবে না আবার! ঘাড় ধরিয়ে রাজী করাব···আর ট্যাকাও তো নিয়েচ কিছু শুনলাম—তা কেপ্পনের ট্যাকা আবার ফিরিয়ে দিতে হবে নাকি? গেচি আর কি! তারিণী ঘট্‌কী এখনও বেঁচে!'

—এই ধরনের কত কথা; তবে এক তরফা। ঠাকুরমশাই ঠোঁট দুটি পজ্জন্ত খুললে না, একবার, যেন পাথর হ'য়ে গেছে।

ও চলে গেলে আমি উঠোনের উদিকে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে দিদিমণিকে ডেকে কথাগুলো বলব, ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাপা গলায় বললে—'দেখলি তো? যেমন যেমন বলেচি, যাচ্চে মিলে, না, যাচ্চে না?'

জিগ্যেস করলুম—'তুমি শুনেচ?'

বললে—'না, শুনব কেন? তারিণী ঘট্‌কী বাড়ি ব'য়ে এল, আর আমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলুম!···হায় হায়, কোথায় ভাবছিলুম একেবারে গিন্নী হ'য়ে সেঁদুব, সে গুড়ে বালি পড়ল রে স্বরূপ! তা হোক গে, কি বল? বুড়ো আর ক'দিন, তার পরেই তো সেই গিন্নী, এ বরং সধবা গিন্নী—আর ঐরকম কাত্তিকের মত সোয়ামী!'

—চোখ দুটো বড় ক'রে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে চাপা গলায় হেসে উঠল।

'কাত্তিক এত গাঁ্যাজা খেতে শিখলে কোথায় বল দিকিন, বাপের ছিলিমে, না? আর হ্যাঁরে স্বরূপ, কাত্তিকের ময়ুর গেল কোথায়? গাঁ্যাজার গন্ধে বুঝি দেশ ছেড়ে পালিয়েচে?'

এক একটা কথা বলে আর ডুকরে ডুকরে হেসে ওঠে। শেষে হাসি থামিয়ে একটু চুপ ক'রে রইল, আবার ঠোঁট দুটো কুঁচকে উঠল, ঘেন্নায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—'হাত ধুয়ে বসে থাকুক। সতীলক্ষ্মী মায়ের মেয়ে আমি, উঠলুম গিয়ে ঐ বাড়িতে! বাবা না বোঝে, ঢের উপায় আচে।'

কথাটা ক্রমে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। তারিণী ঘটকী আরও ক'দিন এল ঠাকুরমশাইয়ের কাছে, কিন্তু কোন কথাই পায় না, তারপর একদিন ঘোষালমশাই নিজেই কথাটা পাড়লে।

একজন ভালো শিষ্যির পিত্তি-ছেরাদ্দে মোটা বিদেয় পেয়েছেন ঠাকুরমশাই, উদিককোর ট্যাকা সব খরচ হ'য়ে গেচে, আর যেতেও পারে না, এইটে পেয়ে দিয়ে আসতে গেছল, ঘোষালমশাই কথাটা তুললে—অবিশ্যি অন্যভাবে, ঝানু লোক তো। বললে—'তারিণী ঘটকী বলছেল তোমার মেয়েটিকে নাকি এবার পাত্রস্থ করতে চাও—নাকি আমার ছিরুর কথা বলেচ—তা আপত্তি নেই, একটি ডাগর মেয়েই আনতে চাই ঘরে—তোমারটি হ'লে তা মন্দ কি ?—তা আমার ছেলের মযোদা না করতে পারে, এটা-ওটা কিছু নিজের মেয়েকেও তো দিতে ইচ্ছে হয়, তুমি ও-ট্যাকা ফিরিয়ে নে যাও, সাদ-আহ্লাদ যা মেটাবার মিটিও ; পরে যা হয় হবে।'

ভালো মানুষ, স্থদু শাস্তোরের তক্কো উঠলে মুখে খৈ ফোটে, তার মূল্যই বা কি বলুন ? একটি কথা বলতে পারলেন না ঠাকুরমশাই। সকালবেলা গেছলেন, এসে আর মুখে জল দিলেন না সিদিন, বিছানায় পড়ে রইলেন।

ঘোষালমশাই খবর রাখে সবই, সুতো আলগা দিয়ে দিলে ; মাছ গেঁথেচে, যাবে কোথায় ? প্রেথম ঝোঁকটা এই ক'রে কাটল দা'ঠাকুর, দিন যায় তো ক্ষ্যাণ যায় না, তারপরে ক্রেমেই ব্যাপারটুকু গা-সওয়া হ'য় এল ; বাপ-মেয়ে দুজনেই বুঝলে উপায় নেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। সুদে আসলে ত্যাখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েচে, বাড়ি বেচলেও আর সোদ হবার উপায় নেই। এর ওপর মা-ঠাকরুনের বাচ্ছরিক এসে পড়াতে বরং আবার গিয়ে নতুন চিঠি দিয়ে নিতেই হোল আর কিছু ট্যাকা।

'দিদিমণির বয়েসও যাচ্চে বেড়ে, সতের ছেল তো আঠার হোল,

আঠার ছেল তো উনিশ ; ভালোমানুষের শত্তুরই তো বেশি, ঘোট পাকিয়ে উঠতে নাগল পাড়ায়। একটা কিছু করতেই হোত, ইতিমধ্যে বড় ঘোটের মধ্যে ছোট ঘোট গেল তলিয়ে ; বিত্তেসাগর-মশাই মারা গেলেন। আবার সেই কবেকার বিধবা বিয়ে, তার ওপর শোক-শোভা মিটিন্ ; কার ডাগর মেয়ে আচে সেকথা ভুলে কোথায় বিধবা আছে, এ-হিড়িক থেকে কি করে বাঁচাতে হবে সেই কথা নিয়ে পড়ল লোকে—ইদিকে লাঠিবাজির চোটে কত সধবা বুঝি রাতারাতি বিধবা হ'য়ে যায়—ধূর্ত লোকেরাও বেশ কিছু ক'রে নিল—গয়ারাম তার কোন্ তিন কুলের বোনঝিকে ধ'রে নে এসে বিধবা-বিয়ে দিয়ে দু'পক্ষ থেকে মোটা ট্যাকা নিয়ে আবার রাতা-রাতি গলির বোনঝিকে গলিতে পোঁছে দিতে গেল—সধবা-পাটির লোকেরা পুরুতগিরি করবার জন্তে ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি ঘেরে হুলুস্থুলুস কাণ্ড ক'রে তুললে, সারা মসনেয় হৈ-হৈ রৈ-রৈ। হ্যাঁ, কোন্খেনটায় বলছিলুম আপনাকে দা'ঠাকুর ?—আর মনেও থাকে না গুচিয়ে।...দেখিতো, কিছু আচে, না টেনেই সারা হচ্চেন সুদ্দু ?"

হুঁকোটা একটু বেঁকিয়ে ধরতে স্বরূপ নলচের মাথা থেকে তুলে নিলে কলকেটা, বললাম,—"তুমি বলছিলে ওরা ঘরে আগুন লাগাবে বলে ভয় দেখাতে তোমার দিদিমণি তোমায় জমিদার-বাড়িতে ছুটিয়ে দিলে—পথে ছিরু ঘোষালের খপ্পরে পড়েছ, জিগ্যেস করলে—দিদিমণি তার কথা কিছু বলে ?"

স্বরূপ যথাশক্তি টান দিচ্ছিল কলকেটা, ক্ষান্ত হ'য়ে একটু হেসে বললে—"তার ওপর বামুন হলেন আবার নিজেই আগুন তো... কিচ্ছু নেই, ছাই হ'য়ে গেচে।"

নাতনীকে ডেকে আবার কলকেটা সেজে আনতে ব'লে আরম্ভ করলে—

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিরু আমায় শাস্তে দিলে—খবরদার একটি কথা ইদিক-উদিক হয় তো তোর ল্যাজা একঠাঁই মুড়ো একঠাঁই করব।'—

তারপর জিগ্যেস করলে—'তোর দিদিমণি আমার কথা কিছু বলে ?'

দিদিমণি বলত—'নুড়ো জ্বেলে মুখে আগুন ধরিয়ে দেবে, বাপ-বেটা দুজনকোরই—হবু-সোয়ামী ব'লে তো এতটুকু ভক্তি-ছেদ্দা করত না। তার কারণ ছেল যে দা'ঠাকুর, নৈলে দিদিমণি তো ছেল যেমন সতীনক্ষ্মী মা, তেমনি তার সতীনক্ষ্মী মেয়ে। ভক্তি-ছেদ্দা যে ছেল না তার হেতু হচ্চে—ও-বাড়ীতে পা দেবে না এতো ঠিক করেই ছেল। আমায় বলত না ?—য্যাখন বিয়ের কথা এক একবার বেশি চাগিয়ে উঠত, সেইরকম নাক সিঁটকে বলত—'ইস্ গেলুম ! হাত ধুয়ে ব'সে থাকুক বাপ-বেটায়। আর কিছু না পারি, পালাব, তার হয়েচেটা কি ?—আজকাল তো স্বাধীন জেনানাও হচ্চে সব—কলকাতায়, হুগলীতেও আচে—হিঁদুরাও নেকাপড়া শিকে মাস্টারনী হচ্চে, ডাক্তারনী হচ্চে, আরও কত কি হচ্চে—না হয় বেম্মোই হ'য়ে যাব—বাবা বলেন ওরাও তো হিঁদু, না হয় একটু ট্যারা হিঁদু···বাবা না বোঝে, পালাব—নিজে রোজগার করব, নিজে থাকব···মাড়ালুম আমি ঐ কেপ্পন আর গাঁজাখোরদের চৌকাঠ !···তোকে কিছু জিগ্যেস করে নাকি—গেঁজেলটা ?'

বলি—'হ্যাঁ, করে তো। তুমি কি বলো, কি করো, কি খাও—এই সব।'

'তা বলবি—বলে মুখে নুড়ো জেলে দোব, আর, কি খাই ?···'

—সেই নকুলে হাসিটা আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে দিদিমণির মুখে দা'ঠাকুর বলে—'বলবি, কিছু খায় না, কুম্ভকন্নের মতন এখন ছ'মাস উপোস দিচ্চে, ছ'মাস পরে বাপবেটার মুণ্ডু কচকচিয়ে চিবোবে একেবারে।'

বলে আর হেসে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু যা বলছিলুম—ছিরু ঘোষালকে একেবারে যমের মতন ভয় করতুম দা'ঠাকুর, এসব কথা কি আর বের করতে পারি মুখ দিয়ে ?

য্যাখন জিগ্যেস করলে—দিদিমণি ওর কথা কিছু বলে কিনা, বানিয়ে বানিয়ে এতখানি ক'রে বললুম দা'ঠাকুর—সেকেলে যাত্রাটাও তো খুব হোত, তা রাধা কেষ্টকে দেখতে না পেলে যা বলত, উষা অনুরুদ্ধুকে দেখতে না পেয়ে যা বলত, উত্তরা অভিমন্যুকে দেখতে না পেয়ে যা বলত—খানিকটা এর খানিকটা ওর মিলিয়ে একটু ইনিয়ে বিনিয়ে বললুম। দাঁড়ালেই নেশার ঝোঁকে ছিরু ঘোষালের মাথাটা অল্প-অল্প ঢুলত, অষ্টমপহরী ছেল তো, একটু মিঠে মিঠে হাসতে হাসতে সবটুকু শুনলে, তারপর কানটা নেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে—'শালা মণ্ডলের পো যাত্রার মাথুর গাইচে। তা যাঃ, বলবি আসচে তার কেষ্ট, হেদুতে হবে না। আমি শ্বশুরমশায় আর হ্যাবা শালাকে খবর দিতে চল্লুম, তুই দেরি ক'রে ফেলবি।'

গ্যাঁজাখোরের মরণ, যাবে যে কত তা জানি, কোনও আড্ডায় সেঁদ্ধে ব'সে থাকবে। তবু উদিকে যাবার ঐ একটি রাস্তা, তার ওপর মনটাও পড়ে রয়েচে দিদিমণিদের দিকে, ফিরেই এলুম। ফিরে এসে দেখি ব্যাপার আরও গুরুচরণ, লোক আরও জড়ো হয়েচে দু-দিকেই, তবে সধবা-পার্টির লোকই বেশি, নেটেলও দুদিকে, তবে তার মধ্যে মণ্ডলপাড়ারই বেশি, সেই জন্মেই এখনও নাগেনি, তবে যা কাণ্ড, নাগল ব'লে এবারে।

দিদিমণি দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে সেই একভাবে বাইরে দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আচে, আমায় দেখে জিগ্যেস করলে—'গেছলি ?'···সব শুনে চুপ ক'রে রইল, শুধু চোখ দুটো আরও জ্বলে জ্বলে উঠল।

এমন সময় দেখি ঠাকুরমশাই খিড়কির দরজায় মণ্ডলপাড়ার ভিড় ঠেলে উপস্থিত। দিদিমণির নজর পড়তেই, চেঁচিয়ে উঠল—'তুমি এলে কেন ? ওরা পুড়িয়ে মারবে বলচে !'

সঙ্গে সঙ্গেই এতক্ষণের রাগ আর আক্রোশটা বেরিয়ে পড়ে, বাঁ

হাতে চোখের ওপর আঁচলটা চেপে হুহু ক'রে কেঁদে উঠল। ঠাকুর-মশাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'তুই বাইরে দাঁড়িয়ে!'

'আমি যাব না, নড়ব না, পোড়াক ওরা আমায়'…ব'লে আঁচলটা ছেড়ে খুঁটিটা কক্কড়িয়ে জাপটে ধরে রইল দিদিমণি। তারপর একটা কাণ্ড হোল দা'ঠাকুর। ঠাকুরমশাই এয়েচে দেখে সধবা-পাটিরা আরও হৈ-হৈ ক'রে উঠেচে, এমন সময় হঠাৎ উদিক থেকে এক মড়াকান্না,—'হরো রে, কোথায় গেলি রে!!'

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কী গলা দা'ঠাকুর! অত তো হৈ-হৈ, কান পাতা যায় না, তবু ছাপিয়ে উঠেচে গলা একেবারে,—মথুরসা'র যাত্রার দলের একবুক-মেডেল-ঝোলানো জুড়ির দল হার মেনে যায় —'হরো রে! কোথায় গেলি রে!!'

দাওয়ার পৈঠে থেকে দেখি রাস্তাটা যেখেনে জগমোহনের উঁচু ভিটের ওপর উঠেচে সেখেনে একটা ছৈ-ওলা গোরুর গাড়ি, উঁচুর দিকে উঠতে হচ্চে ব'লে গাড়োয়ান গোরুদুটোর ল্যাজমলা দিয়ে পিঠে বাড়ি হাঁকড়াচ্চে, আর ছৈয়ের ভেতর ঐ চীৎকার,—'হরো রে! কোথায় গেলি রে!! আমি কি দেখতে এনু রে!!'—হ'রো মা-ঠাকরুনের নাম ছেল কি না।

দেখতে এয়েচে অথচ মনে হোল যেন চোখ বুজে রয়েচে দা'-ঠাকুর। নৈলে, কানের কাছে নিজের কান্নায় যা জয়ঢাক পিটুচ্চিস্ তাতে হৈ-চৈটা না হয় নাই শুনতে পেলি, কিন্তু ভিড়টা কি জমেচে তা তো চোখে পড়তেই হয়।…আর হ্যাঁ, গাড়িটা আর একটু এগুতে দেখলুমও কিনা, ছৈয়ের ভেতর বুকে হাত দুটো চেপে একটা স্ত্রীলোক যেন দুলে দুলে আপন মনে কান্না টেনে যাচ্চে, সামনে কোথায় কি হচ্চে তার হুঁশ নেই একেবারেই।

ঠাকুরমশাই দাওয়ার ওপর ছেল, গলা বাড়িয়ে কি যেন অব-ধারণ ক'রে দেখছেল, ব'লে উঠল—'সব্বনাশের ওপর সব্বনাশ,

আমাদের ব্রেজো যে! ও কেন এই বিপদের মধ্যে আসতে গেল?'

কে ব্রেজো, কি বিত্তান্ত আর কিছু না ব'লে হনহন ক'রে নেমে যাচ্চেন এমন সময় উদিকে কান্নাও হঠাৎ থেমে গেল, আর তার পরেই গাড়ি থেকে একখানি লাশ যা ভুঁয়ে দাখিল হ'লেন—গুরুজন, পাপ মুখে বলতে নেই—এতক্ষণে টের পাওয়া গেল অত বাড়ি খেয়েও গোরু ছুটো চড়াইয়ের মুখে জুত করতে পারছেল না কেন! যেমন খাড়াই, তেমনি বহর, চুলটা টেনে মাথার মাঝখানে বিড়ের মতন ক'রে বসানো, গলায় মনে হোল যেন একগাছা তুলসীর মালা ছু' ফেরতা দিয়ে আঁটসাঁট ক'রে জড়ানো রয়েচে। পরণে একটা ময়লা গরদের থান।

আজ্ঞে না, কান্না আর একেবারেই নাই। তা ওটা আমি মোটেই ধরি না দা'ঠাকুর, স্ত্রীলোকেরা ওনারা হচ্ছে শক্তির অংশ, আমি নয়, শাস্তোরেই এ কথা ধ'রে ব'লে দিয়েচে। পুরুষে একবার কান্না আরম্ভ ক'রে চোখের জলটুকু খরচ না হ'য়ে পড়া পজ্জন্ত থামতে পারে না, ঝগড়া করতে নামলেও একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলতেই হবে তাকে। ওনাদের কিন্তু তা নয়, কান্নাই বলুন, কলহই বলুন, আর যা-ই বলুন—য্যাখন যেটুকু দরকার ত্যাখনকার মতন সেটুকু সেরে নিয়ে আবার ধামা চাপা দিয়ে থুলো; আবার য্যাখন ফুরসত হোল, ধামাটি তুলে শুরু ক'রে দিলে···বরং দেখবেন পুরুষদের বেলা য্যাতই এগুবে, ত্যাতই যেন ঝিমিয়ে আসবে, এনাদের বেলা কিন্তু য্যাতই ঐরকম ইস্টিশনে ইস্টিশনে এগুবে ত্যাতই হবে জোরালো। আপনি মিলিয়ে দেখবেন, পুরুষেরা বাসী-পান্তা বরদাস্ত করতে পারে না, অথচ সেই বাসী-পান্তা মেয়েদের পাতে দেখুন, মুনে-ঝালে গড়গড়ে ক'রে নিয়ে খোরার পর খোরা সাবাড় ক'রে যাচ্ছে। ঝগড়া ফরিয়াদের বেলাও ঠিক ঐরকম, য্যাত বাসী, ত্যাত ঝাঁঝ, ত্যাত জোরালো;—শাস্তোরে

যে বলেচে শক্তির অংশ তাকি একটা না বুঝেসুঝেই বলেচে দা'ঠাকুর ?—আপনাকে আমাকে বলে না কেন ?

গাড়ি থেকে নেমেই তিনি ভিড়ের দিকে চেয়ে একটু যেন থ' হ'য়ে দাঁড়াল। ভিড়ও ত্যাতক্ষণে থ' হয়ে গেচে দা'ঠাকুর, এ দিশ্যো আখচারই তো পথে-ঘাটে চোখে পড়ে না,—থ' হয়ে ঘুরে দেখচে, উনি হনহন করে এগিয়ে এল।

'বলি কাণ্ডখানা কি ?—বাড়ি যেন মায়েশের রথতলা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! লাঠিঠ্যাঙা!—কাণ্ডখানা কি ?···অনাদি কোথায় ? বলি অ অনাদি! কোথায় গো ? ব্রেজো এলুম।'

—বাজখেঁয়ে গলা, যেন খনখন ক'রে বাজছে দা'ঠাকুর।

ঠাকুরমশাইকে মণ্ডলপাড়ার ওরা ত্যাখনও উঠোনে আটকে রেখেচে—উনি বলচেন, 'ছেড়ে দে, ব্রেজোদিকে নিয়ে আসি'—তা দেয় কি ক'রে ছেড়ে দা'ঠাকুর ? বাইরে সবই সধবা-পাটির লোক তো। শেষে মণ্ডলপাড়ার কজনই ওনাকে ভেতরে নিয়ে আসবার জন্যে বেরিয়ে গেল, আর যেই যাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি হ'য়ে আবার গোলমালটা চাগিয়ে উঠল।

ত্যাতক্ষণে ভিড় ঠেলে উনিও উদিক থেকে একেবারে মাঝখানটিতে উপস্থিত। 'বলি, মতলবখানা কি ?—যেন কাজিয়া করবার জন্যে জুটেছিস মনে হচ্চে সব!'

একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছেন, আচমকা নজর পড়তেই তারা পেছন দিয়ে চাপ দিয়ে একেবারে হাত তিনচার স'রে দাঁড়াল দা'ঠাকুর—দূরে থেকে চেঁচাচ্ছিল তো চেঁচাচ্ছিল—মেয়েছেলের এমন দাপট হবে ভাবতে পারে নি তো। চক্ষু কপালে তুলে একেবারে হাত তিনচার পেছিয়ে য্যাখন দাঁড়াল, মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা পস্কের হয়ে গেল,—যাত্রার আসরটি। আমি মণ্ডলপাড়ার ওদের সঙ্গে বাইরে চ'লে এসে আসরের এক দিকটিতে দাঁড়িয়ে আছি, ওরা ওদিকে ঠাকুরমশাইকে ত্যাখনও ভেতরে

আটকে রেখেচে, ইনি আর একটা হুঙ্কার ছাড়লে—'বলি হয়েচেটা কি ? বল্, সব বোবা মেরে গেলি কেন ?'

আচমকা সাক্ষাৎ হওয়ার প্রথম ভয়টা তো কেটেও গেচে ত্যাতক্ষণে, উরিই মধ্যে দু'একজন একপা দু'পা করে এগিয়ে এল, বললে—'উনি গাঁয়ে বিধবা বিয়ে করিয়েচেন।'

আমি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আচি মুখের দিকে চেয়ে, লক্ষ্য করলুম উনি যেন কি একটু ভাবলে, তারপর জিগ্যেস করলে—'করেচেন বললি, না করিয়েচেন বললি।'

এজ্ঞে, করিয়েচেন—পুরুত হ'য়ে।'

'দুভ্‌ভাবনা গেল, আমি বলি বুঝি নিজে করেচে।...আমি নিজে বিধবা-বিয়ে করতে এলুম কিনা ; ঐ মানুষকেই...।' ঘুরে ঘুরে যার মুখের দিকেই চাই দা'ঠাকুর, হাঁ একেবারে !...তার আর বিধবা-পাটি সধবা-পাটি নেই, ওতোর-পাড়া দক্ষিণ-পাড়া কি বস্তিপাড়া নেই—যার পানেই চান না কেন, একগঙ্গা হাঁ ক'রে ওনার পানে তাকিয়ে আচে। তারপর আবার সেই বাজখেঁয়ে গলায় এক পেল্লায় ধমক দা'ঠাকুর—'দাঁড়িয়ে সব দেখচিস কি ?—যারা রুকবি তোয়ের হোগে, ঐ করতে এয়েচি, পেত্যয় হচ্চে না—না ? যা সব তোয়ের হোগে ; পুরুতকে দিনটা দেখিয়েই ঢ্যাঢরা পিটিয়ে দিচ্চি—ব্রেজোবামনী তার বোনায়ের সঙ্গে বিধবা-বিয়ে করতে যাচ্চে—যে মদ্দ হবে এসে বাগড়া দিক্।'

আজ্ঞে, কি হোল, কোথা দিয়ে হোল বুঝতে পারা গেল না, তবে দেখতে দেখতে জায়গাটা সাফ !...'কৈ গো ?—বাঃ, বেশ তো, বরই ক'নে হয়ে ঘোমটা টেনে রইল, তবে কার ভরসায় আসা ?—' বলতে বলতে দরজার দিকে এগুতে গোলমাল থেমে গেচে দেখে ওরা দরজাও দিলে খুলে। উনিও ধামাটা তুলে নিলে দা'ঠাকুর, সেই যে কান্নাটা চাপা দে' রেখেছেল—'ওরে হারো রে ! কোথায় গেলি রে ! কি দেখতে এনু রে !'—ব'লে আবার সেইরকম ডাক

ছেড়ে কানতে কানতে চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। ঠাকুরমশাই এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে বললে—'দিদি যে। কি সৌভাগ্যি !'

নাতনী কলকেটা সেজে নিয়ে এলে স্বরূপ নিজেই তার হাত থেকে নিয়ে নিলে, বললে—"দে, ধরিয়েই দিই দা'ঠাকুরকে, একেবারে দা-কাটা কিনা, তানার মেহানতটা বেঁচে যাবে।"

বেশ পুরো দমে কয়েকটা টান দিয়ে আমার হুঁকোর মাথায় কলকেটা বসিয়ে দিতে দিতে হেসে বললে—"বললুম না ত্যাখন—বামুন যে আবার নিজেই আগুন, পেসাদের ভরসায় থাকলে সুদ্ধু আংরাটুকু জোটে।

কি যে বলছিলুম—হ্যাঁ, ঠাকুরমশাই পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে বললে 'দিদি যে, কি সৈভাগ্যি আজ আমার! কার মুখ দেখে উঠেছিনু !"

তা ত্যাখন ত্যাখন যে সৈভাগ্যিই এটুকু তো মানতেই হয় দা'ঠাকুর, কী কাণ্ডটাই না হ'তে যাচ্ছেল। কিছু নয় তো ভিটেয় খানকতক লাশ তো লুটিয়ে পড়তই, তার ওপর কেউ যদি একটা নুড়ো জ্বেলে চালের ওপর ফেলে দিতে পারলে তো আর কথা নেই—তা উনি এসে তো এক কথায় দিলে সামলে। ত্যাখনকার ত্যাখন তো সৈভাগ্যিই, কিন্তু তারপর থেকেই তো গ্রামে আর কান পাতা যায় না—হাটে মাঠে ঘাটে যেখানেই যাও ঐ এক কথা—ন্যায়রত্নমশাই এবার নিজেই বিধবা-বিয়ে করবে—আর ওনাকে কষ্ট ক'রে ঢ্যাঁড়রা পেটাতে হ'ল না—নোক একত্তর তো বড় কম হয় নি সিদিন, মুখে মুখে সারা মসনেয় রটে গেল কথাটা—ক'নে স্বয়ম্বরা হয়ে বিয়ে করতে এয়েচে।

আপনি মিলিয়ে দেখেচেন কিনা জানিনে দা'ঠাকুর, তবে আমার দেখা—যা এই রকম নোকদের মুখে মুখে রটে তা কক্ষনোও এক-

রকম ক'রে রটে না। জিনিসটে সেই এক, কিন্তু যারা মেহনত ক'রে রটায় তাদের আবার নিজের নিজের পছন্দ আচে তো। এই হ'ল এক। তারপর দেখুন, সবাই তো—এক জায়গা থেকে একভাবে দেখেও নি জিনিসটা—কাজেই ঐখেনে একটা মস্ত বড় প্রভেদ হয়ে গেল। এই হোল দুই। তেসরা এমন অনেকে আবার আচে যারা ছেল অথচ গোলমালে কিছু দেখে নি। তা, দেখেনি ব'লে তো রটাতে ছাড়বে না দা'ঠাকুর, কাজেই এদের খানিকটা এর কাচে শোনা খানিকটা ওর কাছে শোনা এই নিয়ে নিজের নিজের পছন্দ মতন একটা দাঁড় করাতে হয়। বাকি থাকে যারা একেবারে ও তল্লাটেই ছেল না। তা, গ্রামের মধ্যে অত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, চারিদিক'কার নোক ভেঙে পড়েচে আর আমি ঘরে খিল দিয়ে গুড়ুক টানছিলুম—একথা তো লজ্জার মাথা খেয়ে কেউ স্বীকার করতে পারে না দা'ঠাকুর—বরং এদের আবার সাজিয়ে-গুজিয়ে এমন কিছু দাঁড় করাতে হয়—যা সুদ্দু কারুর সঙ্গে মিলবে না তাই নয়, আবার সবার ওপর দিয়ে যাবে।

ব্রেজঠাকরুনের ব্যাপারটাও এই রকম দাঁড়াল। যাকে দু'চোখ মেলে ঠিকমতন দেখা বলে—ধীরে সুস্তে—সেরকম করে আর কে দেখতে পেলে বলুন না? হৈ-চৈয়ের মধ্যে হঠাৎ একটা মড়াকান্না—একটু সব যেন চমক লেগে থেমে গেল—তারপরেই মণ্ডলপাড়ার ওরা সব উঠোন থেকে বেরিয়ে আসতেই হৈ-চৈটা আবার চাগিয়ে উঠেচে, এমন সময় ভিড়ের একবারে মাঝখানে ঐ এক মূর্তি—'কে গা তুমি? কোথা থেকে অবতীর্ন্না হলে।' না, 'স্বয়ম্বরা—হ'তে এয়েচি!' কেউ তো আর চোখ মেলে দেখবারও ফুরসুত পেলে না শাপ কি ব্যাঙ।

ম্যাখন রটল ত্যাখন কথাটা রটলও সেইভাবে দা'ঠাকুর। কেউ বললে খাণ্ডাৎ; কেউ বললে ডাকিনী, হাতে খাঁড়া ছেল তাই দিয়ে

খেদিয়ে দিলে সবাইকে ; কেউ বললে, তা নয়, স্বয়ম্বরা যে হবে সে তো গাড়ির মধ্যে ব'সে, পরমা সুন্দরী ষোড়ুশী,—নোক সরে যেতে তাকে নাব্যে নে' গেল যে দেখলুম। কেউ আবার রটালে—ষোড়ুশীই বলো, আর ডাকিনীই বলো—সে ঐ নিজে—আসলে কামরূপের ভৈরবী—ক্ষ্যাণে এ-রূপ ধরচে, ক্ষ্যাণে ও-রূপ।

এরই মধ্যে আবার যার যেরকমটি মনে ধরে, বেছে নিলে দা'ঠাকুর। তাই হয় কিনা ; দশ ব্যান্নুন ভাত আপনার পাতে সাজ্যে দিলে, তা আপনার যেটা রুচবে সেইটের দিকেই তো ঝুঁকবেন আপনি তারপর দিন সকালবেলা গোরু নিয়ে আমি মাঠের পানে যাচ্চি—নেহাত সকালও নয় ; এক পহোর সুয্যি উঠে গেচে—ছিরু ঘোষালের সঙ্গে দেখা। 'এই যে, শালা মণ্ডলের পো, কাল থেকে সারা মসনে খুঁজে বেড়াচ্চি, ছেলি কোথায় ?'

খুঁজবে কি, এই বোধ হয় সমস্ত রাত কাট্যে লোচন ঘোষের গুলির আড্ডা থেকে বেরুল। পা টলচে, চোখ দুটো ঢুলঢুল করচে। আজ আবার একা নয়, সঙ্গে আরও দু'জন।···হ্যাঁ, ওকথাটা আপনাকে বলা হয় নি দা'ঠাকুর—দিদিমণির সঙ্গে বিয়ে দেবার মতলব খাড়া করা থেকে ঘোষালমশাই ছেলের দিকে একটু নজর দেছল। কেপ্পন, কত আর করবে, তবে উরিই মধ্যে একটু মুঠো আলগা ক'রেছেল—দুটো পিরাণ, দুখানা আস্ত কাপড়, কিছু হাত-খরচও, পায়ে একজোড়া জুতো—এই ধরনের একটু আধটু—একেবারে যেরকম বেলাল্লা হয়ে বেড়ায়! ফল হোল, উরিই মধ্যে ছিরু ঘোষাল একটি ছোটখাট কাপ্তেন হয়ে দাঁড়াল ; দুটো পয়সা খরচ করতে পারে কাজেই ঘেরে-ঘুরেই থাকে কয়েকজন তাকে। অবিশ্যি নেশাখোরের হাতে পয়সা আর কতক্ষণ ?—তবে নিজের কদর বুঝে মোচড় দিতেও শিখেছেল ছিরু ইদিকে। বুঝলেন না ? —ঘোষালমশাই উদিকে অনেকগুলি ট্যাকা ঢেলেচে তো—তা ভেতরকার মতলব তো ন্যায়রত্নমশাইয়ের মেয়েটিকে ঘরে নে' আস

গো, নৈলে আসলের ওপর আসল আর সুদের ওপর সুদ, তস্য সুদ—এতে যে ট্যাকাটা জমে উঠেছে—বাড়িখানা বিক্রি করলে যে তার অদ্দেকও উস্থুল হবে না। এ তত্ত্বটা য্যাখন বুঝলে ছেলে, মাঝে মাঝে মোচড় দিতেও লাগল—'পালিয়ে যাব', 'বেম্মো হয়ে যাব', তা মোচড় দিয়েও শুকনো কাঠ থেকে কতটুকু আর রস বেরুবে বলুন না। তবুও অভাবের মধ্যে যা দু'ফোঁটা বেরুত তাই দিয়ে নিজের কাপ্তেনিটা বজায় রেখে যাচ্ছেল ছেলে। বেশি নয়, তবু খানিকটে পসার দাঁড় করিয়ে ফেলেছেল। এখন যখনই দেখুন, বেশি না হয় জন দু'তিন ঘেরে-ঘুরে আচেই তাকে।

আমায় দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলে—'কাল থেকে সারা মসনে খুঁজে বেড়াচ্চি, তা ছেলি কোথায় তুই?'

পয়সা-কড়ি যা থাকত কেড়ে নেবার জন্যেই আটকাত; দিদি-মণির কাচে একটা পয়সা পেয়েছিলুম, সেইটেই ট্যাক থেকে বের ক'রে দিয়ে খালাস হ'তে যাচ্চিলুম, এগিয়ে এসে বাঁ হাতে কানটা ধ'রে বললে—'শালা মণ্ডলের পো ছিরে ঘোষালকে পয়সার গরমাই দেখাচ্চে! বের করবে তো একটা আধলা কি সিকি পয়সা।…দে বেটাকে একটা দো-আনি বের ক'রে, পয়সা কাকে বলে দেখুক।'

সঙ্গে ছেল সাতকড়ি পালের ছেলে জ'টে, আর তার ভাইপো ছিদাম। জ'টে একটু একটু ঢুলছিল, একটা আধলা বের ক'রে অনেকক্ষণ ধরে হাতের তেলোয় রেখে দেখলে, তারপর আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে—'দো-আনি কেন, একটা সিকিই নে যা। লোক চিনে কথা কইবি, খবরদার!'

ছিরু ঘোষাল কানটা নেড়ে দিয়ে ডান হাতে একটা চড় বাগিয়ে বললে—'হ্যাঁ, লোক চিনে কথা কইবি। যা জিগ্যেস করি বলে যা একেবারে ঠিক ঠিক, একটু এদিক ওদিক হয়েচে কি এই এক চড়ে মুণ্ডু উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দোব। মনে থাকবে তো?'

বললুম—'থাকবে!'

'কাল তোর দিদিমণির বাড়িতে কে এয়েচে ?'

বললুম—'দিদিমণির মাসীমা…'

ঠাস্ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিলে, তবে হাতে রেখে, একেবারে ঘায়েল করলে তো কাজ আদায় হবে না, বললে—'বেটা গোড়াতেই মিথ্যে !—শুনচি সে ইদিকে এয়েচে স্বয়ম্বরা হতে…বলে কিনা মাসীমা !'

খামোকা চড়ের শব্দটা হ'তে জ'টে পাল চম্‌কে উঠল, গুলির নেশা পাতলা নেশা তো, বললে—'আহা, মারধোর ক'রে কি হবে ? এই আমি বুঝিয়ে বলচি—ঠিক ঠিক যা চাইচে বল্ না বাবা, বল্ লক্ষ্মীটি ; ঐ তো ধ'রে ফেললে। স্বয়ম্বরা হ'তে এয়েচে, তাকে বলবি ওমুকের জ্যাঠাই কি ওমুকের মাসী, তারপর কোনদিন বলবি ওমুকের আই-মা তো ওমুকের ঠাকুমা—মানুষের একটা কাণ্ডজ্ঞান আচে তো ? বিশ্বাস করে কি ক'রে বল্ না ?…দময়ন্তী কার মাসী ছেল ? ওর নাম কি, দ্রুপদী কার পিসী ছেল ? একটা কথা বলে দিলেই তো হবে না ; একটু ভেবে চিন্তে বলতে হয়।'

ছিরু ঘোষাল জিগ্যেস করলে—'দেখতে কি রকম ?'

সত্যি কথা বলে থাপ্পড় খেয়ে আর আমি ওধার দিয়ে গেলুম না দা'ঠাকুর, তাছাড়া সামনেই থাকুন কিম্বা দু'কোশ দূরেই থাকুন, ব্রেজঠাকরুনকেও খারাপ বলতে কেমন যেন সাহসেও কুলুল না, তবু একেবারে নয়কে হয় তো করা যায় না দা'ঠাকুর, মুখ দিয়ে বেরুবে কেন ? বললুম—'মন্দ নয়।' আবার চড় উঁচিয়েছিল, না মেরে কানটা মুচড়ে দিয়ে বললে—'মন্দ নয় !' শালা মস্ত বড় সমঝদার, রেখে-ঢেকে ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে বললেন—'মন্দ নয়—ওঁর নজরে লাগে নি কিনা,—অপ্সরা চাই।'

জ'টে পাল মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—ঝেড়ে কাশ না বাবা, লুকিয়ে তো ফল নেই। কি রকম শক্ত ঘানি দেখছিসই তো ; যা চাইচে বলে যা। ও খোঁজ না নিয়েই জিগ্যেস করচে ? আচ্ছা

আমিই জিগ্যেস করচি—'তোর দিদিমণির চেয়ে সরেস কি নিরেস ?'

বললুম—'সরেস।'

'পথে আয়।···নাও এবার তুমিই জিগ্যেস করো। বলবে বৈকি বলবে ; মণ্ডলের পো তেমন ছেলে নয়।'

ছিরু ঘোষালই জিগ্যেস করলে—'স্বয়ম্বরা হতে এয়েচে ?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি ধরনের স্বয়ম্বরা ?'

—আমি আবার জ'টে পালের দিকে চাইলুম, সে বললে—'তার আবার রকমফের আচে তো। এক, ঢাক পিটিয়ে লোক ডেকে সভা ক'রে মালা হাতে নিয়ে ঢুকল, যাকে পছন্দ হোল মালাটা পরিয়ে দিলে ; আর এক এখানে ওখানে কোনখানে দুজনে চোখাচোখি হ'য়ে গেল, ঠিকঠাক হয়ে রইল, তারপর সভা হোক চাই না হোক, সেই এক কথা—বাকি সবাই আপসাতে আপসাতে চ'লে গেল, যার সঙ্গে মনের মিল সে গিয়ে ছান্নাতলায় ঠেলে উঠল।···এ কি করবে ঠিক করেচে ?'

এমনি উত্তরটা দেওয়া শক্ত হোত দা'ঠাকুর, তবে ঐ 'ঢাক পিটিয়ে' কথাটা কেমন যেন কানে খট্ করে লাগল, তাইতেই বুঝে গেলুম ওরা কি চায়, বললুম—'না' তানার যাকে পচন্দ হবে তাকেই বিয়ে করবে বলেচে।'

'আমায় পচন্দ হবে ?'

একটা কথা মনে হ'তে আমি তাড়াতাড়ি ব'লে দিলুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা খুব হবে।···আপনি দিদিমণিকে ছেড়ে দেবেন ?' বললে—'তুই তো বললি তোর দিদিমণির চেয়ে এই বরং সরেস। আর ভশ্চায্যির মেয়েটা ভারি ফিচেলও। যেমনি ফিচেল তেমনি আবার দেমাকে।···তা আমায় যে এর পছন্দ হবে কি ক'রে জানলি তুই ?'

দিদিমণি নিস্কিতি পাবে ভেবে আমি বলেছিলুম দা'ঠাকুর,

এদিকে পছন্দর তো ঐ—রূপে কাত্তিক গুণে গণপতি, আমি আবার ঘাবড়ে গিয়ে জ'টে পালের দিকে চাইলুম।

জ'টে পিটপিট করে চেয়ে বলল—'নাঃ, শালা হাঁ-করা দিলেই চটিয়ে সকালের নেশাটুকু। তোকে যে কাল থেকে গোরু-খোঁজা করচে তার একটা কারণ আচে তো, না অমনি? তুই গিয়ে তানাকে বলবি—রোজই তো দেখচিস, আরও ভালো ক'রে দেখে নে—মুখ, চোখ, নাক, ভুরু, কপাল, চুল,—সব ভালো ক'রে দেখে নে, বলবি, বেশ ভালো ক'রে দেখে নে।'

ছিরু ঘোষাল, আমার দিকে আধবোজা চোখে চেয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল দা'ঠাকুর, আমি ভয়ে ভয়ে অনেকক্ষণ ধরে একদিষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলুম। সে এক ফ্যাসাদ দা'ঠাকুর, নেশাখোরের মরণ, ওরা তো বোধহয় ভুলেও গেছে কি জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা, চোখ ফেরায় না, তিনজনেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঢুলচে, ইদিকে আমিও নড়তে পারচি না, ঠায় মুখের দিকে আচি চেয়ে। ঐ দিকটা আবার একটেরে একটু, মাঠের পানে তো, রাস্তা দিয়ে যদি একটা লোক যায় তো জিগ্যেস করতে পারে, তোদের ব্যাপার কি, এভাবে সব কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে কেন?—তা কেউ নেই রাস্তায়—ইদিকে পহোর কেটে যাচ্চে।

অনেকক্ষণ থেকে থেকে ছিরু কথা কইলে। গুলিখোরের মরণ, মাথায় যেটা সেঁদ্বে গেচে সেটা তো তুলতে পারে না, বললে—'আমি খোদ পাত্তোর, নজ্জায় কিছু বলতে পারচি না, জ'টে তুই জিগ্যেস কর না শালা মণ্ডলের পো'কে, কেমন দেখলে কি বিত্তান্ত।'

জ'টে পাল নেশাটাকে আগলে আগলে রাখছেল, আবার চমক ভেঙে পিটপিট ক'রে খানিক চেয়ে রইল আমার দিকে, তারপর জিগ্যেস করলে—'দেখলি খুঁটিয়ে পাত্তোরকে?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গিয়ে বলতে পারবি গুচিয়ে ?'

বললুম—'পারব।'

'একটু লমুনো ছাড়, দেখি কি রকম বলবি।'

আমি তো আর নিকিয়ে-পড়িয়ে মানুষ নয় দা'ঠাকুর, পুঁজি ঐ যাত্রা-অপেরা-কথকতায় যেটুকু শোনা। য্যাতটা মনে পড়ল—এর কতকটা ওর কতকটা নিয়ে খানিকটা তরতর ক'রে বলে গেলুম।—ছিরু ঘোষাল শুনে গিয়ে বললে—'শালা রুক্মিণীহরণের দূতীর পাঠ আউড়ে গেল।···তা বলিস যেমন তোর প্রাণ চায়; তবে য্যাখন একা একা থাকবে ত্যাখনই বলবি; মনে থাকবে ?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, থাকবে।'

'আর ও কি বলে আমায় এসে বলবি।···আর এসা করে গুচিয়ে বলবি যে তার যেন মনে হয়···'

—নেশার ঝোঁকে সব কথা তো ওদের ঠিক মাথায় আসে না দা'ঠাকুর, রগদুটো টিপে ধ'রে ভাবচে, আমিই জুগিয়ে দিলুম—তাড়াতাড়ি নিস্কিতি পেতে হবে তো—বললুম—'মনে হবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি—শীরাধিকের যেমন মনে হোত কেষ্টর রূপের কথা শুনে।'

পিটপিট ক'রে মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলে, আদর ক'রে কানটা একটু টেনে দিয়ে জ'টে পালকে বললে—'শালাকে আর একটা দো-আনি বকশিশ কর।'

জ'টে পিরাণের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খালি হাতটাই বের করলে। তারপর আমার হাতের ওপর মুঠোটা খুলে বললে—'দো-আনি কেন, আর একটা সিকিই নে। দেখে নে ভালো ক'রে, ঠিক আচে তো ?'

আমি খালি হাতের তেলোর দিকে চেয়ে বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক আচে।'

'যা নেমে প'ড়গে ; দু'হাত এক হয়ে গেলে ত্যাখন জোড়া ট্যাকা পাবি ; যা।'

আমি খানিকটে এগিয়ে গেচি, ছিরু ঘোষাল আবার ডাকলে— 'এই শুনে যা।'

কাঁটালের আটা তো, ছেড়েও ছাড়ে না ; আমি ফিরে এসে দাঁড়াতে বললে—'শালা মণ্ডলের পো সিকি জোড়া ট্যাঁকে ক'রে ছুটল !···বলবি তো সব গুচিয়ে, তারপর সে য্যাখন দেখতে চাইবে ? লব্ যে হবে, একবার দেখবে তবে তো। তা দেখাটা হবে কোথায় দু'জনের ?'

ব'লে ফেললুম—'জোড়া-বকুলতায়।'

গ্যাঁজা টেপা হাতে একটা চড় যা উঁচিয়ে ছেল যদি ঝাড়তে পারত তো আজ আর এখানে ব'সে আপনাকে গল্প শোনাতে হোত না দা'ঠাকুর। তা ওর দোষ দেবোই বা কেমন ক'রে বলুন— জোড়া-বকুলতলা সে হোল সরস্বতী নদীর তীরে মসনের শ্মশান। তা আমায়ই বা কেমন ক'রে দুষবেন বলুন না ? আমার যা কিছু পুঁজি তা তো ঐ যাত্রা অপেরা থেকে, তা কদমতলা কি তমালতলা তো আর খুঁজে পেলুম না গাঁয়ে, অত ভাববারও সময় ছেল না, আমার মুখ দে খপ্ ক'রে বেরিয়ে গেল—জোড়া-বকুলতলা। সেই চোয়াড়ে হাতের একটি চড়ে সাবড়ে ফেলেছেল, জ'টে হাতটা ধ'রে ফেলে ফাঁড়াটা কাট্যে দিলে, উদিকে তারও মাগ্যির নেশাটুকু বরবাদ হ'য়ে যাচ্চে কিনা ; বললে—'দেখা তোমাদের কোথায় হবে না হয় সেই ঠিক ক'রে বলে পাঠাবে'খন। স্বয়ংবরা হ'তে যাচ্চে আর ওটুকু পারবে না ? ওকে বরং ছেড়ে দ্যাও ; তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়ুক ; কন্যে যেমন সুন্দরী শোনা যাচ্চে, আরও যারা আচে, বসে থাকবে না তো।'

ওরা চলে যেতে আমি আরও খানিকটা এগিয়ে গোরুটার পিঠে

কষে দু'ঘা পাচনবাড়ি কষিয়ে মাঠের দিকে খেদিয়ে দিলুম, তারপর ত্যাখুনি ত্যাখুনি এসে দিদিমণিকে একটি একটি ক'রে সব কথা বলে গেনু। দিদিমণি রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে বাটনা বাটছেল, বললে—'ঐ হিড়িম্বে রাক্কুসীর মতন চেহারা, বয়সের গাছ পাথর নেই, আর ওকে ডানাকাটা পরী বলে চালিয়ে দিলি তুই !···আমার চেয়ে সরেস !'

বললুম—'তা জোর ক'রে বললে, আমি কি করব ?'

হাসি রোগ তো, বাটনা ছেড়ে দিয়ে খুব একচোট হাসলে, বললে—'তা করেচিস ভালো। আমি শুধু ভাবচি—যাখন জোড়া-বকুল-তলায় শ্রীরাধিকের সঙ্গে দেখাটা হবে, শ্যামরায়কে যে আমার সত্ত সত্ত ভির্মি যেতে হবে রে !···আর টের পেলে তোর অবস্থাও যে কি করবে ঘোষালের কু-পুত্তুর তাও ভেবে যে হদিস পাচ্চি না রে স্বরূপ। দেরী হবে না তো টের পেতে, পাড়া কাঁপাতে কাঁপাতে মাসীমা এই খানিকক্ষণ হোল নদীতে চান করতে বেরিয়ে গেল,—'হ্যাঁ, স্বয়ংবরা হবো—হ্যাঁ, বিধবা-বিয়ে হ'তে এয়েচি, দেখি মসনের লোকের ক্ষ্যামতাটা, একবার আটকাক্ ব্রেজোবামনীকে !···বাড়ি লুট করবে ?—ঘরে আগুন দেবে ?—দেখি কত বুকের পাটা সবার !' ···কমণ্ডলুটা হাতে নিয়ে এই করতে করতে গেল যে এই মাত্তর। কালকের যে কাণ্ডটা হোল, তারপর সমস্ত মসনেয় জানাজানি হয়ে গেচে যে,—রাখালের মা, দামোদরের পিসী—এরা সব এসে আমায় টিটকিরি দিয়ে গেল কিনা—মাসীমা ঘাটে গেছল, ফিরে আসতে সব বললুম—তারপরেই কমণ্ডলু নিয়ে ঐ করতে করতে বেরিয়ে গেচে। তাই ভাবচি—ডানাকাটা পরী চিজটা কি যখন টের পেয়ে যাবে ঘোষালের কু-পুত্তুর, তোর ব্যবস্থাটা কি করবে !'

আমি বললুম—'উনি অন্য পথে গেচেন, ওরা তিনজনে অন্যপথ দিয়ে লোচন ঘোষের আড্ডা ছেড়ে নিধু সাঁবুইয়ের আড্ডায় গেল ; টের পাবে না।'

বললে—'না হয় আজ না টের পেলে, কাল ?—না হয় পরশু—তরশু—একদিন তো পাবেই।'

ভয় তো নেগেই ছেল, আরও ভয় পেয়ে গেলুম দা'ঠাকুর, বললুম—'আমি তাহলে আর বাড়ি ছেড়ে বেরুব না দিদিমণি—ওনার কাচে থাকব, বেশ শক্ত মেয়েমানুষ।'

দিদিমণি আবার ডুকরে হেসে উঠল ; অনেকক্ষণ ধ'রে দুলে দুলে হেসে চোখ মুছে বললে—'কী জিনিসই এসে বাড়িতে ঢুকল বাবা ! দুটি পুরুষ বাড়িতে—একজন বলচে বাড়ির বাইরে পা দেবে না, একজন উদিকে বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচে !'

আবার হেসে উঠল, তারপর বললে—'বাবা সটকে পড়েচে—জানিস সে কথা ?'

জিগ্যেস করলুম—'সত্যি নাকি ?'

বললে—'সত্যি নয় তো মিথ্যে বলচি ?—নৈলে এত সকাল সকাল হেঁসেলে ঢুকব কেন ?—দেখেচিস কখনও আমায় ?···বাবা বিধবা-বিয়ের ভয়ে পালাচ্চে। অবিশ্যি তা বললে না, বললে—'দু'টি ভাতে ভাত নামিয়ে দে, দিনকতক শিষ্যিবাড়ি ঘুরে আসি'··· আর কিছু অবিশ্যি বললে না, তবে আমি যেন বুঝতে পারি না !··· একটা মানুষ এল বাড়িতে, কুটুম, আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কত্তা ভিটে ছাড়া ! ওমা, কেন গো !···বললে না, তবে আমি একটু বলিয়ে নিলুমও তো···'হ্যাঁ বাবা, মাসীমা এলেন, আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যিবাড়ি বেরিয়ে যাবে, কিরকম দেখতে হয় না ?···না, 'ঠিক দেখতে হয় বাছা, খ্যাপাটে মানুষ, কী মতলব ক'রে এয়েচে, তারপর এসেই এই কাণ্ড—আরও গেচে মাথার গোলমাল হয়ে, কি করতে কি ক'রে বসবে। আমি বরং একটু ঘুরে আসি, ত্যাদ্দিনে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোক ; তুই একটু মানিয়ে-সানিয়ে রাখিস।'

দিদিমণি তাড়াতাড়ি আবার মসলাটা পিষতে আরম্ভ ক'রে

দিলে, বললে—'দেখ্, ভুলেই যাচ্ছিলুম, মাসীমা নেয়ে আসবার আগেই বাবা বেরিয়ে যাবে কিনা।···জিজ্ঞেস করচিস—কেন?··· ওম্মা, ক'নে যদি বরের পথ আটকে দাঁড়ায়?'

হাসতে হাসতেই ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে পিষে যেতে লাগল মসলাটা। ওনার যেমন রীত ছেল—একটু পরেই মুখটা থমথমে হয়ে গেল, আর সে-মানুষই নয়। ঐরকম হয়ে গেলে একটু ভয়ও হোত, আমি চুপ করেই আচি, ওই বললে—'কি বলছিল র‍্যা ঘোষালের কু-পুত্তুর?—ভশ্চাজের মেয়েটা বড় ফিচেল? একটু সবুর ধ'রে থাকতে বলিস, এখনও ফিচলেমির কি দেখেছেন বাছাধন?'

ঠাকুরমশাই খানিক পরেই বেরিয়ে গেলেন দা'ঠাকুর—সে চম্পট দেওয়াই বৈ কি। দিদিমণি ভাত চড়িয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে ব'সে আমার সঙ্গে গল্প করচে, আমি দাওয়ার পৈঠেয় ব'সে আচি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলেন বাড়িতে। 'মা নেত্য, তোর হোল? তা' হ'লে তু'টি দে বেড়ে, রোদটা চড়চড়িয়ে উঠচে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি, দূরে যেতে হবে।'

বলতে বলতে ঘরের পানে চলে গেলেন।

·· সে যা চাপা হাসি দিদিমণির, মনে হোল ভুঁয়ে বুঝি লুটিয়ে পড়বে। জিগ্যেস করলুম—'কি হোল গা দিদিমণি, অত হাসচ কেন?'

বললে—'দেখো! যেমন মনিব তেমনি তার নফর। ···হ্যাঁরে, রোদ্দুর কোথায়? সকাল থেকে একটার পর একটা মেঘ জমে আসচে, আমি ভেবে মরছি আজও বুঝি বড়িগুনো শুকুতে দেওয়া হোল না···'

বললুম—'উনিও বোধহয় মেঘের কথাই বলতে যাচ্ছেল···'

দিদিমণি আবার ডুকরে হেসে উঠল, বললে—'তুই সামনে থেকে বেরো স্বরূপ, দূর হ'; আর ব'সে ব'সে আমায় হাসাস নে এমন করে, বাবা এক্ষুণি খেতে আসবে।···একটা মানুষের মাথা

এমন গুলিয়ে বসল যে বলতে যাচ্ছিল মেঘের কথা, বলে বসল রোদ্দুর চড়চড়িয়ে উঠছে!—অথচ ব্যাপারখানা কি, না, শালী এসে ভয় দেখিয়ে বলেচে বিয়ে করবে!···বেশ হয়েচে, পাপের প্রাশ্চিত্তির —যান্ না নাপিয়ে নাপিয়ে যত বিধবাদের বিয়ে দিতে···'

নকল করতে হ'লে কাউকে তো আর বাদ দিত না; বলে আর হুলে হুলে হেসে ওঠে, বলে আর হুলে হুলে হেসে ওঠে।

তাও কি একটু সুস্থির হয়ে হু'মুঠো খেয়ে যেতে পারলেন ঠাকুরমশাই?

'ঝোলটা বেশ রেঁধেছিস নেত্য, আর একটু দে দিকিন'—বলে আরও চারিটি ভাত ভেঙেচেন, এমন সময় বোসেদের পুকুরঘাটের কাছে ব্রেজোঠাকরুনের গলা উঠল।

ঠাকুরমশাই কান খাড়া ক'রে সোজা হ'য়ে বসলেন। দিদিমণি কড়া থেকে খানকতক আনাজ আর খানিকটা ঝোল হাতা ক'রে তুলে দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ করে উঠে পড়লেন ঠাকুরমশাই। দিদিমণি তো অবাক্; জিগ্যেস করলেন— 'কি হোল বাবা?

ঠাকুরমশাই ত্যাতক্ষণ কুলকুচু করচেন, বললেন—'না, ভেবে দেখলুম মা, অনেকটা পথ যেতে—চাপ হ'য়ে যাবে খাওয়াটা।'

'তা খেলে কোথায় তুমি যে চাপ হবে? ভাত-হাতেও তো করলে না।'

'তুই তো দেখতেই পাবি না, মা হোস্ কিনা। না, বেশি লোভ করা ঠিক নয়।'

বলতে বলতেই কাঁধে চাদরটা ফেলে চটি প'রে ছাতাটা নিয়েছেন। 'কি যেন ভুলে গেলুম, কি যেন ভুলে গেলুম'—ক'রতে ক'রতে একটু থমকে ইদিক-উদিক চাইলেন, তারপর—'থাক্‌গে, পথে মনে পড়ে যাবে'খন ব'লে হুগ্‌গা নাম নিয়ে সদর দোর পর্যন্ত এগিয়েচেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে এলেন।

'দেখলি তো' বলছিলুম না—কি যেন ভুলে যাচ্ছি?'—বলে চাদরের খুঁটের গেরো খুলে চারটে ট্যাকা বের ক'রে দিদিমণির হাতে দিলেন। 'ত্যাদ্দিন চালাবি কোনরকম করে মা, শিগ্‌গিরই ফিরে আসচি, পারি কখনও বাইরে ব'সে থাকতে?—বাড়িতে একটা কুটুম।'

দিদিমণি বললে—'দাঁড়াও, পেন্নামটা ক'রে নি, এমন তাড়া-হুড়ো করে বেরুচ্চ বাবা, টুকতেও তো পারি না।'

গড় ক'রে উঠে বললে—'কুটুমকে বলব কি তাতো মাথায় আসচে না। তা সে না হয় একটা কিছু হবে, কিন্তু তুমি আবার তো ঘোষাল বুড়োর কাছ থেকে টাকা নিয়ে এলে বাবা?'

'সে তুই কিছু ভাবিস নি। দেখ না, এইবারেই ফিরে এসে কি রকম হালকা হই, সে তুই কিচ্ছু ভাববি নি।'—বলতে বলতে খিড়কি দিকে বেরিয়ে গেলেন হনহন ক'রে।

রান্নাঘরের খুঁটোয় ঠেস দিয়ে দিদিমণি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো আকাশের দিকে চোখ ক'রে, ট্যাকা কটা মুঠোর মধ্যেই রেখেচে। অনেকক্ষণ একভাবে থেকে দু'চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর খামোকা আঁচলটা তুলে নিয়ে চোখ দুটো মুছে বললে—'নাঃ; কিচ্ছু ভাববো না তো, যাদের অনেক ভুগতে হবে তাদের কথায় কথায় মন খারাপ করলে চলে?'

ট্যাকা চারটে আঁচলে বেঁধে গেরোটা খুব ক'ষে টেনে দিলে, বললে, 'আমি সতীলক্ষ্মী মায়ের মেয়ে, ঢের উপায় আচে—কোনও মতলব খাটবে না আমার কাছে।'

শেকলটা তুলে দিয়ে বললে—'তুই আজ ঐ ভাত, ঝোল, ভাজা, অম্বল সব নিয়ে যাবি বাড়ি স্বরূপ; না হয় বাঁকোড়ে আঁটে একলাই গিলিস্।'

বললুম—'আর তুমি খাবে না?'

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল—'ঐ ভাত, ঐ ঝোল মুখে ওঠে?'

হাতাটায় ঝোল তুলে আবার কড়ায় রেখে দিতে হোল। বলি তো মন খারাপ করব না কিছুতেই, কিন্তু রাগ বলেও তো একটা জিনিস আচে, মানুষের শরীল তো…’

বলতে বলতেই আবার খিলখিল ক’রে হেসে উঠল।

—ওর ঐ রকম ছেল তো—বললে—‘তাও রাগ করতে দেবে লোককে তবে তো…কেন যেতে যেতে সদর থেকে ফিরে এল বাবা বল্ দিকিন।’

বললুম—‘তোমায় ট্যাকা দিতে হবে মনে পড়ে গেল তাই।’

‘নেঃ, আমার জন্যে তো কত মাথাব্যথা! ঐ এক দজ্জালের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেল। বাবা সদর থেকে পালিয়ে এল, মাসীমা যে উদিক দিয়ে এসে পড়তে পারে—ত্যাখন!…তার চেয়ে তাড়াতাড়ি খিড়কি দিয়ে সট্‌কে পড়ি বাবা—দরকার কি…’

বানিয়ে বানিয়ে বলে আর হাসতে থাকে, বলে আর হাসতে থাকে; বেশি হাসলেও চোখ দিয়ে জল পড়ত তো, খানিকক্ষণ পরে ভালো করে মুছে নিয়ে বললে—‘জ্বালা! এক দিকে ঐ ভয়-কাতুরে পুরুষ আর এক দিকে ঐ দজ্জাল মেয়েমানুষ—কি ক’রে সামলাবে সামলাও এখন—’

ঠাকুরমশাইয়ের পালাবার কথাটা কয়েকটা দিন ব্রেজঠাকরুনের কাছ থেকে চাপা দে’ রাখলে দিদিমণি।

—‘এই তুমি আসবার আগে একটু শিষ্যিবাড়ী বেরিয়ে গেল… এই একটু দক্ষিণপাড়ায় মিত্তিরদের বাড়ি গেচে…বাবা কাল অনেক রাত ক’রে ফিরল যে মাসীমা, তুমি ত্যাখন ঘুমুচ্চ, তুলতে মানা করলে’…কখনও বা বলে—‘এসেই তাড়াতাড়ি ছুটি খেয়ে বেরিয়ে গেল, ঘোষেদের পুকুর থেকে নেয়েই এসেছিল, তুমি পূজোয় বসেছিলে, ব্যাঘাত হবে ব’লে আর গলা তোলে নি…’

বোশেখ মাস, বিয়ে, পৈতে, ব্রোতোপাব্বনের হিড়িক, অবিশ্চি তার সঙ্গে ঠাকুরমশাইয়ের সম্বন্ধ অল্পই, তবু ঐ ছুতো করে দিন

চারপাঁচ বেশ কাটিয়ে দিলে দিদিমণি—য্যাখন ব্রেজঠাকরুন বাড়িতে থাকে না ত্যাখন বলে বাবা এইতো ছেল, য্যাখন তিনি বাড়িতে, ত্যাখন বলে গাঁয়ের কোথায় যজমানবাড়ি বেরিয়ে গেচে। একদিন হয়তো বললে, মাঝের-পাড়ার হালদারদের বাড়ি থেকে ব'লে পাঠ্যেচে ঠাকুরমশাই রাতটা ওখানেই থাকবেন—বড় কাজ, যোগাড়-যন্ত্র করতে হবে।...চালাক মেয়ে, বেশ একরকম চাপাচুপি দে চালিয়ে নিলে কটা দিন। পাছে ব্রেজঠাকরুনের সন্দো হয় সেইজন্যে রেওয়াজ-মাফিক ঠাকুরমশাইয়ের সিধে বের ক'রে যাচ্চে, রান্না ভাতডাল আমি নে যাচ্চি।

চলে যে যাচ্চে তার হেতু, ব্রেজঠাকরুন ত্যাখনও বাইরেটা নিয়েই পড়ে রয়েচে—বাড়িতে কে আচে না আচে, কি করচে না করচে তার হিসেব রাখবার তেমন ফুরসতই বা কোথায় বলুন? কথাটা বুঝলেন না? যে সময়ের কথা বলচি আপনেকে সেটা তো আর এইরকম পিলে-ম্যালেরিয়ার সময় নয়। কী হাঁকডাক গ্রামের! এই পাড়াতেই ত্যাখন শোভা করে রয়েচে উদিকে রাখালের মা, দামোদরের পিসী, নকুড় ঠাকুরের মেজো ভাজ; ইদিকে সামন্তদের মেজবৌ, তারপর আপনার গিয়ে সৈরভী বাগদিনী,—কোঁদল পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যায় সব, ছোটখাটোগুলোর আর নাম করলুম না এদের সামনে। প্রেথম ঝোঁকটা এদের সঙ্গে পরচে করতে, এদের সবাকোর কার কতো দম বুঝে নিতে কেটে গেল তো, বাড়িতে কি হচ্চে না হচ্চে তার ভালোমত হিসেব রাখবার আর ফুরসত পেলে কোথায় ব্রেজঠাকরুন? আগেকার দিনের জেরটা টানতে টানতে বিছেনা থেকে উঠে পথে দিগ্বিজয় করতে করতে গঙ্গার ঘাটে যায়। পথে পয়লা দামোদর মুকুজ্জের বাড়ি, তানার পিসী দরজার কাছে রেডি হ'য়ে দাঁড়িয়েই থাকে, এক চোট বেধে যায়। তার জের মিটতে মিটতে নকুড়ঠাকুরের মেজো ভাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। গঙ্গায় ডুব দিয়ে মাথা যেটুকু ঠাণ্ডা হোল

ফিরতে ফিরতে আবার পূর্ব্বেকার মতন হয়ে যায়। শ্মশান-বন্ধুদের মতন তেমন তেমন ডাকসাইটে কুঁদুলীরাও যে-রাস্তায় যায় সেই রাস্তায় ফেরে না দা'ঠাকুর, জানিনে একটু লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন কিনা। আপনি হয় তো বলবেন ওরা যেখানে মানুষটোকে ব'য়ে নিয়ে যায় ঘাড়ে ক'রে, এরাও সেখানেই পাঠাবার ব্যবস্থা করে তো, তাই পদ্ধতিটা একইরকম ধরে রেখেচে। হয়তো তাই-ই, একেবারে কাটতে পারি নে কথাটা; তবে যারা জাত-কুঁদুলী তারা আবার একটু রকমারি চায় তো,···যেতেও সেই দামোদরের পিসী, নকুড়ঠাকুরের ভাজ, আসতেও সেই দামোদরের পিসী, নকুড়ঠাকুরের ভাজ—এতে মন বসবে কেন বলুন না। তাই আসবার সময় ব্রেজঠাকরুন ও রাস্তাটা বাদ দিয়ে ভিজে গামচাখানা পাট ক'রে মাথায় চাপ্যে ভশ্চায্যিপাড়া হ'য়ে আসত। ও পাড়ায় রাখাল গোঁসাইএর মা, ত্যাখন পাড়ায় তিনিই ফাস্টো যাচ্চে। এ-লোভটুকু অবিশ্যি ছেল, তবে ব্রেজঠাকরুন আরও বেশি করে ও-পাড়া দে যে আসত তার হেতু ঐ পাড়ায়, বড় রাস্তার ওপরেই ছেল রিদয় ভশ্চায্যির বাড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ, যার বোলবোলাওয়ের কথা গোড়ায় বললুম না আপনেকে, সেই রিদয় ভশ্চায্যি। উনিই যে ঠাকুরমশাইয়ের য্যাত কিছু ক্ষতি করার মূলে সে সংবাদটা তো পেয়েচেন ব্রেজঠাকরুন; একবার বাসনাটা তানার সঙ্গে একটু সামনাসামনি হবার, নড়াইয়ে নামলে উদিকে পুরুষ রয়েচে কি মেয়ে রয়েচে সেটা তো গ্রাহ্যির মধ্যে আনতেন না। তা কিন্তু রোজ পহর ধ'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলেও কোন ফল হোল না। ওবিশ্যি নাম ধ'রে তো ডাক্ পাড়া যায় না, স্ত্রীলোক একটা হায়া আচে, অতবড় জলজ্যান্ত পুরুষটোর নাম ধ'রে তো হাঁক্ দেওয়া যায় না, তবে তানারই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রার গোড়ায় দাশরথি অধিকারীর গুরুবন্দনার মতন পা থেকে মাথা পর্যন্ত যে-বর্ণনাটা সাজিয়ে দিত তাতে তো আর কারুর মনে দ্বিধে-সন্দো

থাকতে পেত না কাকে উদ্দিশ করে কথাগুলো বলচে ব্রেজঠাকরুন।
…'ভুড়ো, গজকচ্ছপ, বেলমুণ্ডী, মুখ্যু, পেটে এক ছটাক বিদ্যে নেই, শুধু টিকির গোছা তুলিয়ে ভালোমানুষদের পসার নষ্ট ক'রে বেড়াচ্চে—কোথায় আচে সে, বেরিয়ে আসুক না মদ্দ হয় তো।… উঃ। বড় বড় পণ্ডিতের টিকি উপড়েচেন তারই দেমাক! আসুক না বেরিয়ে, এবার নিজের টিকি নিয়ে কেমন ফিরে যায় দেখি!…'

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে; আর এই ভাষা, এই ব্যাখ্যানা; কিন্তু কে বেরুচ্চে?…অমন তুদ্ধষ্যি মানুষ তো রিদয় ভশ্‌চায্যি, দূর থেকেই ব্রেজঠাকরুনের গলা শুনে আগে থাকতেই বাড়ি ছেড়ে সটকে পড়ত, যদিই বা কোন কারণে আটকে গেল তো দোরে খিল লাগিয়ে ভেতরে ব'সে থাকত। ও পাড়ায় আবার উনিই মেয়ে-পুরুষ সবাইকে দাব্যে রেখেছিল তো, অন্য কেউও বেরিয়ে এসে যে প্রিতিবাদ করবে তাও নয়, নিঃঝুম পাড়ায় পহর খানেক দাঁড়িয়ে মনটা হাল্কা ক'রে ব্রেজঠাকরুন একেবারে ঘোষ-পুকুরের ঘাটে এসে উঠত। মন হাল্কা হোক, মাথাটা তো আবার তপ্ত হয়ে উঠেচে। গোটাকতক ডুব না দিলে ঠাণ্ডা হবে কি করে? তা ভেন্ন ঘোষপুকুরে শেষ মোয়াড়া; ওখেনে সামন্তদের মেজবৌ আর আপনার গিয়ে সৈরভী বাগদিনী ত্যাতক্ষণে আসর গরম ক'রে রেখেচে; এরা আবার মণ্ডলপাড়ার নোক তো, ব্রেজঠাকরুনের পাটিতেই এসে পড়েচে। তিনি উদিক থেকে আসার সঙ্গে যেন মা রণচণ্ডীও স্বয়ং এসে অবতীন্ন হতেন। ক'দিনেরই বা কথা? কিন্তু ইরিই মধ্যে ঘোষপুকুরের নামডাক বেরিয়ে গেল। এর ওপর আবার বাড়িতে ফিরেও অকস্মাৎ এক-আধবার মনটা উতলে উঠলে, বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হালকা হয়ে এল। ইদিকটা নোকচলাচল কম তো, তা কে শুনলে না শুনলে সেটা তো কথা নয়, নিজের মনটাকে হালকা করা। কতকটা আজকালকার আপনাদের ঐ রেডিও না কি, তার মতন। চৌধুরীরা এনেচে

তো, গিয়ে বসি মাঝে মাঝে···মানে, আমি আমার যা বলবার বলে গেন্নু, যা গাইবার গেয়ে গেন্নু মন সাফ ক'রে—যার শোনবার কল ঘুরিয়ে শুনে নেও, যে চাওনা শুনতে কল টিপে ব'সে থাকো। মাঝে মাঝে ছোটখাট একটা বেধেও যেতো। এর মধ্যে বাড়িতে কে কখন এল, কে কখন গেল, কে খেলে কে না খেলে তা দেখবার ফুরসতই বা কোথায় বলুন না। একদিন দিদিমণি বললে না? বলে—'শালী-ভগ্নীপোতে যদি হয়ে যেত বিয়েটা তো কিন্তু যাকে বলে রাজযোটক একেবারে সেই জিনিসে দাঁড়াত স্বরূপ!'

জিগ্যেস করলুম, কেন গা দিদিমণি? না, 'দেখচিস না, বাবা যেমন আগে নিজের পুঁথি নিয়ে থাকত, কোথায় কি হচ্চে সাড় থাকত না, মাসীমারও সেই রকম নয়? নিজের কাজ নিয়ে মজগুল, আর কার হিসেব রাখবে?'

বললুম—'কাজ তো শুধু কোঁদল।'

দিদিমণি বললে—'মর ছোঁড়া, যার যা কাজ, তুই যে এই নাহক বাঁজা গোরু তাড়িয়ে মরচিস। তা ভেন্ন, কোঁদলই যদি বললি, বাবারও তো কোঁদলেরই পুঁথি, সে না হয় নিব্বিষ পণ্ডিত মানুষের কোঁদল, আর মাসীমার একেবারে ফণিমনসা।···মুখিয়ে আচি কবে মালা বদলটা হবে।'

দিনকতক দিব্যি চলল, দক্ষিণপাড়ায় কাক-চিল বসতে পায় না, তারপর ও পক্ষের ওরা যেন কাহিল হয়ে এল। গয়ারামের কোন্ সেই সাত পুরুষের বোনঝির বিধবা-বিয়ে দেওয়া নিয়ে হল্লাটা আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, ওনার নিজের বিধবা-বিয়ে করা নিয়ে ঘোটটাও তাবৎকালের জন্য চাপা পড়ল। সবাইকে বলতে হোল —হ্যাঁ, এ্যাদ্দিন পরে মসনেতে একটা স্ত্রীলোকের মতন স্ত্রীলোকের পদার্পন হয়েচে।

তা হোক, কিন্তু ইদিকে যে সংসার চলা দায়। ঠাকুরমশাই সেই সদর এড়িয়ে খিড়কি দে পালাবার কালে সেই যে চারটে ট্যাকা

দিয়ে গেছল সেই ক'টি তো সম্বল, তা এই অভাবের সংসারে তার আর পরমায়ু কতটুকু বলুন না। তার ওপর বাড়িতে কুটুম, আর ঐরকম কুটুম, খাওয়ার দিকটা একটু নজর রেখে মাথা ঠাণ্ডা রাখবার যথাসাধ্য একটু চেষ্টা করতেই হয়। তার ওপর আবার এই সময় সামনে একাদশীর উপোস এসে পড়ল।

সলা পরামর্শ করতে তো একা আমি; দিদিমণি বললে—'কি করি বলতো স্বরূপ, হাতে যে ক'গণ্ডা পয়সা আছে, মাসীমার একাদশীটা না এসে পড়লে আরও দিন পাঁচেক চালিয়ে নিতুম টেনেটুনে, এখন যে আতান্তরে পড়লুম।'

আমি বললুম—'কেন গা, দিদিমণি, একাদশীতে দিব্যি তো ছবেলার খোরাক বাদ পড়ল ওনার।'

দিদিমণি মুখ নাড়া দিয়ে বললে—'খুব নোকের কাচে সলা নিতে গেচি! ওঁর নজরে শুধু একাদশীটুকুই পড়ল! আগে পিছে একটা দশুমী আর একটা দ্বাদশী নেই?...তা ঠিক কথাই দা'ঠাকুর, আর সবের বেলায় একাদশী বলতে একাদশীই বুঝোয়, ব্রেজঠাকরুনের বেলায় দশুমী আর দ্বাদশীর কথাই বেশি ক'রে ধরতে হয় কিনা। বামুনের মেয়ে, খুঁড়তে নেই, কিন্তু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে খোরাকটুকুর দিকে চাইলে ছুশমনের মুখ শুকিয়ে যাবে না? তা দোষও দেওয়া যায় কি ক'রে বলুন, ঐ তো দাপট দেখলেন—গ্রামকে গ্রাম ক'দিনের মধ্যে ঠাণ্ডা, তা এর জন্যে রসদ চাই তো? মাল গাড়ি-টানা ইঞ্জিনের যা ব্যবস্থা করবেন করুন, তবে, আপনার গিয়ে যে ইঞ্জিনটাকে ডাকগাড়ি টেনে নিয়ে যেতে হবে তাকে তেমনি কয়লা যোগান্ দিতে হবে তো?'

আমি বললুম—'আমার দো-আনিটা না হয় নেবে বের ক'রে দিদিমণি?'

ওনারই দেওয়া পয়সা জমিয়ে জমিয়ে একটা দো-আনি ক'রে রেখেছিলুম দা'ঠাকুর, সেটা ওনারই কাছে থাকত। ছেলেবেলার

একটা সম্পত্তি তো, দরকারে-অদরকারে সেটার কথা তুলতুম, তার কারণ, যেমন খুব ইচ্ছে হোত অভাবের সময় সেটা খরচ করুক দিদিমণি, তেমনি আবার ভয়ও হোত, অভাবের মাথায় করেই ফেলে নি তো খরচ!—ছেলেমানুষের মন তো ত্যাখন? সুবিধে পেলেই ঐরকমের খোঁজ খবরটা নিতুম।

দিদিমণি বললে—'ওমা, সত্যই তো, তোর আবার একটা ব্যাঙের আধুলি আছে যে, মনেই ছেল না' দুভ্‌ভাবনা গেল।···না, বাজে কথা থাক্, আমি এক মতলব বের করেচি স্বরূপ, বাপেরই বেটী তো।'

জিগ্যেস করলুম—'কি মতলব গা দিদিমণি'···না, 'আমি না একাদশী ঘোষালের হবু পুত-বৌ, আমার ট্যাকার অভাব কি র‍্যা? বাবাকে তে তবু ঘর-বাড়ি, ইস্তক মেয়ে পর্যন্ত বন্ধক রেখে ট্যাকা নিতে হয়েচে, আমার কি?—আমার খাজাঞ্চি তোবিল আগলে ব'সে আচে, হাতচিটে কাটব হুকুম করব আর ট্যাকা এসে পড়বে।'

কথাটা হালকা ভাবেই বলেছেল, বলতে বলতেই কিন্তু দিদিমণির মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। ঘোষালবাড়ির কথা উঠলেই যেমন হয়ে যেত না?—রান্নাঘরের খুঁটিতে ঠেস দে' কথাগুলো বলছিল আমায়, নারকোল গাছের মাথার দিকে চেয়ে খানিকটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বললে—'তোকে সিদিন ঘোষালের কুপুত্তুর কি বললে রে স্বরূপ?—ভট্‌চায্যের মেয়ে ভারী ফিচেল?···ফিচলেমির এখনও দেখেচে কি ওরা?···আজ হচ্ছে অষ্টমী, আর দিন নেই, তুই একটা চিঠি নিয়ে আজ সন্দের সময় একাদশী ঘোষালের ওখানে যাবি, শুধু দেখবি আর কেউ যেন না জানতে পারে। হ্যাঁ, ট্যাকার কথাই নিকচি, দেখি ও না খেয়ে, নেংটি প'রে কত ট্যাকা জমিয়েছে। কেন দেবে না মিন্‌সে?—বৌ না খেতে পেয়ে শুকুচ্চে, ট্যাকা দেবে না?—আর সে বৌও কে না, এ তল্লাটের ডাকসাইটে পণ্ডিত অনাদি ন্যায়রত্নের মেয়ে, ওর চৌকাঠ মাড়ালে ওর চোদ্দপুরুষের

পাপক্ষ্যায় হ'য়ে যাবে।···দেবে না! না দেয়, আরও ফন্দিফিকির আচে আমার মাথায়, সাবালক মেয়ে, আইন আমার দিকে···'

কতকটা নিজের মনেই ব'লে যাচ্ছেল, এমন সময় ব্রেজঠাকরুনের গলা উঠল, ঘোষপুকুর থেকে ডুব দিয়ে আসচে। দিদিমণি তাড়াতাড়ি খুঁটি ছেড়ে দাওয়া থেকে নেমে পড়ল, বললে—'ঐ রে আসচে পোড়াকপালী···পোড়াকপালী ওকে বলব, না নিজেকেই বলব? একটা মাসী জুটল বরাতে তাও ঐ ভাঙা কাঁশি!···আজ যেন আবার সকাল সকাল ফিরল যে! বেশ একটু মন খোলসা ক'রে হালকা হচ্ছিলুম···কালও ফিরেছিল টাইমের আগেই।'

বললুম—'শুনছিলুম কোঁদলে আর কেউ ওনার তেমন মোহাড়া নিতে পাচ্চে না, তাই কাল থেকে কতকটা একতরফা সেরেই তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরচেন উনি; দামোদর ঠাকুরের পিসী তো মসনে ছেড়ে বস্তিবাটিতে তানার শ্বশুরবাড়ি চলে গেচে; আমায় লখ্না বললে।'

লখ্না ছেল আমাদের পাড়ারই ছেলে দা'ঠাকুর, আমারই সমবয়সী, আমার সঙ্গে গোরু চরাত। কিন্তু লখ্না কলহ বড্ড ভালবাসত—করতে নয়, শুনতে দা'ঠাকুর। রোগা লিকলিকে, কলহ করবার ক্ষ্যামতা তার ছেল না—কলহটা ভালোবাসত ব'লে আমাদের হাতে গোরু ছেড়ে বেরিয়ে যেত দুটো খ্যাংরা কাটি হাতে করে, একটু তফাতে আড়ালে আড়ালে থেকে ব্রেজঠাকরুনের পেছনে পেছনে ঘুরত, বেধে গেলে আর একটু আড়াল হয়ে কাটি দুটো হাতের তেলোয় পাক্যে নারোদ নারোদ বলতে থাকত—উনি আবার দেবতাদের কলহ ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্য কি না। আগুন লাগতেই এসে ফুঁ দিয়ে গনগনিয়ে দিত। তারপর ব্রেজঠাকরুন ফিরে এলে, আমাদের কাছে প্রিতি দিবসের রিপোর্টটা দাখিল করত লখ্না।

লখ্নার কথা শোনে আর উলসে উলসে হেসে ওঠে দিদিমণি;

বলে—'তুই বেরো আমার সামনে থেকে স্বরূপ, খবরদার আমায় হাসাবি নি, হাসবার ফুরসত নেই আমার। ঐ এসে পড়ল বলে, এখনও পুজোর যোগাড় হয় নি, ওদিকে খোরাক পায় নি, আজ আমারই ঘাড় ভাঙবে এসে।'

ওবিশ্যি দিদিমণির সঙ্গে তুলনা হয় না, মনে কী কষ্টটা চাপা দে হাসিমুখে কাটিয়ে দিত এখন তো বুঝি, তবু আমারও হুজ্জুতটা কম ছেল না দা'ঠাকুর। এই যে বললেই বুঝতে পারবেন।

দুপুরে সবার খাওয়া-দাওয়া সারা হ'তে ব্রেজঠাকরুন যখন পাশের ঘরে শুয়েচে, দিদিমণি সত্যিই একখানা চিঠি নিকে আমায় ডেকে গোয়ালে নিয়ে গেল। চিঠিটা হাতে দিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে—'গোরু নিয়ে বেরিয়ে যাচ্চিস তো, এখন নয়, যখন বেশ সন্দে হয়ে আসবে, গোরুটাকে কারুর সঙ্গে বাড়িমুখো ক'রে দিয়ে তুই উদিক দিয়ে উদিক দিয়েই একাদশী-ঘোষালের বাড়ি চলে যাবি। দেখবি যেন ছিরের হাতে পড়িস নি, পড়লে টপ্‌ করে চিঠিটাকে গুলি করে পাকিয়ে নিয়ে মুখে ফেলে গিলে ফেলবি। ঘোষালকে পঞ্চাশটা ট্যাকার জন্যে নিকলুম।'

আমি দিদিমণির কথা রেখেই বললুম—'গালমন্দ লেখনি তো দিদিমণি?'···বুঝলেন না দা'ঠাকুর? সন্দে, তায় একলা থাকে লোকটা, ভয় করে তো?

দিদিমণি বললে—'সে বুদ্ধি আছে আমার ঘটে, না হয় শোনই কি রকম গোড়াবেঁধে লেখা, মুখে যাই বলি, ধম্মজ্ঞান নেই? মানুষটা দু'দিন পরে তো শ্বশুরই হবে—'

নকুলে তো?—ইদিকে বেশ ভালো ক'রেই নেখাপড়া করেচে ঠাকুরমশায়ের কাচে, শীল শ্রীযুক্ত মহামহিম দানসাগর শ্রীরাজীব-চন্দোর ঘোষাল বরাবরেষু'—ব'লে গড়গড় ক'রে খানিকটা পড়ে গেল, পাটোয়ারিরা রাজা জমিদারের নামে যেমন মুসাবিদে করে; তারপর হেসে বললে—'নারে ঠাট্টা করচি—তবে যা নিকেচি ঠিকই

আচে, তোর ভয় নেই। তা, যাই দেয় তুই চুপি চুপি নিয়ে চ'লে আসবি, দেখবি যেন আবার ছেলের খপ্পরে না পড়িস। তুই এলে আমি মাসীকে লুকিয়ে তোকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে নিয়ে নোব ট্যাকাটা।'

এখুনি বললুম না আপনাকে?—দিদিমণির সঙ্গে তুলনা হয় না, তবু আমার হুজ্জুতটাও কিছু কম ছেল না। ছিরু ঘোষালের ভয়ে গাঁয়ের দিকে যাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম, তার ওপর ট্যাকা নিয়ে কাণ্ড, কি করব, কি রকম ক'রে যাব ভাবতে ভাবতে গোরুটাকে খুলে নিয়ে বিদেয় তো হলুম। গোরু ছেড়ে দিয়ে সব রাখালেরা মিলে আমরা একজোট হয়ে খেলা করতুম, কিন্তু সিদিন আর খেলায় মন বসে না, শুধু চিঠির কথাই ভাবচি—না হয় ছিঁড়েই ফেলব? না হয় বলব ছিরু ঘোষাল কেড়ে নিয়েচে? আবার দিদিমণিকে মনে পড়চে—অভাবের চিন্তেয় খুঁটিতে পিঠ দিয়ে মুখটি চুন ক'রে দাঁড়িয়ে আচে।···কি করব কি করব ভাবতে ভাবতে বিকেল গড়িয়ে গেল। আমি কতকটা চাঁই গোচের ছিলুম ছেলেদের মধ্যে; খেলা জমে নি, যে যার গোরু নিয়ে নিয়ে চাকা ডোববার আগেই চলে গেল, আমিও লখ্‌নাকে গোরুটা আমাদের গৈলে বেঁধে দিতে ব'লে উঠে পড়লুম। মাঝেরপাড়ার আর নাম করলুম না, বললুম একবার গয়লাপাড়া ঘুরে যাব, ব্রেজঠাকরুনের দশুমী আসচে, সের আষ্টেক দুধের কথা ব'লে আসতে হবে। বুঝলেন না কথাটা? আমাদের বাড়িরই নোক, গাঁয়ে হাঁকডাক জমিয়ে ফেলেচে ইরি মধ্যে, দু'এক সেরের কথা বলে খেলো করি কেন তানাকে? ওর সঙ্গে সেরখানেক ছ্যানার কথাও দিলুম জুড়ে।

উঠলুম বটে, তবে দুশ্চিন্তেটা লেগে রয়েচে তো, খানিকটা গিয়ে আবার একটা অশথ গাছের গোড়ার ওপর ব'সে পড়লুম। ঐ ভাবনা—কি করব?—না হয় ছিঁড়েই ফেলি চিঠিটা?—আবার সঙ্গে সঙ্গে উদিকে দিদিমণির মুখটা মনে প'ড়ে যাচ্চে···এই ক'রে ক'রে

একবার কি মনে হোল, চিঠিটা ট্যাঁক থেকে বের করে চোখের সামনে মেলে ধরলুম। সময় পেলে-টেলে দিদিমণি আমায় নিয়ে পড়াতে বসত দা'ঠাকুর; ভাবলুম দেখিতো কি নিকেচে।

স্বরে অ থেকে নিয়ে মুদ্ধন্য ণ পজ্জন্ত অক্ষরগুনো খানিকটা করে উদিকে চিনেছিলুম দা'ঠাকুর, তারপরেই এই ব্রেজঠাকরুনের হিড়িক এসে পড়ল, খানিক গুলিয়েও গিয়েছিল তাতে। তবু মুক্তর মতন হাতের নেকা দিদিঠাকরুনের, খুঁজে পেতে গোটাকতক অক্ষর বের করলুম কোনরকমে, কিন্তু তাতে তো চিঠি পড়া যায় না। সেই মাথা ঘামাচ্চি ব'সে ব'সে—মানে চিঠির ওপর চোখ রেখে ওদিককোর ভাবনা ভাবচি, এমন সময়···সে কথা ম'নে হ'লে এখন পর্যন্ত গা শিউরে শিউরে ওঠে দা'ঠাকুর—হোলও তো ইদিকে পেরায় আপনার গিয়ে তিনকুড়ি দশ বছরের কথা।

খুঁজে খুঁজে চেনা অক্ষরগুনো বের করচি, এমন সময় পেছন থেকে কাঁধের ওপর ঠাণ্ডা হাত—এখানে একলা ব'সে কি করচিস রে স্বরূপ?

আঁতকে যে উঠেছিলুম তার জন্যে দোষ দেওয়া যায় না দা'ঠাকুর, যেখানে গোরু চরাতাম আমরা, জোড়া-বকুলতলার মশানটা তার নিকটেই—এই ধরুন যেমন এখান থেকে ঐ ঘোষেদের পুকুরটা। আর আচমকাও তো? ঘুরে চাইতেই কিন্তু সে ভাবটা তখুনি কেটে গেল, বরং বেশ ভরসাই ফিরে এল—ওবিশ্যি তখন-তখনের জন্যে—দেখি আমাদের ঠাকুরমশাই!

ঠাকুরমশাই বললে—'তা তুই এখানে কি করচিস? আর, হাতে তোর চিঠি কি ও? যেন নেত্যর হাতের লেখা মনে হচ্চে না? দেখি তো।'

এখন তো বুঝি তার কারণটা, মুখখানা যেন হঠাৎ কি রকম হয়ে গেচে ঠাকুরমশাইয়ের। চিঠিটা নিয়ে পড়তে পড়তে কিন্তু মনে

হোল যেন ঠিক সে-ভাবটা কেটে আসচে, শেষ ক'রে জিগ্যেস করলে —'ব্যাপারখানা কি?'

সব খুলে বললুম এক এক ক'রে, ওবিশ্যি দিদিমণি আর যা-যা বলেছেল সেগুনো বাদ দিলুম, কতক বুঝতে শিখেচি তো ত্যাখন। শুনে ঠাকুরমশায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইল খানিকক্ষণ, তারপর বললে—'একটু সর তো বসি, অনেক দূর থেকে আসচি, হা-ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচি ; তুই বরং পা দুটো একটু টিপে দে।'

আমি জিগ্যেস করলুম—'ঘরকে যাবে না বাবা ঠাকুর? সন্দে হয়ে এল।'

একেবারে চটেমটে খিঁচিয়ে উঠল। বেশ মনে আচে, চোখের সামনে এখনও যেন দেখচি—ঠাকুরমশাইয়ের চেহারাটা শুকিয়ে গেচে অনেকখানি, কতদিন খেউরি হয় নি, দাড়ি গজিয়ে গেচে, চুল উষ্কখুষ্ক, খিঁচিয়ে উঠে বললে—'না, ঘরে যাব কেন? কে এক মন্দ মাগী উড়ে এসে জুড়ে ব'সেচে কোথা থেকে, আবল-তাবল বকচে, মাথার ঠিক নেই, তার ভয়ে এ-গ্রাম ও-গ্রাম ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াব! ...শোন্, বলে দিচ্চি—গিয়ে বলবি তাকে—বলবি···বুঝলি তো, ভয় করবি নি, পষ্ট ক'রে বলবি···'

আঙুলটা উচিয়ে রইল অনেকক্ষণ দা'ঠাকুর, কিন্তু কি বলবে তা আর মুখ দিয়ে বেরুল না। একটু পরে বললে—'ওঠ, বসি একটু।'

আমার গা ছমছম করতে লাগল দা'ঠাকুর। ঠাকুরমশাই একটু কেমন কেমন ছেলই কিন্তু সে অন্য রকম, দিদিমণি বলত ঐ শাস্তোরটা পড়লে ঐরকম একটু নাকি হয়েই যায় নোকে ; এ কিন্তু মনে হোল চেহারায় ভাবগতিকে উন্মাদের লক্ষণ। অশথ গাছের শেকড় অনেকটা এগিয়ে এসে আবার মাটি ফুঁড়ে এক এক জায়গায় উঁচু হয়ে ওঠে না? আমি সেই রকম শেকড়ের ওপর বসে ছিলুম, উঠে পড়লুম। ঠাকুরমশাই বসলে বেশ জোরে জোরে পা টিপতে নেগে গেলুম।

অনেকক্ষণ নিঝুমই কেটে গেল ; তারপর উনিই জিগ্যেস করলে—'তোদের মাসীমা ঝগড়াঝাঁটি সেই এক ভাবেই ক'রে যাচ্ছে তো গাঁয়ের নোকের সঙ্গে ?'

আর সেরকম ভাবে নয়, দিব্যি সহজ গলাতেই বললে।

আমি বললুম—'আর ওরা পাল্লা দিতে পারচে না, দামোদর ঠাকুরের পিসী বত্তিবাটী চলে গেচে।

বললে—'তা কেউ আর পাল্লা দিতে পারচে না তো এবার যাক ফিরে। কুটুম বাড়ি ক'দিন থাকে নোকে ? কিছু বলে সে কথা ?'

আমি একটু বুদ্ধি করে বললুম—'বলে, আপনার সঙ্গে দেখাটা হলেই চলে যাবে, তাই ওপিক্ষে ক'রে আচে।'

শুনতে দেরি, ঠাকুরমশাই শেকড় ছেড়ে আবার খিঁচিয়ে উঠল, বললে—'আমায় নিয়ে করবেটা কি যে ওপিক্ষে করচে ? আমি কি আর মানুষ আচি ? এই দেখ, দেখে নে ভাল করে চেহারাটা, গিয়ে বলবি··· ।'

ব্যস্, আর ভালো ক'রে কিছু কানেও গেল না, ওনার দিকে চেয়ে গাঁ-গাঁ-গাঁ-গাঁ— করতে করতে ভূঁয়ে লুটিয়ে প'ড়ে আমি একেবারে অচৈতন্য।

কতক্ষণ ত্যামন ছিলুম বলতে পারিনে দা'ঠাকুর, তবে য্যাখন চোখ খুললুম দেখি ঠাকুরমশাই মুখে ক্রমাগত জলের ঝাপটা দিচ্চে, জিগ্যেস করলে—'কিরে, কি হোল হঠাৎ ?'

আমি ঠায় চেয়েই আচি মুখের পানে, বেশ মনে আচে তো, আবার বুঝি ভির্মি যাই, ঠাকুরমশাই জলের ঝাপটার ওপর ঝাঁকুনিও দিলে, জিগোলে—'কিরে, অমন ক'রে চেয়ে আচিস কেন ? চিনতে পারচিস না ? আমি তোদের বাবাঠাকুর, অমুম ন্যায়রত্ন, ভালো ক'রে দেখ দিকিন ; বলি অ স্বরূপ, আমি তোর দিদিমণির বাবা—দেখ দিকিন ভালো ক'রে।'

জলের ঝাপটা আর মাঝে মাঝে একটু ঝাঁকানির সাথে ঐরকম

ক'রে খানিকটা ব'কে যেতে আমার সাড় ফিরে এল। বললুম—'বাবাঠাকুর' ?

'হ্যাঁ, কি হয়েছিল তোর? দিব্যি কথা কইছিলি, তা আচমকা ভির্মি গিয়ে বসলি যে ?'

বললুম—'আমি মনে করলুম তুমি জোড়া-বকুলতলা থেকে উঠে এয়েচ বাবাঠাকুর, ঐ যাদের এই সন্দের সময় নাম করতে নেই তানাদের মতন হ'য়ে গেচো। তুমি আরও কথা কও খানিকটা বাবাঠাকুর, আমার এখনও তোমায় দেখে গা ছমছম করচে একটু একটু। বাড়ি যাবেনি ?'

বাবাঠাকুর একটু হাসলে, বললে—'আর মানুষের মধ্যে নেই—তার অর্থ ঘরবাড়ি সব থাকতেও এক পাগলের পাল্লায় পড়ে এর দোর ওর দোর ক'রে বেড়াচ্চি—ও ছোঁড়া ধ'রে নিয়েচে ভূত হ'য়ে গেচি। দেখ্, সংস্কৃত শ্লোক বলচি, রাম নাম করচি, ভূতে পারে ?'

কয়েকটা শ্লোক আউড়ে গেল, কয়েকবার রাম নামও করলে। বললুম—'বেম্মদত্তিরা তো পারে, তানারা বামুন তো।'

ঠাকুরমশাই বললে—'কি গেরোয় পড়া গেল! বেম্মদত্তি হ'লেও কথাগুলো তো খোনাই হোত, সেইরকন শুনচিস কি? চল বাড়ি চল, রাত হয়ে এল।'

ত্যাতক্ষণে ওবিশ্যি সন্দোটা ভালো করেই কেটে গেচে, উঠে পা বাড়িয়ে বললুম—'দিদিমণির চিঠিটা নে যেতে হবে না ?'

বললে—'আমি তো এসেই গেলুম এই, ট্যাকা নে'সতে হয় আমিই ব্যবস্থা করব তার। হাত একেবারে খালি তোর দিদিমণির ?'

বললুম—'আচে গণ্ডা দশেক পয়সা, তেমনি পরশু দশমী, তারপর একটা দিন বাদ দিয়ে দ্বাদশী, মাঝের ও দিনটা আবার [illegible]সের দিন তো।'

আর কোন কথা হোল না। মিথ্যে কথা বলব না দা'ঠাকুর, সন্দো মিটে গেচে বটে, কিন্তু ত্যাখনও কথা না হলে গা ছমছম ক'রে গুঠচে এক একবার। সেইজন্যে কয়েকবার আড়চোখে মুখের পানে চেয়ে দেখলুম যেন খুব তদ্গত হয়ে কি একটা ভাবচে বাবা-ঠাকুর। তারপর আমরা য্যাখন মাঠ ছাড়িয়ে গ্রামে ঢুকব, ঠাকুরমশাই মিত্তিরদের মজা পুষ্করিণীর কাছটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, বললে—'আয় স্বরূপ একটা সলা করতে হলো, আয় এখানটায় বসি।'

ঘাটের শানটায় গিয়ে বসলুম ছু'জনে।

জিগ্যেস করলে—'আর ভয় করচে না তো তোর ?'

বললুম—'না, ত্যাখন তুমি ঐরকম ক'রে বললে কিনা আর কি মানুষ আচি ?—আর জোড়া-বকুলতলাটাও কাছে ছেল তো ?'

বললে—'ওসবও ছেল, তার সঙ্গে চেহারাটাও বড্ড খারাপ হয়ে গেচে, নয় কি ? তা তুই এক কাজ করবি, এই নে দিকিন আগে।'

পিরেণের পকেটে হাত দিয়ে গোটাকতক ট্যাকা বের করে আমার কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিতে দিতে বললে—'এই পাঁচটা ট্যাকা দিচ্চি ; তুই আগে তোর দিদিমণির হাতে দিয়ে দিবি, বলবি, ঘোষাল পঞ্চাশটা দিলে না, কেপ্পন মানুষ তো, আপাতত এই পাঁচটা দিলে, বললে ফুরিয়ে গেলে আবার আসতে······'

ওনার কথা রেখেই বললুম—'আর তুমি যাবে না ?'

বললে—'সেইটেই তো সলা-পরামর্শের কথা। আমি আর আজ এলুম না। দূরে কোথাও নেই, পাশেই বাতাসপুরে আচি এক শিষ্যিবাড়িতে, ফিরে যাব। কথাটা হচ্চে, ব্রেজো থাকতে আমার ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না, সে তোর দিদিমণিও বোঝে।···ব্রেজো যে বিধবা-বিয়ে করবে ব'লে গ্রামে রটিয়েচে তা নিয়ে কিছু বলে তোর দিদিমণি ?'

বাড়ি ঢুকতে চায় না দেখে আমি দিদিমণির সেদিনকার কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললুম—"দিদিমণি বললে—বেশ তো রাজচটক হয়, মা মাসী আলাদাও তো নয় কিছু।'

ঠাকুরমশাই বললে—'কিছু বোঝে না ও, কি ক'রে বাগিয়েছে ওকেও ব্রেজো। শোন্ যা বলছিলুম সলা-পরামর্শের কথা। আগে নেত্যকে ঐ কথা ব'লে ট্যাকাটা দিয়ে দিবি, তারপর বলবি আমি মরে গেচি।'

আবার একটু যেন আঁতকে উঠেই বললুম—'কিন্তু মরে তো যাওনি তুমি বাবাঠাকুর?'

'শত্তুর মরুক, কিন্তু মরে গেচি ব'লে ভয় হয়েছিল তো তোর? ঐটেকে একটু কাজে লাগাতে হবে। একবার মনে করেছিলুম নেত্যকে না হয় ভেতরকার মতলবটা চুপি চুপি বলেই দিতিস। আবার ভেবে দেখচি, থাক এখন। তাহালে মড়া কান্নাটাতে তেমন জোর হবে না! বলবি, আমি ঘোষালমশাইয়ের কাছ থেকে ট্যাকা নিয়ে আসছিলুম, জোড়া-বকুলতলাটা পেরিয়েচি, এমন সময় মনে হোল যেন কে পেছন থেকে ডাকলে—নাকীস্থুরে ডাকলে বলবি, ঘুরে দেখি ঠাকুরমশাই—তবে ঐ যা বলছিলি বেম্মদত্তির মতন করেই বলবি—ধবধবে সাদা কাপড়, ধবধবে পৈতে, পায়ে খড়ম। বলবি ঠাকুরমশাই নাকীস্থুরে বললে—'নেঁত্যকে বলে দিঁস আমি মঁরে গেঁচি, নিঁজে বঁলতুম কিঁন্তু মাঁয়া কেঁটে গেঁচে তোঁ আঁর জোঁড়া-বঁকুলতঁলা ছেঁড়ে যেঁতে মঁন সঁরচে না।...মতলবটা বুঝতে পারচিস তো, ঐ রঁকম একটা না রটালে ব্রেজো নড়বে না বাড়ি থেকে। তারপর সত্যিই তো মরচি না, ও চলে গেলেই এসে উঠচি বাড়িতে, ত্যাখন বানিয়ে একটা কিছু বলে দিলেই হবে, ভয়ের মাথায় কি দেখতে কি দেখেছিল স্বরূপটা। পারবি তো গুছিয়ে বলতে?'

বললুম—'তা ছেরাদ্দর আগে তো যাবে না মাসীমা, বড্ড বেশি বিলম্ব হয়ে যাবে না?

ঠাকুরমশাই চুপ ক'রে ভাবতে লাগল, তারপর বললে—'তা তুই তো রোজ আসচিসই গোরু চরাতে মাঠে, একটু থেকে যাবি সবাই চলে গেলে, কি হয় বলবি, সেই বুঝে আবার ব্যবস্থা করা যাবে।' আমি বললুম—না হয় বলব—বাবাঠাকুর বললে দশদিন আগে মারা গেচে? তাহলে ছেরাদ্দটা কাছিয়ে যাবে বেশ।'

ঠাকুরমশাই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে—'না হয় তাই বলিস, তাড়াতাড়ি বিদেয় হবে পাপ, শোকটাও বেশিদিন ভুগতে হবে না নেত্যকে! তারপর এসেই তাড়াতাড়ি ওর বিয়েটা দিয়ে আমি কাশীবাসী হব—গাঁ আমায় ছাড়তেই হবে।...তুই যা এখন। এইটুকু যেতে ভয় করবে না তো?

ভয়? নেহাত গাঁয়ের মধ্যে এসে পড়েচি, তাই, নৈলে তখনও গা ছমছম করচে, ছাড়ান্ পেলেই বাঁচি। বললুম—'না, তুমি যাও গিয়ে।'

বললে—'কাল আবার আসব, তুই থাকবি একটু সবাই চলে গেলে।'

আমি বললুম—'তুমি এখেনেই এসো বাবাঠাকুর, জোড়া-বকুলতলার উদিকে নয়। আমি থাকব'খন এই সময়টায়।'......একবার ছিলিমটা পাব নাকি দা'ঠাকুর?'

আমি হুঁকোটা কাৎ করে দিতে স্বরূপ কলকেটা তুলে নিয়ে ছুটো টান দিয়ে একটু হেসে বললে—"না, কিছু নেই, আপনি টানছিলেন তবে কি?"

নাতিকে ডাক দিলে। আমি বললাম—'যা জমিয়ে তুলেচ তুমি গল্প! হুঁশ ছিল?'

স্বরূপ বললে—'জমবার এখনও তো সবই বাকি, এই তো কলির সন্দে সবে।...আমি যখন বাড়িতে পৌঁছুলুম ত্যাখন বেশ অন্ধকারই হয়ে গেচে, দিদিমণি সন্দের পাঠ সেরে, দোর গোড়াতেই এসে হা-পিত্যেশ ক'রে দাঁড়িয়ে ছেল, আবার একটা দুভ্‌ভাবনাও তো;

আমায় দেখতে পেয়েই একরাশ প্রশ্ন—'এত দেরি করলি কেন? ছিরের হাতে পড়িস নি তো? দিলে ট্যাকা? কটা দিলে র‍্যা? কিছু বললে চিঠিটা পড়ে একাদশী ঘোষাল?'

আমি জিগোলুম—'মাসীমা কোথায়?'

'তাকে বুদ্ধি করে পাঠিয়ে দিয়েচি মিত্তিরদের বাড়ি। সই এসে নিয়ে গেচে, বলেচি তুই না ডাকতে যাওয়া ইস্তক আটকে রাখবে।'

আমার পেটে বাবাঠাকুরের ভূতের গপ্পটা গজগজ করছিল দা'ঠাকুর, কি হয় কি হয় একটা ধুকপুকুনি নেগে রয়েছে তো? আমি ট্যাকার কথা তুলে আগে সেই কথাটাই পেড়ে রাখলুম, বললুম—'বাবাঠাকুর মরে গেছে দিদিমণি—ম'রে বেম্মদত্তি হয়েচে…'

সবটুকুও কানেও গেল না, 'অ্যাঁ! বাবা!!'…বলে দিদিমণি গলা ফাট্যে চিৎকার ক'রে উঠল, তারপরেই আছড়ে প'ড়ে কেঁদে উঠেচে, আমি তাড়াতাড়ি ব'সে পড়ে হাতছুটো চেপে ধরে চাপা গলায় বললুম—'না না, মরেনি মরেনি…যাত্রার মড়ার মতন…তুমি থির হও, সব বলচি।'

দিদিমণি হাতের ওপর ভর দে উঠে বসে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, বললে—'যায়নি মারা? তবে—তবে তুই যে বললি মারা গেচে। না, তুই আমায় লুকুচ্চিস—ঠিক আমার সব্বনাশ হয়েচে—আমার মন বলচে রে স্বরূপ, তুই লুকুলে কি হবে?…ও বাবাগো!!'—ব'লে আবার লুটিয়ে পড়বে, আমি পিঠে হাত দে তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম—'না, সত্যি মরে নি, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলচি দিদিমণি, এই কথা ক'য়ে এলুম তানার সঙ্গে, মোটেই খোনা নয়, সব শোন না।'

দিদিমণিও যেন পাগলের মত হয়ে গেচে ছু'টোই একসে এক খবর তো; প্রেথমটা যেমন আঁতে ঘা দেওয়া, পরেরটা আবার

তেমনি বিশ্বাস করা শক্ত, গায়ে গায়েই ছুটো তো,—আমার একটা হাত চেপে ধ'রে বললে—'কোথায় দেখা হোল তোর বাবার সঙ্গে··· এল না কেন ? বেশ বলই আগে কি বলেচে।'

আগাগোড়া, মায় ছেরাদ্দর দিনটা বুদ্ধি ক'রে কমিয়ে আনা পজ্জন্ত সব খুলে বলে গেলুম। একটা হাত চেপে ধ'রে ছেল, শেষ হ'তে—'তবে রে অলপ্পেয়ে, আগে বলিস নি কেন ?'—ব'লে গুম গুম করে গোটাকতক কিল বসিয়ে দিলে আমার কাঁধে পিটে, তাতেও আশ না মিটতে—'রোস্ তোর হয়েচে কি এখনও, বলে হাতটা ছেড়ে উঠোনের ওদিক থেকে মুড়ো ঝাঁটাটা আনতে যাবে, আমি ছুট্টে খিড়কির বাইরে এসে দাঁড়ালুম। দিদিমণি ঝাঁটাটা হাতে করে এগিয়ে এল—'বেরো বাড়ি থেকে, বেরো ! খবরদার আর ঢুকবিনি, মনিব চাকর একজোট হয়ে আমায় নাজেহাল করবার যোগাড় করেচে ! দূর হ' বাড়ি থেকে তুই !'

খানিকক্ষণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আপ্‌সে আপ্‌সে আবার ভেতরে চলে যেতে আমি চৌকাটে এসে দাঁড়ালুম চুপটি ক'রে ; জানিতো, রাগটা থাকবে না বেশিক্ষণ। হোলও তাই, ঝাঁটাটা ফেলে দিদিমণি দাওয়ার সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসেছিল, একটু পরে খিলখিল ক'রে নিজের মনেই হেসে উঠল কি ভেবে, আবার চুপটি ক'রে বসেচে, আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে কাছটিতে দাঁড়ালুম, কাপড়ের খুঁটের গেরোটা খুলে ট্যাকা ক'টা বাড়িয়ে ধরে বললুম—'এই ট্যাকা পাঁচটা'···যা দেছ্‌লো বাবাঠাকুর।'

দিদিমণি মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—'ও ট্যাকা আমি ছোঁব না, যে দিয়েচে তাকে ফিরেয়ে দিস ; যা বেরো আমার কাছ থেকে !'

আমি আর পারলুম না দা'ঠাকুর, সন্দে থেকে অনেক কাণ্ডই তো হোল, তার ওপর দিদিমণি বড্ড ভালোবাসত, তার কাছে মার খেয়েচি, মনটা হঠাৎ কেমন উৎলে উৎলে উঠল—'হাঁ, নেবে

ট্যাকা'—বলে ট্যাকা কটা ওনার কোলে ছুঁড়ে ফেলে সেই কোলেই মুখ গুঁজড়ে একেবারে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলুম।

অনেকক্ষণ ধ'রেই কাঁদলুম ফুলে ফুলে। দিদিমণি আগে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে পিঠে হাতটাই বুলিয়ে যেতে লাগল, মনে হোল যেন নিজেও আস্তে আস্তে কাঁদচে, তারপর বললে—'চুপ কর স্বরূপ, কাঁদিস নে; বড্ড নেগেচে পিটটায় না? চুপ কর।'

বললুম—'আমার বাবাঠাকুরের জন্যে বড্ড মন কেমন করচে! ভূত হয়ে যায় নি তো?'

দিদিমণি আবার আস্তে আস্তে একটু খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, মুখটা ওর কোলেই গুঁজড়ে রয়েচি তো ত্যাখনও, মন হোল যেন কান্নাটাও আর একটু বেড়ে গেচে উরির সঙ্গে। একটু চুপ ক'রেই রইল, তারপর গলাটা পস্কের ক'রে নিয়ে বললে—'ভূত হ'তে যাবে কেন? চুপ কর তুই।...রোস্, মনেই ছেল না, যা ফ্যাসাদ একটার পর একটা! উঠে বস্ দিকিন।'

উঠে গিয়ে গোটা কতক নাড়ু নিয়ে এসে আমার হাতে দিলে, বললে—'নে আনন্দ-নাড়ু, চাটুজ্যেদের মেয়ের বিয়ে, দিয়ে গেছল। নিজেও তু'টো নিয়ে কামড়ে খেতে লাগল। আবার সেই নকুলে ভাবটা ফিরে এয়েচে, খেতে খেতে একবার হেসে উঠে বললে—'এবার আমাদেরও নাড়ু হবে, না রে স্বরূপ! শুধু ভাবচি, বাপের বিয়ের নাড়ুটা আগে হবে, কি আগে মেয়ের বিয়ের নাড়ুটা।...কিন্তু উদিকে বর যে আসতে চায় না, তার কি হবে?'

বললুম—'ছিরু ঘোষালের কথা বলচ?'

বললে—'দুর্, সে তো আমার বর, হামড়ে রয়েচে, তু' ক'রে ডাকলেই হয়। বলছি বাবার কথা, মাসীর বর—সে যে উদিকে ক'নের ভয়ে ভূত সেজে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াচ্চে।'

দুলে দুলে হাসতে লাগল, তারই মধ্যে একবার হঠাৎ চুপ ক'রে যেয়ে হাতটা একটু তুলে বললে—'হয়েচে রে স্বরূপ, খুব এক

মতলব বের করেছি; দাঁড়া, যেমন ভূত, আমিও তেমনি তার রোজা। আসবে না বাড়ি, এমন মন্তর পড়েচি যে আসতে পথ পাবে না।'

চুপ করে নাড়ু হাতে করে কি খানিকটা ভাবলে, কোনও দুষ্টুমির মতলব আঁটতে থাকলে যেমন মিঠে মিঠে হাসতে হাসতে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাবে না? তারপর বললে—'ভূত আবার কাল মিত্তিরদের ঘাটে সন্দের সময় আসবে তো?'

জিগোলুম—'বাবাঠাকুর?'

বললে—'হ্যাঁ, বাবাঠাকুর আর কোথায়? আসবে বলেচে তো? তা তুই এক কাজ করবি, বলবি যেমন যেমন বলেছিলে সব বললুম, বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। তা দিদিমণি অনেকটা সামলেচে, বললে, যাক, কি আর হবে? বাবা তবু বুদ্ধি করে আমার একটা হিল্লে ক'রে গেচে তো, ছেরাদ্দ-শান্তি সেরে নিশ্চিন্দি হয়ে শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে উঠলেই হবে। মাসীমাকে কিন্তু কোন মতেই ঠাণ্ডা করা যাচ্চে না। সতীলক্ষ্মী বিধবা তো? বলচে—আমার নতুন বর যখন মরে ভূত হয়েছে, আমিও আপ্তহত্যে ক'রে ম'রে পেত্নী হব, তারপর সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে করব। আমি ঘর ছেড়ে তার জন্যে এলুম, এবার পৃথিবী ছেড়েই যাব না হয়। বলবি, কালকে কোনরকমে সামলে সুমলে রাখা গিয়েছিল, আজ রাত্তিরে আপিনই খাক, কি, গলায়ই দড়ি দিক—একটা কাণ্ড ঘটাবেই।'

নাতি তামাক সেজে এনেছিল, স্বরূপ হাতটা বাড়িয়ে বললে—"আমায়ই দে আগে, দা'ঠাকুর পারবে না ধরাতে; খাস ফৌজদুরি বালাখানার জিনিস তো।"

কয়েকটা টান দিয়েই কলকেটা আমার হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিয়ে বললে—'সে আর কত বলব দা'ঠাকুর—, সেদিনকার পালা তো ঐ ক'রে শেষ হোল। তার পরদিন সকাল সকাল গোরুটরু বেঁধে দিদিমণির সঙ্গে আরও খানিকটা সল্লা-পরামর্শ করে, বেশ

গা-ঢাকা হ'তে নিশ্চিন্দি হয়ে মিস্তিরদের মজাপুকুরের ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলুম। ওটা তো কেউ সরে না, দিব্যি নিরিবিলি, দেখি শুধু একা বাবাঠাকুর শানের ওপর চুপটি ক'রে ব'সে আচে। জিগোলে—'কিরে, যেমন যেমন বলে দিয়েছিলুম বলেচিস তো?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব কান্নাকাটি করলে তু'জনে, এখন দিদিমণি অনেকটা সামলেচে।'

বাবাঠাকুর পিরাণের পকেট থেকে আরো পাঁচটা ট্যাকা বের ক'রে আমার হাতে দিলে, বললে—'যেমন-তেমন করে সেরে নিতে বলবি ছেরাদ্দটা, বারোটার স্থানে পাঁচটি বামন খাইয়েই; সত্যি সত্যি তো মরি নি যে প্রেতলোকে ব্যাঘাত হবে।'

ট্যাকা কটা হাতে নিয়ে বললুম—'কিন্তু একটি ছেরাদ্দর খরচে তো হবে না। ওবিশ্যি এটা চুকে গেল ও খরচটা পরে দিলেও হবে।'

এখনও যেন দেখতে পাচ্চি চোখের সামনে, বাবাঠাকুর একেবারে অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল, একটু সাড় হলে জিগ্যেস করলে—'কেনরে, একটা ছেরাদ্দর খরচ মানে?

বললুম—'সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম। দিদিমণি তো সামলেচে, বললে—যাই হোক বাবা বুদ্ধি করে আমার হিল্লেটা করে গেছে; কিন্তু মাসীমাকে তো আটকে রাখা যাচ্চে না, তিনি বললে তারজন্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে এয়েচি, এখানে পেলুম না, অপঘাতে মরে পেত্নী হয়ে সেখানে গিয়ে বিধবা বিয়ে করব তাকে। কাল পাড়ার পাঁচজনে এসে ধরে টরে রেখেছিল, আজ যে কী হয় কেউ বলতে পারচে না।'

সেয়ানা মেয়ে দিদিঠাকরুন, সে কত আর বলব আপনাকে?—ঐ ব'লে ক'য়ে তো চলে এলুম, আবার কাল আসব বলে, ঠাকুরমশাইও গুম হয়ে ঘাটে রইল বসে, তারপর বেশি দেরি নয়, ঘণ্টা খানেক পরে সদর দোরে কড়া নাড়ার শব্দ। দরজাটাতে

ইচ্ছে ক'রেই খিল দে রেখেছেল দিদিমণি, দুষ্টু তো ? যা যা হবে আগে থাকতে বলেও রেখেছেল আমায়। খিল এঁটে দাওয়ায় বসে রান্না করছে, অমনি সিঁড়িতে বসে, উদিকে ব্রেজঠাকরুন ঘরের মধ্যে জপ করচেন। কড়া নেড়েই যাচ্চে, এদিকে হাঁটু দুটোয় মুখ গুঁজে হেসে লুটপুট খেয়ে পড়চে দিদিমণি। কড়ানাড়ায় যখন হোল না, বাবাঠাকুর হাঁক পাড়লে—'আমি গো নেত্য! কপাট খুলে দে!'

সব মহলা দেওয়াই ছেল, আমি উঠেচি, দিদিমণি একটু চাপা গলাতেই শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—'খবরদার খুলবি নি স্বরূপ নিশিতে ডাকচে! তিনবার ডাকুক আগে।'

ইদিকে চাপা হাসিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়চে। বাবাঠাকুর তিনবারের জায়গায় একেবারে গড়গড়িয়ে এতখানিটে বলে গেল—'ওরে নেত্য, খোল দোরটা মা……শুনচিস ? আমি এয়েচি, অ নেত্য—আমি রে, তোর বাবা! স্বরূপ, খোল দোরটা শিগ্‌গির।'

ঘর থেকে ব্রেজঠাকরুনও ধমক দে উঠল—'তোরা কানের মাথা খেয়েচিস ? বাইরে অনাদি যে ডাকাতপড়া করছে উদিকে!'

এই ক'রে ও সমিস্যেটে একরকম মিটল দা'ঠাকুর। হ্যাঁ, বাপের বেটি ছেল বটে দিদিমণি—কেমন না বাড়ি ফেরো দেখি; যেমন তুমি বেম্মদত্তি তেমনি তোমার পেত্নী যোগাড় করে দিচ্চি দাঁড়াও! ওবিশ্যি পেত্নীর ভয়েই যে ফিরে এল বাবাঠাকুর তা নয়, তবে খ্যাপাটে মানুষ, যদিই আপ্তহত্যে হয়ে যায় তো একটা কেলেঙ্কারী তো, আর ত্যাখন পুলিস-রোজাও তো বেম্মদত্তিকে জোড়া-বকুলগাছ থেকে নামাবেই, আর তো গা ঢাকা দে চলবে না; শুনতে দেরি, হন্তদন্ত হয়ে ছুট্টে এল বাবাঠাকুর। মরা পেত্নীর চেয়ে জ্যান্ত পেত্নী যে আরও কিযে বলে ইয়ে দা'ঠাকুর।'

তবে সমিস্যে যা মিটল তা ঐ পজ্জন্তই, মানে, বাড়ির কত্তা

বাড়ি ফিরে এল। ইদিকে সংসার কিন্তু দিনদিনই অচল হয়ে উঠচে। অনেকগুনো কারণ তো ছেলই উদিকে, তার উপর ব্রেজ-ঠাকরুন আসতে আরও বেড়েই গেল। আয়ের পথ একেবারেই গেল বন্ধ হ'য়ে। এগুতে আপনাকে বলেচি, আয়ের দিকে ওনার নজর ছেলই কম ; পেটে বিদ্যে না থাক, হাঁকডাকের জোরে রিদয় ভশ্‌চায্যি উদিকটা একচেটে ক'রে নিয়েছেল গাঁয়ের মধ্যে। এরপর যখন সধবা-বিধবার হ্যাঙ্গাম উঠল, ঠাকুরমশাই গয়ারামের বোনঝির বিধবা-বিয়ে দিলে, ত্যাখন থেকেই ওনার কপাল আরও ভাঙল। তারপর ব্রেজঠাকরুন উপস্থিত হতে য্যাখন রটে গেল ঠাকুরমশাই নিজেই আবার শালীকে বিধবা-বিবাহ করতে যাচ্চেন, ত্যাখন যে-ক'টা ঘর যজমান টিমটিম করছেল সে-কটাও গেল হাতছাড়া হয়ে। বলবেন, কেন, বিধবা-পার্টিতেও তো লোক ছেল। আজ্ঞে, তা ছেল বৈকি, তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে তো,—বিধবা-পার্টি বলতে তো বেটা ছেলেরাই শুধু, সিদিক দিয়ে তো আবার ঘরের মধ্যেই মেয়ে-পুরুষে দলাদলি—মেয়েরা সধবাই হোক আর বিধবাই হোক, বিধবা-পার্টিতে যেতে পারে না, ইদিকে পুজো পাব্বন বলতে যা কিছু সব ওদেরই হাতে, কাজেই ওনার পসার একেবারে গেল নষ্ট হয়ে। এর পরও দু'এক ঘর বোধহয় টেঁকে যেত দা'ঠাকুর, আবার সব রকম মানুষ আচে তো —চুলোয় যাক্ ওদের সধবা-বিধবা, মন্তর তো বিধবা নয়, একথা বলবার নোকও ছেল—আজ্ঞে—স্ত্রীলোকই—মসনে গাঁটা তো এতটুকু নয়, তা ব্রেজঠাকরুনের আবির্‌ভাব হ'তে সে-ঘরগুনোও বেরিয়ে গেল হাত থেকে, বুঝলেন না কথাটা ? বাবাঠাকুর থাকলে হ্যালাফ্যালা ক'রে যা হয় একটু নৈবিদ্যি সাজিয়ে পুজোটা সারিয়ে নিত সবাই, দুটো পয়সা দক্ষিণে, তা দিলে বা না দিলে,—তা এই নিয়ে যদি ঐ পাটনেয়ে কুঁদুলি ঝগড়া করতে আসে কোমর বেঁধে তো কে তার মহড়া নিতে যায় বলুন ?

এর ওপর আবার ক'দিন একটু আয়ের জন্যে শিষ্যিবাড়ি ঘোরাঘুরি করতে হোল উদিকে, তারপর আবার এই বেম্মদত্তির পালা ; যখন ফিরল বাবাঠাকুর তখন দেখে রোজগারের আসর একেবারে ফরসা।

আয় নেই, ইদিকে খেতে ছুটির জায়গায় তিনটি লোক, তায়, বামুনের মেয়ে, পাপমুখে বলতে নেই ব্রেজঠাকরুন একাই বেশি না হোক, কম ক'রে ধরলেও তিনজন তো বটেই, ছুশ্চিন্তের ব্যাপার হয়ে উঠল দিনদিন। সম্বলের মধ্যে ঐ দশটি টাকা যা ঠাকুরমশাই আমার হাতে দেছল, তা তার মধ্যে ছেরাদ্দর পাঁচটি বোধহয় কর্জই —কোন শিষ্যিবাড়ি থেকে—এই অভাবের টানে হু-হু ক'রে শেষ হয়ে আসতে লাগল।

তবু, ধন্যি মেয়ে দিদিমণি, টেনেবুনে, মানিয়ে সানিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেল, সেই কথায় কথায় হাসি, সেই ঠাট্টা ; বাবা, মাসী, রাজু ঘোষাল, ছিরু—যাকেই পেলে তাকে নিয়ে। ওবিশ্যি কতদিন আর এ-ভাবে চালাতে পারত ভগবানই জানেন, তবে হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপার হয়ে ভেতরকার গলদ সব প্রেকাশ হ'য়ে পড়ল। সে দিনটার কথা বেশ মনে আছে—যায় না এক একটা দিন বেশ দাগ কেটে মনের মধ্যে ব'সে ?—সেইরকম একটা দিন! দিদিমণি আমায় ক'দিন থেকেই বলছেল—তোকে একটা কথা বলব স্বরূপ, কিন্তু বলা আর ওর হয়ে উঠছেল না। সে দিনটা ছেল বাছুলে দিন, মেঘটা সকাল থেকেই নেগে ছিল, তবে বিষ্টি যা হচ্ছেল তা ছেড়ে ছেড়ে। সমস্ত দিন গোরুটাকে বার করা হয়নি, একটা ধরনের মাথায় কাছ থেকেই খানিকটা চরিয়ে নে এসে আমি গোয়ালে তুলচি বিকেল বেলায়, দিদিমণি বললে—'তুই আজ আর বাড়ি যাবি স্বরূপ ? নাই বা গেলি।'

বললুম—'কেন গা ? দিব্যি তো ধরেচে আকাশটা, কৈলীকে বেঁধে দিয়ে যাই না চলে।'

বললে—'আকাশটা ধ'রেচে ব'লেই বলচি। কাজ নেই গিয়ে। তোকে একটু বাইরে যেতে হবে।'

একটু কি যেন ইশারা করলে, তা তেমন বুঝতে পারলুম না, কৈলীকে নিয়ে গোয়ালে চলে গেলুম।

নাদায় জাবনাটা মাখচি, গোয়াল থেকে উঠোনটা দেখা যায়। এই দিকেই আচি চেয়ে, এমন সময় সদর দরজা দিয়ে বাবাঠাকুর হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকল, একবার চারিদিকে চেয়ে নিয়ে ডাকলে —'নেত্য আচিস? নেত্য কোথায় গা?' দিদিমণি ঘরের মধ্যে পিদিম জ্বালবার ব্যবস্থা করছেল, বাদলা দিন, তাড়াতাড়ি সন্দে হয়ে আসচে তো, নেমে এল উঠোনে। বাবাঠাকুর আর একবার চারিদিক নজরটা ঘুরিয়ে নিলে, জিগোলে—'আর কাউকে দেখচি না যে?'

দিদিমণি বললে—'মাসীমা ঘোষপুকুরে গেল এই গা ধুতে।······ আমায় কিছু বলচ?······তোমার মুখটা অমন শুক্‌নো দেখাচ্চে কেন বাবা?'

আমার কথাটা আর বললে না দিদিমণি—হয়ত খেয়ালই হোল না।

বাবাঠাকুর বললে—'ব্রেজো ঘাটে গেচে? তা ভালই হয়েচে। ······এক্ষুনি বোধ হয় ফিরবে, না?'

দিদিমণি হেসে বললে—'রোস', আজ সমস্ত দিন বেরুতে পায় নি। ঘোষপুকুরে উঠল বলে ভাঙা কাঁশির আওয়াজ।'

আমি হাতের জাবনা পস্কের করতে করতে বেরিয়েই আসছিলুম, বাবাঠাকুর ব্রেজোঠাকরুন ঘাটে গিয়ে ভালই হয়েচে বলতে, ছেঁচের কাচেই দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখচি তানার ভাবটাও যেন কেমন চনমনে। দিদিমণির কথায় একটু হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কেমন যেন দেঁতো হাসি। দিদিমণি চেনে তো; বললে—'কি যেন বলবে বলো না বাবা, তোমার মুখটাও যেন শুকনো—কেন?'

বাবাঠাকুর বললে—'তুই ওরকম দেখিস্—শুকনো অমনি! একটু জলে ভিজলুম যে।'

'তাই হবে, জলে ভিজলে শুকনো দেখায় অনেককে, রোদে পুড়লে ভিজে দেখায়।'

—আবার একটু হাসলে, জিগ্যেস করলে—'তা কথাটা কি?' 'কিছু নয় তেমন। তোকে সেই পাঁচটা ট্যাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম না? সেই যে গো, স্বরূপটা যেবারে কান শুনতে ধান শুনে তোকে এসে বললে বাবাঠাকুর বেম্মদত্তি হয়ে নিজের ছেরাদ্দর জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে—ছেরাদ্দ হ'লে তো বাঁচি—তা, সেই ট্যাকাটা—তার আগে যেটা পাঠিয়েছিলুম সেটার কথা নয়, সেটা তুই খরচ কর,—এটা, মানে বাতাসপুরের একটা বেনের কাচে নিয়েছিলুম কিনা—একজন শিষ্যির জমানতে—তা কদিন থেকেই জোর তাগাদা নাগিয়েচে, আজ আবার বাড়ি ব'য়ে আসছেল, আমি পোড়ো মন্দিরের দাওয়ায় বসিয়ে এয়েচি—বাড়িতে কুটুম তো।...সেই ট্যাকাটা, আর কিছু না।'

দিদিমণির মুখটা যেন একেবারে ছাইপানা হয়ে গেচে দাদা-ঠাকুর। ভালোও দেখেচি মন্দও দেখেচি কিন্তু সে রকমটা কখনও দেখিনি। আর, একটু সন্দে হয়েচে তো, তাতে বাছলে আকাশ—যেন আরও কালি ঢেলে দিয়েচে মুখে, ফ্যালফ্যাল ক'রে বাপের মুখের দিকে চেয়ে আচে, কি বলবে, কি করবে যেন থৈ পেয়ে উঠচে না।

তবুও দিদিমণিই, সামলে নিতে তো অমন ক'রে আর কাউকে দেখলুম না। ঐ থির চাউনির মধ্যেও দু'একবার চোখ দুটো যেন একটু একটু ঘুরে গেল, তারপর বোধহয় আর একটু ভাববারই সময় নেবার জন্যে বললে—'ও, সেই পরের বারে যে ট্যাকাটা পাঠিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, সেইটে...নেই হাতে? তাহলে না হয়...' আর শেষ করতে

দিলে না দিদিমণি। ত্যাতক্ষণে ওর মুখটাও পক্কের হয়ে এসেচে, বললে—'থাকবে না কেন বাবা? তবে এই ভর সন্দের সময় তো ট্যাকা বের করতে নেই—সে তো সেও জানে, আর বাহুলে সন্দে কখন ওৎরাবে টের পাওয়া যায় না তো—ভিন গেঁয়ের লোক, কতক্ষণ ওপিক্ষ্যে করবে—তার চেয়ে বল আজ যেতে, কাল তুমি নিজেই দিনমানে গিয়ে দিয়ে আসবে।'

—বাবাঠাকুর চলে যেতে দিদিমণি একটু গলা তুলেই আমায় ডাক দিলে, আমি গোয়াল থেকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসতে একটু যেন থমকেও গেল, জিগ্যেস করলে—'তুই বাড়িতেই ছিলি?'

আমি বললুম—'গোরুটাকে জাবনা মেখে দিচ্ছিলুম।'

'তাহলে তো শুনেচিস সব কথা। তা শুনেছিস তো আর কি হবে? বাড়ির ছেলের মতনই তো, তবে বলিসনি বাইরে কাউকে, বাড়ির কথা বের করতে নেই···তোকে ক'দিন থেকে বলচি না যে একটা কথা বলব? তোকে আবার একটা চিঠি দোব স্বরূপ, নিয়ে একাদশী ঘোষালের ওখানে যাবি, মনে করেছিলুম বাহুলে আকাশ, আজ না হয় থাক, তা শুনলি তো সব।···ভয় করবে না তো?"

নিজেই হেসে বললে—'বেম্মদত্তির সঙ্গে সমানে কথা কয়ে এল, ওর আবার ভয়! তা'হলে আয় এক্ষুণি, বাবা, মাসীমা এসে পড়বে।'

তাড়াতাড়ি পিদিমটা জ্বেলে খসখস করে একটা চিঠি লিখে বললে,—'বাইরে চল, কেউ এসে পড়বে এখুনি।'

আমায় সঙ্গে ক'রে খিড়কির পুকুরের দিকে নিয়ে গেল, ঘাটের ওপর একটা জেয়ল গাছ, তার নিচে দাঁড়িয়ে চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললে—'সবই নিখে দিয়েছি চিঠিতে, তোকে কিছু বলতে হবে না, শুধু যদি জিগ্যেস করে বাবা কোথায় তো বলবি দিন পনের হোল শিষ্যিবাড়ি গেচেন, ফেরেন নি এখনও, বুঝলি না?

—ঐ কথাটা আমিও নিকেচি, কথা আবার ছু'রকম না হয়ে যায়।
…ঐ পঞ্চাশটা ট্যাকার কথা নিখলুম, অত দেবে না, যা দেয় তুই লুকিয়ে নিয়ে আসবি।…তা যেন হোল, রাত ক'রে আবার ফিরে এলি কেন—বাবা মাসী কেউ যদি জিগ্যেস করে, কি বলবি বল দিকিন ?'

নিজেও ভাবতে লাগল। আমি বললুম—'বলবখনি পোড়ো মন্দিরের বেলগাছে বেম্মদত্তি দেখলুম, তাই।'

দিদিমণি খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, বললে—'ও ছোঁড়ার মাথায় কী যে সেই এক বেম্মদত্তি সেঁদিয়ে বসেছে, আর পরিত্রাণ নেই।……বলবি—বলবি—দাঁড়া হয়েচে, সকালে তো তোর বাবার সেই বীরভদ্দর ছাতাটা নিয়ে এয়েছিলি, তা সেটা আর নিয়ে কাজ নেই, বলবি—ভুলে ফেলে গেছলুম নিতে এয়েচি। যা। গুচিয়ে-গাচিয়ে যদি আনতে পারিস, তোর দোয়ানিটা সিকি ক'রে দোব এবার। এইদিক দিয়েই বেরিয়ে যা, উদিকে ওরা আবার এসে পড়তে পারে।'

খিড়কির রাস্তাটা পুকুরধার দিয়ে গিয়ে খানিকটা পরে আবার সদর রাস্তায় এসে উঠেচে। নিজ্জন, অন্ধকার রাস্তা, একটু গা ছমছম করছেলই, কতই বা বয়স ত্যাখন বলুন না—পেরায় সদর রাস্তাটার কাচাকাচি এয়েচি, এমন সময় পেছন থেকে এক ডাক—'স্বরূপ, দাঁড়িয়ে যা !'

ভাঙা কাঁশির আওয়াজ সে আর ভুল হবার নয়তো, ফিরে দেখি ব্রেজঠাকরুন হনহন করে এগিয়ে আসচে। কাছে আসতে চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলুম, দা'ঠাকুর, ইদিক-উদিক যতই ক'রে বেড়াক আমাদের সঙ্গে ব্যাভারটা তো ভালই ছেল, ছুজনকেই ভালোবাসত, মিষ্টি কথাই ছেল মুখে, অন্তঃকরণটা তো ভালোই ছেল ওনার। ত্যাখন কিন্তু কী ভয়ংকর যে চেহারা, চোখ ছুটো যেন জ্বলচে, মুখটা থমথম করচে, মাথার ওপর সেই চূড়োটা রয়েছে উঁচু হয়ে বসে,

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে নিব্বাক হয়ে চেয়ে রইলুম, বলল—'সদর রাস্তার কাছ থেকে সরে আয় ইদিকে।'

ওনার পেছনে পেছনে বেশ খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ালুম।

বললে—'চিঠিটা বের কর।'

আমি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়েই রয়েচি, বললে—'আমি সব দেখেচি ঘরের জানলা দিয়ে, লুকুবার চেষ্টা করেছিস কি আস্ত পুঁতে ফেলব ঐ পুকুরের পাঁকে, কাক-কোকিলেও টের পাবে না। বের কর চিঠি।'

আমি আস্তে আস্তে চিঠিটা বের ক'রে হাতে তুলে দিলুম। মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে জিগ্যেস করলে—'কার কাছে নিয়ে যাচ্চিস চিঠি? এ নষ্টামি তোদের কদ্দিন থেকে চলচে?'

এসব কথার মানে তো ত্যাখন বুঝিনে, আগেকার কথা ধ'রে খোলসা মনেই বললুম—'মাসখানেক ধরে।'

'মাসখানেক ধ'রে!...উদিক থেকেও চিঠি নে আসিস্ তো? এক্কেবারে লুকুবিনি।'

ঠিক তো গুছিয়ে বলতে পারচি না, আমতা আমতা করে বলে ফেললুম—'না—উদিক থেকে চিঠি নয়—ট্যাকা।'

'ট্যাকা!!...কত ট্যাকা?'

যেটা নেখা থাকে সেইটেই ব'লে ফেললুম দা'ঠাকুর, ট্যাকা তো পাইনি একবারও যে সেইটে বলব, আর ওনার মূর্তি দেখে ত্যাখন তো আর সাড়ও নেই আমার; বললুম—'পঞ্চাশ ট্যাকা।'

'পঞ্চাশ ট্যাকা!!'—ওনার চোখ দুটো অন্ধকারে দুটো ভাঁটার মতন জ্বলে উঠলো, আমার ডান হাতটা কব্জিড়িয়ে মুঠিয়ে ধরলে দা'ঠাকুর, আবার বললে—'পঞ্চাশ ট্যাকা! কে এত টাকা দেয়, কার কাছে নিয়ে যাস্ চিঠি তুই?'

কপালের জোর এইখেনেই কথাটা ঘুরে গেল, নৈলে সিদিন

যেমন গোলমেলে হ'য়ে বেরুচ্ছেল, আর একটু ঐরকম এগুলে কি হোত কি না হোত কিছুই তো বলা যায় না। এখন তো বুঝি কি গুরুচরণ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেল; ব্রেজঠাকরুন যেরকম আগুন হয়ে উঠছেল একটা কথার পর একটায়, কে জানে সেই নিজ্জন অন্ধকারে এই দূতীগিরি করার হ্যাঙ্গামাটা চুকিয়ে ফেলত হয়তো, সত্যিই কাক-কোকিলে টের পেত না। একেবারে মোক্ষম কথা তো দা'ঠাকুর। তা পরমায়ু আচে, এখানটায় কথার মোড়টা ফিরে গেল, বললুম—'ট্যাকা দেয় নি এখনও।'

'তবে ? দেবে বলেচে তাই যাচ্চিস ?'

'না, দিদিমণি চেয়ে পাট্যেচে।'

'কার কাছে ? সম্বন্ধটা কি চেয়ে পাঠাবার ?'

'উনি কজ্জ দেয় নোককে।'

অনেকটা নরম হয়ে এসেছে ব্রেজঠাকরুনের চেহারাটা, ওবিশ্যি একেবারে নরম হবার তো নয়। একটু থেমে জিগ্যেস করলে— 'নোকটা কে ?'

আমার ভরসা অনেকটা ফিরে এয়েচে ত্যাখন দা'ঠাকুর, বললুম —'ঘোষালমশাই, রাজু ঘোষাল দক্ষিণপাড়ার—উনি সবাইকে ট্যাকা দেন বন্দকী রেখে—ঠাকুরমশাইকেও দিয়েচেন—দিদিমণি বলে তানাকে বন্দক রেখে—ওনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে তো— ঠাকুরমশাই ট্যাকা নিয়ে আসে—তা ঐ ভয়ে আর যায় না—তাই দিদিমণি নিখে পাট্যেচে আমায় দিয়ে—খরচ চলে না তো—তায় বাবাঠাকুর শিষ্যিবাড়িতে ধার ক'রে এয়েচে—তাই দিদিমণি বললে—'

বেশ মনে পড়ে দা'ঠাকুর। দিব্যি গড়গড়িয়ে ব'লে যাচ্ছিলুম— দিদিমণির মানা ভুলে ঘরের কথা অনেকখানি বের ক'রে দিয়ে— এইখেনটায় এসে হঠাৎ কি মনে হোল, দিদিমণির সন্ধেবেলার সেই মুখটা মনে পড়ে গিয়ে বুকটা এমন উৎলে উৎলে উঠল, কেন বলতে পারি নে—'উনি আজ সকাল থেকে কিছু খায়নি' ব'লে একটা

মিথ্যে কথাও জুড়ে দিয়ে, হু'হাতে মুখটা ঢেকে আমি একেবারে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলুম।

জেজঠাকরুন হাতটা যে শক্ত ক'রে ধরে ছেল, আলগা হয়ে গেল, সেই হাতটাই আমার কাঁধে আলগা ক'রে থুয়ে বললে—'চুপ কর্, সব বুঝেচি।'

নিজেও আর কোন কথা না ব'লে আস্তে আস্তে আমার কাঁধে হাতটা বুলিয়ে যেতে নাগল। অনেকক্ষণ; তারপর বেশ নরম গলাতেই জিগ্যেস করলে—'যা বললি সব সত্যি?' বললুম—'সব সত্যি; তুমি চিঠিটে না হয় পড়ে দেখো না।'

'বুড়ো শিবের মাথায় হাত দিয়ে বলবি?'

বললুম—'চলো না।'

পাও বাড়ালুম, বললে—'থাক্, আর যেতে হবে না।'

'কি ঘোষাল নাম করলি—কজ্জটা যে দেয়—তার ছেলে করে কি?'

বললুম—'গাঁজা খায়—আর গুলি, চরস এই সব।'

'কত বয়েস হবে?'

মুখটা তুলে বললুম—'এই তোমার মতন।'

'আমার বয়স কত বল্ দিকিন?'

আমি একটু যাকে বলে ফাঁপরে পড়ে গেলুম দা'ঠাকুর। বাবা-ঠাকুরকে বিধবা-বিয়ে করতে এয়েচে, সিদিক দিয়ে বয়েসটা একটু কমিয়ে বলতে পারলেই ভালো, ইদিকে একটা ভারিক্কে গিন্নীবান্নী মানুষ, যাত বাড়িয়ে বলা যায় ত্যাতই মানানসই—কি বলি, কি বলি মাঝামাঝি একটা ঠাহর করে নিয়ে বললুম—'তিনকুড়ি।'

একটু হেসে উঠল, আবার তাও ছেল তো, বললে—'এক কুড়ি কমিয়ে দিলি এক কথায়?'

তখুনি আবার ভারিক্কে হয়ে গিয়ে বললে—'তাহলে আমার বয়সী?···বাড়িতে আর কে আচে, বাপ ছাড়া?'

বললুম—'কেউ নেই। ঘোষালগিন্নীর গতবছর কাল হোল তো।'

'আর বিয়ে করে নি?'

'বললুম—'না, বড্ড কেপ্পন তো।'

আরও বলতে যাচ্ছিলুম—নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়, পেয়ারা গাছ আগলে ব'সে থাকে, এই সব; হঠাৎ একটা খেয়াল হ'তে চেপে গেলুম দা'ঠাকুর। কথাটা হোল—ব্রেজঠাকরুন বিয়ে ক'রে বসবে এই ভয়েই তো বাবাঠাকুর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চে, যার জন্যে এত কাণ্ড, তা ওনাকে যদি রাজু ঘোষালের ঘাড়ে চাপ্যে দেওয়া যায় তো ইদিকে সমিস্যেটা বেশ মিটে যায় না? চেপে গেলুম, বললুম—'বিয়ে করেনি, তবে করবে বলেচে। বিধবা পার্টির নোক তো?—বলেচে তেমন মনের মতন বিধবা ক'নে পেলে করবে বিয়ে।'

আরও খানিকটা সামনে নিয়ে বললুম—'কেপ্পন—বিস্তর ট্যাকা থাকলে মন্দ নোকে কেপ্পন বলে তো, তাই আর কি। এমনি খায় দায় ভালো। বউয়ের কোন ক্লেশ হবে না।'

জিগ্যেস করলে—'খুব ট্যাকা আচে?'

ঘোষালকে নিয়ে অনেক চোখা চোখা কথা শোনা ছেল তো সবার কাছে, বললুম—'ট্যাকার ওপর ব'সে থাকে।'

বুদ্ধিটে ছেলেবেলা থেকেই একরকম মন্দ ছেল না, নানান রকম দেখতুম শুনতুম তো—লোভটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বললুম—'তারপর ওনার বয়েস হয়েচে তো, বেশিদিন বাঁচবেও না, ত্যাখন যিনি ওনাকে বিধবা-বিয়ে করবে তিনি ভালো দেখে আর একটা বিয়ে করলেই ট্যাকাগুলো নিয়ে দিব্যি হেসে-খেলে কাট্যে দিতে পারবে।'

কান পেতে শুনছেল কি না-শুনছেল ঠিক বলতে পারি নে দা'ঠাকুর, ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে তো, তবে শেষের দিকটা

যেন অল্প একটু হাসলে, তখুনি আবার পূর্ব্বের মতন ভারিক্কে হয়ে জিগ্যেস করলে—'তোর দিদিমণির হাতে কিছু নেই ?'

যতটা পারলুম বাড়িয়েই বললুম—'কানা কড়িটেও না।'

চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে কি ভাবলে, তারপর বললে—'শোন্, আমার একটু কাজ আচে, এখুনি আসচি ; ত্যাতক্ষণ তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি ? না হয় একটু সদর রাস্তার দিকেই এগিয়ে দাঁড়া।'

ভয়টাও কমই ছেল দা'ঠাকুর ; থাকবেই তো, বললুম—'আমি এখানেই দাঁড়াচ্চি।

'একলা ভয় করবে না তো ? করে, না হয় এগিয়ে যাস্। আমি এলুম ব'লে।' সদর রাস্তা ধ'রেই উনি চলে গেল। বেশি দেরি হোল না, খানিক পরেই আবার খিড়কির পথ দিয়েই ফিরে এসে বললে—'এই যে আচিস্ দাঁড়িয়ে। এখন যা বলি ঠিক সেইরকম করবি, বেশ তো ? একটুও নড়চড় হবে না ?'

আঁচলের গেরো খুলে আমার কাপড়ের একটা খুঁট টেনে নিয়ে তাতে গোটাকতক ট্যাকা বেঁধে দিতে দিতে বললে—'এই পনেরটা ট্যাকা দিচ্চি, সদর রাস্তা দিয়ে সোজা বাড়ি চলে যা, তাতে আর একটু দেরিও হবে'খন। অনাদি বোধহয় ফেরেনি, ফিরলেও বোধ হয় আহ্নিকে ব'সেচে, আমিও এখন ফিরব না, ঘোষপুকুরেই আহ্নিকটা সেরে নিতে যাচ্চি ; তুই সোজা গিয়ে তোর দিদিমণির হাতে ট্যাকাগুলো দিবি। দিয়ে কি বলবি ?'

বললুম—ঘোষালমশাই দিলে।

'যদি জিগ্যেস করে—সব ট্যাকা দিলে না যে ?'

বললুম—'অত দেবে না জানে দিদিমণি, বললে—গোটাপাঁচেক দেবে, কেপ্পন তো।'

ব্রেজঠাকরুন কি একটু ভাবলে, বললে—'বেশ, তা তুই পনেরটাই নে যা। আর শোন—'

বেশ কড়া হ'য়ে আমার দিকে চাইলে, বললে—'এখানে যা যা কথা হোল কারুর কানে কক্ষনোও তুলবি নে।···তুলবি নে তো?'

বললুম—'না।'

'আর একটা কথা—নেত্য যেখনি চিঠি দেবে—যার কাছেই হোক, আগে আমায় এসে দেখাবি।···দেখাবি তো?'

বললুম—'হ্যাঁ, দেখাব।'

'চল্, বুড়ো শিবের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করবি।'

পা বাড়াতেই আবার বললে—'থাক্, আমায় গা ছুঁয়েই বল্। আমি বুড়ো শিবের বাবা, দেখচিসই তো, খেলাপ হ'লে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব একেবারে।'

সদর রাস্তায় আমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে উনি ঘোষপুকুর পানে চলে গেল।

এবার আপনাকে একটু এদিক'কার কথা বলতে হয় দা'ঠাকুর। ছ' আনি তরফের দেবনারাণ রায়চৌধুরীর কথা, বিধবা-বিবাহ নিয়ে যিনি কাকা নিশিকান্ত থেকে প্রেথক হয়ে গেল না? বিধবাদের তরফে মাতব্বর তো উনিই। আলাদা হয়েই প্রেথমে এক মন্দির তোয়ের ক'রে তাতে ঘটা করে ঠাকুর যা পিতিষ্টে করলে তাইতেই গাঁয়ে এক হৈ-চৈ উঠে গেল। আর সব জায়গাতেই দেখুন, নয় যুগলমূর্তি, নয় শিবঠাকুর, নয় গৌরাঙ্গ; দেবনারাণের নতুন মন্দিরে পিতিষ্টে হোল বিভীষণ ঠাকুর, আজ্ঞে হ্যাঁ, রাবণরাজার ভাই বিভীষণ—উনি যে মন্দুদরীকে বিধবা-বিবাহ করলেন কিনা; বুঝলেন না কথাটা? ওকাজটুকু সেরে যে বিধবা-পার্টির কাজ নিয়ে নামলেন, এক নাগাড়ে সেই গয়ারামের সাতপুরুষের কোন্ বিধবা বোনঝির বিয়ে দিয়ে তবে খালাস। লোক চাই, ট্যাকা চাই, তারজন্যে আমি আচি, তোমরা সব চালিয়ে যাও চোখকান বুঁজে।

বিয়েটা যে হয়ে গেল তারপর কিন্তু অনেকদিন যাবতই

দেবনারাণ গাঁয়ের মধ্যে ছেল না। প্রেথমটা অনেক কথা উঠল, ওবিশ্যি সধবা-পার্টির ওরাই তুললে—গতিক খারাপ দেখে সটকেচে, গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলে, হ্যান ত্যান, সাত-সতেরো ; খুব একটা টিটি তুলে দিলে গাঁয়ের মধ্যে। দেবনারাণ কিন্তু সটকাবার ছেলে নয় দা'ঠাকুর ; খুড়োর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে করলে তো অতবড় একটা কাণ্ড ; মরদকা বাচ্চা, সে কখনও সটকাবার পাত্তোর হয়? কথা হচ্চে, শুধু গাঁটুকু নিয়ে থাকলে তো ওনাদের মতন নোকের চলে না, তাহলে তো বিদ্যেসাগরমশাইও নিজের গাঁয়ে একটা বিধবা বিয়ে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে ব'সে থাকতে পারতেন। গাঁয়ে ঐ কেরামতিটুকু দেখিয়ে, সব বিলি-ব্যবস্থা ঠিক ক'রে উনি বাইরে নেকচার দিয়ে বেড়াতে লাগল। শোনা যায় ইস্তক কলকাতারও বড় বড় আসরে দেবনারাণের নেকচার পড়তে পায় না, এমনি নামডাক। এ হোল একটা কথা ; আরও একটা ছেল দা'ঠাকুর। যিদিনকে বিভীষণ ঠাকুরের মন্দিরটা পিতিষ্টে হোল, সিদিন উনি আবার একটা কড়া শপথ গেলে বসলেন কিনা ঠাকুরের পা ছুঁয়ে—উনি ক'রতে চ্যালাচামুণ্ডোদেরও করতে হোল, —যে বিধবা ছাড়া বিয়েই করবে না এ জীবনে। তা গাঁয়ে তো মেয়ে নেই, একটা খুঁজে বের করতে হয় তো, তাই ইদিক থেকে খানিকটে ফুরসত হ'তে বেরিয়ে পড়ল উনি। বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকত, খবরটা আসটা আসত মাঝে মাঝে—কখনও শোনা যেত পাত্রী জুটেচে, এইবার ফিরবে, কখনও শোনা যেত তাকে সধবারা আবার ভাঙিয়ে নিয়েচে, এইরকম গোছের গুজব সব। মোট কথা, আসা আর হয়ে উঠছেল না ওনার, তারপর একদিন হঠাৎ শোনা গেল কাল রাত্তিরে এসে গেচে পাত্রী সমেত। পাত্রীর রূপ, গুণ, বয়েস নিয়ে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল আবার গাঁয়ে। এবার আসল বিয়ে, মসনে আবার দেখতে দেখতে সরগরম হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে, উনি গ্রামে না থাকাকালীন অনেক ব্যাপার হয়ে গেচে ইদিকে। পয়লা নম্বর তো সধবা পাটিদের বাবাঠাকুরের বাড়ি চড়াও করা, আর ব্রেজঠাকরুনের আবির্ভাব। তারপর গুজব —এবার বিধবা পাটির পুরুত ন্যায়রত্নমশাই নিজেই বিয়ে করবে—কন্যের পরচেও পেলে নোকে ক্রেমে। এতো নোলকপরা, ঘোমটাটানা লববধূ নয়, ঢাক পিটিয়ে বেড়াতে নেগেচে। তারপর —এগুলো ওবিশ্যি বাইরে কেউ জানে না—বরের রাতারাতি অন্তর্ধান, আবার ফিরে আসা, তারপর আপনার গিয়ে ঐ যা বলছিলুম, আমার চিঠি নে যাওয়ার কথা, আর যা যা হল।

চিঠি নিয়ে যিদিন ঐ কাণ্ডটা হোল দা'ঠাকুর, তার পরের দিনের কথা। সন্দে প্রায় হয়ে এয়েচে। গরু নিয়ে যে যার ঘরে চলে গিয়েচে, দিদিমণিদের বাড়ির দিকটা তো আবার একটু নিজ্জন, আমি কৈলীকে হাঁকিয়ে একলাই আসচি, এমন সময় একটা মোড় ঘুরতেই রাস্তার ওপর খানিকটে দূরে এক ঘোড়-সওয়ার। একলাই, টুকটাক ক'রে আস্তে আস্তে নিজের মনেই এগিয়ে যাচ্ছিল, একটু ইদিক-উদিক চাইতে চাইতে, একবার পেছনে নজর পড়তে আমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডাকও দিলে—'এই ছোকরা, একটু পা চালিয়ে আয় তো।'

আমি কৈলীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম। বোধহয় বারছুয়েক দেখেচি এর আগে, গাঁয়ের একেবারে উদিকে তো, তায় সেকালের রাজারাজড়ারা বেরুতোও কম, এখনকার মতন আখছারই পথে-ঘাটে দেখা যেত না, তবু সন্দে হয়ে এলেও চিনতে দেরী হোল না। ছ-আনি তরফের দেবনারাণ চৌধুরী। অমন সুপুরুষ তো মসনেতে কেউ ছেল না ত্যাখন। গিয়ে একটু তফাতে সেলাম করে দাঁড়িয়েচি, জিগ্যেস করলে—'অনাদি ভশ্চায্যিমশাইয়ের বাড়িটা কোথায় জানিস ?'

অতবড় মানুষটা বাড়ি বয়ে এসেচে, তায় এ-পাটির যাকে বলে

সীডার, ঐ চেহারা, রাঙা টকটকে ঘোড়াটা চনমন করচে, আমার বুকটা যেন দশহাত হয়ে গেল ; যতটা পারলুম বড় ক'রে বললুম—'আজ্ঞে জানি বৈকি, আমি যে ওনাদের নফর।'

বেশ মনে আচে তো ? হতভাগী কৈলীটা এগিয়ে চলে যায় তো হয়, একেবারে পাশটিতে এসে দাঁড়াল আমার। নফর তো ঐ,—গরু চরায়, তার জাবনা দেয়, গোবর কাড়ে। আর দেখেচি দা'ঠাকুর এগুনো যেন নজরও এ্যাড়ায় না কারুর। অত উঁচুতে ব'সে র'য়েচে, সন্দে, তবুও মনে হোল, গোরুটার দিকে চেয়ে যেন অল্প একটু হাসলে—মনে হোল আমার, সত্যিমিথ্যে ভগবানই জানেন—তবে আমায় ও-নিয়ে আর কিছু বললে না। বললে—'তাহলে তো ভালোই হোল, আচেন তিনি বাড়িতে ? থাকেন এসময় ?'

এ সময় কেন, প্রায় কোন সময়ই থাকে না আজকাল—ব্রেজ-ঠাকরুন আসার পর থেকে। তবু এতবড় লোকটাকে কি একেবারে বাড়ি টেনে না নিয়ে গেলে চলে ? কালকে মাঠে যে গল্পগুনো ঝাড়ব ইরি মধ্যে তার মালমসলা জমতে আরম্ভ হয়েচে। বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, এসময় তিনি কোথাও বেরোন না তো, সাক্ষাৎ ক'রবেন ?'

'হ্যাঁ চল, দরকার আছে একটু।'

যেতে যেতে খানিকটা গল্পও হোল।

'পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নাকি আগুন ধরাতে এয়েছিল সবাই ?'

"বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সধবা পাটির গুণ্ডোরা।'

জো পেয়ে বেশ একটু নালিশের মতন করেই শুনিয়ে দিলুম কথাটা। আমার দিকে আবার একবার ঘুরে চাইলে। বোধহয় সেইরকম একটু হেসেও থাকবে দা'ঠাকুর, সাঁঝের অন্ধকারে বেশ তো বুঝতে পারচি নে, জিগ্যেস করলে - 'তুই সধবা পাটি বিধবা পাটি বুঝিস ?'

ঘাড়টা খুব কাৎ করে বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আর বুঝব না।'

'তুই কোন্ পার্টিতে ?'

'বিধবা পার্টিতে।'

একটু চুপ করে রইল, তারপর আবার জিগ্যেস করলে—'বাড়িতে বিধবা কেউ আচে নাকি ?'

একটা যে আচে ঠাকুমা বুড়ি সেকথাটা আর বললুম না দা'-ঠাকুর, বিয়ের ভয়ে তাড়াতাড়ি বিন্দাবন পালিয়ে বলবার তো আর মুখ রাখেনি। হয়তো একটু আক্রোশের মাথায়ই বললুম—ছেল, ঠাকুমা, তা তিনি ওলাউঠোয় মারা গেল এই সিদিনকে।'

একটু চুপ করেই চললুম খানিকটা; সেই পেল্লায় ঘোড়ার ওপর উনি, নিচে আমি, পাশে কৈলী। ঘোড়াটা একবার ক'রে সেটার দিকে চোখ বেঁকিয়ে দেখচে। অবোলা জীব, ঠাট্টার কি বোঝে ওরা ?—তবু আমার যেন মাথা কাটা যাচ্চে, দা'ঠাকুর—ঐ ঘোড়ার পাশে এই গোরু! একটু পরে দেবনারাণমশাই আবার জিগ্যেস করলে—'যিদিন ঘরে আগুন লাগাতে আসে তুই ছিলি নাকি ?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আগাগোড়া ছিলুম।'

সঙ্গে সঙ্গে খুব জুতসই কথাটাই মনে পড়ে গেল। বললুম—'আমিই তো আপনার কাছে দিদিমণির চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছিলুম—'বললে ছুট্টে যা'।

ঘোড়াটার রাস টেনে থামিয়ে দিলে, আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললে—চিঠি নিয়ে গেছলি? কৈ নায়েবমশাই তো সে কথা বললেন না—আমি অবিশ্যি ছিলুম না সিদিনকে।···লোকজনকে পাঠায় নি নায়েব মশায় ?'

একদিনে অত নালিশের সুযোগ তো পায় না লোকে। আদালত যেন বাড়ি বয়ে এয়েচে একেবারে। আমি যতটা পারলুম রং চড়িয়ে ছিরু ঘোষালের চিঠি কেড়ে নেওয়ার কাহিনীটা বলে গেলুম দা'ঠাকুর। চুপ করে সবটা শুনে গেল, কিছু

বললে না, শুধু শেষ হ'লে—'হুঁ।' ক'রে একটা চাপা আওয়াজ করলে।

আর একটু গিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, ভালো কথা মনে প'ড়ে গেল —শুনলুম নাকি পণ্ডিতমশায়ের কে এক শালী এয়েচে, সে-ই এসে সিদিনকার ব্যাপারটা সামলে দেয়।'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রেজঠাকরুন।'

একটু চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল। বোধহয় ওনার বিয়ের কথাটাই তুলত, তা আমার আর সবুর সইল না, মস্তবড় জবর একটা খবর তো, বললুম—'উনি আবার বিধবা-বিবাহ করতে এয়েচে কিনা'।

একটু মুখটা ঘুরিয়ে জিগ্যেস করলে—'সত্যি নাকি? তা বয়েস কত হবে?'

এবারে তো আর ত্যাখনকার মতন ভারিক্কে ক'রে দেখাবার দরকার ছেল না, যতটা পারলুম বিয়ের যুগ্যি ক'রে বললুম—'এই আপনার মতন।'

এবার হাসিটা একটু পষ্টই যেন দেখতে পেলুম দা'ঠাকুর, ওবিশ্যি মুখে ও-নিয়ে আর কিছু বললে না। জিগ্যেস করলে— তা তুই আগাগোড়া যে ছিলি—ব্যাপারটা কি হয়েছিল?'

বেশ ফলাও করে আরম্ভ করতে না করতে বাড়ির কাছে এসে পড়লুম, ঐ একটিই বাড়িতো ও-তল্লাটে, জিগ্যেস করলে—'এই বাড়ি?'

রাস্তা, তারপর একটা ছোট মাঠ, তারপর বাড়িটা, ইচ্ছে ছেল দাঁড় করিয়ে সবটা বলে নোব, তারপর বলব এসে গেচি; তা আর হোল না, বললুম—হ্যাঁ, ঐ যে।'

'যা, আমি দাঁড়িয়ে আচি এখেনে। কে আমি জানিস্ তো?' বললুম—হ্যাঁ, ছ'আনি তরফের রায়চৌধুরী মশায়।'

'যা।'

আমি তিন লাফে মাঠটা পেরিয়ে দোরগড়া থেকেই হাঁক দিলুম —'ও দিদিমণি, দেখোগে কে এয়েচে।'

জানি বাবাঠাকুর নেই, তাই তানার কথাটা পরে মনে পড়ল, জিগোলাম—'বাবাঠাকুর আচেন বাড়িতে?'

আহ্লাদের চোটে আমার গলাটা কেঁপে গেচে, হাঁপাচ্ছিও; দিদিমণি সন্দেয় শাঁক বাজাতে যাচ্ছেল, 'কেরে স্বরূপ?'—ব'লে সেটা হাতে ক'রেই তাড়াতাড়ি নেমে এল দাওয়া থেকে। উঠোন পেরিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে উদিক পানে চেয়ে একটু থমকে দাঁড়াল, তারপরেই হুড় হুড় ক'রে আবার উঠোন ডিঙিয়ে দাওয়া পেরিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে। আচমকা এমন হ'য়ে গেল ব্যাপারটা যে, ছ' আনি তরফের উনিও যেন বাকরোধ হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল; ইদিকে আমিও যেন থ' মেরে গেচি, কেন এমনটা হোল, কাকে কি বলব বুঝে উঠতে পারচি নে, ছেলেমানুষই তো ত্যাখন। তারপর খেয়াল হোল, দিদিমণি নিশ্চয় ভেবেচে দারোগা, কিম্বা হয়তো গোরা সেপাই-ই—হুগলী থেকে কদিচ কখনও ছ'টকে এসে পড়ত তো এক-আধটা। একটু সাড় হ'তে সেই ভুলটাই ভাঙিয়ে আবার বোধহয় ডেকেই আনতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় রায়চৌধুরীই ডাক দিলে, পোড়ো জমিটুকু পেরিয়ে কাছে যেতে বললে—'মনে হচ্ছে নেই পণ্ডিতমশাই।'

বললুম—'দেখব না হয় ভেতরে গিয়ে?'

'নেই, নৈলে বেরিয়ে আসতেন এতক্ষণ।'

তারপর একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বললে—'না হয় দেখই, দাঁড়িয়ে আচি আমি।'

গিয়ে দেখি দিদিমণি ঘরের মধ্যেই সেইরকম শাঁকটা হাতে ক'রে একঠায় দাঁড়িয়ে আচে। কিছু জিগ্যেস করবার আগেই ধমকে উঠল—'তুই বেরো হতভাগা, কখন্ কি রকম ক'রে ডাকতে হয় জানে না। অপরূদ্ধ ক'রে দেছল একেবারে!'

বললুম—'আর কেউ নয়, রায়চৌধুরীদের ছ'আনি তরফ। বাবাঠাকুরের দিকেরই লোক—বিধবা পার্টির।'

হাতটা উঁচিয়েই উঠল, বললে—'বেরো তুই আগে বলচি। ...বাবা নেই বাড়িতে, বলবি চলে যেতে, বাবা গিয়ে দেখা করবে'খন।'

আমি চলে আসছিলুম, দাওয়া থেকে নামবার আগেই একটু এগিয়ে এসে বললে—'সত্যিই যেন যেতে বলিস্‌নি তুই ; নেই শুনলে আপনি চলে যাবে'খন। যা'।

বাইরে যেতে চৌধুরীমশাই জিগ্যেস করলে—'নেই তো?'

বললুম—'না।'

'বলে দিস্ এসেছিলুম ; আর একদিন না হয় আসব'খন।'

কেমন একটা খুঁতখুঁতুনি নেগে রইল দা'ঠাকুর দিদিমণির আচরণে। বললুম—'আপনি আর কেন আসবেন দয়া ক'রে কষ্ট ক'রে? বাবাঠাকুর গিয়ে সাক্ষাৎ করবে'খন।'

কি ভাবলে একটু, তারপর একটু হেসে বললে—'বেশ, দয়া ক'রে আর কষ্ট ক'রে আসব না আমি, তানাকেই পাঠিয়ে দিস।'

ফিরে আসচি, আবার ডাকলে—'এই শোন্।'

এগিয়ে যেতে বললে—'একটু সঙ্গে আয়, ইদিক'কার রাস্তাটা তেমন জানা নেই।...আর তোর সেই সিদিনকার গল্পটাও তো শেষ হয়নি।'

গল্পটা বলতে বলতে অনেকখানি পর্যন্ত গেলুম, তারপরেও রসিয়ে রসিয়ে বেজঠাকরুনের কোঁদলের কথা অনেক শুনলে। গ্রামের সদরের দিকটা এসে পড়তে—'আচ্ছা, এবার যা। দিবি পাঠিয়ে।—ব'লে চ'লে গেল।'

আমি জিগ্যেস করলাম—'আর কোন কথা জিগ্যেস করলে না?'

স্বরূপ বললে—'আজ্ঞে না, রাম কি গঙ্গা—আর কোন কথাই নয়। সে সব কথা আর একদিন তুললে, তাও একেবারে যে হাঁড়ির খবর নেওয়া তা নয়।'

প্রশ্ন করলাম—'কি ধরনের কথা?'

স্বরূপ বললে—'দেখি, একটু পেসাদ পাই।'

হুঁকোটা কাৎ ক'রে দিতে কলকেটা তুলে নিয়ে কয়েক টান দিয়ে নিলে স্বরূপ, তারপর আবার যথাপদ্ধতি বাঁ হাতে ডান হাতটা স্পর্শ করে সেটা বসিয়ে দিয়ে বললে—'সে আর একদিনের কথা দা'ঠাকুর। ইতিমধ্যে বাবাঠাকুর বার দুই গেল ওনার ওখানে। কথাবার্তা কি হয় তা ভগবানই জানেন, তবে চৌধুরীমশাইয়ের বিধবা-বিবাহের কথাটা এমন রটে গেচে গাঁয়ে যে বাবাঠাকুরকে ডেকে তারই ব্যবস্থা হচ্চে ভেতরে ভেতরে এই ধরনের একটা কানাকানিও হ'তে লাগল। দিদিমণিও একদিন আমায় তাই বললে দা'ঠাকুর; বললে—'বাবা দু'বার ছ'আনি তরফের বাড়ি গেল স্বরূপ, তা কি কথা হোল না হোল আমায় একটুও বললে না; মা মারা যাওয়া অবধি কোন কথাই তো ছাপিয়ে রাখে না আমার কাছ থেকে। তা, আমার কাছে লুকোনো সোজা নয়, দেখিস্ আমি যা আন্দাজ করেচি তা যদি না ফলে তো কি বলেচি—আমার আন্দাজ কখনও মিথ্যে হয় না।'

জিগ্যেস করলুম—'কি আন্দাজ করেচ তুমি?'

'ছ'আনি ঠিক নিজের বিধবা-বিয়ের ব্যবস্থা করচে ভেতরে ভেতরে; যদি ক'নেও নিয়ে এসে দেউড়িতে লুকিয়ে রেখে থাকে তো আশ্চয্যি হব না।'

বললুম—'ভালোই তো।'

দিদিমণি একটু নাক সিঁটকেই বললে—'চুপ কর ছোঁড়া। বলে, রাজায় রাজায় ঝগড়া, উলুখড়ের প্রাণ যায়। ছোট-খাট ব্যাপারেই দেখলি তো বাড়ি চড়াও হ'য়ে আগুন ধরিয়ে দিতে এল দল বেঁধে।

নাচিয়ে দেয় সবাই, কৈ ত্যাখন তো কেউ পাশে এসে দাঁড়াল না। গাঁয়ের জমিদার! উঃ, রাজা ক'রে দেবে!'

বললুম—'উনি ছেল না গাঁয়ে, সিদিনকে বললে না?—এই যে সিদিন এয়েচেল।'

একটু যেন চুপ করে রইল দিদিমণি, তারপর আবার সেইরকম ভাবেই বললে—'থাকলেই সব করত। নে, ঢের দেখা আচে!'

তারপর যেমন কথার মাঝেই এক একবার হেসে ওঠে তো, সেই-ভাবে হেসে ব'লে উঠল—তা অনাদি ভশ্‌চাযি্য কারুর দেখাশোনার তোয়াক্কাও করে না। যা কম্যাণ্ডর-ইন্‌চি শালী আছে বাড়িতে, সমস্ত গাঁ সুদ্ধ্যু উঠে আসুক না, একাই সবার মোয়াড়া নেবে!'

আমার কিন্তু নোকটিকে বড় ভালো নেগেছিল, দা'ঠাকুর—ঐ চৌধুরী মশাইয়ের কথা বলচি। সিদিন অতক্ষণ ধ'রে অমন হেসে কথা কইলে—অতবড় মানুষটা—খানিকটা বত্তেও গিয়েছিলুম তো। দিদিমণির মেজাজটা ওরকম বিগড়ে রয়েচে ওনার উপর, বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলুম না, অথচ ওনার হ'য়ে ছুটো কথা বলতেও পারচিনি, দিদিমণি হেসে উঠতে খানিকটে ভরসা পেয়ে বললুম—'না, তা এবার তেমন কিছু হলে ব'সে থাকবে না, রয়েচে তো এখেনে—খোঁজ নিচ্চে।'

দিদিমণি একটু যেন তৎপর হয়েই জিগ্যেস করলে—'নেয় খোঁজ?'

'তা কে জানে বলুন দা'ঠাকুর, খোঁজ নেয় কি না নেয়, বড়মানুষের কাণ্ড, আর তো ঘুরেও একদিন এল না ইদিকে; তবে দিদিমণির ও ভাবটা যেন গেচে দেখে আমার কি মনে হোল, একটা মিথ্যে কথাই জুড়ে দিলুম, বললুম—'তা নেয় না? এই তো আমায়ই বলেছেল সিদিন—মাঝে মাঝে খবর দিয়ে যাবি, কেমন থাকে না থাকে, তা…'

দিদিমণি আবার হেসে উঠল, বললে—'তা যা এক বশিষ্ঠ মুনির কামধেনু নিয়ে পড়েচি!'

তারপর তখুনি আবার ভারিক্কে হ'য়ে উঠে বললে—'তা, বড় নোকের সঙ্গে মেলা দহরম-মহরম ভালো নয়।···তবে নেহাত বলেচে, কোন সময় দায় খালাস হওয়া গোছের একবার না হয় হয়ে আসিস ; নৈলে আবার ভাববে—দেখেচ, ন্যায়রত্ন মশায়ের রাখাল ছোঁড়াটারও কী দেমাক! একে দেমাকী ব'লে বাবার তো গাঁয়ে আচেই একটা বদনাম। তবে ঐ উড়ো উড়ো খবর একটা দিয়ে দিবি, যদি ওপর-পড়া হয়ে জিগ্যেস করে তো—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালোই সব, আপনার আশ্রিত, ভালো থাকবে না তো কি?—এইরকম। খবরদার ঘরের কোন খবর দিবিনি—কি খায়, কেমন ক'রে চলে—খবরদার এসব নিয়ে একটি কথাও নয়!'

আবার হেসে উঠে বললে—'তুই এক কাজ করিস না তার চেয়ে, মাসীমার কাহিনীটাই ব'লে যাস না, সেই তো একখানা মহাভারত, শুনে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না রায়চৌধুরীর বাছা। খবরের কথাই যদি, তো অমন জবর খবর পাবেনই বা কোথায় আর সারা মসনেতে?'

একবার নয় দা'ঠাকুর, কয়েকবারেই গেলাম এরপর ওঁদের দক্ষিণ-পাড়ার দিকে। প্রতিদিনই লখনার হাতে গোরুটা ছেড়ে চলে যাই; দেউড়ির ইদিক-উদিক ঘুরে বেড়াই, কিন্তু ভেতরে যেতে সাহস হবে কেন? এখেনে একলা, ডেকে অত কথা কইলে, সে এক দেবনারাণ, ওখানে দেউড়িতে পশ্চিমে দারোয়ান, যখনই দেখা হয় পেতলবাঁধা লাঠি নিয়ে সিং-দরজায় বসে আচে, না হয় সিদ্ধি ঘুঁটচে, না হয় আটার তাল ঠাসচে; আস্তাবলে গাড়িঘোড়া, কানে কলম গুঁজে মুনসী-পাটোয়ারিরা যাওয়া-আসা করচে, সেখানে একেবারেই অন্য দেবনারাণ তো। তারপর নজরেও তো পড়ে না, বাড়ির কোথায় আচে, কি করচে; নজরে পড়ে না ব'লে মনে হচ্চে যেন আরও কত না পেল্লায় মানুষটা, ঘেঁষব কোন্ সাহসে? আর কোন্‌দিক দিয়েই বা ঘেঁষব বলুন না, ঐ তো শুনলেন। যাই, ঘুরে

ফিরে বেড়াই, গোরু গৈলে তোলবার সময় হ'লে ফিরে আসি, কিছুই হয় না।

একদিন দিদিমণি জিগ্যেসও করলে—'তুই ছ'আনির দেউড়ির দিকে গিয়েছিলি নাকি রে স্বরূপ ?'

বললুম—'কৈ আর গেলুম ?'

দিদিমণি বললে—'বলছিলুম কাজ নেই গিয়ে না হয়। কি হবে কতকগুলো মিচে কথা বলে—ভালো আচে, সুখে আচে, হ্যানো ত্যানো ? তারপর, জমিদারমানুষ, যদি জেরা করে বের ক'রে নিলে, অভাবের সংসারে তো সে বড় নজ্জার কথা।'

কি ভেবে বললে কথাটা দিদিমণি তা বলতে পারি নে, তবে আমার তখন কেমন একটা ঝোঁক ধ'রে গেছে, প্রিতিদিনই যাই একবার ক'রে। ওবিশ্যি দেউড়ি পেরিয়ে দেখা করবার খেয়ালটা প্রেথম দিনই কেটে গেচে—ঐ যদি পথে-ঘাটে কোনরকমে দেখা হয়ে যায়, সিদিন যেমন হয়েছেল,—তারপর ডেকে জিগ্যেস ক'রে ছুটো কথা। ছেলেমানুষের মন, কেমন যে একটা লোভ ধরিয়ে দিয়েছেল সিদিন, যেন টেনে টেনে নিয়ে যেত। ছ'দিন যায়, দশদিন যায়, কিছুই হয় না, তারপর একদিন আমার মাথায় হঠাৎ একটা খেয়াল উঠল, আর, বলতে নেই, তাইতেই যেন মোনোস্কামনা পুন্ন করে দিলেন ঠাকুর।

ঠাকুরটি ওবিশ্যি ঐ নতুন দেউলের ঠাকুর, আপনার গিয়ে বিভীষণ। বুঝলেন না কথাটা ?—ওলাওঠা হলে রক্কেকালী ; মায়ের দয়া হ'লে শেতলা ; বাঁজা, ছেলেপুলে হচ্ছে না, ত্যাখন গিয়ে মা ষষ্ঠী; তাহলে বিধবা-বিয়ের চাঁইদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, ত্যাখন বিধবা-বিয়ের ঠাকুরের কাছে মাথা-মুড় খুঁড়তে হবে না ? দেউড়ির বাইরে একটা বড় পুষ্করিণী, তার ওপরই দেউড়ির উল্টো দিকে মন্দিরটা। রোজ একবার ক'রে মাথা ঠেকিয়ে আসতে লাগলুম—একবার দেখা করিয়ে দাও ঠাকুর।

যিদিনকার কথা সিদিন একটু সন্দে হয়ে গেচে, প্রেণামটা সেরে সিঁড়ি দে নামচি, ঘোড়ায় চ'ড়ে চৌধুরীমশাই উপস্থিত। আজ একটা সাদা ঘোড়া। এর পরেও দেখেচি, ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে তানার সঙ্গে লোক থাকত না। তালিম দেওয়া ওয়েলার ঘোড়া, লাগামটা কাঁধে জড়িয়ে নেমে আসতে থির হ'য়ে যেখানকার সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

উনি জুতো জোড়া খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে, মুখপাতেই আমায় দেখতে পেলে। প্রেথমেই একটা খটকা নেগে থাকবে নিশ্চয় ; বুঝলেন না ?—এসব মন্দিরে আর আমাদের মতন ছেলে-ছোকরার যাতায়াত থাকবার কথা নয় তো। তাইতেই যেন ঠাহর ক'রে দেখলে একটু, তারপর জিগ্যেস করলে—'তোকে যেন কোথায় দেখেচি এর আগে ?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সিদিন ঠাকুরমশায়ের বাড়ি যেতে।'

একটু হেসে বললে—'ও ! সেই পণ্ডিতমশাইয়ের নফর ! তা—দাঁড়া, যাবিনি।'

প্রণাম ক'রে এসে জিগ্যেস করলে—'সিদিন তোর নামটা কি বললি যেন ?'

বললুম—'স্বরূপ।'

হ্যাঁ, স্বরূপই তো বললি। তা তুই হঠাৎ এ মন্দিরে যে ?—এতদূর থেকে ?'

মোটেই হচ্ছেল না, তারপর হোল দেখা তো একেবারে খাস জায়গায়—মস্ত বড় একটা সৈভাগ্যি তো, আমি বললুম—'রোজ আসি পেন্নাম করতে।'

'কেন ? বিয়ে হয়েচে ?'

আমাদের তো সেই ছেলেবেলায় একাজটা সেরে রাখে, সেকালে আরও ছেলেবেলায় সেরে রাখত, বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হ'য়ে গেচে।'

'তবে ? এ তো বিধবা-বিয়ের ঠাকুর। তুই করবি নাকি—অন্য একটা দেখে ?'

কি করব না করব সে পরের কথা, ত্যাখন তো মন যোগাবার দিকেই ঝোঁক, এমন সুযোগটা হাতে এসে পড়েচে, বললুম—'থাকলে করতুম একটা।'

থাকবে না কেন ? সে-ভার আমার। তাহ'লে কিন্তু যেটা রয়েচে তার কি হবে ?'

মুখ নিচু ক'রে চেয়ে আচে। একে অত হিসাব করে কথা বলবার বয়েস নয়, তার ওপর দুদিক থেকে খুশি করবার জন্যে মনটা মেতে উঠেচে তখন, বললুম—'সেও না হয় বিধবা-বিয়ে করবে'খন।'

হো হো করে হেসে উঠল চৌধুরীমশাই। বললে—'আয়, চল তুই আমার সঙ্গে।'

গাঁয়ের দিকটা বাদ দিয়ে আমরা মাঠের পথ ধরলুম ; উনি ঘোড়ার ওপর, আমি খানিকটে ব্যবধান রেখে পাশে পাশে চলেচি, আজ্ঞে, ঘোড়া নয়তো, একখানি চাঁট ঝাড়লে ঐ দিকে সদ্য বিধবা-বিয়ের ব্যবস্থা তো ? এগুতে খানিকটে একথা-ওকথা হ'য়ে যাবার পর উনিই আমাদের বাড়ির কথাটা পাড়লে, ব্রেজঠাকরুনের কথা। 'তোদের সেই যে ব্রেজঠাকরুনের নাম বললি না, সেই পণ্ডিত-মশাইয়ের শালী—তানার খবর কি ?'

বললুম—'ভালোই।'

'ঝগড়াঝাঁটি ?—সেইরকম জোর চলচে তো ?'

বললুম—'আজ্ঞে না, ওরা সেই যে প্রেথম দিন নমুনাটা দেখালে তারপর আর কেউ ঘেঁষল না তো। তারপর মেয়েয় মেয়েয় অবিশ্যি বাধতো, উনি য্যাখন গঙ্গাস্তান করতে যেত—রাখালের মা, দামোদর ঠাকুরের পিসী, সৈরভী বাগদিনী—এদের সাথে, তা এরা তো এঁটে উঠতে পারল না, রিজাইন্ দেচে সব।'

একটু যেন সামলে আমার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলে—

'তাহলে এখন ঘরে ঘরেই?—পণ্ডিতমশাই তো আবার ভালো-মানুষ...'

কথাটা শেষ না ক'রেই লাগামটা হঠাৎ টেনে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওপর দিকে চেয়ে কি যেন একটু ভাবলে, তারপর বললে—'এদিকে তো ঝগড়াটে বললি, কাজের দিকে কেমন বল্ দিকিন? আচ্ছা, আগে যা জিগ্যেস করছিলুম তারই উত্তুরটা দে—বাড়ির নোকের সঙ্গে ব্যাভারটা কি রকম?—বাইরে তো ঐরকম ঝগড়াটে।'

বললুম—'খুব ভালো—বাবাঠাকুরকে, দিদিমণিকে খুব ভালো-বাসে।' একটু হেসে বললে—'বাবাঠাকুরকে তো বিয়েই করবে বলেচে।...দিদিমণি হোল?'...

বললুম—'বাবাঠাকুরের মেয়ে, সেই সিদিন যিনি আপনাকে দেখতে অমন করে ছুট্টে বেরিয়ে এল না?'

মন যুগিয়ে কথা বলাই তো দা'ঠাকুর, দিদিমণি যে সিদিন অপরুদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে আমায় খালি মারতে বাকি রাখলে, সেটা না বলে একটু উল্টে দিয়েই বললুম—যেন কতই না কেতাত্ত হয়ে গেছল। একটু চুপ করে ভেবে বললে—'ও! ঠাকুরমশায়ের মেয়ে? আবার কার কাচে যেন শুনছিলুম, নিজের একটি বিধবা ভাশুরঝি না কাকে নিয়ে এয়েচে বিয়ে দেবার জন্যে।'

বললুম—'না, আর কাউকে আনে নি তো। একাই এয়েচে।'

'ও, তাহলে ওটি ঠাকুরমশায়ের মেয়ে ছেল?'

বললুম—'হ্যাঁ নেত্যঠাকরুন।'

দিদিমণিকে বড়ই ভালোবাসতুম তো দা'ঠাকুর, কি কি বলে-ছিলুম এখন ঠিকঠিক মনে নেই, তবে নামের সঙ্গে আরও কিছু কিছু গুণের কথাও জুড়ে দিয়েছিলুম—আপনা থেকেই য্যাখন কথাটা উঠল—কত কাজের, কত হাসিখুশি—এই ধরনের কথা সব। গাঁয়ের রাজা, তায় এই পক্ষেরই—য্যাতটা শুনে রাখে ভালো নয়?—এই

আর কি। আমি বলে যাচ্চি, উনি শুনছেল কি শুনছেল না ভগবানই জানেন, হঠাৎ বললে—'তোদের ব্রেজঠাকরুনের কথা যা জিগ্যেস করছিলুম। বাড়ির লোকেদের না হয় ভালোবাসে—তারা তো নিজেরই, চাকর বাকর এদের সাথে কিরকম ব্যাভার? কে কে তোরা আচিস পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি? ধর্, যদি কারুর বাড়ি গিয়ে ওঠে ব্রেজঠাকরুন তো নোক নস্করের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে?'

আসল কথাটা অনেক পরে টের পাই দা'ঠাকুর; আপনার গিয়ে য্যাখন সব মিটেমাটে গেল—তার অনেক পরে। আসল কথাটা ছেল, চৌধুরীমশায়ের সংসার উদিকে অচল হয়ে পড়েছেল। উনি য্যাখন খুড়োর থেকে প্রেথক হয় ত্যাখন ওনার এক পিসীও ওনার তরফে চ'লে আসেন। খুব ডাঁটো মেয়েমানুষ, উনিই অন্দর-মহলটা চালাতেন, ভাইপো ইদিকে নিজের খেয়ালখুশি নিয়ে থাকত। ছিলেন ঐদিকে অনেকদিন। কেউ বলে ভাইপোর টানেই উদিক থেকে চলে এসেছিলেন ভাইকে ছেড়ে, কেউ আবার বলে, ভাইবোন পরামর্শ ক'রেই ভেন্ন হবার ব্যবস্থাটা করেন, যদি সঙ্গে থেকে ভাইপোর মতিগতিটা বদলাতে পারেন শেষ ওবধি! আর, কাঁচা বয়েস ভাইপোর, একজন মাথার ওপর থাকাও দরকার তো। তিনি ছেল এতদিন, তারপর ইদিকে এসে কি হয় না হয় ভগবান জানেন, তিনি ভাইয়ের বাড়িও ফিরে গেল না, ভাইপোর বাড়িও রইল না, একেবারে গিয়ে কাশীবাসী হ'ল।

পিসী কাশীবাসী হ'তে ইদিককার ব্যবস্থা সব যেন ওলটপালট হ'য়ে গেল; চাকর-ঠাকুর-খানসামা নিয়ে তো আর অন্দরমহল চলে না। ওখানে একজন বেশ ডাঁটো স্ত্রীলোক দরকার যে কড়াহাতে রাশ ধ'রে চারিদিকটা গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখবে। দেখলে ব্রেজঠাকরুন কড়া মেয়েমানুষ, ইদিকে বামুনের ঘরের বিধবা, তাই খতিয়ে দেখছিল যদি এনে ইন্-চার্জ ক'রে রাখা যায় দেউড়ির মধ্যে।

ভেতরকার কথাটা এই যা পরে টের পেলাম। ত্যাখন সন্থ সন্থ কিন্তু আমার অন্যরকম মনে হোল! বিধবা-বিয়ের খদ্দের তো, তাতে চাঁই, ভাবলুম—হয় না হয় নিজেই বোধ হয় বিয়ে করতে চাইচে। বাবাঠাকুরের ঘাড় থেকে যদি নামিয়ে দিতে পারি, সে এক মস্তবড় কাজ হয় তো, আমি একেবারে লেগে পড়লুম। বললুম—'তাদের সঙ্গে ব্যাভার আরও ভালো। চাকর-বাকরদের মধ্যে আচি আমি, বাবা, অর্জুন দাস, নাজেরপাড়ার মনোহর কাকা—আরও অনেকের নাম ক'রে দিয়েছিলুম দা'ঠাকুর, যারা বাবাঠাকুরের একটুও অনুগত ছেল, কাজ-কর্মে এসে কখনও দাঁড়িয়েচে, পোঁটলাটা মাথায় করে শিম্বিবাড়ি গেচে; সাত আটজনের নাম করে দিলুম একেবারে। এর পরেও যা কথা হোল তাতে ভুলটা তো ভাঙলই না, বরং আরও জেঁকে ব'সে গেল মনে। চৌধুরীমশাই সবটুকু শুনে মনে হোল যেন একটু হাসলে। সন্দো আমার, তবে সত্যিও হ'তে পারে দা'ঠাকুর। ঠাকুরমশায়ের অবস্থাটা মোটামুটি জানা আছে, একেবারে চাকর-বাকরে জাজ্বল্যমান সংসার ক'রে যে দাঁড় করালুম—একটা দশবছরের চ্যাংড়া—তা জমিদার ঘরের ছেলে হ'য়ে তিনি তার ভাঁওতায় ভোলে কি করে? মিথ্যে সন্দো নয়, হেসেই থাকবে, তবে-তারপরেও যা কথা হোল তাতে ত্যাখনকার মতন আমার সন্দোটা লেগেই রইল কিনা!

জিগোলো—'সবাইয়ের সঙ্গে তাহলে ভালো ব্যাভার বললি? বয়েস আমার মতনই বললি না সিদিনকে?'

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। ···'বরং একটু কমই হবে।'

—কথাটা বুঝলেন না দাঠাকুর? ক'নের মুখ দেখতে তো সেই শুভদিষ্টির সময়, ত্যাতক্ষণ ব্রেজঠাকরুন তো সাতপাকে জড়িয়ে ফেলেচে মাকড়সার জালের মতন। আরও খানিকটা লোভ দেখিয়ে দিয়ে বললুম—'আজ্ঞে, বরং দু'এক বছর কমই হবে।'

'শরীর কেমন?'

—একটু বিলম্ব হোল উত্তর দিতে ; মাথায় কেষ্টচূড়ো বাঁধা সেই দশাসই লাশখানা তো মনে জেঁকে রয়েছে ; অল্প একটু বিলম্ব হ'ল, তারপর বললুম—'খুব সুন্দর।'

যেরকম কথা চলছিল তাতে শরীলের অর্থ তো বিয়ের শরীল ? বললুম—'খুব সুন্দর।' বললে—'জিগ্যেস করছিলুম—খাটতে খুটতে পারে কেমন ? গায়ে শক্তি আছে ?'

একটু তো উত্তুরটায় গোলমাল হ'য়ে গেছে, ভুলটা ভালো ক'রে সুদরে নেওয়ার জন্য আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'তা বেশ পালোয়ান।'

এবার একটু জোরেই হেসে উঠল দা'ঠাকুর ; কত আর চাপতে পারে নোক ক'ন্ না ?

খানিকটে আবার চুপ করেই এগিয়ে চললুম আমরা। উনি কি চিন্তা করচে, আমি ভাবচি, এটুকু আবার কি করে সামলে নেওয়া যায়। খানিকটে গিয়ে উনি আবার আমার দিকে চেয়ে বললে—'থাক, তুই এক কাজ করবি,—পণ্ডিতমশাইকে একবার পাঠিয়ে দিবি আমার কাচে, পারবি তো ?'

বললুম—'আজ্ঞে, তা পারব না কেন ?...তবে তিনি কি যাবে... ?'

উনি ঘোড়াটা আবার থামিয়ে ফেলে আমার দিকে ফিরে চাইলে, জিগ্যেস করলে—'আসবেন না ? আসবেন না কেন ?'

কেন ও ধরনের কথাগুলো ফস্ ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে দা'ঠাকুর, আপনারা নেকাপড়া জানা নোক আপনারা হয়তো বলতে পারবেন। আমরা মুখ্যু মানুষ, অতশত তো বুঝিনে। হয়তো মনে হল, ঠাকুরমশাইয়ের একটু নিন্দে শুনলে উনি খুশী হবে, হয়তো অন্য কিছু—মোদ্দা কথা, আমার সেই দিদিমণির কথাটা অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল, মুখ দিয়ে ফস্ ক'রে বেরিয়ে গেল—'উনি আবার একটু দেমাকে কিনা।'

চুপ ক'রে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল চৌধুরীমশাই। বেশ খানিকটে দা'ঠাকুর, ঠায় আমার দিকে চেয়ে, তবে মনটা যেন অন্যদিকে, তারপর আস্তে আস্তে বললে,—'উনি একটু দেমাকী, না?'

বললুম—'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

আরও একটু ভাবলে, তারপর বললে—'তাহলে ব'লে কাজ নেই তাঁকে, আমি আসব'খন একদিন।...এখন আচেন কি? সিদিন তো ছিলেন না।'

আহ্লাদে আমার বুকটা তখন ধড়াস ধড়াস করচে দা'ঠাকুর, নিয়ে তো যাই একবার। বললুম—'আজ তিনি বেরুবেন না বলেছিলেন।'

মাঠে মাঠে আমাদের পাড়ার দিকেই এসে পড়েছিলুম, উনি একবার চাইলেও চোখ তুলে, তারপর বললে—'আজ আর থাক্, অন্য একদিন আসব তখন।'

চৌধুরীমশাই ফিরে যেতে আমি মাঠ ছেড়ে পাড়ার মধ্যে সেঁদিয়ে পড়লুম। ভাবতে ভাবতে যাচ্চি দক্ষিণপাড়ায় তো যেতে বারণ ক'রে দেছল দিদিমণি, তাহলে বিলম্বের জন্যে জবাবদিহিটা কি দোব, এমন সময় পড়বি তো পড় একেবারে ছিরু ঘোষালের সামনে। বোধ হয় নিধু সাঁবুইয়ের আড্ডা থেকে আসছেল, সঙ্গে জ'টে পান আর নিধু সাঁবুইয়ের ভাই বিন্দাবন। ছিরু ঘোষাল অতটা খেয়াল করেনি, সদ্য আড্ডা থেকে বেরিয়েচে, বোধ হয় চোখ বুঁজেই চলছেল, তবে জ'টে দেখে ফেললে, বললে—'শালা মণ্ডলের পো না? ইদিকে আয় তো চেহারাটা একবার দেখি।'

পালাতে পারতুম, নেশায় সবার পা টলচে তো, কিন্তু কেমন সাহস হোল না, শুনি সাপের সামনে পাখিটাখি পড়লেও নাকি ঐরকমটা হয়ে যায় দা'ঠাকুর; দাঁড়িয়ে পড়লুম। তিনজনে এগিয়ে এল, ও আসে আগে, তার পেছনে ছিরু, তার পেছনে বিন্দাবন।

জ'টেই বললে—'দাঁড়া তোর চেহারাটা একবার দেখি; কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিলি এতদিন—এই বছরখানেক ধ'রে?'

বললুম—'বছরখানেক তো হয়নি এখনও...'

দেখা না করতে পারার কারণও বানিয়ে ব'লতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তা শুনচেটা কে? কানটায় বেশ একটা নাড়া দিয়ে বললে —'দোষ ক'রে আবার মুখের ওপর চোপরা—এক বছর তো হয়নি এখনও!...শালাকে বলা হোল পাত্তোরের রূপের কথা কন্যেকে ব'লে সন্থ সন্থ এসে রিপোর্ট দিবি—তা একবছর সম্পূর্ণ্য না হলে ওঁর সময় হবে না!'

সেদিন ছিরুই একটু নরম ছেল। নেশার তারতম্যে মেজাজ একটু উঁচু নিচু থাকত তো,—ভগবানের ওটুকু দয়া না হ'লে যে মারা পড়তে হোত দা'ঠাকুর; সেদিন ছিরুই যেন একটু বেশি বেশি ঝিমিয়ে ছেল, ওর হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা ক'রে বললে— 'মেরে কাজ নেই, দূত আবার অবোধ্য তো; বছরখানেকের অর্থটা ওকে বুঝিয়ে বল্ না—এই একটা লোক সেই থেকে যে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে রয়েচে—দিন যায় তো ক্ষ্যাণ যায় না— বছর খানেক আর কাকে বলে?'

জ'টে বললে—'ঐ শোন, শুনলি? একজন সসেমিরে হ'য়ে র'য়েছে, পলককে মনে হচ্চে বছর, ও শালার আর বার হয় না। স্বয়ংবরটা হ'য়ে গেছে?'

বললুম—'না, হয়নি এখনও।'

'কবে দিন ফেলেচে?'

ভেবে বলবার জো নেই তো দা'ঠাকুর, মুখে মুখে উত্তুর জুগিয়ে যেতে হবে, মা-ঠাকরুনের বাচ্ছরিক ছেরাদ্দর কথাটা ক'দিন থেকে হ'চ্ছিল বাড়িতে—খানিকটে খরচের ব্যাপারটা তো?—ওই দিনটেই জিভের ডগায় এসে গেল, বললুম 'চৌটো কাত্তিক।'

বলেই জিভ কেটেছি, ওবিশ্যি সেটা অন্ধকারে আর ওরা দেখতে পেলে না। মানে, আশ্বিন শেষ হয়ে এল, আগমনীর শানাই বাজতে শুরু হয়েচে, চৌটো কাত্তিক হলে আর দিন কোথায় ? ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েচি দা'ঠাকুর, এখুনি নেশা ছুটে গিয়ে বুঝি একটা কাণ্ড বাধায়—নিঃশ্বেস বন্দ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ওরা তিনজনেই একটু দাঁড়িয়ে ঢুললে, যেন হিসেব করচে মাথা থির ক'রে, তারপর জ'টে বিন্দাবনকে জিগ্যেস করলে—'কউই কাত্তিক বললে ?'

বললুম—'চৌটো।'

'চৌটো কি বললি ?'

বললুম—'চৌটো কাত্তিক।'

জিগ্যেস করলে—'আজ কউই বোশেখ ?'

কথাটা বুঝলেন না দা'ঠাকুর ? কখন দিন গিয়ে রাত হচ্চে, কখন রাত গিয়ে দিন হচ্চে হুঁশই নেই, ওরা আবার আশ্বিন থেকে কাত্তিকের হিসেব রাখবে ! ভয়ে যে নিঃশ্বেসটা বুকে আটকে ছেল আমার, ফোঁস্ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে বুকটা হালকা হল দা'ঠাকুর। আর ও-ভুল করি ? য্যাতটা পারি পেছিয়ে দিয়ে বললুম—'পয়লা। আজ হোল পয়লা বোশেক।' আবার তিনজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলতে লাগল, ছিরু বললে—'হোল হিসেব তোদের ? ত্'শালাই একেবারে শুভঙ্করী জুটেচে।—বোশেখ থেকে কাত্তিক এগার মাস হোল না ? মণ্ডলের পো কি বলিস্ ?—পাঠশালায় পড়িস তো।'

আমি বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক এগার মাস।'

গুলিখোরেরা আবার হার মানতে চায় না তো, বিন্দাবন বললে—'বোষ্টোম মতে আবার দশমাসও হয় তো ; আমি সেই কথা ভাবছিলুম।'

জ'টে বললে—'তাই ভেবে দেখছিলুম—বোষ্টোম মতে দশমাসই

হোক, কি শাক্ত মতে এগার মাসই হোক, হাতে দিন আচে এখনও তা'হলে।...তুই ছিরুর কথা বলেছিলি ক'নেকে ?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'কি বললি ?'

বললুম—'নাক এই রকম, চোখ এইরকম, ঠোঁট এইরকম, গলা এইরকম, বুক এইরকম, কোমর এইরকম।'

আবার পরখ করাও আচে তো, জ'টে জিগ্যেস করলে—'কোমর কি রকম বললি ?'

ওসব তো রপ্ত থাকত ; বললুম—'শিবের ডমরুর মতন।'

'শুনে কি বললে ?'

সিদিনকে আপনাকে বললুম না দা'ঠাকুর—আমার পুঁজি তো ঐ যাত্রা-অপেরা। শীকৃষ্ণের রূপের কথা শুনে রুক্মিণীর অবস্থাও দেখেচি, রাধিকের অবস্থাও দেখেচি। বললুম—'প্রেথমটা শুনে মূচ্ছো গেল—শেষ হ'তে না হ'তেই।'

জ'টে জিগ্যেস করলে—'তারপর ?'

'তারপর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ছিরু ঘোষাল, ছিরু ঘোষাল বলতে আবার চৈতন্য হোল।'

জ'টে মাথা নেড়ে বললে—'হুঁ।' আবার জিগ্যেস করলে—'তারপর ?'

বললুম—'তারপর একেবারে অন্নজল ত্যাগ করেচে।'

ঝাঁ ক'রে নেশার হাতের একটা চাপড় বসিয়ে দিলে, তার ঝন্ঝনাটি যেন এখন পর্যন্ত কানে নেগে রয়েচে দা'ঠাকুর। আওয়াজের চোটে ওদের তুজনের নেশাও একবারে চটে গেচে। ছিরু জিগ্যেস করলে—'কি হোল ?'

জ'টে বললে—'শালা মণ্ডলের পো, ভাঁওতা দেবার আর জায়গা পেলে না ?...উদিকে মাথুর ধ'রেছেল—রূপের বর্ণনা শুনে

শ্রীরাধিকের মতন মূর্চ্ছো গেচে, কানে আমার নাম দিতে চৈতন্য হোল···শুনেই যাচ্ছি দেখি কত বড় দৌড়।—তারপর এই যে একবছর অন্নজল ত্যাগ ক'রে জ্যান্ত রয়েচে বলচিস—বলি স্বয়ম্বরের ক্ক'নে, না, রাবণের ভাই বিভীষণ রে শালা ?'

এশুনে বললুম না দা'ঠাকুর ?—সবার মেজাজ সমান থাকত না, নেশার ব্যাপার তো, কারুর কম লাগল, একটু ঝিমিয়ে রইল; সিদিন ছিরুই একটু বেশি এলিয়ে পড়েচে, বললে—'থাক, মার-ধোর ক'রে কাজ নেই, আমি দেখচি।' জ'টেকে সরিয়ে একটু এগিয়ে এসে বললে—'তা ইদিকে যেমন গুচিয়ে বললি—মাথুরই গাস বা যাই করিস, উদিকে সেইরকম গুচিয়ে বলতে পারবি ?'

বললুম—'পারব।'

'ওবিশ্যি একেবারে অচৈতন্য হবার কথা বলবিনে—বাড়াবাড়ি হয় তো, খেলিও তো একটা চড় তার জন্যে।—আর রাধিকের মত শ্রীকৃষ্ণ তো হোতও না অচৈতন্য—ওকথা বলবিনি, তবে বিরহে অন্নজল ত্যাগ করেচে ওটুকু বলতে পারিস। মনে থাকবে তো ?'

বললুম—'থাকবে।'

'তারপর যদি জিগ্যেস ক'রে বসে—অন্নজল ত্যাগ করেচে তো বেঁচে আচে কি ক'রে ?—শুনলি তো সে বিভীষণই পারত।'

শোনা কথা মনে প'ড়ে গেল, গুলিখোরেরা নাকি মিষ্টি খেতে বড় ভালবাসে, বললুম—'সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে।'

জ'টে আবার চড় তুলেচে, ও আড়াল করে দাঁড়াল দা'ঠাকুর, বললে—'অদর্শনে অন্নজল ত্যাগ ক'রে সন্দেশ রসগোল্লা সাঁটাচ্চে—সে-পাত্তোরের ওপর কখনও মন বসে ? আবোল-তাবোল বকচিস কেন ?'

মিষ্টি কথায় একটু সাহসও তো হয় দা'ঠাকুর, বললুম—'তা হ'লে ও কথা না হয় তুলব না, শ্রীকৃষ্ণও তো উপোস দিতেন না।'

নেশাটা জমে আসচে আবার খিঁচড়ে যাচ্চে, বিন্দাবন মুখটা

ব্যাজার করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছেল, বললে—'তার চেয়ে ও ফ্যাসাদের কথা বাদই দিক না। দেখচিস জেরায় যখন টেঁকছে না।'

তাহলে তো আমিও বাঁচি, পরিত্রাণ পাই, ফিকরির পর ফিকরি বের ক'রে যে রকম জ্বালাতন করে তুলেচে, একটা দশ বছরের ছেলে কত সামলাবে বলুন না একটা বুদ্ধিও জুগিয়ে গেল, বললুম—'আর স্বয়ম্বর সভা থেকে বেরিয়েই একচোট নড়াইয়ের পালা তো, অন্নজল ত্যাগ ক'রে থাকলে চলবে কেন?'

ছিরু পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বললে—'এই তো, কে বলে মোড়লের পোর বুদ্ধি নেই? এইরকম ক'রে গুছিয়ে-সুছিয়ে সব বলবি। তারপর এসে রিপোর্ট দিবি। যা।'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম ওদের মধ্যে থেকে দা'ঠাকুর। একটু এগিয়ে এসে ছুট দিতে যাব, জ'টে ডাকলে—'এই, শোন!'

ঐ যে বললুম—ডাকলে আর সামথ থাকে না, আস্তে আস্তে আবার ফিরে এলুম।

জ'টে বললে—'আবোল-তাবোল ব'কে ভুলিয়ে দিলে তো আসল কথাটা? তোকে যে সেবারে বলেছিনু দেখাশোনার একটা ব্যবস্থা করতে ক'নেকে বলে—নৈলে লব্‌ হবে না দুজনে। তা তুলেছিলি সে কথা?'

না বলবার তো জো নেই, বললুম—'তুলেছিলুম বৈকি!'

'তা কি বললে?'

কানটা তো ত্যাখনও ঝনঝন ক'রচে, আমি আর মেলা বাড়াবাড়ির দিকে গেলুম না, একটা মাঝামাঝি ঠাহর ক'রে নিয়ে বললুম—'নজ্জায় ঘাড় কাত ক'রে রইল।'

ভগবানের দয়া, এক একটা দিব্যি উতরেও যেত, জ'টে একটু মুচকে হাসলে, ছিরুকে বললে—'শুনলি তো? নজ্জা; প্রায় কাছিয়ে এল।'

ছিরু বললে—'বকশিশ কর মণ্ডলের পোকে।'

নিজেই পকেটে হাত দিয়ে পাই পয়সা মনে করেই হোক বা যে ক'রেই হোক, একটা দো-আনি বের করে বললে—'এই নে, নেগে থাকবি। থাকবি তো?'

'হ্যাঁ, তা থাকব বৈকি'—বলে আমি মুঠোটা বন্দ করে তাড়াতাড়ি সটকাবার রাস্তা দেখছি, জ'টে বললে—'দাঁড়াতো দেখি, দো-আনি দিলে কি আট-আনি দিলে।'

ছিরুকে একটু আড়াল করেই দাঁড়াল। আমি মুঠোটা খুলতে দো-আনিটা তুলে নিয়ে বললে—'আট-আনিই তো ; তা খোলা মনে যা দিয়েচে, দিয়েচে, যা, ওরকম ক'রে ধরিসনি, প'ড়ে যেতে পারে।'

খালি মুঠোটা খুব শক্ত ক'রে এঁটে আমি হনহন করে এগিয়ে গেলুম।

কানটা ঝনঝন করচে ত্যাখনও, তবু বিলম্বের জন্যে দিদিমণিকে কি বলব, সে ভাবনাটা আর রইল না। বরং জবর খবর, ক'নের শোক ভুলে, আপনার গিয়ে দো-আনির শোকও ভুলে পা চালিয়েই গিয়ে উপস্থিত হলুম।

দিদিমণি এদিককার পাট শেষ ক'রে হেঁসেলের দিকে যাচ্ছিল, দাওয়ায় ব'সে সব শুনলে। বললে—'একবার দেখা করবার জন্যে নাল গড়াচ্চে মুখে, না?'

বললুম—'তাই তো বললে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে ব'সে রইল, মাঝে মাঝে চোখদুটো শুধু একটু একটু ঘোরায়। কথা কয়না, ইদিকে আমার দেরিও হয়ে যাচ্চে, জিগ্যেস করলুম—'কি ভাবচ গা দিদিমণি।'

বলে উঠল—'মর ছোঁড়া, কোথাকার এক মাসী এসে বর কেড়ে নিলে, তায় অমন বর, স্বয়ম্বর সভায় রাজরাজড়াদের ছেড়ে গলায় মালা দিতে হয়—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করচে, ও ছোঁড়া বলে, কি ভাবচ!...তোকে সিদিনকে কি বললে র‍্যা—ভশ্চায্যির মেয়েটা বড় ফিচেল—তাকে চাই না?'

বললুম—'তাই তো বললে।'

আবার চুপ ক'রে ভাবতে নাগল; কখনও মুখটা শক্ত হয়ে উঠচে, কখনও আবার একটু যেন হাসির মতনও ঠেলে উঠচে ঠোঁটের কোণে, তারপর এক সময় বললে—'ফিচলেমির এখনও কী দেখেচেন বাছাধন! এইবার দেখবেন। তুই যা, আমি প্ল্যানটা ত্যাতক্ষণ পাকা ক'রে ফেলি; কাল শুনবি'খন।'

আমি উঠতেই বললে—'তুই এসব কথা আর কাউকে বলিস্ নি তো?

বললুম—'তা কখনও বলি?'

'খবরদার! আচ্ছা যা এখন।'

বেরিয়ে খানিকটা এয়েচি, ব্রেজঠাকরুনের সঙ্গে দেখা। আজকাল ঝগড়াটা আর সেরকম একটানা নেই তো, সকালে চান করতে বেরিয়ে য্যাতটুকু পারলে সেরে নেয়, তারপর যদি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বারতিনেক হোল তো খুব হোল। তা ঝগড়া না থাকলেও বিড়বিড়িনিটা নেগেই থাকে মুখে, গনি ওস্তাদের পথ চলতে চলতে মিহি গলায় সা-রে-গা-মা ভাঁজার মতন; মানে, গলাটাকে হামেশা তাজা রাখা চাই তো। সেই বিড়বিড় ক'রতে ক'রতে আসছেল, আমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, বললে—'এই যে, তোকেই খুঁজছিলুম, আজকে ফিরতে এত দেরি হোল কেন রে ছোঁড়া?...আবার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলি নিশ্চয়। খবরদার মিথ্যে বলবি নি!'

বললুম—'না, সত্যি বলচি, চিঠি নিয়ে যাই নি সেখেনে।'

'আর কোথাও?'

বললুম—'না, আর কোথাও না।'

'পা ছুঁয়ে দিব্যি কর আমার।'

দিব্যি করলুম, জিগ্যেস করলে—'তবে এত দেরি হোল কিসের জন্যে?'

এতো আর চৌধুরীমশাই নয়, কি ছিরু ঘোষাল নয় যে বানিয়ে

একটা ব'লে দিলেই হবে, ব্রেজঠাকরুন খুঁজে পেতে খতিয়ে দেখবে, তারপর আমার দশা যা হবাব তা তো হবেই। আসল কথাটাই বলতে হলো দা'ঠাকুর, বললুম—'সেই ঘোষাল মশাইয়ের ছেলে ছিরু ঘোষাল রাস্তায় আটকে ছেল—দিদিমণির সঙ্গে যার বিয়ের কথা হচ্চে না? সেই ছিরু ঘোষাল।'

'তা তোকে রাস্তায় আটকাতে গেল কেন?...কোন চিঠিটিঠি দিয়েছিল বুঝি নেত্যকে, দিয়ে এলি? ঠিক ঠিক বলবি। টের পেয়েচি লুকিয়েছিস কি জ্যান্ত পুঁতে ফেলব আমি—আর আমার নাম ব্রেজো বামনী, টের আমি পাবই।"

বললুম—'ঠিক ঠিক বলচি, কোন চিঠি দেয় নি, নেকাপড়াও তো জানে না।'

'ওসব বুঝি নে; পা ছুঁয়ে দিব্যি কর আবার।'

দিব্যি করলুম। জিগ্যেস করলে—'তবে আটকে ছেল কেন?'

বললুম—'আপনেকে দেখতে চায় একবারটি।'

'আমায় দেখতে চায়!!...তার মানে?'

'আপনেকে বিয়ে করতে চায়।'

আমায় বিয়ে করতে চায়!!'—আশ্চয্যি হয়ে যেন এক হাত আরও লম্বা হয়ে উঠল, বললে—'কি বললি ফিরে বল দিকিন—আমায় বিয়ে করতে চায় কিরে!'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনেকেই পচন্দ বললে।'

'এত পচন্দ হবার হেতুটা?'

আমি যে ওনারে রূপসী ষোড়শী ক'রে দাঁড় করিয়েচি ওদিকে, বলেচি স্বয়ম্বরা হ'তে এয়েচে, সে সব তো আর বলা যায় না, গাঁয়ে যা ঢেউ উটেচে সেই কথাই তুলে বললুম—'বিধবা-বিয়ে করতে চায়, ঐতেই যশ তো এখন, আর আপনি বাবাঠাকুরকে বিধবা-বিয়ে করবে বলে এয়েচে।'

'তাই নেত্যকে ছেড়ে আমায়ই বিয়ে করবে?...কোথায় থাকে

সে, চল্ এক্ষুণি নিয়ে চল্ আমায় তার কাছে, তার সাতপুরুষদের নতুন ক'রে বিয়ে দিয়ে দিচ্চি আমি ; চল্ !'

একে ব্রেজঠাকরুন, তায় সবাই পিষ্টভঙ্গ দিতে কলহের তেমন জুত হয় না আজকাল, একটার গন্ধ পেয়ে একেবারে যেমন উলসে উঠল। আমার হাতটা শক্ত ক'রে হিড়হিড় ক'রে টেনেই নিয়ে যাচ্ছেল, খানিকটা গিয়ে বললে—'আচ্ছা, থাক্ এখন, বাইরে জুতও হবে না তেমন।...কি বললে—তোকে, এসে সাক্ষাৎ করতে চায় ? কথাবার্তা ঠিক করতে চায় ?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর বললে—দেখা সাক্ষাৎ না হ'লে তো লব্ হবে না।'

'সে জিনিসটে আবার কি ?—লব্ ?'

বললুম—'ঐ যে নল-দময়ন্তীর মাঝে আগে হ'য়েছেল, তারপর বিয়ে হোল তো ?'

'ও, রস হয়েচে !'—দাঁড়িয়ে মাথাটা তুলিয়ে তুলিয়ে কয়েকবারই বললে কথাটা দা'ঠাকুর, তারপর একটু চুপ দিয়ে আবার বললে—'তা রস আমি ভালো ক'রে ভেঙে দিচ্চি।...তুই বলবি—ব্রেজঠাকরুন রাজী হয়েচে। আর বলবি তানার আর তর সইচে না, কাল বিকেলেই ডেকেচে আপনাকে, কথাবার্তা পাকা হবে, লব্ না কি বললি তাও হবে ভালো ক'রে।'

আমার তো ত্যাখন মনে হচ্চে হাওয়ায় উড়ে যাই ; এত ফুর্তি তো আর কখনও হয়নি দা'ঠাকুর। হোক গিয়ে রাত ; ত্যাখনই ছুটলুম ঘোষালের পো'কে খুঁজে বের করতে—প্রেথমে গেলুম লোটন ঘোষের আড্ডায় ; নেই। ভাবলুম তা হলে বোধ হয় আবার সাঁবুইয়ের আড্ডাতেই গেচে ফিরে ; সেখানেও নেই, বাড়িতে গিয়েও দেখলুম না ; একটু মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরে গেলুম।

বেশ একটু রাত হয়ে গিয়েছেল তো, পরের দিন গোরু খুলতে আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল, ত্যাতক্ষণ ব্রেজঠাকরুন উদিকে

গলার চোটে কাক-চিল তাড়াতে তাড়াতে চান ক'রতে বেরিয়ে গেচে।

ভালোই হোল, দিদিমণিকে বলবার জন্যেই তো জিভটা চুলকুচ্ছিল আমার, উনি থাকলে তো আর সভ্য সভ্য হোত না বলা। দিদিমণি সবটা আগাগোড়া শুনে গেল, য্যাতই শুনচে, চোখ দু'টো বড় হ'য়ে উঠচে; আর মুখে একটা ওবরে হাসি নেগে থাকত না কোন নকলের কথা হ'লে?—সেই হাসিটা পষ্ট হয়ে উঠচে; শেষ হলে বললে—'মিলিয়ে দেখ রে স্বরূপ—কথায় বলে না যে ধম্মের কল বাতাসে নড়ে, তা এই মিলিয়ে দেখ,—কাল তোকে বললুম না ঘোষালের কুপুত্তুরের শখটা ভালো করে মেটাবার জন্যে একটা মতলব বের করচি—তা এই ধরনের একটা মতলব ঠাহর করেছিলুম ভেবে ভেবে—ঠিক করেছিলুম তুই গিয়ে বলবি মাসীমা রাজী হয়েচে, দেখা করে লব্ করবে, শুধু মাসীমার কাছে কি করে কথাটা তোলা যায় সেইটেই মাথায় আসছেল না, তা দেখ ভগবান আপনিই কেমন ব্যবস্থা করে দিলেন। উঃ, আমার তো আহ্লাদে নাচতে ইচ্ছে করচে। কিন্তু বিকেলবেলা তো হবে না।'

জিগ্যেস করলুম—'কেন গা দিদিমণি? বিকেলই তো ভালো।'

দিদিমণি একটু ধমক দিয়ে উঠল, বললে—'সব কথায় কেন কেন করিসনে—জবাব দেওয়া যায় না ছেলেমানুষকে—ঘোষালের কুপুত্তুর কি বিকেলবেলা আসতে রাজী হবে নাকি? মাসীমা তো ব'লে দিলে—সবারই তো একটা নজ্জা-আবরু আচে।…না হয় বাপে তল্লাস নেয় না, তাই নিজেই কোমর বেঁধে নামতে হচ্চে বেচারীকে। বিকেল নয়, একটু বেশ গা-ঢাকা হলে। তা ভেন্ন, কালও হবে না।'

ছটফট তো আমিও করছিলুম দা'ঠাকুর, বললুম—'কেন, কাল তো দিব্যি হোত সভ্য সভ্য।'

আবার ধমক দিয়ে বললে—'যা বুঝিস নে তাতে কথা কস নে স্বরূপ, একটা মানুষ ক'নে পচন্দ করতে আসচে, তাকে একটু তোড়জোড় ক'রে আসতে হবে না! তা ছাড়া নোলকপরা একটা টেঁপিপুঁটি নয়, স্বয়ম্বরের ক'নে, তার নিজের পচন্দ-অপচন্দ নেই? সে যদি নাক সিঁটকে বসে তো ত্যাখন বেচারির কপালে আবার তো এই খেঁদি-বুঁচি অধমতারণ নেত্যকালী। কালও হবে না, পাত্তোরকে ছুদিন সময় দিতে হবে, ক'নের তর সইচে না তো শুকুক ছ'টো দিন, তাতে বরং টানটা আরও বাড়বে। পথ চেয়ে ছুটো দিন ভেতর-বার করুক, এমনি হয় না।'

আমার একটু আশঙ্কাই হচ্ছেল দা'ঠাকুর, বললুম—'দেরি হলে আবার আটা কমে যাবে না তো?'

দিদিমণি আবার ধমক দিয়ে উঠল, বললে—'তুই আর বকাস নি তো যা বুঝিস নে তা নিয়ে। এ কাঁটালের আটা, গেলেই হোল কমে! তোকে যেমন বলচি ছিরে ঘোষালকে তেমন গিয়ে বলবি। হ্যাঁ, মাসীমাকে ওবিশ্যি বলবি—ও কাল বিকেলেই আসবে। নে, শোন্ হাতে একটা ফুল নিয়ে, শুভ কাজ—'

ত্যাখন আর বলতে পারলে না। বাবাঠাকুর একটু হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল সদর দিয়ে, বললে—'নেত্য কোথায় গেলি গো? তাড়াতাড়ি ছুটি ভাতে-ভাত নামিয়ে দে তো মা, এক ফ্যাসাদ হয়েছে, এক্ষুণি বেরুতে হবে—বরাত য্যাখন মন্দ হয়…'

ঘরে ব'সে আমার সঙ্গে কথা কইছেল দিদিমণি, খিলখিল করে হেসে চাপা গলায় বললে—'ঐ আর এক মানুষ—সব্বদাই তাড়াহুড়ো, সব্বদাই ফ্যাসাদ!…তোমার বরাত মন্দর এখনও হয়েচে কি? একটা যা'হক জুটছেল বুড়ো বয়েসে, তাও হাতছাড়া হয় বুঝি!'

হাসি সামলে মুখটা মুছে নিয়ে ওনাকে বললে—'হয়ে যাবে'খন বাবা, তুমি ত্যাতক্ষণ চান ক'রে আহ্নিকটা সেরে নাও তো।'

আমায় বললে—'তুই যা, ছুপুরে ত্যাখন বলব'খন, একটু ভেবেও নিই ত্যাতক্ষণ; যা ঠাহর করেছিলুম তার থেকে আবার একটু আলাদা হ'য়ে গেল তো।'...এবার কাৎ করুন হুঁকোটা একটু দা'ঠাকুর, সেই কবেকার কথা মনে ক'রে ক'রে বলা তো, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া মাঝে মাঝে না দিলে চলে না।'

গোটাকতক কষে টান দিয়ে কলকেটা আবার বসিয়ে দিয়ে বললে—'তবে সে সব ভোলবার কথাও নয়, গেঁথে ব'সে আচে মনে।...'

ছুটো দিন পরের কথা। এ ছুটো দিন ব্রেজঠাকরুন ক্রেমাগতই আমায় তাগাদা করচে, সে এমন যে বুঝচি কোঁদলের নাড়ি কোঁ-কোঁ করচে, তবুও এক একবার যেন সন্দো ধ'রে যেত, সত্যি দিদিমণি যেমন বললে,—য্যাত দেরি হবে ত্যাতই টান হবে ইদিকে, তাই হোল নাকি শেষ পজ্জন্ত? আমায় দিদিমণি যেমন যেমন শিখিয়ে দেয় তেমনি তেমনি ক'রে বলি—ঘোষালের পোর মাথা ধরেচে, তো, বলচে সকালে আসবে, তো আজ বিকালে নিশ্চয়;—ব্রেজঠাকরুন আনচান ক'রে বেড়ায়, বলে—কৈরে স্বরূপ, আসে না যে?...কৈ, এল না তো আজও? আবার একবার যাবি—বলবি—তিনি আর ধৈয্য ধরে থাকতে পাচ্চেন না যে।'

দিদিমণি বলে—'দেখচিস তো দময়ন্তীর অবস্থাটা? এইবার দেখবি পালা কিরকম জমে!'

এই ক'রে ছু'টো দিন কেটে গেল দা'ঠাকুর। তারপর তিন দিনের দিন রসের নাগর এসে উপস্থিত হলেন। দিদিমণিই তো অন্তরীক্ষ থেকে কলকাঠি নাড়চে সব, আমায় যেমন যেমন বলচে তেমনি তেমনি ক'রে ছুদিকে বলচি, ব্রেজঠাকরুনকে বললুম—'আজ নিশ্চয় আসবে বলেচে, তবে কখন আসবে তা বললে না, গুলিখোরের মেজাজ অত খেঁচকে জিগ্যেস করতেও ভরসা হোল না আমার।'

কথাটা আমায় দিদিমণি যা বুঝিয়ে বললে দা'ঠাকুর ; বললে—'বুঝচিস না স্বরূপ ? অন্যদিন বলিস সকালে আসবে কি দুপুরে আসবে কি বিকেলে আসবে, মাসীমা সেই সময়টুকুই ওপিক্ষ্যে ক'রে থাকে, এ কখন আসবে তার ঠিক নেই, সকাল থেকেই ওপিক্ষ্যে করতে করতে মাথায় আরও আগুন ধ'রে থাকবে'খন। ঐ ক'রে বলবি, যেমন বলে দিচ্চি।'

তা সত্যিই দা'ঠাকুর, অন্যদিন অন্যসময়টা একটু একথা-ওকথা নিয়েও থাকে, হোল তো দুটো সংসারের কথাই—সেই যিদিন ট্যাকা কটা বের ক'রে দিলে সিদিন থেকে ভেতরকার কথাও তো জেনেচে : কিছু না পেলে তো বাবাঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে নিয়েই দুটো ফষ্টি-নষ্টি করলে ; উনি ভালোমানুষ, সত্যিই তো আতঙ্ক ধরে গেছে কোন্‌দিন কি ক'রে বসে,—অন্যদিন থাকে এইরকম দুটো এ-কথা সে-কথা নিয়ে, তা সিদিন আর কিছু নয়—আমি য্যাখন কৈলীকে নিয়ে এলুম, একটু সকাল ক'রেই এলুম সিদিন, দেখি মুখটা থমথম করচে—সেই সকাল থেকে গরম রক্ত ঠেলে মাথায় উঠচে তো ক্রেমাগত। আমি এলুম তাও একটা কথা নয়, এখনও এল না কেন, কি বিত্তান্ত। কিছু নয় ; একবার শুধু আড়চোখে চেয়ে দেখলে, তারপর আবার যেমনকার তেমনি।

গৈলে গিয়ে গোরুটাকে বাঁধচি, দিদিমণি পা টিপে টিপে এল, ফিসফিস করে জিগ্যেস করলে—'আসবে তো রে ?'

বললুম—'হ্যাঁ, এসে পড়ল ব'লে।'

'তুই গিয়েছিলি বিকেলে ?'

বললুম—'হ্যাঁ।'

'যেমন যেমন বলেছিলুম সব ঠিক আচে তো ?'

বললুম—'একটু বেশি করেই ঠিক আচে দিদিমণি, তুমি তো বলে দেছলে ক'নের ইচ্ছে একটু কামিয়ে-কুমিয়ে ভালো ক'রে সেজে-গুজে আসে, তা ওরা একেবারে রাজবেশের ব্যবস্থা করেচে।

মনে হোল যেন সিদিনে যাত্রায় ভৈরবদাস রাজা শিখিধ্বজের পাটে সেটা পরেছেল।'

দিদিমণি তুহাতে মুখটা ঢেকে হাসির চোটে একেবারে উলটে পড়বার দাখিল, চোখ তুটো বের করে মাথা নেড়ে জিগোলে—'সত্যি নাকি? তাহলে দেখ্, আরও নতুন কি কি করে; করবেই এই বলে দিলুম। সত্যি যাত্রার সাজ?'

বললুম—'হ্যাঁ সত্যি, আমার সামনেই তো জ'টে পোঁটলাটা নিয়ে এল, আমায় শাসালেও—তুটো ট্যাকা ভাড়া লাগল, পাঁচটা ট্যাকা জামিনও ধ'রে রাখলে মুটু অধিকারী, যদি গচ্চা যায় তো তুই আচিস কি আমি আচি।'

দিদিমণি বললে—'মুয়ে আগুন, সাত্থপর! কোথায় তুটো ট্যাকা খরচ হয়েচে তাতেই সারা, আর উদিকে একটা অবলা-সরলা-বিত্তলাবালা যে হা-পিত্যেশ ক'রে···'

চাপা হাসিতে মুখটা সিঁতুর বর্ণ হয়ে উঠেচে, মুচে নিয়ে বাইরের দিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠে বললে—'ওরে স্বরূপ, সব্বনাশ, উদিকে ক'নে যে বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে চলল!'

ঘুরে দেখি, সত্যি! ব্রেজঠাকরুন এতক্ষণ উঠোনে দশ-আনি তরফের পিঁজরের বাঘটার মতন পায়চারি করছিল, হঠাৎ কি মনে হ'য়ে হনহন ক'রে সদর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্চে! তুজনেই আমরা নিঃসাড় হ'য়ে গেচি, রাগী মানুষ, ক্ষেপে গেল নাকি?—এমন সময় দেখি আবার সেইরকম ক'রে ফিরে আসচে। দাওয়ায় দড়ির আলনায় গামছা টাঙানো ছেল, কাঁধে ফেলে নিলে, তারপর আবার হনহন ক'রে বেরিয়ে গেল।'

বাড়িতে আর কেউ নেই। অন্যদিন বাবাঠাকুর হয় থাকে না হয় বেরোয়; দিদিমণি জানে ছিরু ঘোষাল আসবে না, আর কিছু বলে না; আজ তানাকে ইচ্ছে ক'রেই একটা জিনিস কেনবার নাম ক'রে তিনখানা গাঁ পেরিয়ে বাতাসপুরের হাটে পাঠিয়ে দেছল। খালি

বাড়ি পেয়ে হুলে হুলে হাসতে নাগল দিদিমণি, বলে—মাথায় আগুন ধ'রে গেচে রে স্বরূপ, আর পারলে না। পারে কখনও? —চলল ঘোষপুকুরে ডুব দিতে—আহা, তা দিয়ে আসুক গোটাকতক, নৈলে ক্ষেপে যাবে যে! আজ আবার সমস্ত দিন একেবারে মুখ খোলেনি—ঐ মানুষ। আহা, দিয়ে আসুক। আমি শুধু ভাবচি —আগুন যদি নিভেই গেল তো এত মেহনত ক'রে আমার শুধু ভস্মে ঘি ঢালাই যে সার হোল!'

বললুম—'না হয় গিয়ে বলি—নেয়ে কাজ নেই এখন, ও এক্ষুণি এসে পড়বে।'

দিদিমণি হাসিতে একেবারে ভেঙে পড়ল, বলে—'দেখো, কার মরণ কার ঘাড়ে এসে পড়ে! ও-ছোঁড়ারও মতিচ্ছন্ন ধরেচে, ঐ মানুষকে এখন পিছু ডাকতে যাবে!···চিবিয়ে গিলে ফেলবে একেবারে, চিহ্নও রাখবে না!'

খালি বাড়ি, সকাল থেকে চেপে চেপে রেখেচে হাসি—আজ সারাদিন ব্রেজঠাকরুন একবারও নড়েনি তো—বিনিয়ে বিনিয়ে বলচে আর ডুকরে ডুকরে হেসে উঠচে, এমন সময় হঠাৎ এক বিপরীত কাণ্ড দা'ঠাকুর, পেল্লায় এক আওয়াজ—'স্বরূপে!!'

ভাঙা কাঁশিই,—ও আর ভুল হবার জো নেই তো। দিদিমণির দিকে চেয়ে দেখি সেও যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেচে, চাপা গলায় জিগ্যেস করলে—'হঠাৎ কি হোল রে আবার!'

কি বলব ভাবচি এমন সময় ব্রেজঠাকরুন একেবারে গনগনিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে আবার ডাক দিলে—'স্বরূপে! বলি কোথায় গেলি।'

এবার আর সে আওয়াজ নয়, একেবারে নরম, তবে গৈলে থেকে দেখচি চাপা রাগে সমস্ত শরীলটা কাঁপচে। দিদিমণি ত্যাতক্ষণে সামলে নিয়েচে, বেশিক্ষণ কোনও ধাঁধায় প'ড়ে থাকবার মেয়ে ছেল না তো; ফিসফিস ক'রে বললে—'নিগ্‌ঘাৎ এসে গেচে

গুলিখোরটা, রাজবেশ তো, তাই ধোঁকা লেগে গেচে, তুই ঘাবড়াস নে।'

'কি গা মাসীমা?'—বলে আমি হাতের জাবনা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলুম।

বললে—'এগিয়ে আয়।'

কাছে যেতে বাঁহাতে কড়কড়িয়ে আমার একটা কব্জি চেপে ধরে বললে—'চল্ বাইরে আমার সঙ্গে।'

হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে সদর দরজা থেকে বেশ খানিকটে দূরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল, সেইরকম চাপা গলায়ই জিগ্যেস করলে—'মাদার গাছটার নিচে অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে কে ও লোকটা?'

এতক্ষণ ঘাবড়াইনি দা'ঠাকুর, জানি তো কি হ'তে চলেচে, এখন আবার অন্ধকার, আর মাদার তলার ঝোপের কথায় একটু যেন খট্‌কা নেগে গেল, ব'লে বসলুম—'জানিনে তো।'

বুঝলেন না?—কথা ছেল বেশ একটু গা-ঢাকা গোছের হ'লেই ছিরু ঘোষাল সেজেগুজে একেবারে সদরে উপস্থিত হ'য়ে আমার নাম ধ'রে ডাকবে। গুলিখোর, না হয় অতটা তাল রাখতে পারেনি, বাইরে এসে ব'সে আছে কোথাও গুটি-সুটি মেরে—দিদিমণি যেমন বললে—রাজবেশ দেখে ধোঁকা নেগে গেচে ব্রেজঠাকরুনের। এ একেবারে অতখানি তফাতে মিত্তিরদের পোড়োবাড়ির মাদার তলায়, ঝোপের মধ্যে—আমি বেশ একটু ধাঁধায় পড়ে বলে বসলুম—'জানিনে তো।'

—'জানিস, তুই অনেক কিছুই জানিস হারামজাদা, তোর কোনও গুণে ঘাট নেই!...দাঁড়া, এইবার বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে বলবি।'

দিদিমণি ইচ্ছে করেই খানচারেক আধপোড়া চ্যালা কাঠ ইদিকে-উদিকে ছড়িয়ে রেখেছেল, যাতে প্রয়োজনের সময় না খুঁজতে হয় ওনাকে; আমায় টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একখানা

তুলে নিলে, তারপর মাথার ওপর উঁচিয়ে ধ'রে বললে—'এইবার বলবি। বল্ কে ও, আর কার কাছে তুই চিঠি নে যাস নেত্যর? জমিদারের ঘরের ছেলে—যেন মনে হোল ঘোড়ায় চড়ে; বল্ শিগ্‌গির, নয় তো দিলুম এই বসিয়ে।'

আজ্ঞে হ্যাঁ, গুলিখোর কটা মাথা একত্তর হয়েছে তো? ত্যাখন বললুম না? ভালো ক'রে সাজতে হবে তা মুটু অধিকারীর ওখেন থেকে যাত্রার সাজ ভাড়া ক'রেচে, তাতেও মন ওঠেনি—রাজা, সে যাবে হেঁটে! স্বয়ম্বরের জন্মে মন ভেজাতে যাচ্চে না!

ব্রেজঠাকরুন বুঝি ইদিকে দিলে পোড়া কাঠটা মাথায় বসিয়ে —নিজেদের কুবুদ্ধি নিজেদেরই ঘাড়ে এসে পড়ল বুঝি, এমন সময় স্বয়ং রাজা শিখিধ্বজ ঘোড়ায় চড়ে আসরেতে অধিষ্ঠান হলেন—পায়ে জরিদার নাগরা, তার ওপর মখমলের ইজের, তার ওপর সলমা চুমকি বসানো আলখাল্লা একটা, মাথায় বকের পালক গোঁজা পগ্‌গ। চ্যালাখানা ওঠাতে দেখে দিদিমণি ছুটে বেরিয়ে আসছেল বাড়ি থেকে, চৌকাঠের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছিরু ঘোষাল একলা নয়, জ'টে সঙ্গে আচে। সঙ্গে থাকা মানে —নটবর পালের হেটুরে ঘোড়া—এক হাট থেকে অন্য হাটে বাসন-কোসনের ঝাঁকা ব'য়ে নে যায়, রাজ-রাজড়ার বইবার অব্যেস নেই তো, নড়তে চাইবে কেন?—জ'টে খানিকটে ক'রে পেছন-দিক থেকে ঠেলে দিচ্চে, আবার চারটে পা পুঁতে দাঁড়িয়ে পড়চে। বাসন ব'য়ে ইহকালটা কাটালে, রাজ্যভার সইবে কেন দা'ঠাকুর?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ত্যাতক্ষণে ব্রেজঠাকরুনের হাতের চ্যালা কাঠটা আলগা হ'য়ে গেচে বৈকি, দূর থেকে অন্ধকারে ঘোড়া দেখেছেল তো একটা, তা সে যে এ-হ্যান চিজ তা তো জানত না; একেবারে নিব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। উদিকে ওনারা ঐরকম ঝাপতালের ঝোঁকে ঝোঁকে এগিয়ে আসতে থাক্।

যদি বলেন নোক দেখে ওদের হুঁশ হোল না কেন তো গুলি-

খোরদের মনমেজাজের একটু সন্ধান রাখতে হয় দা'ঠাকুর, আমার ঘাঁটা আচে কিনা খানিকটে। ওদের মাথায় একটা কথা যে সেঁদিয়ে যায় তাই নিয়েই থাকে পড়ে ;—স্বয়ম্বরে যেতে হবে তো স্বয়ম্বরে যেতে হবে—তারপর পিথিমীর কোথায় কি হচ্চে না-হচ্চে সে হুঁশ তো থাকবে না কিনা। ছিরে নটবরের হেটুরেটার ওপর বুঁদ হ'য়ে ব'সে আচে, পড়বার ভয় নেই, একটু পা বাড়ালেই মাটি, আর জ'টে যাচ্চে ল্যাজ মোড়া দিয়ে ধাপে ধাপে চালিয়ে। তারপর খটকা হ'তে হ'তে ত্যাতক্ষণে আরও এগিয়েও তো এয়েচে খানিকটে, আমায় চিনতেও তো পেরেচে ; ওখান থেকেই জিগ্যেস করলে,—জ'টেই জিগ্যেস করলে—'মণ্ডলের পো না ?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে।'

আরও দুটো ঠেলায় কাছে এসে পড়ল। ওই জিগ্যেস করলে—'এগিয়ে নিয়ে যেতে এয়েচিস ?'

আমি একবার ব্রেজঠাকরুনের দিকে চাইলুম, একেবারে যেন বাকরোধ হয়ে দাঁড়িয়ে আচে। ত্যাতক্ষণে ওনার সন্দোটাও মিটে গেচে যে আর কেউ নয়, তবে এ-দিশ্যু যে দেখতে হবে ভাবতে পারে নি তো, একেবারে কাঠের পুতুলটি হয়ে দাঁড়িয়ে আচে। একবার উরি মধ্যে উদিকে চেয়ে দিদিমণি সেইরকম ঠায় চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁতে নখ খুঁটচে ; এই ধরুন না কেন শ'খানেক গজ দূরে।

ওরা দুজনে একটু ঝিমিয়ে নিলে, মেহনত হয়েচে তো ; আর পোঁছেও গেচে ভালয় ভালয় ; নিশ্চিন্দি। একটু ঝিমিয়ে নিয়ে ছিরু জিগ্যেস করলে—'তা সঙ্গে কে ও ?'

ব্রেজঠাকরুন ত্যাখনও ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে। দেখে যাচ্চে ! আমি ওনার মুখের দিকে চেয়ে কোন উত্তুর না পেয়ে কি বলব ভাবচি, ছিরু জটেকে পরামর্শ করলে—'জিগ্যেস কর্‌ তো ক'নের সহচরী কিনা।'

রাজা, সে আবার সোজাসুজি মেলা কথা কইতে পারে না তো

যার-তার সঙ্গে, তাই যেন মন্ত্রীকে আদেশ করা হোল। এই ত্যাখন গিয়ে যেন সাড় হোল ব্রেজঠাকরুনের। কি উত্তুরটা দেব ভেবে ওনার দিকে চেয়েছি, ব্রেজঠাকরুন নিজেই মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, —হ্যাঁ সহচরীই, তা রাজকুমারীকে এই নিয়ে আসি, নিরিবিলিতে তো বাড়ির মধ্যে সুবিধে হবে না; এই নিয়ে এলুম বলে, ত্যাতক্ষণ আপনি একটু ধৈয্য ধ'রে থাকো।' বলতে বলতে গটগট ক'রে চলে গেল বাড়ির দিকে; একবার পেছন ফিরে দেখলুম—দিদিমণি যে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আচে, ভ্রূক্ষেপও নেই, একটি কথা জিগ্যেস করলে না তানাকে, হনহন ক'রে পাশ দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

ওবিশ্যি চেষ্টা করেছেল কথাগুনো মিষ্টি করেই বলতে, তবে চোপোর দিনের রাগ শরীলটাতে জমানো রয়েচে, কতটা আর মিষ্টি করতে পারবে ক'ন্‌না। ছিরু পিটপিট ক'রে একটু সামনে চেয়ে দেখলে, তারপর বললে—'জ'টে পেছনে আচিস তো?…কি রকম বুঝচিস্?'

জ'টে বললে—'তা সে-কথা ঠিক—বাড়ির চেয়ে কুঞ্জই ভালো। আমি তাহলে না হয় একটু তফাত হ'য়ে দাঁড়াইগে ত্যাতক্ষণ?'

'সে কথা বলচিনে; সহচরীর মেজাজটা একটু তিরিক্ষি ব'লে মনে হোল না যেন? চেহারাটাও তো বেশ মোলায়েম বলে বোধ হ'ল না।…মণ্ডলের পো, তুই তো ব'লতে পারিস।'

সত্যি কথা বলতে কি আমারও ত্যাতক্ষণে ভয় ঢুকে গেচে দা'ঠাকুর। এতক্ষণ যে ভেবেছিলুম দিব্যি একটা নকল দেখব ঘরে ব'সে, তা নকল তো আর থাকবে না ব্যাপারটা। যে ভাবে গেল বাড়ির মধ্যে, কি নিয়ে আসবে, কি করবে কে জানে? ভাবলুম পাপ সরিয়েই দিই না হয়।'

বললুম—'এমনি তো খুব ঠাণ্ডা মেজাজ, তবে একটু ক্ষ্যাপাটে, এক এক সময় সেইটে চাগিয়ে ওঠে।'

ভয়ের সামনে তো নেশা নয় দা'ঠাকুর ; দুজনেই ঘুম ঘুম চোখ দুটো চাড়া দিয়ে চাইলে আমার দিকে, ছিরু জিগ্যেস করলে— 'চাগিয়ে ওঠে ! কৈ, বলিস নি তো সে কথা !'

বললুম—ঠিকই ছেল তো ; তা আপনাদের বিলম্ব হ'তে ক'নে ঝালটা সহচরীর ওপরই ঝাড়লে কিনা এতক্ষণ ধ'রে।'

ছিরু জ'টের পানে চেয়ে বেশ ব্যাজার হয়ে বললে—'তোকে বললুম ত্যাখন, আর ছিলিম সাজবার দরকার নেই ওখেনে গিয়ে ! মিত্তিরদের পোড়ো ভিটেতেই দেরি হ'য়ে গেল তো ; ঐ শোন, কি বলে এখন।'

জ'টেও বেশ চাঙ্গা হ'য়ে গেচে দা'ঠাকুর, আর তক্কের দিকে না গিয়ে বললে—'তাহ'লে ঘুরিয়ে নে না হয় ঘোড়ার মুখটা।' আমায় চোখ রঙিয়ে বললে—'বলে দিবি ওদের বিলম্ব দেখে আমাদের মেজাজও বিগড়ে গেল ; এই ফিরে চললুম রাগ ক'রে।'

ত্যাতক্ষণে ব্রেজঠাকরুনও বেরিয়েচে উদিকে। বেরিয়ে একবারে নিজ মূত্তি !—'ঘোড়ার মুখ ফেরালে কেন রে স্বরূপ ? আগলে রাখবি।'

আগলাবার দরকার নেই কষ্ট ক'রে, আরবী ঘোড়া নিজের চারিদিকে চারটে পা পুঁতে দাঁড়িয়ে গেল, ঠেলাও মানে না, ধমকও মানে না।···ওবিশ্যি আমার অনুমান, তবে ব্রেজঠাকরুন বোধহয় কাটারিই আনতে গেছল, তা দিদিমণি তো হাতিয়ার সব সরিয়ে রেখেছেল বুদ্ধি করে, না পেয়ে একখানা আস্ত চ্যালাকাঠই টেনে নিয়েচে, একেবারে অগ্নিশম্মা হ'য়ে ছুটে আসতে আসতে বললে—'সবুর কর্, এই নিয়ে আসচি কন্যেকে !'

জ'টে একবার পেছনে দেখে নিয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দিলে ছুট ঘোড়া ঠেলা ছেড়ে। একটু আছাড়ও খেলে, তবে খানিকটে গিয়ে ; সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললে—'ঘোড়া ছেড়ে পাল্যে আয় ছিরে, অন্যদিন হবে।'

তা ছিরুরই কি অসাধ দা'ঠাকুর ? ছাড়তে পারলে তো বাঁচে ;

কিন্তু গুলিখোরের লিকলিকে কাঠামো, তার ওপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভারি ঝলমলে সাজগোজ, কোথায় জিনের সঙ্গে জড়িয়ে গেচে কি দড়ির সঙ্গে আটকে গেচে, একবারটি চেষ্টা ক'রে দেখে ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

দাঁড়িয়ে চোরের মারটাই খেতে হোত দা'ঠাকুর—দিদিমণি পরে বললে কিনা—'পোড়া এক হাসি হয়েচে স্বরূপ—খুন হয়ে যাচ্চে একটা লোক, তা হুঁশ নেই যে ছুটে গিয়ে ধরি'—আপনাকে বলব কি, দাঁড়িয়ে চোরের মারটাই খেতো, তবে গুরুবল, একখানা বাড়ির পর দ্বিতীয় বাড়ি যা হাঁকড়ালে ব্রেজঠাকরুন সেটা ছিরেকে না লেগে নটবরের ঘোড়ার পিঠের একেবারে মাঝখানে। আর কথা আচে?—অমন যে বেয়াড়া ত্যাঁদোড় ঘোড়া—ধমক মানে না, মিষ্টি কথায় কান দেয় না—একেবাবে তীরের মতন ছুটল সামনে—মাঠ দে যাচ্ছি, কি পথ দে, কি মিত্তিরদের পোড়ো ভিটের আগাছার জঙ্গল ফুঁড়ে, জ্ঞানগম্যি নেই।...আজ্ঞে না, ছিরু ঘোষালকেও পড়তে দেখলুম না, আঁকড়ে ধরেচে যেন মিশে রয়েচে ঘোড়াটার গায়ে; প্রাণভয় বড় ভয় তো দা'ঠাকুর—মিথ্যে কেন বলতে যাব, যতক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল পড়তে দেখিনি—তারপর ওরই বা কি হোল, জামিনে ভাড়া-করা শিখিধ্বজের আলখাল্লারই বা কি হোল সে তো আর দেখতে পেলুম না কেউ।'

স্বরূপ একটু চুপ করল। আমি বললাম—'তাহলে তোমার দিদিমণির ঘোষালদের দিকের ফাঁড়াটা একরকম ক'রে কাটল?' ঘটনা যেমন এগুচ্ছে তাতে গল্পের পরিণতি সম্বন্ধে একটা অন্যরকম আশা ক'রেই কথাটা আমার বলা; স্বরূপ কিন্তু আমার মুখের পানে চেয়ে বললে—'বুঝলুম না তো দা'ঠাকুর।'

বললাম—'বলছিলাম, আর তো ঘোষালের পো এদিকে মাড়াবে না—এরকম অভ্যথনার পর।'

'আজ্ঞে না, তা ওবিশ্যি মাড়ায় নি, একেবারে সেই বিয়ের রাত্তির ছাড়া।'

'বিয়েটা তাহলে এই বাড়িতেই হোল শেষ পজ্জন্ত?'

'আজ্ঞে, জম্ম, মিত্তু, বিয়ে—এ তিনটে বিধেতা পুরুষ যার যেখানে নিকে দিয়েচে তা হ'তেই হবে কিনা। কিন্তু সেকথা রেখে এদিককার কথাটা আগে সেরে নিই দা'ঠাকুর।'

সংসার ইদিকে দিনদিনই অচল হ'য়ে আসচে। ওবিশ্যি সচ্ছল কোনকালেই ছেল না, তবে ঐ ষষ্ঠীপুজো, মাকাল পুজো, মাঝেমধ্যি-খানে এক-আধটা বিয়ে কি ছেরাদ্দ—এই ক'রে চ'লে যেত একরকম, তা সধবা-বিধবা নিয়ে যে দলাদলি ঢুকল গাঁয়ে, আর ঠাকুর-মশাইয়েরও কী দুম্মতি হোল যে গয়ারামের সেই সাত পুরুষের ভাগনীর বিয়ে দিতে গেলেন—সেই থেকে সামান্যি আয়ের পথটুকুও বন্দো হয়ে আসতে নাগল তো। তারপর মা-ঠাকরুন মারা যেতে রাজু ঘোষালের কাছে কজ্জ হয়ে পড়ল, সেটা শোধবার জন্যে শিষ্যিবাড়ি ছুটতে হোল মাঝে মাঝে। তাতে যে শোধ হোল কজ্জ তা নয়, রাজু ঘোষাল আত্তিস্যি দেখিয়ে টাকা নিলে না, মাঝখান থেকে কয়েকবার যাওয়া-আসা ক'রে ও-আয়ের পথটুকুও একরকম বন্দো হয়ে গেল। তারপরেই এলেন ব্রেজঠাকরুন, বিয়ের ভয়ে বাবাঠাকুর ওদিকে একরকম ভিটে ছাড়াই হয়েছিলেন। ফিরে এসেও বাড়িতে একটু থিতু হয়ে বসবেন তবে তো নোকে ডাকবে, তা চোপোর দিন ভিটে ছেড়ে এর চণ্ডীমণ্ডপ তো ওর বৈঠকখানা ক'রে বেড়াচ্চেন, ভয়, পাগল মানুষ, গলায় আচমকা একটা মালা গলিয়ে দিয়েও যদি জাপটে ধ'রে বলে এই বিয়ে হ'য়ে গেল—একেই বিধবা-বিয়ে বলতে হবে—তা ত্যাখন তার তো আর কোনও ঝাড়ফুঁক নেই কিনা।

এই সব নানাকারণে সংসার অচল হয়েই এসেছিল যার জন্যে দিদিমণিকেও রাজু ঘোষালের কাছে কজ্জ চেয়ে চিঠি নিখতে

হয়েছেল দা'ঠাকুর—আপনেকে বলেচি সে কথা, মনে থাকতে পারে।'

বললাম—'হ্যাঁ, সেই ব্রেজঠাকরুনের কাছে চিঠিশুদ্ধ ধরা প'ড়ে গেলে তুমি, তিনিই কটা টাকা হাতে দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন তোমায়'—

'দশটি ট্যাকা ; তাতে ঐ সংসার—যেটা খোঁজ সেটাই নেই—ক'দিন চলে দা'ঠাকুর ? দেখতে দেখতে ফুট-কড়াই হ'য়ে গেল। তারপরেই ছিরু ঘোষালকে নিয়ে এই কাণ্ডটা হোল।

বোধহয় দিন পাঁচেক পরের কথা দা'ঠাকুর, মাঠ থেকে ফিরতে সেদিন আমার একটু বিলম্ব হয়ে গেল। বাড়ি ঢুকে দেখি দিদিমণি দাওয়ার সিঁড়িটাতে চুপ ক'রে ব'সে আচে, সন্দে উতরে গেচে তবুও কোন ঘরে পিঁদিম পজ্জন্ত জ্বালেনি তখনও, তুলসী তলায়ও নয়। ওনার কথা কইবার লোকও তো আমি একলা, তাই বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে এলে রোজই কিছু না কিছু নিয়ে আরম্ভ ক'রে দিত কথা, সেদিন কিন্তু কিচ্ছু নয় ; এলুম, কৈলীকে গোয়ালে তুলতে গেলুম, একটি কথা নয়, সেইরকম চুপ ক'রে রইল ব'সে।

গোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম—'দে-কাঠিটা দাও, সাঁজাল দোব।'

বললে—'হবে'খন ; সাঁজাল দিয়ে তো সব হচ্চে ; দুধে ভাসচে সবাই।'

একটু পরে একটু ধমকেই বললে—'তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায় ? —একটা কাজ ক'রে উবগার নেই গেরস্তর, শুধু এক বাঁজা গাই তাড়িয়ে বেড়ানো আর গো-গ্রাসে গেলা।...আসে কোথা থেকে ?'

বাড়িতে আর কেউ নেই, থমথমে ভাব, কি বলব কি করব ভাবচি, ডাকলে—'শোন্ এগিয়ে আয়।'

গিয়ে দাঁড়িয়েই আচি, হুঁশ নেই দিদিমণির, শেষকালে আমিই হার মেনে জিগ্যেস করলুম—'কি বলবে গো দিদিমণি ? কি ভাবচ অত ?'

দিদিমণি আবার একচোট ঝেঁঝে উঠল, বললে—'ভাবচি ঐ পোড়াকপালীর কথা, ঐ রাক্কুসীর, নিজেরটা খেয়ে ব'সে আচে কোন্ কালে, আমার যাও একটা আশা-ভরসা ছেল তাও শেষ করলে এসে?'

'কে গা? কি শেষ করলে?'

'কেন, ঐ মাসিমা—নাম করতেও ইচ্ছে করে না। গেঁজেল হোক, গুলিখোর হোক, তবুও তো ছেল একটা আশা, তা—'

থাকতে তো পারত না বেশিক্ষণ মুখভার করে, একেবারে খিল-খিলিয়ে হেসে উঠল, বললে—'ক'ঘা চেলা কাঠের বাড়ি পড়েছেল সেদিন ছিরের ঘাড়ে রে?—তুই তো ছিলি কাছে দাঁড়িয়ে।'

বললুম—'ঘোড়াটা আর জুত ক'রে হাঁকড়াতে দিলে কোথায়? চারপা তুলে পালাল কিনা।'

'তুই চুপ কর্ ছোঁড়া, মস্ত দোষ ক'রেচে ঘোড়াটা! বাসন ব'য়ে ব'য়ে তার উদিকে কড়া পড়ে গেচে, পিঠে নরম মখমলের পোশাক-গুনোর রগড়ানি, সে বেচারি ভাবচে তবে বুঝি আমার অশ্ব-জন্ম ঘুচে গেল, এমন সময় আচমকা একখানি আস্ত চেলাকাঠ! কেষ্টোর জীব, কতটুকুই বা প্রাণ? ছিপটিটা-আসটা খেয়ে এসেচে, সেইটুকুর সঙ্গে পরিচয়, সেইটুকুই জানে—এ যেন একেবারে বাজ পড়ল আকাশ চিরে—ও ছোঁড়া আবার বলে—চারপা তুলে পালাল, জুত ক'রে হাঁকড়াতে দিলে কোথায়?···নাঃ কাজ কি পালিয়ে?—তার তো জান্ না!···অত করে বললুম, তা তুই হতভাগা যে গেলিনি খুঁজতে—ভূতের ভয়—নৈলে গেলে কিছু একটা যেতই পাওয়া, নিদেন মাথার পগ্গটাও—বড় সাধ ছিল ঘরে টাঙিয়ে রাখতুম বিসর্জ্জনের প্রিতিমার সাজের মতন করে···'

বলে আর দুলে দুলে হাসে, বলে আর দুলে দুলে হাসে, তারপর একসময় চোখমুখ মুচে নিয়ে বললে—'মরণ? কত দেখলুম এই বয়সে, আর কতই না দেখতে হবে!'

সঙ্গে সঙ্গেই পিঠের দিক থেকে আঁচলটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে একটা গেরো খুলতে খুলতে বললে—'আর একটু এগিয়ে আয়, একটা খুব লুকুনো কথা আচে, কাক্কেও বলবিনি।'

গেরো থেকে একটা ছোট্ট সোনার মাতুলি বের ক'রে একবার দেখে নিলে, তারপর মুঠোটা চেপে চোখ বুঁজে চুপ ক'রে ব'সে রইল। একটু পরে দুচোখ বেয়ে দরদর ক'রে য্যামন জল গড়িয়ে পড়েচে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে চোখ দুটো মুচে বললে—'সাধ ক'রে কি পোড়াকপালী বলতে ইচ্ছে হয়?—দেখ্না, একাদশী ঘোষালের পথটা খোলা ছেল, সিদিন এনেও দিলি দশটা টাকা, তা এই কাণ্ডটা ক'রে বন্ধ করলে তো সে পথটা। ব'সে বসে গেলোন্, আর গাঁ সুত্যু লোকের সঙ্গে ঝগড়া ফরিয়াদ। মরুকগে, আর ভাবতেও পারি না। ঘরে এক মুঠোও চাল নেই স্বরূপ, রাত পোয়ালে কাল যে কি হবে ভেবে কুল পাচ্চি না। তুই এক কাজ কর, এই মাতুলিটা বাঁধা দিয়ে···যাবিই বা কোথায়? ও পথ তো বন্ধ···

বললুম—'নবীন স্যাকরার দোকানে দেখব না হয়?'

দিদিমণি যেন ব'ত্তে গেল; এক এক সময় হয় তো ওরকম, খুব যেটা সোজা কথা সেইটেই খেয়ালে আসে না; বত্তে গেল যেন দিদিমণি, বললে—'তাই কর, হ্যাঁ সোনাই য্যাখন, ত্যাখন স্যাকরার দোকানেই যাওয়া ভালো; কিন্তু বলবি কি? ছেলেমানুষের হাতে সোনা দেখলে সন্দো করবে তো?'

সে বুদ্ধিটাও জুগিয়ে গেল মন্দ নয়। বললুম না ত্যাখন?—মাঝে মাঝে একটু আধটু যেত জুগিয়ে, বললুম—'বলব না হয় ছিরু ঘোষাল পাঠিয়েচে, শুনেচি মাঝে মাঝে ঐরকম ক'রে এটা-ওটা বেচে, বাঁধা রেখে নেয় ট্যাকা এখান-ওখান থেকে। গুলিখোরকে জিগ্যেস করতেও যাবে না।

দিদিমণি কি ভেবে একটু চেয়ে রইল আমার দিকে, ফিচলেমি

বুদ্ধি দেখেই হোক বা যে জন্যেই হোক, একটু যেন হাসি ফুটে উঠল মুখে, বললে—'তবে তাই বলিস। আহা, আবার মায়াও হয় রে, অমন মারটা খেলে। গুলি খাচ্চে, তাতেও কত উবগার হচ্চে মানুষের। বেশ তুই ঐ কথাই বলিস। কি জানি কত দেবে, যা দেয় —চার টাকা, পাঁচ টাকা, তুই তাই থেকে অমনি সের পাঁচেক চাল নিয়ে নিবি। আর সেরখানেক ডাল ; গামছাটা নিয়ে যা।'

মাতুলিটা আমার হাতে দিয়ে 'দেখি একবার'—বলে আবার চেয়ে নিলে। দু'তিনবার বুকে কপালে ঠেকাতেই আবার দুচোখ বেয়ে ঝরঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল। মুচে নিয়ে বললে—'মার হাতের মাতুলি রে স্বরূপ, সোনাদানার মধ্যে ঐটুকুই ছেল। পারলুম না ধ'রে রাখতে। এমন হ'য়েচে, সে-কথা ভাববারও ফুরসত নেই, ভাবনা শুধু এর পরে কি করব।'

বলতে বলতেই আবার মনটা উতলে উঠেচে ; 'কোথায় গেল বল্ দিকিন সব আমার ঘাড়ে ছেড়ে ছুড়ে ?' ব'লে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে আবার হুহু ক'রে কেঁদে উঠল।

মাতুলিটা নিয়ে বেরিয়ে এলুম বটে, মনটা কিন্তু আমারও বড্ড খারাপ হ'য়ে রইল দা'ঠাকুর। একে তো দিদিমণির ঐরকম ক'রে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না, তার ওপর মা-ঠাকরুন আমায়ও বড্ড ভাল-বাসত, ছেলেবেলার মনই তো, কেমন যেন মনে হতে লাগল তাঁনার গায়ের ঐ সোনাদানাটুকু ঘর থেকে বের ক'রে দিয়ে আমিও যেন একটা মস্তবড় খেলাপ কাজ করতে যাচ্চি। কি ক'রে সামলানো যায় রাতটুকু তাই ভাবতে ভাবতে যাচ্চি, হঠাৎ ব্রেজঠাকরুনের কথা মনে পড়ে গেল, তিনি তো মানাই করে দেছল দিদিমণি কোথাও পাঠালে তানাকে আগে না জানিয়ে যেন না যাই। ইদিকে উপরো-উপরি কয়েকটা ব্যাপার যে ঘটল তাতে কেমন একটা বিশ্বাসও দাঁড়িয়ে গেছল, হাজার লুকুতে যাই উনি শেষ পজ্জন্ত কোন না কোন উপায়ে টের পেয়ে যাবেই কথাটা, ত্যাখন, ঐ তো দুদিন

আগেই চ্যালা কাঠের দাপটটা দেখলুম দা'ঠাকুর, টাটকা রয়েচে মনে···সাতপাঁচ ভেবে ওনাকেই গিয়ে সব বলা ঠিক করলুম। কিন্তু ব্রেজঠাকরুনকে পাওয়া যায় কোথায়? বাড়িতে তো নেই। ভাবলুম চৌমাথাটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যে রাস্তা দিয়েই ফিরুক, দেখা হবেই। বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও হোল না, দেখি লখ্না আরও দু'তিন জন ছেলের সঙ্গে মণ্ডলপাড়ার দিক থেকে হনহন ক'রে এগিয়ে আসচে, আমায় জিগ্যেস করলে—'তুই যাবি নি? দাঁড়িয়ে কি করচিস এখেনে?'

জিগোলুম—'কোথায়?'

'বোসেদের বাড়ি কথকতা হ'চ্চে যে বিকেল থেকে। দক্ষযজ্ঞের পালা।'

তাহলে তো ব্রেজঠাকরুন নিঘ্ঘাৎ সেইখেনে, বললুম—'চ, সঙ্গী খুঁজছিলুম, অন্ধকার হয়ে এসেচে তো।'

গিয়ে দেখি পালার ত্যাখন প্রায় মাঝামাঝি, একেবারে মোক্ষম জায়গাটা। সতীর দেহত্যাগ হ'য়ে গেছে, শিব এয়েচেন তাঁর ভূত-প্রেতের দল নিয়ে, তুমুল ঝগড়া নেগে গেচে দু'পক্ষে। এর পরেই শিবের তাণ্ডব শুরু হবে। চুঁচড়োর রঘু ভশ্চাযি্য, নাম-করা কথক, খুব রসিয়ে ঝগড়াটা জমিয়েচেন, দেখি বামুন-কায়েতের মেয়েরা যেদিকটা বসে তার প্রায় মাঝখানটিতে এতখানি জায়গা নিয়ে দিব্যি আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে ব্রেজঠাকরুন মালা জপতে জপতে একেবারে তদ্‌গত হয়ে শুনে যাচ্চে—ক্ষণে হাসি ক্ষণে অন্যভাব; মানে কথক ঠাকুর যেমন যেমন উদিকে পালা গেয়ে যাচ্চেন আর কি। পালাটা তো হয়েচেও একেবারে মনের মতন, জ্ঞানগম্যি নেই যে কোথায় ব'সে আচি, কি করচি, কে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে কাণ্ডখানা দেখচে, কে ব্যাজার হ'য়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্চে।

সে যাই হোক, পাওয়া তো গেল তানাকে, এখন ভাবনা, কথাটা বলা যায় কি ক'রে। সে তো এখনকার মতন মরা-হাজা মসনে নয়

দা'ঠাকুর, একটা যাত্রা কি কথকতা হোলে লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যেত। কথকতায় আবার মেয়ের ভিড়ই বেশি, সেই ভিড়ের একেবারে মধ্যিখানে, কথক ঠাকুর থেকে মাত্র হাত কয়েক তফাতে ব'সে আচেন ব্রেজঠাকরুন, কথাটা তানাকে ডেকে বলতে হবে তো, তা প্রেথম সমিস্যে, ডাকা যায় কি করে? আসরে একটা শোরগোল তুললে তো চলবে না—মেরে এক্ষুণি ছাতু ক'রে দেবে।

এদিকে দেরিও তো হয়ে যাচ্চে, ভেবে ভেবে এক মতলব খাড়া করলুম দা'ঠাকুর। একেবারে ধার দে ধার দে একটু একটু ক'রে এগিয়ে মেয়েরা যেদিকটা ব'সে আচে সেদিকটায় চলে গিয়ে একেবারে ধারে যিনি ব'সে ছেল তাঁকে ডেকে গলা খাটো করে বললুম আপনার সামনের ঐ ওনাকে একবার ডেকে দেবেন? ডেকে দিতে তিনি য্যাখন ফিরে চাইলে, বললুম—আপনাকে নয়, সামনের ঐ ওনাকে; আবার তিনি য্যাখন ফিরে চাইলেন ত্যাখন বললুম—আপনাকে নয়, আরও এগিয়ে ঐ ওনাকে। এই ক'রে ক'রে ভিড়ের য্যাখন প্রায় আধাআধি পজ্জন্ত এগিয়েচি, যেখেনটায় দাঁড়িয়েছিলুম তার পাশেই একজন হৈ-হৈ ক'রে উঠল—'দেখতো, কোথাকার এক অখদ্যে এসে জুটল, শুনতে দেবে না পালাটা, ত্যাখন থেকে যাকেই ডেকে দাও—আপনাকে নয়, ওনাকে—আপনাকে নয়, ওনাকে—তুই চাস্ কাকে ভেঙ্গে বল, নয়তো বেরো এখেন থেকে!' উনি চেঁচিয়ে উঠতে আরও সবাই যোগ দিলে, উদ্দেশ্যটা য্যাতই ভালো হোক, সবাই জ্বালাতন হয়ে উঠেচে তো। ভেবেছিলুম শোরগোল হতে দেব না, চুপি চুপি কাজ সেরে নোব, তা চারদিক থেকে এমন শোরগোল উঠল যে কথকতা বন্ধ করে দিতে হোল ভশ্চায্যি মশাইকে। যাই হোক কাজ হোল, ব্রেজঠাকরুন ঘুরে চাইতেই আমার ওপর নজর পড়ল। সেই বাজখেঁয়ে গলায় জিগ্যেস করলে, 'তুই এখেনে কি করচিস রে ছোঁড়া? কাকে চাস্?'

বললুম—'আপনেকে।'

'কেন?'

'ডেকে পাঠিয়েচে।'

একটা হৈ-হৈ তো চলচেই দা'ঠাকুর, কথাটা ঠিক মতন পৌঁছুল না ওনার কানে, জিগ্যেস করলে—'কে পাইলেচে?'

অবস্থাটা যে এরকম দাঁড়াবে তাতো আর জানা ছেল না যে উত্তর ঠিক করা থাকবে, তবু পালাবার কথায় ওরই মধ্যে একটু মাথা খাটিয়ে বেশ চেঁচিয়ে ব'লে দিলুম—'কৈলীটা।'

আর কোথায় আছে!—'তবে রে অলপ্পেয়ে!'—ব'লে এক হাতে মালাটা মুঠিয়ে ধ'রে সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হনহন করে এগিয়ে আসতে লাগল, কার ঘাড়ে পা পড়চে, কার মাথায়, হুঁশ নেই। 'তবে রে অলপ্পেয়ে! একটা বাঁজা গাই,—আজ পজ্জন্ত একটা এঁড়ে বাছুর পজ্জন্ত দিয়ে উবগার নেই গেরস্তর—পালিয়েচে না আপদ বিদেয় হয়েচে—তার জন্মে নোকে বসে দুটো ভালোমন্দ কথা শুনবে একটু, তা···'

আজ্ঞে, যে গর্জন, সব কথা তো মনেও নেই; ভিড় ঠেলে যেমন পালাবার উপায়ও ছেল না, তেমনি একেবারে চোখের পলক না ফেলতে ফেলতে এসে আমার চুলটা মুঠিয়ে ধরলে।

গোলমাল যা উঠেচে দা'ঠাকুর, দক্ষযজ্ঞ তো তার কাছে শিশু। কি হোত কোথায় দাঁড়াত কিছুই বলা যায় না, তবে আমার মাথায় হঠাৎ যে বুদ্ধিগুনো জুগিয়ে যেত, তাতে যেমন বিপদ ডেকে আনত তেমনি আবার সামলেও দিত এক প্রকারে। ঐ শোরগোল চারদিকে, ইদিকে দু'একজন ছাড়িয়ে দিতে উঠেও দাঁড়িয়েচে একটা ছেলে খুন হয় দেখে, তারই মধ্যে আমার কি খেয়াল হোল, কাপড়ের খুঁটে মাদুলিটা যে বাঁধা ছিল, কিছু না বলে গেরো সুদ্যু সেটা আস্তে আস্তে ওনার হাতে তুলে দিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেজঠারুন জল হয়ে গেল। বুঝলেন না দা'ঠাকুর আমি হয়তো অতটা ভেবে করিনি—অনেক দিনের কথা, ঠিক মনে

নেই, কিন্তু ওনার মনে হতেই হবে কিনা যে গেরোর মধ্যে আবার সেই চিঠি ; একেবারে জল হয়ে গেল। চুল যে মুঠিয়ে ধরেছিল, হাতটা আলগা হয়ে গেল, বললে—'চল, আয়।' বাইরে যেতে যেতে সবাইকে যেন একটু জানান্ দিয়ে বললে—'তা হয় বৈকি ভাবনা, মাঠ ডিঙিয়েই উদিকে কসাইপাড়া তো।···আয় চলে শিগ্‌গির।'

একেবারে অনেকখানি দূরে সরে এসে একটা গাছতলায় একটু অন্ধকার দেখে দাঁড়াল, জিগ্যেস করলে—'আবার চিঠি? কার কাছে?'

রাগে নয়, যেন ভয়ে একটু একটু কাঁপচে। বললুম—'চিঠি নয়, মাদুলি।'

একটু যেন শিউরে উঠল, জিগ্যেস করলে—'মাদুলি! কিসের? কে দিলে? কার কাচে নিয়ে যাচ্চিস?'

কতদিনের কথা, তবু এখনও যেন দেখতে পাচ্চি দা'ঠাকুর, মুঠোতে গেরোটা যে ধ'রে আচে, হাত যেন আরও বেশি ক'রে কাঁপচে। ত্যাখন না বুঝি এখন তো বুজচি—মাদুলি আবার গুণ করা তুক্ করার ব্যাপার তো। আমি সব কথা একটি একটি ক'রে বলে গেলুম!

শুনে খানিকক্ষণ একেবারে চুপ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাঁপুনিটা একেবারে গিয়ে যেন একটা পাথরের মূর্তি। খানিকক্ষণ পরে 'হুঁ'—ক'রে একটা টানা শব্দ হোল সুদ্দু, তারপর জিগ্যেস করলে—'ঘরে একেবারে চাল নেই?'

বললুম—'তাই তো বললে দিদিমণি।'

'সে টাকাটা ফুরিয়ে গেচে নিশ্চয়? নিশ্চয় গেচে।···আচ্ছা, আমায় তো বলে টলে না, তুই জানিস কি?—অনাদি, মানে তোর বাবাঠাকুর—সে কিছু এনে টেনে দেয় না আজকাল?'

বললুম—'তানার আর রোজগার নেই তো, বিধবাদের দলের নোক তো।'

ব্রেজঠাকরুন হঠাৎ চটে উঠল—'আর সে কি করে? সেই জমিদারের ঘরের কুপুত্তুর, নাচিয়ে দিলে, এখন দেখে না কেন?'

—ওটা আচমকা; আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি চুপ করেই আচি, জিগ্যেস করলে—'আচ্ছা বলদিকিন, আমি যে আচি, ব'সে ব'সে গিলচি, খোরাকটাও তো কম নয়, তা নেত্য কিছু বলে না?'

বললুম—'বলে তো।'

'কি বলে?'

যা বলে তা তো আর বলা যায় না, বাবাঠাকুরের অবস্থাটা ভেবে একটু বানিয়ে মানানসই ক'রেই বলে দিলুম—'বলে মাসিমা এসে বাবাকে বেশ শায়েস্তা করে রেখেচে। নৈলে আরও যে কি করত!'

অন্ধকার, তবু যেন মনে হোল একটু হাসলে। জিগ্যেস করলে—'অনাদি কিছু বলে শুনেচিস?

বললুম—'হ্যাঁ, উনিও বলে।'

'কি?'

'বলে, বিয়ে করতে হয় তো ব্রেজোর মতন বিধবাকেই।'

একেবারে খিলখিলিয়ে যে হেসে উঠল তা যেন এখন পজ্জন্ত কানে নেগে রয়েচে দা'ঠাকুর, মুখে হাসি বলে তো বস্তু ছেলই না। একেবারে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, বললে—'দেখেচ নষ্টামি ছোঁড়ার, বানিয়ে বানিয়ে বলতে নেগেচে!'

তখুনি আবার অন্যরকম হয়ে গেল, বললে—'মরুকগে, শোন্; তুই সেই চৌমাথাটায় দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি এনে দিচ্ছি গোটা-কতক ট্যাকা, বলবি এই দিলে নবীন স্যাকরা। আর দাঁড়া; উদিকে তো হট্টগোল বাধিয়ে দিয়ে এলি বোসদের বাড়িতে, নেত্য পাবেই টের, যদি জিগ্যেস করে মাসিমাকে ডাকতে গেছলি কেন?—কি বলবি ত্যাখন?'

নিজেও বোধহয় ভাবছেল, তার আগেই আমি বললুম—'বলব'খনি—দক্ষযজ্ঞের পালা হচ্ছিল, ঐ দিক দিয়েই আসছিলুম তো, ভূতের ভয়ে আপনাকে ডেকে নিলুম।'

ব্রেজঠাকরুন আবার যেন একটু হাসলে, বললে—'বেশ, তাই বলিস, ফিচলেমিতে ছোঁড়া বুড়োদের নাক কাটে! বেশ তাই বলিস।'

আঁচল থেকে মাহুলিটা খুলে নিজের আঁচলে বেঁধে নিলে, বললে—'চল'।

পাঁচটি ট্যাকা এনে হাতে দিলে। বললে—'যেমন যেমন বললুম ঠিক তেমন তেমন করে বলবি। আর এদিককার কথা যেন একেবারে না টের পায়; তোকে আস্ত পুঁতে ফেলব তা'হলে। যা, আমি একটু হয়ে আসি। ছুটো শাস্তোরের কথা শুনবে নোকে, তা শুধু বিঘ্নির উপর বিঘ্নি।'

খানিকটা এসে কি মনে হ'তে ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখি উনিও কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে কি যেন ভাবলে; ডাকলে 'শোন্‌তো একটা কথা।' নিজেও এগিয়ে এল।

জিগোলে—'মাহুলিটা বাঁধা দিতে বলেছিল, না বেচতে?'

বললুম—'বেচতে।'

আমার সেই বুদ্ধির নামে দুর্বুদ্ধি এসে পড়ত না মাঝে মাঝে—এ হোল তাই। দিদিমণি বাঁধা দিতেই বলেছেল। ব্রেজঠাকরুন মানুষটা কত উঁচুদরের ত্যাখনও তত ভালো ক'রে জানিনে তো, ভাবলুম সোনাটুকু কি মতলবে হাতিয়ে নিলে, দেবে কি না দেবে, তার চেয়ে, য্যাখন জিগ্যেসই করচে, বরং বেচার নাম ক'রেই একেবারে যতটা পারি হাতিয়ে নিই। বললুম—'বেচে ফেলতেই বলে দিয়েচে দিদিমণি।'

জিগোলে—'কতয়?'

বললুম—'একশ ট্যাকায়।'

ব্রেজঠাকরুন একটু থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। এমনি চোখ দুটো কড়া ছেল তো, থির হয়ে চাইলে আরও কড়া দেখাতো, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—'হুঁ! একশ ট্যাকায় বেচে ফেলতে বলেচে? একশ ট্যাকার ঐ সোনা?'

আমি ভড়কে গিয়ে বললুম—'বললে—পাঁচট্যাকা দিলেও বেচে দিস!'

ব্রেজঠাকরুন আবার মাথাটা দোলালে, এক পা এগিয়ে এসে বললে—'ছোঁড়া আবার আমার সঙ্গে দমবাজি খেলচে। বলেচে—একশ ট্যাকা, তা পাঁচট্যাকা হ'লেও বেচে দিস।...আমি বলব কি বলেচে?'

আমি হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

'মায়ের হাতের সোনা, বেচতে সে কখনও বলে নি। ঠিক কিনা?'

আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলুম, দিলে বুঝি বসিয়ে ঘা'কতক। কি ভেবে কিন্তু ও নিয়ে আর কিছু বললে না। একটু যেন ভাবলে, তারপর নরম হয়েই বললে—'তুই কিন্তু বেচার কথাই বলিস, বলবি স্যাকরা বললে--ওটুকু সোনা, বাঁধা রেখে তো অত দেওয়া যায় না, বরং তুই রেখে যা, বাকিটা পরে নিয়ে যাস।'

বললুম—'দিদিমণি যদি জিগোয় কত পজ্জন্ত দেবে বলেচে।'

কি ভেবে আমার মুখের পানেই চেয়ে আবার মাথা দোলালে একটু; অন্ধকার, তবু মনে হোল যেন একটু একটু হাসচে, তারপর চোখ তুলে একটু যেন ভেবে নিয়ে বললে—'তা—বলিস বললে' সোনাটুকু ভালো মনে হচ্ছে, ট্যাকা পনের পজ্জন্ত হয় তো দিতে পারব। তবে সময় মন্দা, একেবারে অতগুনো দিতে পারবে না। তারপর, যার জন্যে তোকে ডাকলুম—যেমন যেমন নেত্যর হাত খালি হয়ে আসবে, তোকে বলবে, তুই আমার কাছ থেকে নিয়ে দিয়ে আসবি। বুঝলি?'

—অভাবের সংসার, একেবারে সবটা হাতে দিতে চায় না আর কি। বললুম—'বুঝেচি।'

আবার শাসিয়ে দিলে—'ঠিক যেমন যেমন বললুম করবি। আর যদি দেখি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েচে তো তোর হাড় একদিকে মাস একদিকে করব। দেখলি তো সিদিন ঘোষালের পোর অবস্থাটা ?...যা !'

ঠিক মনে পড়েচে না দা'ঠাকুর সেই রাত্তিরের কথাই, কি ছু'-একদিন বাদের, তবে সামনে একাদশীরই হোক কি অন্য কিছুর হোক, একটা উপোস ছেল। অভাবে প'ড়ে যেমনটি ইচ্ছে করতে পারত না, তবে মনটা খুবই দরাজ ছেল দিদিমণির ! সামনে উপোস, হাতে ছুটো পয়সা এয়েচে, একটু ভালো ক'রেই ব্রেজঠাকরুনের রেতের ব্যবস্থাটুকু করলে দিদিমণি। পরোটা না করে লুচি করলে ; অন্যদিন ছুধ থাকে শুধু, বেশি ছুধ আনিয়ে বেশ ক'রে ঘন ক্ষীর ক'রে দিলে, তার সঙ্গে বেশি ক'রে ভালো ফলপাকুড় ; আমায় সন্দেশ আনতে দেছল, রসময় টাটকা মনোহরা করচে দেখে আমি তারই পো'টাক নিয়ে এলুম। কতকটা ভয় রয়েচে মনে, বেশ একটু বেশি প'ড়ে গেল তো, কিন্তু দিদিমণি খুশীই হোল। বললে—'বেশ ক'রেচিস স্বরূপ বুদ্ধি ক'রে এনে। সাধ কি হয় না ভালোমন্দ একটা পাতে দিতে ?—নিজের মাসীই তো—তা এখন পোড়াকপাল, দেখ্ না।...বেশ করেচিস বুদ্ধি খাটিয়ে এনে। বাবাকেও একটু দোব'খন শেষ পাতে।'

বেশ মনে আছে দিনটি। একটা ছুব্‌ভাবনা কেটে গেচে, দিদি-মণির মনটা খুব খুশী। বাড়িতে কেউ নেই। ঠাকুরমশাই তো শালীর ভয়ে থাকতই কম, উনিও কোথায় কথকতা শুনতে গেচে—বোশেখ মাস, এর বাড়ি কিম্বা ওর বাড়ি রোজই তো নেগে আচে। আমায় আটকে রেখে দিদিমণি, আয়োজনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করচে, কি ব'সে ফলপাকুড়ই কাটচে, আমার সঙ্গে গল্প করছে—

'তুইও আজ থেকে যা স্বরূপ, বাবার জন্যে একটা ভালো তরকারী করব মনে করেচি, সইয়ের কাছ থেকে জেনে এলুম সিদ্দিন—কলকাতায় নতুন চলচে, শ্বশুরবাড়ি থেকে শিখে এয়েচে সই।···বাপকে একটু পাত সাজিয়ে দিতে কার না ইচ্ছে করে বল স্বরূপ, কিন্তু যা কপাল ক'রে এয়েচি।···বলবি একটু খরচ পড়ে যাবে, অভাবের সংসার। নেঃ, মা ওপর থেকে দেখচেন, চালিয়েই দেবেন, অন্যায় তো কিছু করচিনে···'

য্যাখন লুচি-টুচি ভেজে ওনার ব্যবস্থাটুকু সেরে আঁস-হেঁসেলের দিকে এয়েচে, ব্রেজঠাকরুনও এসে পড়ল। দিদিমণি জিগ্যেস করলে —'আজ যেন বড় তাড়াতাড়ি ফিরলে মাসিমা? ভালো হচ্চে না কথকতা?'

বললে—'হচ্চে তো দিব্যি। চলে এলুম, রাত জাগলে উপোসটা বড্ড নাগে। তোর হয়েচে তো, দে ধরে যা একটু দিবি, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়িগে'।

আমায় দেখে জিগোলে—'তুই বাড়ি গেলিনে?'

দিদিমণিই বললে—'বাবাও নেই, ওকে আটকে রাখলুম।'

'গেচেন কোথায়? গাঁয়ে বিধবাদের হিল্লে করতে? ইদিকে নিজেদের হিল্লে কে করে তার ঠিক আচে?'

কথাটা বোধ হয় মুখ দিয়ে অসাবধানে বের হয়ে গিয়ে থাকবে, সেই জন্যেই দাওয়া থেকে ঘুরে আমায় ইশারায় জিগ্যেস করলে কথাটা বলিনি তো? আমিও ইশারায় জানালুম—না। উনি ঘরের মধ্যে চলে গেল।

একটু পরে বেরিয়ে এসে বললে—'তা ছেলেমানুষ, আটকে রাখলি তো এখেনেই ত্নটি দিয়ে দিস, খেয়ে শুয়ে থাকবে'খন; খানিকটা পথ তো।'

এক একটা দিন হঠাৎ আসে না দা'ঠাকুর—যেন সব ভালো, সবাই ভালো, যেন ভালো করতে গিয়ে আর আশা মেটে না—সে

দিনটা ছেল সেই রকম। আমি রান্নাঘরের কপাটের কাছটিতে বসে, দিদিমণি ভেতরে ব'সে থালা রেকাবি সাজাচ্ছেল, বললে—'তাই না হয় থাকবে'খন মাসিমা।'

নকুলে মানুষ তো, একটা কিছু পেলেই হোল, একটু হেসে, চোখ নাচিয়ে মাথা দুলিয়ে আমায় চাপা গলায় বললে—'নেত্য পোড়ারমুখীর তো সে আক্কেল নেই!'

একটু থেমে বললে—'ভালো হোল, আজ মনটাও ভালো আছে বুড়ীর। তুই এক কাজ করবি স্বরূপ?'

জিগোলাম—'কি?'

হাত থামিয়ে একটু ভাবলে, তারপর বললে—'সাধ তো হয়, তবে সাধ্যিতে কুলোয় কই?···তা হোক, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, একটা দিন বৈ ত নয়; তুই এক কাজ কর স্বরূপ, ছুট্রে রসময়ের দোকান থেকে গোটা দুই ছ্যানাবড়াও নে আয়।'

আঁচলেই বাঁধা ছিল পয়সা, আমি নিয়ে ছুটলুম।

তারপর ফিরে এসেই এক বিপরীত কাণ্ড একেবারে। ঘরের দাওয়ায় ঠাঁই করে লুচি মেঠাইয়ের থালাটা ধরে দিয়ে ব্রেজ-ঠাকরুনকে ডেকে ফল আর ক্ষীরটা আনতে রান্নাঘরে গেচে, উনি এসে আসনে বসতে গিয়ে আবার একেবারে সিদে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, খানিকটা চেয়ে রইল থালাটার দিকে, তারপর খুব রাগলে যেমন নরম গলায় আরম্ভ করত, ডাকলে—'নেত্য, ইদিকে আয়।'

খোরাকী মানুষের ভালো খাওয়া দেখাটাও তো একটা তামাসা, কাঁটাল গাছের আড়াল হয়ে দেখব বলে দাঁড়িয়েচি, দিদিমণি ফলের রেকাবি আর ক্ষীরের বাটিটা হাতে ক'রে বেরিয়ে এল।

'একি কাণ্ড? লুচি, মণ্ডা, ছ্যানাবড়া!—বলি কাণ্ডটা কি? তোর হাতে আবার ও কি?'

তখনও নরম সুরেই। আমি গাছের আড়াল থেকে কিন্তু দেখচি সুর নরম হলেও একটু একটু কাঁপচে ব্রেজঠাকরুন। দিদিমণি

উঠোন থেকে বোধহয় সেটা টের পায়নি, বললে—'ছখানা করলুম মাসিমা, একাদশীর পিঠোপিঠি উপোসটা এসে পড়ল···।'

একেবারে ফেটে পড়ল ব্রেজঠাকরুন—'তাই রাজভোগের ব্যবস্থা হয়েচে! সরা, দূর কর সামনে থেকে! বলি মতলবখানা কি? পয়সা ধরচে না, না, চাস না যে মাসি এখানে থাকে? মস্ত বড় রোজগেরে বাপের মেয়ে, না? পয়সা রাখতে জায়গা নেই! যার এব্‌লা হোল তো ওব্‌লা কি ক'রে চলবে তার ঠিক নেই, তার কিনা এই দরাজ হাত!—লুচি, মণ্ডা, ছ্যানাবড়া—বাটিতে নিশ্চয় কাশী থেকে রাবড়ি মালাই আমদানি হয়েছে। সরা, ওঠা বলচি!—'

পর্দায় পর্দায় উঠচে গলা, কে বলবে এই মানুষ একটু আগে ঐরকম ছেল। দিদিমণির মুখের ওপর দাওয়ার আলোটা গিয়ে পড়েচে, কি রকম হয়ে গিয়ে সে মাটির পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে আছে, দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। তবু শক্ত মেয়ে, কি হয়ত বলতে যাচ্ছিল, ব্রেজঠাকরুন আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'বলি, সরালি এই উপহাস্তির রাজভোগ!'

দিদিমণি কতকটা যেন মরিয়া হয়েই এগিয়ে গেল, পৈঠেয় উঠে কাতর হয়ে বললে—'করে ফেলিচি মাসিমা—মেয়ে, ভুল করেচি,—খেয়ে নাও।'

আরও গলা সপ্তমে উঠল ব্রেজঠাকরুনের; শুধু তাই নয়, হাজার রাগুক, ঝগড়া করুক, একটা যাকে বলে বেচাল কথা কখনও মুখ দিয়ে বেরুত না দা'ঠাকুর, সিদিন দেখলুম মনে যা কিছু ওর গলদ ছেল—সন্দোই বলুন যাই বলুন, সব এল। ঘুরে দিদিমণির মুখোমুখি হয়ে একেবারে গলা ফাটিয়ে আরম্ভ করলে—'বলি, কাল বাদে পরশু কি খেতে দিবি, একমুঠো ভাতও জুটবে না যে! নিজেদেরও জুটবে না তো মাসিকে সোহাগ ক'রে খাওয়াবি কোথা থেকে?···তা নয়, চাস না আর মাসি থাকে এখানে।···উঠতি

বয়েস, বাপের নিজের কাপড়ের ঠিক নেই, কোথা থেকে এক মাসি-আপদ এসে আগলে রয়েচে তো—মনঃপুত হচ্চে না—তা ভেবেচিস এই উপহাস্থিতেই মাসি ভড়কে পালাবে—নিজের যেমন খেয়াল তেমনি ক'রে যাবি···'

একেবারে চরম গালাগাল তো দা'ঠাকুর—ত্যাখন বুঝতুম না, এখন তো বুঝি,—দিদিমণি—'ও মাসিমা!' বলে পায়ে আছড়ে পড়তে যাচ্ছেল, তার আগেই—'সরালি নি? তবে এই দেখ'—বলে থালায় একটা লাথি মেরে লুচি-মোণ্ডাগুনো ছড়িয়ে দিদিমণিকে একরকম ডিঙিয়েই পৈঠে বেয়ে নেমে সদর রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল।

কি একটা যেন ওলট-পালট হয়ে গেল, একটা খণ্ড-প্রেলয়ই। দিদিমণি ঠাঁইয়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে রয়েচে, কাঁটালগাছ ছেড়ে যে এগিয়ে যাব তার ক্ষ্যামতা নেই গায়ে। কতক্ষণ যে এই ভাবে কাটল জানি না, তারপর—দিদিমণি চুপ করেই পড়ে ছেল, নিশ্চয় কাঁদছেল —'ও মাগো!'—ব'লে একবার ডেকে উঠতেই আমি যেন টলতে টলতে পাশে গিয়ে বসলুম, ডাকলুম—'দিদিমণি!'

'ওরে স্বরূপ, এ কি হোল!'—ব'লে দিদিমণি একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। অত কাঁদতে ওকে আর কোন দিন দেখি নি, বড্ড অপরুদ্ধ হয়ে' গেছে, আর কথাগুনো তো একেবারে আঁতে ঘা দিয়ে। ছেলেমানুষ, বোঝাতেও জানি না, পিঠে হাত দিয়ে যেটুকু মনে হচ্চে বলচি, কিন্তু সে কি কানে যায়?—সিদিন ওনার মুখে বারবার একটি কথা—'ওরে স্বরূপ, আমি জানি, আমার এবার হাড়ির হাল হবে—সতীলক্ষ্মী মায়ের হাতের সোনা যখনই নিজের হাতে ঘর থেকে বের করে দিয়েচি তখনই জেনেচি কপাল ভাঙল আমার—নৈলে মায়ের বোন মাসি, সে এমন কথাও বলতে পারলে?'

ইনিয়ে-বিনিয়ে একথা বলে ওকথা বলে, তারপর ঘুরে ফিরে আবার ঐ মাদুলির কথা—মায়ের হাতের সোনা ঘরের বার করেচি

—তুই দেখ দাঁড়িয়ে আমার প্রাশ্চিত্তিরটা স্বরূপ—নৈলে যার জন্যে বের করা তার মুখেই ঐ মোক্ষম গাল। আরও আচে বাকি—তুই দাঁড়িয়ে দেখ আমার পাপের প্রাশ্চিত্তির…'

'সেই প্রেথম ব্রেজঠাকরুনের শাসন লঙ্ঘন করলুম দা'ঠাকুর।' আমি একটু চকিত ভাবেই স্বরূপের দিকে চাইলাম।

স্বরূপ বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ। শাসনেরই ভয় তো—পুঁতে ফেলবে পাঁকে ; কিন্তু সে ভয় কতক্ষণ থাকে ? এদিকে মনটা উৎলে উৎলে উঠছে, রাত হয়ে চলেচে, বাবাঠাকুরের দেখা নেই, ব্রেজঠাকরুনই বা কোথায় গেল—দিদিমণির কান্না মনে হয় সারারাত আর থামবে না। ছেলেমানুষ, কোন উপায় দেখচি না, বেশ মনে পড়চে, কান্নার এক একটা ঢেউ এসে যেন বুকের পাঁজরা চেপে চেপে ধরচে। সামলে সামলে শেষকালে আর পারলুম না, ঘুরে ফিরে একবার যখন আবার দিদিমণি মাদুলির কথা তুলেচে, আমি কান্নার মুখেই বলে উঠলুম—'ও দিদিমণি, তুমি চুপ করো, সোনা ঘরেই আচে।… ফেলুক গে পুঁতে আমায় !'

তারপর দিদিমণির এই অবস্থা, উদিকে ব্রেজঠাকরুন আসলে কত ভালো—তার সঙ্গে বোধ হয় নুচি-মণ্ডাগুনোর ঐ দশা—এইসব এক সঙ্গে কি রকম তাল-গোল পাক্যে গিয়ে আমিও দু'হাতে মুখ চেপে হুহু ক'রে কেঁদে উঠলুম।

ত্যাখন আমারই পালা, খুব আশ্চয্যির কথাও তো, দিদিমণি চুপ করে গেল। উঠেও ব'সেচে, তবে প্রেথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না ; তারপর একটু থেমে ধরা গলায় জিগোলে—'কি যেন বললি স্বরূপ…কোথায় মাদুলিটা তা হলে ?…ট্যাকা পেলি কোথায় ?'

প্রেথমটাতো কান্নার বেগ সামলাতেই গেল। দিদিমণি কোলের কাছে টেনে নিয়ে অনেক ক'রে ভোলাতে লাগল, আর ভোলাচ্চে বলেই আমি যেন সামলাতে পাচ্চি না নিজেকে। তারপর একটু

সুস্থির হ'য়ে সেদিনকার সন্দের তাবৎ কথা সব বলে গেলুম ; বলি, আর সামলাই—'মাসিমা যেন টের না পায় দিদিমণি, তা হলেই আমায় খিড়কির পুকুরের পাঁকে পুঁতে ফেলবে বলেচে।'

দু'জনেই সামলে-সুমলে উঠে বসেচি, আমি বলে যাচ্চি, দিদিমণি চুপ করে শুনে যাচ্চে ; চোখের জল শুকিয়ে গেচে, মুখটাও পরিষ্কার হয়ে এসেচে, কান্নার পাটই যেন উঠে গেল। তারপর আবার চোখের পাতা চেপে দরদর ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল দিদিমণির। চুপ ক'রে বসেই রইল, তারপর হঠাৎ—'উঃ, এমন মানুষকেও !'···শেষ করতেও পারলে না, তাড়াতাড়ি আঁচলটা তুলে নিয়ে মুখে চেপে ধরে আবার কান্না ; তবে কথা নেই আর, নিঃশব্দেই কেঁদে যেতে লাগল।

খানিকক্ষণ একভাবে কাটল, তারপর ওনার কান্না থামবার জন্যেই হোক, কি ব্রেজঠাকরুনের ওপর দরদেই হোক, কিম্বা সংসারের একটা ব্যবস্থা হিসেবেই হোক—এখন আর ঠিক মতন মনে পড়চে না—আমার মাথায় একটা বুদ্ধি জুগিয়ে গেল, আস্তে আস্তে ডাকলুম—'দিদিমণি।'

সঙ্গে সঙ্গেই যে উত্তর পাওয়া গেল এমন নয়। দিদিমণি একটু সামলে নিয়ে জিগোলে 'কি র‍্যা ?'

আঁচলটা মুখে চাপাই রয়েচে ত্যাখনো।

বললুম—'বলছিলুম, তুমি এবার না হয় একটু উজ্জুগি হবে ?'

'কিসের উজ্জুগি ?'

'ওনাদের বিয়ের। বাবাঠাকুর পাল্যে পাল্যে বেড়াচ্চে—মাসিমা ইদিকে এত ভালো···'

দিদিমণি আঁচলের মধ্যে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো একেবারে, তারপরেই আঁচল সরিয়ে আমার পিঠে এক বিরেশি সিক্কার কিল—'বেরো—বেরো হতভাগা আমার সামনে থেকে! কী-পাপ জুটেচে—হাসবার সময় হাসতে দেবে না—কাঁদবার সময় কাঁদতে

দেবে না—বলে নিজে উজ্জুগি হয়ে বাপের বিয়ে ছাও—বিধবা মাসির সঙ্গে—বেরো হতভাগা !…'

অন্যলোকের বেলা—যত হাসি তত কান্না, ওর ছেলো একবারে যত কান্না তত হাসি ;—হীরে-পান্নায় কী অদ্ভুত মানুষই যে দেখেছিলুম সেই এক, অমনটি কই আর দেখলুম না তো দা'ঠাকুর।'

একটু চুপ করল স্বরূপ ; এবার কলকের দিকে লক্ষ্যও নেই, মনটা যেন কোথায় চলে গেছে ! আমিই হুঁকোটা কাৎ ক'রে বললাম—'ছুটান না হয় দিয়ে নেবে ?'

'তা দিন'—বলে কলকেটা তুলে নিলে। কয়েকবার টানতে এবার চোখ ছুটো যেন একটু চকচক ক'রে উঠল, হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিয়ে বলল—'এবারেরটা বড্ড কড়া দিয়েচে পীতাম্বর, আমার চোখেই জল বের ক'রে ছাড়লে।…হ্যাঁ, কোনখেনটায় যেন বলছিলুম ?'

বললাম—'তোমার দিদিমণিকে জানিয়ে দিলে, মাছুলিটা বাড়িতেই আচে, ব্রেজঠাকরুন নিজে কাছে রেখে টাকাটা দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে বলেচে ফুরিয়ে গেলে আরও দেবে। ব্রেজঠাকরুন সব নিয়ে ট্যাকা পনেরর কথা বলেছেল, আমি ওটাকে পঁচিশ ট্যাকা ক'রে দিলুম, মনে করলুম খানিকটা বাড়িয়ে বললে বুকে একটু বল পাবে'খন দিদিমণি। বললুম পঁচিশটা ট্যাকা দেবে বলেছে।

দিনকতক চলল। লুচির থালায় লাথি মারা থেকে দিদিমণি আরও সাবধান হয়ে গেছে, ছ'দিনের খরচটা টেনেবুনে তিনদিন পজ্জন্ত নে যায়, তাতেও হাত খালি হ'য়ে গেলে আমি ব্রেজঠাকরুনের কাছ থেকে ট্যাকা এনে দিই, ছঃখের সংসার চলে যায় একরকম ক'রে ; কিন্তু এইসময় হঠাৎ যেন চারিদিক থেকে বেড়া আগুনে ঘেরে ফেললে।

আজ্ঞে বেড়া আগুন বৈকি। গা নাড়া দিয়ে কিছুই করছেল না বাবাঠাকুর—সংসার যে কি ক'রে চলচে ঘুরেও একবারটি জিগ্যেস করে না, তবু উরই মধ্যে দুদিন অন্তর, পাঁচদিন অন্তর, এর ব্রতটুকু ওর পাব্বনটুকু সেরে আলোচালটা-কলাটা যা কিছু পাচ্ছেল অভাবের সংসারে হপ্তার মধ্যে দু'টো দিনেরও তাতে একটু সুসর হচ্ছিল, তা সেটুকু তো বন্ধ হয়ে গেলই, তার সঙ্গে একটা বড় আশায় ছাই পড়ল।

দয়াল চাটুজ্জে ত্যাখন গাঁয়ে সব চেয়ে বড় লোক। অবিশ্যি রায়চৌধুরীদের বোলবোলাও কোথায় পাবে?—তারা হোল গাঁয়ের রাজা, তবে সবাই বলত নগদ ট্যাকার দিক দিয়ে রায়চৌধুরীদের দশ-আনি ছ'আনি দুটো ঘরকেই কিনে নিতে পারে। সেই দয়াল চাটুজ্জের মা শয্যে নিলে! বয়েস চারকুড়ি পেরিয়ে গেচে, অসুখটাও কি যেন শক্ত অসুখ, এটা বেশ বোঝা গেল যে আর নয়, বুড়ীর ভোগ শেষ হয়েচে, এবার খরচের খাতায় উঠল।

নিজে ত্যাখন জন্মাইনি তো, দেখব কোথা থেকে, শোনা কথা, দয়াল চাটুজ্জে নাকি গোড়ায় ছেল বাবাঠাকুরের ছাত্র। গরীবের ছেলে, ইংরিজী ইস্কুলে দেবার ক্ষ্যামতা নেই, বাপ হরমাধব ছেলেকে বাবাঠাকুরের টোলেই পাঠিয়ে দিলে। চৌকশ ছেলে, কিন্তু আগেই বলেচি বিপদ হচ্চে বাবাঠাকুরের বিদ্যেটা ন্যায়ের নামে যতরকম অন্যায় তো, ছাত্র যত চৌকশ হবে ততই ভয়ের কথা। এটা কেন হবে না? এতে কি দোষ আচে? ওতে কি ফায়দা?—কোথায় দু'পাতা শিখবে, না, উল্টে উৎপত্তি হয়ে পড়ে। কি থেকে কি হোল, অতটা ভেতরের কথা জানিনে দা'ঠাকুর,—তবে খানিক বড় হয়ে উঠলে বাড়িতে বনিবনাও না হওয়ার জন্যেই হোক বা কারুর খপ্পরে পড়েই হোক, দয়াল চাটুজ্জে একদিন কাউকে বলা নয়, হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হোল। আর সব ছেলেও তো পড়েচে বাবাঠাকুরের কাছে, তবে দয়াল চাটুজ্জে যেমন চৌকশ, ন্যায় পড়ে সেই পরিমাণেই

বিগড়েচে তো, হরমাধবও বললেন—'বেটা যেমন কুলাঙ্গার হয়ে উঠেছেল, ও আপদ গেচে।'

আর খোঁজ নেই দয়াল চাটুজ্জের—গুজব রটে মাঝে মাঝে, কেউ বলে বেম্মো হ'য়ে গেচে, কেউ বলে কেরেস্তান হয়ে মেম বিয়ে করেচে, নানান রকম গুজব, কিন্তু সঠিক অবস্থাটা কি তা টের পাওয়া যায় না। তারপর একেবারে ঠিক পনেরটি বছর বাদ দিয়ে দয়াল চাটুজ্জে বাড়ি এসে উঠল।

হঠাৎ বাপের কাল্ হয়েছে শুনে পনের বছর পরে বাড়ি এয়েচে দয়াল চাটুজ্জে। চেনা যায় না, এই দশাসই চেহারা, সায়েবদের মতন টকটক করচে রং; ক্রেমে শোনা গেল দানসাগর ছেরাদ্দ করবে বাপের। প্রেথমটা গুজব, তারপর সত্যি আয়োজন-উপচারে মসনে গ্রাম একেবারে সরগরম হ'য়ে উঠল। ক্রেমে আরও সব কথা বেরিয়ে পড়ল, দয়াল চাটুজ্জে কলকাতার এক বড় হৌসের মুৎসুদ্দি, কানাঘুষোতে এও বেরিয়ে পড়ল যে তিনি বাপকে নাকি ট্যাকাও পাট্যেছেল—কয়েকবারই, তা প্রত্যেকবারই হরমাধব ঠাকুর ফেরত দেন।···কেন রে বাপু ?—ছেলে রোজগার করচে, আর সে সব পুরনো কথা কেন ? না, কেউ বলে বেম্মো বিয়ে করেচে, কেউ বলে বিধবা বিয়ে করেচে, কেউ আবার বলে বিয়ে-থা কিছু নয়, এক নাকি য়িহুদীর খপ্পরে পড়েছে—ট্যাকাকড়িও নাকি তারই। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন দা'ঠাকুর, তবে বাপের ছেরাদ্দ যা করলে দয়াল চাটুজ্জে তাতে রায়চৌধুরীদের মাথা হেঁট ক'রে দিলে।

তারপর আবার দেখা নেই। তবে বাড়ির সঙ্গে এর পর থেকে একটা যোগাযোগ থেকে গেল, তা সে ভালোরকমই। একরকম কুঁড়েই ছেল, চক মেলানো বাড়ি হোল। বিয়ের কেচ্ছা যাই হোক, নিজের ছেলেমেয়ে নেই, ভাইয়ের ছেলেগুলিকে মানুষ করলে, তাও বেশ ভালো করেই। দুটি মেয়ে, বেশ ঘটা করেই বিয়ে দিলে;

তবে সব কিছুই বাইরে বাইরে থেকেই, বিশ বছরের মধ্যে ঐ বিয়ের ছুটি দিন মাত্র এসেছেল মসনেতে, ব্যস্।

তারপর বিশ বছর পরে আবার এই মায়ের কাল হবার সময় এল। বাপের ছেরাদ্দ বাবাঠাকুরকে দিয়েই করিয়েছেল, উনিই হচ্চে গুরু, আর যেমন-তেমন গুরু নয়, ওঁরই শাস্ত্র সেই ন্যায়, তাই থেকে অন্যায় আর তাই থেকে ট্যাকা। সোতোরাং মায়ের ছেরাদ্দ যে উনিই করবে তাতে তো আর কারুর সন্দো রইল না, রিদয় ভশ্চাযি ছোঁ মেরে নেওয়ার জন্যে য্যাতই ঘোঁট পাকিয়ে বেড়াক না কেন। চাটুজ্জে গিন্নী—অর্থাৎ কিনা দয়াল চাটুজ্জের ভাদ্দরবৌ বাবাঠাকুরকে ডাকিয়ে পাঠালেন ক'দিন। বুঝলেন না ?—ত্যাখনকার দিনে মিত্যুটাকে লোকে এ ভাবে দেখত না তো। বুড়ো মানুষ, সময় হয়েচে, যাবে, তার আর হয়েচে কি ? এখন তো ভবযন্ত্রণা জুড়োলেই ভালো—এই ছেল মনের ভাবটা সবার, তা সে ছেলে-মেয়ে-বৌ, যেই হোক। উদিকে চিকিৎসে-সস্তেন হতে থাকল,—আহা, বেঁচে থাক মানুষটো, ইদিকে দানসাগরে কি কি করতে হবে তারও হিসেব চলুক। ওনার উদিকে পিদিম নিবে আসচে, ইদিকে দান-ধ্যান-খরচ পত্রের কথাবার্তায় গাঁ আবার সরগরম হ'য়ে উঠল। এখন চাটুজ্জে বাড়ির তো আরও নামডাক, বাপের ছেরাদ্দর চেয়ে মায়ের ছেরাদ্দটা তো আরও ফলাও ক'রে করতে হবে দয়াল চাটুজ্জেকে।

মুকুবার কথা তো নয়, ত্যাখনকার দিনে ছেলেমেয়ে বৌ-নাতনী এদেরই যখন এইরকম ভাব—ওবিশ্যি তেমন বুড়োবুড়ী হয়ে ম'লে —ত্যাখন অন্যেরা আর কত মিচে চোখের জল ফেলবে ক'ন? আমাদের বাড়িতেও উঠল বৈকি কথা, তবে য্যাতটা হয় চেপে। দিদিমণি একদিন বললে—'এবার ওদিক'কার দেয়ালটুকুও তুলে দিতে হবে স্বরূপ—দেখিস, আমি নোবই তুলিয়ে বাবাকে দিয়ে।'

—ট্যাকা কোথা থেকে আসচে, সে-সব কিছু নয়।

একদিন ব্রেজঠাকরুন মনের কথাটা একটু স্পষ্ট করেই প্রেকাশ

করে ফেললে—'শুনে রাখ নেত্য, আমারও আর বেশিদিন নেই—ঢের হোল, আর কি?—তা জিনিসপত্র যা সব বাড়িতে এসে উঠবে—সব খেয়ে-বেচে দিবি নে—দানসাগরের বরাত ক'রে আসিনি তবে গেলে যেটুকু কাজ করবি আমার—তিলকাঞ্চন, ষোড়শ! যাই করিস, যেন একটু ভালো ক'রে হয়।'

কি জিনিস, কোথা থেকে আসবে, সে-সব কিছু নয়।

একদিন কি একটা কথার মাথায় বাবাঠাকুর তো রাজীব ঘোষালকে গাল পেড়েই উঠল—ওবিশ্যি বাড়িতে, শুধু আমি আর দিদিমণি রয়েচি; বললে—'আমি যেন রেজো শালার ভয়েই গেলুম, মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দোব ও-কটা ট্যাকা এবার।'

কোথায় পাবে ট্যাকা, কি বৃত্তান্ত, সে সব কিচ্ছু নয়।

এইরকম য্যাখন অবস্থা, এইবার দয়াল চাটুজ্জের মায়ের ছেরাদ্দে কে কোন দিকটা গুচিয়ে নেবে গাঁয়ে ঘরে ঘরে তার জল্পনা-কল্পনা চলচে, বুড়ীকে অন্তর্জলী করবার জন্যে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েচে, দু'দিন কেটেও গেচে সেখানে—অবস্থা যখন এইরকম দা' ঠাকুর, সেই সময় হঠাৎ বৈকালের দিকে কলকাতা থেকে নৌকো ক'রে দয়াল চাটুজ্জে এসে হাজির তানার কাছে লোক গেছল, তবে মুৎসুদ্দির কাজ, তিনি ক'দিনের জন্যে বাইরে চলে গেছল, সেইদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত। গাঁয়ে এসে গেচে, গঙ্গার তীর ঘেঁষেই আসছেল, ফেরি ঘাটে গিয়ে উঠবে, শ্মশানঘাটের সামনে এসে পড়তেই বিধু মুকুজ্জে হেঁকে বললে—এই ঘাটেই ভিড়োতে বলো নৌকো, আর এগুতে হবে না।'

বিধু মুকুজ্জে হোল ওনার ছোটবেলাকার মিতে; দয়াল চাটুজ্জে নৌকোর ভেতরে ব'সে ছেল, বেরিয়ে এল।

'ব্যাপার কি? মা আচেন কি রকম?'

না, 'থাকার কথা আর জিগ্যেস করতে আচে? উপযুক্ত সন্তান। এখন তো যাবার পালা গো। তা ঠিক সময়েই এসে গেচ,

অন্তর্জলী করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। পুণ্যিবতী তো, ঠিক সময়েই টেনে নিয়ে এয়েচেন। নেমে পড়ো।' কথাবার্তা হচ্চে, মাঝি নৌকোর গলুই ভিড়ুচ্চে ঘাটে, এমন সময় একজন সায়েব হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল⋯⋯'

আমি কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করবার আগেই স্বরূপ বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ, যা আন্দাজ করেচেন তাই, কলকাতা থেকে একেবারে সায়েব ডাক্তার সঙ্গে করে ছুটে এয়েচে দয়াল চাটুজ্জে; অনাচারী মানুষ, সামনে আসত না, তবে পিথিমিতে এক ঐ মাকেই তো চিনত।

সবাই বোঝালে, দয়াল চাটুজ্জের মায়ের অন্তর্জলী, গাঁ তো ভেঙে পড়েচে, সবাই বোঝালে—'অমন অনত্থ কোরো না দয়াল, শ্মশান-বাসের রুগী বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নেই, ছিষ্টির আদি থেকে এমন অনাচার কেউ করেনি—তাও আবার ফিরিঙ্গী ডাক্তার ডেকে—ঠাকরুনের ভোগ শেষ হ'য়েচে—সগ্‌গে তাঁর নিজের স্থানে যাচ্চেন—উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ সন্তান, যাতে সুচরংকুলে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করো, পথ আগলে দাঁড়িও না এমন ক'রে⋯'

যা মাথাটি চিবিয়ে খেয়েচে ন্যায় শাস্তোরে, শুনচে কে কার কথা? বললে—'মায়ের সগ্‌গের কথা ভেবে আমি এখন তো নিজের সগ্‌গো নষ্ট করতে পারি নে, ধ'রেছেল কেন এমন কু-সন্তান পেটে?'

শেষে আস্ফালন, সব রকম লোক ছেল তো।

—'শ্মশানঘাট, সে হোল শিবের আড্ডা—ফিরিঙ্গীকে নামতে দেব না আমরা—কোভ্‌ভি নেহি।'

গুলতনি যখন খুব বেড়ে উঠেচে, দয়াল চাটুজ্জে ঘুরে সায়েবের সঙ্গে কি কথা কইলে ইঞ্জিরিতে। কথাটা কি হোল ওনারাই জানে, তবে দয়াল চাটুজ্জে ঘুরে বললে—'সায়েব বলচে, শিবের ভূতপ্রেতদের নাম নিকে নিয়ে উনি জেলার মাচিষ্টরের কাচে দাখিল করবে, পুলিসে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে আদালতে সরকারী রোজার কাচে।'

এই সময় সায়েবও পকেট থেকে একটা ছোট্ট খাতা আর একটা পেন্‌সিল টেনে বের ক'রে বাগিয়ে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে শ্মশানঘাট পস্কের হয়ে গেল।

অমন যে মসনে, গমগম করচে, যেন রথের কোলাহল পড়ে গেচে, এক্কেবারে ঝিমিয়ে গেল।

প্রশ্ন করলাম—'বেঁচে উঠলেন দয়াল চাটুজ্জের মা ?'

'উঠলেন না ? তবে আর আপনাকে বললুম কি ? ফিরে এসে আবার দশটি বছর রাজ্যসুখ ভোগ করলেন। গেলেন য্যাখন, ত্যাখন যারা হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সেছিল তাদের অনেকেই গতায়ু।'

দিদিমণি মুখটুকু চুন ক'রে বললে—'আহা, বেঁচে ফিরে এলেন, ভালোই হোল, নারে স্বরূপ ?'

আমি চুপ ক'রেই রইলুম। কতটুকুই বা বয়েস ত্যাখন আমার বলুন দা'ঠাকুর, যে পেটে 'না' রয়েচে আর মুখে বলব 'হ্যাঁ'। তার-পর দিন কৈলীকে বের ক'রে মাঠে নিয়ে যাব এইবার, ব্রেজঠাকরুন গনগনিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বলে—'মুয়ে আগুন অমন আহিংকের। চারকুড়ি বয়েস—নজ্জা করল না আবার ঘাট থেকে বাড়িতে ফিরে আসতে ?'

বলছিলুম না ?—একেবারে বেড়া আগুনে ঘিরে ফেলেচে দিদিমণিদের। এই একটা বিপদ—কি আশা করে ছেল, আর কি হয়ে পড়ল, তার ওপর পিঠোপিটি দোসরা এক বিপদ এসে উপস্থিত —আজ্ঞে সে আবার যা তার তুলনায় দয়াল চাটুজ্জের মার পুনর্জ্জন্ম হ'য়ে ঘাট থেকে ফিরে আসা ঢের ভালো।...রাজীব ঘোষাল আর ছাপাছাপি রাখলে না, বাবাঠাকুরকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলে, মেয়েটিকে দিতে হবে পুত্রবধূ ক'রে, নৈলে ভদ্রাসনটির মায়া ছাড়তে হবে, তিনি আর ওপিক্ক্যে করতে পারবেন না।

কথাটা আমি স্বকন্নে শুনে এলুম দা'ঠাকুর। যদি জিগ্যেস করেন কেমন ক'রে তো গোড়া থেকে সবটুকু শুনতে হয়।

লখ্না আমায় এসে বললে—'ওর স্বরূপ, দয়ালঠাকুরের মা যেমন বাদ সাধলে তেমনি ইদিকে বোধহয় একটু মুখ তুলে চাইলেন মা কালী ; ঘোষালমশাই অসুখে পড়েচে।'

জিগোলুম—'টেঁসে যাবে ?'

বললে—'অত কিপটে, ওরা পাক্যে পাক্যে চিমড়ে হ'য়ে যায় তো, ট্যাঁসবেনি, তবে বিছেনা নিয়েচে, পেয়ারা গাছটা আর সেরকম করে আগলাতে পারে না। নুট হয়ে যাচ্চে ; একবারটি যাস না, আমি সকালে গেছলুম।'

আর দেরি করতে আচে ? বিকেলের কথা, আমি লখ্নার হাতে কৈলীটাকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

একটা খবরের মতন খবর তো, যেতে যেতেই মনে হোল একবার উদিক ঘুরে দিদিমণিকেও খবরটা দিয়ে আসি। চৌকাঠ থেকেই হাঁক দিলুম—'ও দিদিমণি শোনসে—জবর খবর, ঘোষালমশাই বুঝি টাঁসলো এবার।'

একটু বাড়িয়ে ওর নামে কি মুখরোচক ক'রেই বললুম দা'ঠাকুর, দিদিমণি রান্নাঘরে কি করছিল, বেরিয়ে এসে আমায় চুপ করতে ইশারা ক'রে বড় ঘরটার দিকে আঙুল দেখালে। তারপর এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললে—'বাবা র'য়েচে ঘরে শুয়ে, শরীরটে ভালো নয় তেমন।...কি হয়েচে একাদশী ঘোষালের র্যা ?'

একটু ভরসা দিয়েই বললুম—'শক্ত অসুখ, বোধহয় টেঁসে যাবে। আমি পেয়ারা তুলতে যাচ্চি।'

দিদিমণি নাকটা সিঁটকে বললে—'নেঃ, সবাই টাঁসচে অমনি, ঢের দেখলুম—তা কেপ্পনের গাছের পেয়ারা, খেলে পরমায়ু বেড়ে যায়, দুটো আনবি আমার জন্যেও।'

তারপর উঠোনের মাঝখানে গিয়ে যাতে বেশ ভালো ক'রে আওয়াজটা ঘরের ভেতর বাবাঠাকুরের কানে যায় সেইভাবে বললে —'একটা বুড়ো মানুষ অসুখে পড়েচেন—এ নাকি ভালো খবর—

ছিঃ, এরকম মনের ভাব রাখতে নেই স্বরূপ।···আহা, ভালো হয়ে উঠুন, হরির লুট দোব।'

—সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল মটমট ক'রে মটকে, মুখটা সিঁটকে চাইলে আমার দিকে—মানে মলেই হরির লুট দেবে আর কি। তারপর চারটে পেয়ারা আনবার ইশারা ক'রে আবার ঘরে চলে গেল।

আমায় একটু আড়ালে ওপিক্ষ্যে করতে হোল দা'ঠাকুর। গিয়ে দেখি ঘোষালমশাই হুঁকো হাতে ক'রে বাইরেই রয়েচে ব'সে। তবে কাহিল শরীর তো, একটু পরেই আটহাতী কাপড়টুকু সামলে সুমলে একবার গলা বাড়িয়ে দেখে নিয়ে ঠুকঠুক ক'রে ভেতরে চলে গেল।

আর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে আমিও চুপিসাড়ে গিয়ে গাছে উঠলুম।

ঠেসে খেয়ে বেশ বেছে বেছে দিদিমণির জন্যে কোঁচড় ভরচি, ইদিকে একটু বেশ গা ঢাকার মতনও হয়ে এসেচে, এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল বাবাঠাকুর খানিকটা দূরে ঠুকঠুক করে চলে আসচে; আমি তাড়াতাড়ি মগডালের দিকে একটু ঝোপ দেখে উঠে লুকিয়ে পড়লুম। ইদিকেই আসছেল বাবাঠাকুর; মাথাটা হেঁট ক'রে ক'রে চারিদিকে চাইতে চাইতে। পেয়ারাতলাটায় এসে একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার বুকটা ঢিপঢিপ করচে, গুরুবল, ওপর দিকে আর চাইলে না, চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে তারপর বেশ পা চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে সদর দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলে—'রাজু আচ ?'

'কে ?'

না, 'আমি অনাদি, দোরটা খোলো একবার।'

ওরা ভেতরে গিয়ে কপাট দিয়েচে, আমিও আস্তে আস্তে নেমে বাইরের রক দিয়ে গিয়ে ঘোষালমশাইয়ের ঘরের পেছনটিতে দাঁড়ালুম। ঘোষালমশাই বললে,—'বোস ভাই, রও, জানলাটা

দিয়ে দিই, সন্দে হ'য়ে এল। দেহটা ক'দিন থেকে ভালো যাচ্চে না।

সুবিধেই হোল, আমি আরও এগিয়ে গিয়ে বন্ধ জানলার কাছটিতে কান পেতে দাঁড়ালুম।

বাবাঠাকুর বললেন—'তাই তো শুনে ছুটে এলুম। নিজের দেহও ভালো নয়। রাখাল ছোঁড়াটা মুখ শুকিয়ে এসে বললে—শুনলুম ঘোষালমশাইয়ের শরীরটা ভালো নয়। নেত্য বললে—তাহলে একবার দেখে আসবে বাবা?—সবারই একটা টান আচে তো তোমার ওপর। আমি বললুম—তুই বলবি তবে যাব?··· তা আচ কেমন আজ?'

'ভালো নয় ভাই। আর আমাদের থাকাথাকি, ডাক পড়েচে, এখন গেলেই হয়। তাই মনে করছিলুম একবার ডেকে পাঠাব তোমায়, তা এলে, ভালোই হোল।'

বাবাঠাকুর বললে—'আসব না? সে কি কথা? আসব আসবই করছিলুম ক'দিন থেকে, তবে সে হোল···'

ঘোষালমশাই বললে—'থেমে গেলে যে হঠাৎ? কিছু দরকার ছেল?'

'এই দেখ!···দরকার—অভাবের সংসার আর বন্ধু বলতে এক তোমাতেই গিয়ে ঠেকেচে—বিদয়ের কাণ্ডটা তো দেখচই। তা সে কথা পরে হবে'খন, আগে সেরে ওঠ তুমি।'

খানিকক্ষণ আর কোন কথা নেই। জানলার ফাঁক আচে, তবে ঘোষালমশাইয়ের ঘরে আলো তো পহর রাত্তির বাদ দিয়ে জ্বলে, মুখ দেখতে পাচ্চি না কারুর, শুধু হুঁকোর ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ হচ্চে। তারপর ঘোষালমশাই হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—'ন্যাও, ধরো। মানুষকে বাঁচতে বাঁচতেও কাজ ক'রে খেতে হবে অনাদি, আবার মরতে মরতেও কাজ ক'রে খেতে হবে। গীতায় ভগবান সেই কথাই বলচেন তো। কবে সেরে উঠব তার ভরসায় তোমার

কাজ আটকে রাখলে চলবে না তো। প্রেয়োজনটা ছেল কি ধরনের ?'

চুপচাপই গেল আবার, বাবাঠাকুরের হুঁকোর শব্দটা শুধু আরও ঘন ঘন হয়ে উঠল।

আমি কান খাড়া ক'রে রয়েচি দাঁড়িয়ে।

আজ্ঞে না, বাবাঠাকুর বের করতেই পারলে না কথাটা মুখ দিয়ে। শেষে ঘোষালমশাই বললে—'তাহলে আমিই বলি ? দেখো, তোমার ভাবনা তুমি মনে করো একাই ভাবচ। বলি, এদিক'কার দিনকে দিনের খরচটা না হয় চলে যাচ্চে, কিন্তু তার মধ্যে আবার একটা দমকা খরচ এসে পড়লে সেটা সামলাতে পারা যায় কি ? কেউই পারে না, তা তোমার তো সত্যিই টানাটানির সংসার। কেমন, এর মধ্যে গিন্নীর বাচ্ছরিক ছেরাদ্দটা এসে যেতে পড়ে যাওনি একটু আতান্তরে ?'

আপনি ভাবচেন, ভেল্‌কি ; কিন্তু ভেল্‌কির কিছু নেই এরমধ্যে দা'ঠাকুর। আজকাল আপনাদের কবে ঝড়, কবে বিষ্টি সব ঐ রেডিও না কি তাইতে ব'লে দিচ্চে না, পথ দিয়ে যেতে যেতে কখনও কখনও শুনিতো—তা সেইরকম গ্রামের কোথায় কি হচ্চে, কার কবে ট্যাকার দরকার হবে, কতো ট্যাকার—সে সমস্ত রাজু ঘোষালের নখদপ্পনে থাকত। ভেল্‌কির কিচ্ছু নেই এতে।'

হুঁকোর ভড়ভড়ানিটা বন্ধ হয়ে গেচে, মনে হোল বাবাঠাকুর যেন উঠে এগিয়ে এসে এক হাতে ঘোষালমশাইয়ের একটা হাত চেপে ধরলে, কাতর স্বরে বললে—'সব তো জানই ভাই, আর লজ্জা ছ্যাও কেন ? একটা ওবিশ্যি-করণীয় কাজ, কিন্তু কী আতান্তরে যে পড়েচি ! কোথায় যাব, কে বুঝবে অবস্থাটা ? জিগ্যেস করবে তোমার কাছেই আসি নি কেন ? আর এসে দাঁড়াবার মুখ নেই ভাই, বিস্তর জমে গেচে, একটি পয়সা দিতে পারি নি এখনও…'

ঘোষালমশাই যেন মুখিয়েই ছেল, কি ক'রে তোলে কথাটা,

বললে—'কথা রেখে কথা বলি—ঐ জমবার কথাটায় মনে পড়ে গেল কিনা—লোকে একটা বদনাম দেয়ই তো ট্যাকা জমিয়ে যাচ্ছি। তুমিও নিশ্চয় ভাবো রাজু ছেলেবেলাকার বন্ধু, আমার জমচে ঋণ—তাও আবার উরিই কাছে, আর ও দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে আসল জমিয়ে যাচ্চে। জমিয়েচি দু'পয়সা, তোমার কাছে অস্বীকার করতে গেলুম কেন—যদিও পায়ের ওপর পা দিয়ে নয়—পেটে না খেয়ে আর এই আটহাতী কাপড় প'রে…'

বাবাঠাকুর বললে—'খরচ নেই জমিয়ে যাচ্চ এ কথা কি আমি ভাবতে পারি ভাই। লোকের কথায় কান দেও কেন?'

'না, খরচ আমি টেনে করি বই কি। তবে তুমি মিষ্টি ক'রে বলচ, তার কারণ কেন করি তার হেতুটা তুমি য্যাত জান আর কেউ তো তেমন ক'রে জানে না। তাই অন্যের যেমন গা করকর করে—ঘোষাল একটির ওপর একটি ট্যাকা রেখে জমিয়ে যাচ্ছে, তোমার তেমন করবার কথা নয় তো। ও ট্যাকা যেমন আমি গেলে আমার ছেলের, তেমনি আবার তোমার…'

বুকটা আমার ধড়াস ধড়াস করচে দা'ঠাকুর, কিন্তু কথাটা না শেষ ক'রেই ঘোষালমশাই ব'লে উঠল—'ওকি, উঠে পড়লে যে!'

ঘরে অন্ধকার বেশ জমে উঠেচে, তার মধ্যেই জানলার ছেঁদা দিয়ে দেখলুম একটা ছায়ার মতন বাবাঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠেছে। মুখটা দেখতে পাচ্চি না, তবে কথা তো শুনচি, আমতা আমতা ক'রে বললে—'উঠচি—মানে—দেহটা হঠাৎ যেন—শরীরটের তো জুত নেই ক'দিন থেকে…'

এর পর থেকেই কথার মধ্যে সেই গলাগলির ভাবটা গেল তো। ঘোষালমশাই বললে—'না' বোস, অনাদি; বসলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে, ওটা কিছু নয়।'

গলার আওয়াজটাও বেশ ভারী, কতকটা হুকুমের টোনেই ঘোষালমশাই বললে কথাটা। বুঝলুম বসেই পড়ল বাবাঠাকুর।

এর পরে যে চুপচাপ তা যেন আর শেষ হ'তে চায় না শুধু ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ, বাবাঠাকুর নিশ্চয় ওঠবার সময় হুঁকোটা ঘোষালমশাইয়ের দিকেই বাড়িয়ে ধরেছেল, তিনিই টেনে যাচ্চে। আমি পেয়ারা চিবানো বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আচি।

শেষকালে আবার উনিই আরম্ভ করলে, বললে—'কথাটা মুখ দিয়ে বেরুবার আগেই তুমি উঠে পড়লে অনাদি, তবে বুঝেচ নিশ্চয়। আর টালমাটাল নয়, এবার তোমায় একটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে।'

ইদিকে কোন কথা নেই। ঘোষালমশাই বলেই চলল—'দিতে চাও মেয়ের বিয়ে—হ্যাঁ ছিরুর সঙ্গেই—তাও ব'লে দাও, না দিতে চাও তাও ব'লে দাও পষ্ট করে। আমার শরীর ঠিক নেই—এবার ধাক্কাটা বেশ দিয়েচে—আমি আর ছেলের বিয়েটা না দিয়ে পাচ্চি না। ছেলে যে আমার হীরের টুকরো এ কথা বলচি নে, তবে বয়েসকাল, আমার ঐ এক ছেলে, একটু আস্কারা পাচ্চেই, এ-সময়টা একটু অমন হবেই আবার একটা বাঁধন হোক, ঐ ছেলেই অন্য রকম হয়ে যাবে। না, তুমি একেবারে তোয়ের হীরের টুকরোই পাও কোথাও, বেশ তো আমায় বলে দাও পষ্ট ক'রে, নিজের পথ দেখি···'

বাবাঠকুর বললে—'দুটো দিন আরও সময় দাও; এদিকে একেবারে মাথার ঠিক নেই ভাই।'

'সময় আর দিতে পারব না অনাদি; দেখচো তো আমার নিজের সময় ফুরিয়ে এয়েচে। আরও একটা কথা আচে অনাদি, না বলে পারচি না। বৌ ক'রে যদি আনতেই হয় তো আর আমি ঐ বেপরদা বাড়িতে ফেলে রাখতে পারব না। কথা উঠতে আরম্ভ হয়েচে এরই মধ্যে···'

বাবাঠাকুর যেন কাতর হয়ে বলে উঠল—'রাজু—এ কী বলচ!'

'বেশ; বলব না। বিষয়ী লোক আমরা—মিষ্টি তেতো সব

রকম কথাই মুখ দে বের করতে হয় প্রয়োজন মতো। তা, বলব না। তবে মনস্থির করে ফেলতে হবে তোমায়, হ্যাঁ-না যা হয় একটা কথা পষ্ট ক'রে ব'লে যেতে হবে আজ।'

আবার চুপচাপ, শুধু ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ, তারপর আবার উনিই বললে—'আরও মনস্থির ক'রে ফেলতে বলচি—পাত্রী আমার এই সময় একটি হাতে আচে, নীরদার মেয়েটি। ভালোই, তবে নীরো বিধবা মানুষ, পয়সা চায়। কথাটা লুকুনো, তবু তোমায় বললুম। তা পয়সা চায়, দোব। তবে ঘর থেকে বের ক'রে তো দেব না। সেই জন্যে তোমায় ডেকে পাঠাব মনে করেছিলুম—তা অধম্ম তো করি নি কারুর সঙ্গে, ভগবান নিজেই তোমায় পাঠিয়ে দিলেন। একটু বলো মন খোলসা ক'রে।'

কথা না ক'য়ে উপায় তো আর নেই, বাবাঠাকুর আবার সেই-রকম কাতরে বললে—'আর ছু'টো দিন সময় দাও আমায় রাজু!'

'পারব না ভাই, একটা দিনও নয়, ঐ তো বললুম—আমার নিজের সময়ই আর নেই। তা বেশ, তুমি ভেঙেই দাও না সম্বন্ধটা, চুকে যাক ল্যাঠা। তাহলে কিন্তু ঐ যা বললুম—ঘর থেকে ট্যাকা বের ক'রে আমি মেয়ে কিনে নিয়ে আসতে পারব না—মানে, যেখানে যেখানে ট্যাকা প'ড়ে আচে, বিশেষ ক'রে যেখানে ডোববার ভয় আচে সেখান থেকে ট্যাকা তুলে নিয়ে আমায় কাজটুকু সারতে হবে। তোমায় দোমনা দেখচি, তুমি না হয় ট্যাকাই শোধ ক'রে ছ্যাও, তারপর কি ক'রে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে, কবে দেবে সে-ভাবনা তো আর আমার রইল না।—থাকতে দিচ্চ না তো তুমি।'

বাবাঠাকুরের গলা যেন শুকিয়ে এয়েচে, খসখসে একটা আওয়াজ হোল—'রাজু—ভাই! একটা দিন।'

'একটা কেন, ছুটো দিনই দিচ্চি তোমায়। কিন্তু সে ঐ ট্যাকাটা দিয়ে যাবার; সুদে আসলে কত হোল এক্ষুণি বলে দিচ্চি খাতাটা দেখে।'

'ট্যাকা কোথা থেকে দোব? এত শিগগির? ভদ্রাসনটুকু বেচাবে ভাই, পথে বসাবে?'

'মাথায় তুলে রাখতে চাইচি তো অনাদি, তুমি শুনবে না, করি কি? শক্ত ক'রে তুললে তো তুমিই—হয়তো আদালতেই দেবে ঠেলে···দু'দিন পরেও যদি দেখি গা করচ না···'

বাবাঠাকুরের সেই খসখসে আওয়াজ—'ঘরটা বড় গুমোট—একটু বাইরে থেকে হয়ে এসেই বলচি রাজু—এই তোমার রক থেকেই—বিশ্বাস না করো, দাঁড়াও এসে বাইরে বরং···'

জীবন-মরণের সমিস্যে, না বলে উপায় নেই—কথাগুনোকে যেন জোর ক'রে ঠেলে ঠেলে বের ক'রে দিলে বাবাঠাকুর। বললে বটে, কিন্তু উঠল না; খানিকটা গুম্ হয়ে বসে থাকার পর মোক্ষম কথাটুকুই ব'লে দিলে—'কোন্ চুলোয় আর শান্তি পাব? বেশ, দিলুম কথা।'

ইচ্ছে করচে জানালা ফুঁড়ে ঢুকে আঁচড়ে কামড়ে দিই শেষ ক'রে, তা ত হবার উপায় নেই। হাত আলগা হ'য়ে পেয়ারাগুনো প'ড়ে যেতে খেয়াল হোল, তা হলে ঐদিকে সর্ব্বনাশ ক'রে দিই—আর না কুড়িয়ে ছুটে গিয়ে গাছে উঠে—পেয়ারা তো আর তেমন চোখে পড়চে না—কোষ্টে-পাকা-ডাঁসা, ডালপালা যা হাতের কাছে পেলুম মটামট ভেঙে যেতে লাগলুম।

'এই রে, হনুমানে সব্বনাশ করলে!—দূর, দূর!'

ওনার ওঠার আগেই নাপ্যে পড়েচি, তারপর একটা দুষ্টু বুদ্ধিও জুগিয়ে গেল। দুম্ ক'রে নাপ্যে পড়ে জানলার একটু কাছাকাছি এসে সুরটা বেশ নাকী ক'রে নিয়ে বললাম—ভেঁবেচ হুঁনুমান? আঁমি হঁচ্চি ছিঁরুর মাঁ, তোঁমার পাঁপে পেঁত্নী হঁয়ে আঁচি—আঁর পাঁপ বাঁড়িয়েচ কিঁ ঘাঁড় মঁটকেচি—সোঁয়ামী বঁলে ছেঁড়ে দোঁব নাঁ!'

—বুঝলেন না ?—স্ত্রীর পাপে সোয়ামীর পাপ, সোয়ামীর পাপে স্ত্রীর, এতো শাস্তোরের কথা দা'ঠাকুর, ওনার গীতাই তো এক শাস্তোর নয়।—শাসিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি যটা পেয়ারা হাতে ঠেকল কুড়িয়ে নিয়ে দুড়দাড় ছুট।

আজ্ঞে, বললুম বৈকি দিদিমণিকে, লুকুবার কথা তো নয়।

দিদিমণি পেয়ারা ক'টা আমার হাত থেকে নে'ছল, একটা আমায় দিয়ে একটা নিজে চিবুতে লাগল চুপ ক'রে ব'সে। একটু পরে বললে—'যাক্, মস্তবড় একটা দুর্‌ভাবনা গেল।'

একটু আশ্চয্যি হয়েই মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলুম—'তুমি রাজী বিয়ে করতে ?'

বললে—'আজ হ'লে কাল চাই না। আমি তো ভাবছিলুমই—একাদশী ঘোষাল কথাটা তুললে তারপর আর ইদিকে সাড়াশব্দ নেই কেন ? তার ওপর আবার মাসিমা অমন নটবর নাগর ওর ছাওয়ালটাকেও দিলে ভড়কে, ভাবছিলুম,—তাহ'লে কপাল বুঝি আমার একেবারে ভাঙল। তা দেখছি, মনে আছে।'

কিন্তু চাপা দিলে কখনও থাকে চাপা দা'ঠাকুর ? চুপ করে আবার একটু করে পেয়ারা নিয়ে দাঁতে কুটছেল, আস্তে আস্তে চোখ চেপে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল। মুখে যা বললে তা সে ওনার মনের কথা নয় এটা তো জানতুমও, আমি বললুম—'তুমি ভেবোনি দিদিমণি, আমি বুদ্ধি করে খুব একটা বাগড়া দিয়ে এসেচি, আর এগুতে হেম্মৎ করবে না।'

দিদিমণি চিবোন বন্ধ ক'রে আমার মুখের পানে চাইলে তখন পেত্নী সেজে শাসিয়ে দেবার কথাটাও দিলাম ব'লে।

তখন অল্প বয়েস, মনে হয়েছিল কীই না গুরুতর একটা কাণ্ড করেচি, কিন্তু এখন তো বুঝি কী ছেলেমানুষিই হয়েছেল। দিদিমণি এ-ধরনের কথায় কান্নার মধ্যেও উল্‌সে উল্‌সে হেসে উঠত, শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ; সেদিন কিন্তু কথাটা শোনবার পর ঠায় একটু চেয়ে

রইল আমার মুখের পানে, তারপর ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল, যেন এতক্ষণে অর্থটা একটু ধরতে পেরেচে, 'দেখো, শত্তুর নেগেচে সব আমার পেছনে, দিলে বুঝি আবার ভেস্তে! তা কি বললি তুই; কি ক'রে বললি?'

সবটা আউড়ে গেলুম। দিদিমণির মুখের হাসিটুকু আর একটু পষ্ট হয়ে উঠল, বললে—'আর একবার বল্ তো! কী কূটবুদ্ধি রে ছোঁড়াটার, একটা ঝানু বুড়োকে ভয় দেখিয়ে এল!'

সুখ্যেতই তো; বাড়িতে কেউ নেই, আমি উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা পেছিয়ে এসে হেলে দুলে একবার বেশ একটু গলা ছেড়ে নাকীসুরেই দিলুম আরম্ভ ক'রে। আদ্ধেকটা বলেচি, দিদিমণিও মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে নেগেচে, এমন সময় বাবাঠাকুর এসে বাড়িতে ঢুকল, একবার সুদ্ধু একটু যেন কেমন ধারা ক'রে আমার দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে চাইলে, তারপর উঠোন বেয়ে সোজা ঘরে গিয়ে উঠল।

তারপর দিন কৈলীকে নিয়ে সকালে মাঠের পানে যাচ্চি, একটু গাঁয়ের আড়ালে গিয়ে পড়তেই দেখি বাবাঠাকুর হনহন ক'রে এগিয়ে আসছে; মজাপুকুর পেরিয়ে বললে—'একটু দাঁড়িয়ে যাবি স্বরূপ।'

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—'তা'হলে কাল তুই-ই গেছলি রাজুর ওখানে—পেয়ারা গাছটা শেষ ক'রে দিয়ে এয়েচিস?'

স্থকুবার চেষ্টাই তো করব, বললুম—'কৈ, না; কিছু জানিনে তো?'

জিগোলে—'তাহলে ঐ পেত্নীর কথা কার কাছে শুনলি? নেত্যকে যে বলছিলি...'

লখ্নার নাম ধ'রে দোব কিনা ভাবছি, বললে—'পেয়ারাও তো নিয়ে এসেচিস বাড়িতে।'

এত সাবুদ, আর ধরে রাখতে পারব কেন মকদ্দমা? বললুম—'আর যাব না।'

ও নিয়ে আর কিছু বললে না; জিগ্যেস করলে—'কি কথা হচ্ছিল বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলি, না?'

বললুম—'না তো, বরাবর পেয়ারা গাছে ছিলুম।'

বললে—'তাহ'লে পেত্নী সেজে অমন ক'রে শাসিয়ে দিতে গেছলি কেন রাজুকে?'

চুপ ক'রে থাকতে হোল। বাবাঠাকুর কিন্তু ও নিয়ে আর বিশেষ কিছু বললে না, এখন তো বুঝি, দুটো কাজই ওনার মনের মতন হয়েছেল, সুদ্দু বললে—'খবরদার, ওদিকে আর যাবি নে, একটা মানী লোক।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে একবার চারিদিকটা চেয়ে নিয়ে আরও একটু এগিয়ে এল, আমার কাঁধে হাত দিয়ে একটু গলা খাটো ক'রে বললে—'হ্যাঁরে, তুই ওখানে যা যা শুনেচিস সব নেত্যকেও বলেচিস নাকি? ঠিক ক'রে বলবি, অন্যায়গুলো করেচিস, কিছু বললুম না, লুকুলে কিন্তু আর রেহাই নেই।'

বললুম—'বলেচি।'

'বিয়ের কথা পজ্জন্ত?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ত্যাতক্ষণে একটু বুদ্ধিও খুলেছে, জুড়ে দিলুম—'না শুনে ছাড়লেন না; বিয়ের কথা কিনা।'

জিগোলেন—'তা কি বললে নেত্য?'

বেশ দাঁওয়ের ওপর মনে পড়ে গেল; বললুম—'বললেন—আজ হ'লে কাল চাই না।'

জিগোলেন—'বললে তাই?'

বললুম—'এই আপনার পা ছুঁয়ে বলচি, মিথ্যে কইচি না।'

'আর কিছু বলে?'

সেই কোন্ বছরখানেক আগে শোনা কথাটাও মনে পড়ে গেল,

ভয়ের জায়গায় উল্টে বেশ খাতির জমে আসচে দেখে বললুম—'বলছেল, কত্তার সঙ্গে হলেই ভালো হোত, একেবারে বাড়ির গিন্নীটি হয়ে ঢুকতে পারতুম ; তা এই বা মন্দ কি ?'

'বললে তাই ?'

বললুম—'এই আপনার পা ছুঁয়ে বলচি, মিথ্যে কই'চি না।' বাবাঠাকুর হাতটা ধরে ফেলল, বললে—'থাক, থাক, আর পা ছুঁতে হবে না।'

বেশ খানিকক্ষণ আর কোন কথা নেই। বাবাঠাকুর ঠায় একদিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেন আরও একটু কিন্তু হয়ে মুখটা আমার দিকে নামিয়ে নিয়ে এল, বললে—'হ্যাঁরে স্বরূপ, তুই মেয়েটার কাছে কাছে থাকিস্ খুব—তোকে বড্ড ভালোও বাসে—সব কথা বলেও মন খুলে—আচ্ছা, ইয়ে—ওর খুব ইচ্ছে বিয়েটা এবার তাড়াতাড়ি হয়ে যাক, নয় ?'

ঐ কথাটাই আবার বললুম—'আজ্ঞে, তাই তো বলেন—আজ হ'লে কাল চাই না।'

বাবাঠাকুরের মুখটা ক্রেমেই যেন কি রকম হয়ে আসছেল, বললেন—'হবে, তাই হবে ; হুঁ !···আর কিছু বলে নাকি ?'

আমি ত্যাখন বাড়ির কত্তার সঙ্গে সমভাবে কথা কইচি, কতটা জানি, কতটা খোঁজ রাখি দেখাতে হবে না ? আবার সেই বছর-খানেক আগে শোনা কথাগুনো এনে ফেললুম—ওবিশ্যি, ছেলেমানুষ সে-সব কথার তখন তো অত বুঝি না, একটা বাহাদুরী নিতে হবে তাই বলা ; বললুম—'নৈলে বিয়েই করবে না বলছেল—কলকেতায় চ'লে গিয়ে বেম্মজ্ঞানী হ'য়ে ইস্কুলে মাষ্টারি করবে ; আজকাল এমনও তো হচ্চে।'

একটু হকচকিয়ে গেল বৈকি বাবাঠাকুর ; তারপর মুখের ভাবটা যেন আরও এলিয়ে এল, একটু কেমন ধারা হেসে বললে—'তাও বলে নাকি ? হুঁ ! তা অত করতে হবে না।'

একটা সংস্কেত ছড়াও আওড়ালে, কতকটা যেন নিজের মনেই। যোস্যো যাদ্দিশী—ক'রে শুরু ছড়াটা, উনি পেরায় বলত, এক আধবার দিদিমণির মুখেও শুনেচি—সংস্কেতটা বাপের কাছে উদিকে খানিকটে পড়েছেল তো—একবার অর্থও বলে দেছল আমায়—অর্থাৎ কিনা—যার যেমন সাধ তার হয়ও সেইরকম। ঠাকুরমশাই ছড়াটা কতকটা যেন নিজের মনে আউড়ে একটু হাসলে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—'তোর সঙ্গে এই যে সব কথা হোল—এসব গিয়ে বলবি নি তো ? বলিস নে তো কখনও ?'

বললুম—'এজ্ঞে তা কখনও বলি ?'

'না, বলবিনে কখন। বরং ও যদি কিছু বলে টলে তো জানিয়ে দিবি আমায়।'

একটু চোখ তুলে কি ভাবলে, মুখের ভাবটা সেইরকম যেন কেমন কেমন, দেখলে কষ্ট হয়—মা-ঠাকরুন গেল, তাতেও ঠিক এ-ধরনের মুখের ভাব দেখিনি দা'ঠাকুর,—চোখ তুলে কি একটু ভাবলে, তারপর আবার আমার দিকে দিষ্টি নামিয়ে বললে—'শুনলি তো, জানিয়ে দিবি আমায়—তেমন কিছু যদি বলে। বুঝলি না—মেয়ে—ওতো শ্বশুরবাড়ি গেলেই পর, তুই রাখাল হোস, যাই হোস, যেমন এখেনকার তেমনি এখেনকারই রইলি তো।'···একবার কলকেটা দিতে হয় দা'ঠাকুর।

কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে স্বরূপ বললে—'এই আগুন সাক্ষী দা'ঠাকুর—হাতেই রয়েচেন—কী প্রাণ দিয়েই যে দিদিমণিকে ভালোবাসতুম, ব'লে বুঝিয়ে উঠতে পারি নে। বাবাঠাকুরকেও তাই। কিন্তু সিদিন উনি ঐটুকু আত্তিস্যি দেখিয়ে দুটো কথা জিগ্যেস করতে বাহাদুরি নেবার জন্যে কি আবোল-তাবোল যে ব'কে গেলুম ওনাকে শক্ত আঘাত তো দিলুমই আর দিদিমণির যে কী ক্ষেতি করলুম তা ভাবতে এখনও দেহমন যেন ঝিমিয়ে আসে। বুঝলেন না ?—সোমত্ত মেয়ে, তার কাছে বিয়েটাই এত বড় হ'য়ে উঠল যে

আর বাদ-বিচার তো নেই-ই, না হ'লে কুল ছেড়ে বেম্মো পজ্জন্ত হয়ে যাবে ; বাপ আর কেউ নয়। অথচ দিদিমণি যে কত খাঁটি-নকুলে মানুষ, ওপরে যাই বলুক, মনের কথাটা যে কী তা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। ফল এতে যা হয় তাই হোল। ওবিশ্যি বাবা-ঠাকুর কথা দিয়ে এয়েচে, তবু ফিরে এসে ভেবেচিন্তে আবার হয়তো দেখতো, বাড়িটা বেচে ফেলা পজ্জন্ত একটা রাস্তা খোলা ছেল তো—কি হোত না হোত বলা যায় না, কিন্তু আমার কথা শোনা ইস্তক উনি যেন মেয়ের ওপর অভিমানেই আর কিছু ভেবে দেখতে চাইলে না। বোশেখ মাসের শেষের দিকের কথা, জষ্টি মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে হবে না, গ্রাম সুদ্ধ্যু সবাই জেনে গেল, আষাঢ়ের গোড়াতেই রাজীব ঘোষালের ছেলের সঙ্গে অনাদি ভশ্‌চাযিয়র মেয়ের বিয়ে হবে। বাড়িতেও তার তোড়জোড় প'ড়ে গেল।

ব্রেজঠাকরুন বাড়ি ছেল না দা'ঠাকুর। ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্তানের যোগ ছেল একটা, সঙ্গী পেয়ে উনি দুদিন আগে বেরিয়ে গেছল, তারপর সেখেন থেকে খড়দা, কালীঘাট, তারকেশ্বর, আরও কি কি তীথ্যি সেরে একেবারে হপ্তাখানেক পরে মসনেতে ফিরল। ত্যাখন-কার দিনে তো আর এরকম রেল-জাহাজের ব্যবস্থা ছেল না, নৌকো আর হন্টন, বেরুলেই এইরকম দেরি হয়ে যেত। ব্রেজঠাকরুন ফিরল য্যাখন একটু বেলা পড়ে এয়েচে। বাবাঠাকুর কাঁটালতলাটায় একটা জলচৌকির ওপর ব'সে কাজীপাড়ার সত্য খলিফাকে দিয়ে বাড়ি মেরামত করাচ্ছেল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর দেরি নেই, ট্যাকা আনতেও আর বাধা নেই, বাড়িটা বেশ ভালো ক'রেই ঝালিয়ে নিচ্ছিল বাবাঠাকুর—দিদিমণিও মোকা বুঝে চাপ দিয়ে, চারদিক'কার দেয়ালটুকু উঠিয়ে নিয়েচে—ব্রেজঠাকরুন য্যাখন তীথ্যি সেরে উঠোনে পদার্পন করলে, ত্যাখন প্রায় সব ফিনিস, মেরামতের কাজ সেরে চুনকামে হাত পড়েচে। তীথ্যি সেরে মনটা বেশ তাজা রয়েছে, ব্রেজঠাকরুন উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার হাসিমুখে

চারিদিকটা দেখে নিলে, বললে—'বাঃ, এযে দেখচি হাতে হাতে তীথির ফল!'

দিদিমণি নেমে এসে পা ধুয়ে দিয়ে পেন্নাম করলে। বাবা-ঠাকুরের ভুল হয়ে গেছল—শালীকে দেখলে তো আর জ্ঞানগম্যি থাকত না, তায় আবার আচমকা এসে পড়েচে, একটু কাঁচুমাচু হ'য়ে বললে—'হ্যাঁ দিদি, তোমার বোনের বাচ্ছুরিকটা এসে পড়ল—বাড়িটুকু একটু ঝালিয়ে নিই...'

পেন্নামটুকু সেরে নিতে যাচ্ছেল, ব্রেজঠাকরুন দু'পা পিছিয়ে গিয়ে আরও একটু হেসে বললে—'থাক্, থাক্, এবার কার কাকে পেন্নাম করতে হয় তাই দেখো! বোনের বাচ্ছুরিকের জন্যে তো আমার ভাবনার অন্ত নেই! হাতে হাতে তীথির ফলের কথা বলচি, আমার বিয়ের ফুল এতদিনে বুঝি আবার ফুটল—যার জন্যে এখেনে আসা।...কৈগো, নেত্য, কোথায় গেলি?'

হাঁ করতেই দিদিমণি টের পেয়েছেল ঠাট্টাটা কোন্ দিকে এগুচ্চে। হাত থেকে পোঁটলাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়েছেল, 'এই পুজোর ফুলগুনোও রেখে দে মা'—বলতে বলতে ব্রেজঠাকরুন উঠোন বেয়ে ঘরের দিকে চ'লে গেল।

একে ব্রেজঠাকরুন, তায় তিনদিন গাঁয়ের মুখ দেখেনি, ভালো ক'রে জিরোলও না, হাতে মুখে একটু জল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দিদিমণি বললে—'একটু কিছু মুখে দিয়ে গেলে না মাসিমা?'

বললে—'এই এলুম বলে; না, খাব সেই একেবারে রাত্তিরে।'

উঠোন দিয়ে যেতে যেতে বললে—'না হয় উপোস ক'রেই থেকে যাই না, তোর বাবা এমন উজ্জুগি হয়ে লেগেছে, সত্যসত্যই হয়ে যাক, আর দেরি কেন?...কি গো অনাদি?'—বলে একবার হেসে বাবা-ঠাকুরের দিকে ঘুরে চেয়ে নিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল। দিদিমণি আমায় চাপা গলায় বললে—'দাঁড়া, কোঁদলের নাড়ি কোঁ-কোঁ

করচে, ঘুরে ফিরে ভালো করে খোলসা হ'য়ে আস্থক, খাবে যে জায়গা কোথায় ?

আমি বড় ঘরের চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আচি, দিদিমণি পোঁটলার জিনিসগুনো গোছগাছ ক'রে রাখছেল, আর ঐ রকম গল্প করছেল। শেষ হ'লে হাতে একটু তারকেশ্বরের ওলা আর এক গেলাস জল নিয়ে বেরিয়ে এসে বললে—'বাবা, এই একটু পেসাদ মুখে দেবে ?'

কিন্তু কোথায় বাবা ? দিদিমণি একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর সত্য খলিফাকে জিগ্যেস করলে—'বাবা কমনে গেল দেখেচ সত্য কাকা ?

সত্য খলিফা একমনে দেয়ালের কার্নিসে চুনবালি ধরাচ্ছেল, ঘুরে দেখে একটু আশ্চয্যি হয়ে বললে—'তাই তো, নেই দেখচি ? ভাবছিলুম—কথাটা জিগ্যেস করলুম, উত্তুর নেই কেন !'

দিদিমণি হাসির চোটে পেটটা টিপে ধ'রে ছুটে এসে চৌকির ওপর লুটিয়ে পড়ল ; কি হোল জিগোতে বললে—'পালিয়েচে ! ঠিক পালিয়েচে ! মান্থষটা সব বোঝে, শুধু মাসির ঠাট্টাটা বোঝে না···ওর ভয়, পাগল-ছাগল মান্থষ, কখন কি মতিচ্ছন্ন হবে, দেবে বুঝি ধ'রে বেঁধে মালাটা গলিয়ে ! আহা, দিব্যি ছিল সাতদিন রে —এইবার দেখ্না—ভূত সাজবে, বেম্মদত্তি সাজবে—বনে বাদাড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে···'

—বলে আর হাসিতে লুটিয়ে পড়ে, বাড়িতে দুটো জন খাটচে, খোলসা হয়ে হাসতেও তো পাচ্চে না।

ব্রেজঠাকরুন ফিরল সন্দের পর। ঘোষের পুকুর পজ্জন্ত ওনার সাড়া পাওয়া গেল, গরমকাল, গা ধুতে এক পাল সব জুটেছে তো। তারপরেই ঠাণ্ডা, এল য্যাখন আর সে ব্রেজঠাকরুনই নয়। অমন হাসি-হাসি ভাব নিয়ে বেরিয়ে গেছল, য্যাখন ঢুকল, মুখটা একেবারে তোলো হাঁড়ি। আমি থেকে গেছলাম, মনটা ভালো আচে, তীত্থির গল্প বলবে, শুনব, তা একটি কথা নয়। দিদিমণি

আমার দিকে আড়ে দেখে নিয়ে চোখটা একটু টিপে দিলে—অর্থাৎ কিনা, গতিক স্নুবিধে নয়। তাড়াতাড়ি আহ্নিকের জায়গা করে দিলে, মটকার থানটা প'রে ব্রেজঠাকরুন ব'সে পড়ল। আজ্ঞে না, মাঝে-মধ্যিখানে—না রাম, না গঙ্গা, একটি কথা নয় আর। খানিকটে পেসাদ নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলুম। পরের দিন হুলুস্থুলু কাণ্ড—একেবারে রাস্তা থেকেই।

একটু সকাল-সকালই আসচি সিদিন, একটা ধুকপুকুনি নেগে রয়েচে তো ; মজাপুকুরটা ঘুরতেই দেখি সত্য খলিফা প্রাণপণে ছুটে আসচে, লুঙ্গিটা টেনে তোলা, হাতে চুনকামের কুঁচিটা, কয়েক হাত পেছনেই ওর ছেলে মনছুর—যে যোগান দিচ্ছিল—হাতে চুনের গোলার হাঁড়িটা, ওবিশ্যি আধখানা—তা ফেলে দে হাঁড়িটা, তুইও হাতের কুঁচিটা ফেলে দে, কিন্তু কি বইচে না বইচে সাড় তো নেই —পড়ি তো মরি করে ছুটেচে তুজনে। 'কি গো সত্য চাচা ? কি ব্যাপার ?'—তা জিগ্যেসও করতে হ'ল না, একটু রাস্তার বাঁকটা ছাড়াতেই দেখি ব্রেজঠাকরুন গনগনিয়ে ছুটে আসচে, যেন মা অগ্নিশম্মা। হাতে সেইরকম একখানা চ্যালা কাঠ, মাথার চুড়োটা গেছে খুলে, চোখ তুটো জ্বলচে, মুখে কথা নেই।

তখুনি অবিশ্যি ফুটল কথা, তাইতে রহস্যটা পস্কের হোল কতকটা। অনেকখানি খেদিয়ে এনেচে, আর স্ত্রীলোকই তো, তায় ভারী শরীল, দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর তুলে তুলে সেই ভাঙা কাঁশি—'আয় না, আয় ! পালালি কেন বাপব্যাটায় ? তোদের পীরের দিব্যি আয় ! ঢের ট্যাকা দেখেচিস, রোজগার ক'রে নে যা কিছু, পালালি কেন অমন ক'রে ?···তবিল হালকা ক'রে দিয়ে যা খানিকটে···'

ঐ আপসানির মুখেই আবার ঘুরল, ত্যাতক্ষণে ওরা তুজনে তো গাজীপাড়া পৌঁছে গেচে। ত্যাখন কিন্তু আসল আপসানিটা আরম্ভ হোল, বুঝতেও পারলুম রহস্যটা—'এব্‌লা যদি কোন রকমে হাঁড়ি চড়লো তো ওব্‌লা কি হবে যার ঠিক নেই···ধারে ধারে ভিটেমাটি

চাঁটি হ'তে যাচ্ছে—তার কিনা ঘটা ক'রে চুনবালি ফেরানো বাড়িতে —দেয়াল ঘুরিয়ে পর্দা তোলা!...বলি, রেল পর্দা?...বংশে যা কেউ করেনি কখনও তাই যে করতে ব'সেচ—মেয়েবেচা আর কাকে বলে? তাও, দান করবার য্যাখন মুরোদ নেই, বেচতেই হবে, না হয় একটু দেখে-শুনেই বেচি—ঐ সোনার প্রিতিমে একটা অথম্ভে গেঁজেলের হাতে তুলে দিয়ে ঘটা ক'রে বাড়ির চুন ফেরাতে নজ্জা করচে না...'

শোনবার লোক নেই—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবাঠাকুর আবার গাঁ ছেড়ে দিলে কিনা, এ কালবৈশিখীর ঝড়ের সামনে শুকনো পাতা একটা, পারবে কেন থাকতে?—তা উনি না থাক্, গাঁয়ে লোক তো রয়েছে —ব্রেজঠাকরুন চান করতেই বেরিয়েছেল, গাঁ-ময় কেচ্ছা ছড়াতে ছড়াতে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেল।

সেই বেড়া আগুন আরও গনগনে হ'য়ে ঘিরে এল। সাতদিন দেখা নেই বাবাঠাকুরের। বয়েস হিসেবে আমার অত বোঝবার কথা নয়—তবে পোড় খেয়ে খেয়ে বুদ্ধিটা আবার খোলে তো— বেশ টের পাচ্চি উনি এবার আখেরের জন্য ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হোল। বুঝলেন না? অন্যবার তবু মেয়ের ওপর টান থাকে, এবার তো সেখেনেও মন ভেঙেছে, আর তাহলে কিসের বাড়ি কিসের ঘর? লক্ষণে তাই প্রেকাশও পেলে। অন্যবার যাবার আগে দিদিমণির হাতে যাই ক'রে পারুক কিছু দিয়ে যেত; এবার বরং হাতে ভালোরকমই কিছু ছেল, বাড়ি মেরামত আর বিয়ের যোগাড়-যন্ত্রের জন্যে ঘোষালমশাইয়ের কাছ থেকে বেশ মোটারকম কিছু এনেছেল তো,—তা একটি পয়সা দিয়ে গেল না দিদিমণির হাতে, অভিমানটা খুবই হয়েছে তো। তিনটে দিনের চালডালটা ছেল বাড়িতে; একটা মানুষ নেই, দিদিমণি ওটাকে টেনেবুনে পাঁচটা দিন পজ্জন্ত চালালে, টেনেবুনে মানে তুটো সন্দে অসুখের নাম ক'রে উপোসও দিলে। বলবেন—কেন, ব্রেজঠাকরুন তো এদানি খোঁজটোজ

রাখত একটু সংসারের, সে টের পেলে না?—কিছু ব্যবস্থা করলে না?…আজ্ঞে টের কি পাচ্ছিল না, তবে ব্যবস্থা কেন কিছু করছিল না, জেনেও যেন না-জানার ভান করে কেন কাটিয়ে যাচ্ছেল সেটা পরে টের পেলুম।

পাঁচটা দিন কেটে গেচে, সকালবেলা কৈলীকে নিয়ে বেরুব, দিদিমণি ঢুকে দিলে—'স্বরূপ ব'সে যা, একটা সলা-পরামর্শ আচে।'

আর কিছু না ব'লে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে চলে গেছল। আমিও এগিয়ে গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়াতে চালের আর ডেলের তিজেল দুটো এক এক ক'রে উবুড় করে ধ'রে দুটো ক'রে টোকা মেরে টন-টন শব্দ ক'রে বললে—'মা-লক্ষ্মী একেবারে কামড়ে ধ'রে রয়েচে, উপুড় করলেও পড়ে না।'

এসে চৌকাঠের ওপর বসল! বসতে তো নেই, আমি বললুম—'নেমে বোস দিদিমণি, চৌকাঠে ব'সলে ঋণ হয়।'

বললে—'মর ছোঁড়া, সেই জন্যেই তো আরও বসব চেপে, কিন্তু দিচ্চে কে ঋণ?…ওরে, হয়েচে। ঋণের কথায় মনে পড়ে গেল!'

রহস্যটা তো জেনে গেচে, একটু সেই নকুলে হাসি হেসে বললে—'দেখ্ ভুলেই গেছলুম—তুই একবার সেই নবীন স্যাকরার কাছে যা না, কত দেবে বলেছেল মাদুলিটার জন্যে? পঁচিশ ট্যাকা না?

ব্রেজঠাকরুন বলেছেল পনের, আমিই দিদিঠাকরুনের ভরসা বাড়াবার জন্যে সেটাকে পঁচিশ ক'রে দিই, বললুম তাই যেন মনে হচ্চে।'

বললে—'তার মধ্যে তিন খেপে দশটা ট্যাকা এনে দিয়েচিস তুই, বাকি থাকে পনের। তবে তো আমি বড় লোক রে!'

মিইয়ে থাকতে তো জানতই না, তার ওপর হঠাৎ একটা উপায় হওয়ায় ফুর্তি হয়েচে, দাঁড়িয়ে উঠে বললে—'এই নে তোর চৌকাঠ

ছাড়লুম, আমি আর এখন খাতক নয় তো, উলটে মহাজন। তুইও মহাজনের পেয়াদার মত একটা লাঠি হাতে ক'রে যা—এইরকম ক'রে বলবি…'

নকল ক'রে পেয়াদার মতন বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে হেসে ফেললে। তারপরই নরম হ'য়ে বললে—'নারে, খুব মর্য্যেদা রেখে কথা বলবি, অমন মাসি আর হয় না। পোড়াকপালী যেমন জ্বালায় তেমনি সামলাতেও ওই। নিজের বাপ, তার তো ঐ ছিরি! কিন্তু তাকে পাবি কোথায় বল্‌দিকিনি?—একটু নিরিবিলিতে পাওয়া চাই তো।'

একটু ভেবে বললুম—'ছিরু ঘোষাল আবার মিত্তিরদের মজা-পুকুরের ধারে আসবে বলেচে বলে না হয় ডেকে নিয়ে যাব?'

দিদিমণি একটু হাসির সঙ্গে চোখ দু'টা বড় ক'রে নিয়ে বললে—'ছোঁড়ার বুকের পাটা কম নয় তো! যা না, আস্ত পুঁতে রেখে আসবে ঐ মজাপুকুরে। দাঁড়া, হ'য়েচে, আমি তেলটা মেখে নিই তাড়াতাড়ি, মাসিমা নেয়ে এলেই আমি ঘোষপুকুরে চলে যাব। তুই সব বলবি। অবিশ্যি হাঁড়িতে একটাও চাল নেই ওকথা আর বলবি নি—এক নিজে উটকে দেখতে চায় সে আলাদা কথা, তুইতো আর বাধা দিতে পারবি নি?

দিদিমণি ওনাকে ব'লে বেরিয়ে গেছে, উনিও উঠোনে ভিজে কাপড় মেলে দিয়ে তুলসীর ঝারিতে কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজলটুকু ঢেলে দাওয়ায় উঠেছে, আমি তুললুম কথাটা। 'আমি জানিনে, ভালো ক'রে ঘরে চুন ফেরাতে বলগে যা'—বলে ভেতরে চলে গেল। দিদিমণি দুটো ফল আর একটু তারকেশ্বরের ওলা রেখে গিয়েছিল, খেয়ে একঘটি জল খেয়ে বেরিয়ে এল। আমারই ভুল হয়েছেল; পেটটা ঠাণ্ডা হতে মেজাজটা নরম হয়েছে একটু—আর, সব দেখেশুনে তত কড়া মেজাজ ছেলও না তো ইদিকে—বলল—'ট্যাকা চেয়েচে, তা-তো চাইবেই। আহা দুখের মেয়ে, নিয্যাতনটা

দেখো না। তা হ্যাঁরে, নবীন স্যাকরা যে মাসি, সে-কথা বলিস নি তো?'

বললুম—'আজ্ঞে, তা কখনও বলি?'

'খবরদার বলবি নে। পুঁতে ফেলব।...ট্যাকা চেয়েচে, আবার, না? মুশকিল হয়েচে। ঝোঁকের মাথায় পড়ে গেলুম—তীখ্যিতে না বেরুলেই হোত, গেল তো কতকগুনো ট্যাকা বেরিয়ে। কত দেব বলেছিলুম?'

ভুলে গেছে ভেবে তালের মাথায় তাড়াতাড়ি বলে দিলুম—'পঁচিশ ট্যাকা।'

ব্রেজঠাকরুন চোক পাকিয়ে বললে—'পনরো!...ছোঁড়া আবার দালালি করে! যা দিই তা থেকে সরিয়ে রাখিস নে তো?'

বললুম—'না, এই পা ছুঁয়ে দিব্যি করচি।'

সামলেও তো দিতে হবে? বললুম—'না, আমি বলছিলুম দিদিমণি বলেছেন পঁচিশ ট্যাকা দাম হবে মাদুলিটার। নবীন স্যাকরাকে বলবি।'

ব্রেজঠাকরুন বললে—'তুইও বলবি—নবীন বললে পাঁচ ট্যাকাও দাম হবে না; না হয় ট্যাকা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমাদের জিনিস।...শোন্, কাজের কথায় আয়! দশ ট্যাকা নিয়ে গেচিস তিন ক্ষেপে, আর পাঁচটা পাবি যা বলেছিলুম।'

তারপরেই চুপ ক'রে রইল; একটু পরে বললে—'তাই বা দিই কোত্থেকে?...চালডাল সব বাড়ন্ত?'

বললুম—'একটি দানা নেই হাঁড়িতে।'

ব্রেজঠাকরুন আবার একটু খিঁচিয়েই উঠল, একটু কড়া চোখে চেয়ে বললে—'ভালো দালাল পেয়েচে তো ছোঁড়াকে! কমিয়ে বলতে জানে না—ত্যাখন বললে পঁচিশ চেয়েচে, এখন বলে একটা দানা পজ্জন্ত নেই!'

সব্বদাই তো একটা না একটা নিয়ে মনের ওপর চাপ রয়েচে

দা'ঠাকুর; বেশ আছি, বেশ আছি, এক এক সময় হঠাৎ মনটা উৎলে উঠত; আর সামলাতে পারতুম না। আমি ছুহাতে মুখ ঢেকে একেবারে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলুম, বললুম—'আপনি দেখো না গিয়ে না হয়—হাঁড়ি উল্‌টে দেখালে আমায় দিদিমণি—আমি মিচে বলব কেন?—ছুদিন উপোস ক'রে ছেল—কাঁদে ব'সে ব'সে—বলে উপোস করলেও যদি মরণ হয়...'

কতক সত্যি কতক তার সঙ্গে বানিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে ব'লে যাচ্ছি কান্নার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেজঠাকরুন এসে আমার পিঠে হাত দিয়ে টেনে নিলে, বললে—'চুপ কর স্বরূপ, বুঝি না কি?—সব বুঝি। আমি অভাগীই বা কি বল্ না? ভেয়ের ঝি-গিরি ক'রে পেট চালাচ্ছিলুম—ছোট ভেয়ের—বাক্যিযন্ত্রণা আর সহ্যি করতে না পেরে পালিয়ে এলুম—ভাবলুম তারা গরীব হোক, লোক ভালো, তা এয়েচি পজ্জন্ত এখানেও দিনদিন যেন শুকিয়ে যাচ্চে সব। একটা যেন বোঝা হ'য়ে রয়েছি, বুঝি নাকি?...তার ওপর পোড়া ভগমান এক মেজাজ দিয়েছে; কিন্তু করি কি? ধুলে তো কয়লার স্বভাব বদলাবে না। তারপর এই দেখ না; তীথি করতে বেরিয়ে মনে করলুম একবার ভেয়ের ওখান থেকে হ'য়ে আসি—হিসেব ক'রে দেখলে শ'দেড়েক ট্যাকা রয়েচে ওদের কাচে, সময়ে সময়ে চেয়ে নিয়েছেল—মনে করলুম দেখি, যদি পাই, এখন যাদের ঘাড়ে চেপে রয়েচি, তাদের উবগার হবে—তা একটি পয়সা উপুড় হস্ত করলে?—স্রেফ ন্যাকা সেজে বসল বউ—গরীব বাপ মা, ন'বছরে বিয়ে দিয়ে দেছ'ল একটা হলদে শাড়ি পরিয়ে—বিয়ে নয়তো, সংসারে একটা খাবার মুখ কমানো—বছর না ঘুরতে কপাল ভাঙল—একটা সোনাদানা তো আর গায়ে উঠতে পেলে না যে...'

আজ্ঞে, ঐ অবধিই, আর শেষ করতে পারলে না, প্রায় বছর খানেক হ'তে চলল এয়েচে ব্রেজঠাকরুন, কাঁদতে দেখিনি কখনও, সেই প্রেথম দেখলুম, আমায় চেপে ধ'রে এক হাতে আঁচলে মুখ

চেপে সে-কান্না আর থামতে চায় না। দিদিমণি নেয়ে এল ; এদানি একলা বেশিক্ষণ বাইরে থাকত না তো। চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে পা দিতেই আমাদের দেখে আবার থপ ক'রে বেরিয়ে আড়াল হ'য়ে গেল। আমি ইদিকে বেজায় অস্বস্তিতে পড়ে গেচি। ছেলেমানুষ, এমন অবস্থায় এমন মানুষকে কি ব'লে সান্ত্বনা দিতে হয় জানিনে, অথচ ছেলেমানুষ বলেই সান্ত্বনাটা যাতে খুব হালকা ধরনের না হয়ে যায় সেদিকটাও নজর রাখতে হবে, অনেক ঠাউরে ঠাউরে বললুম—'চুপ করো মাসিমা। কপাল ভেঙেচে, তেমনি আবার আজকাল তার ব্যবস্থাও তো করে দিয়েচেন বাবা তারকনাথ—দিব্যি বিধবা-বিয়েও তো হ'চ্চে চারিদিকে—'

আমার তো ঐ রোগ ছেল দা'ঠাকুর, একটা মানুষ কেঁদে একটু হালকা করবে বুকটা তা বাহাদুরি করতে গিয়ে ঐরকম পণ্ড ক'রে দিতুম সব। ব্রেজঠাকরুন একটুখানি সামলে থাকবার চেষ্টা করলে, তারপর আঁচলের মধ্যেই চাপা হাসির একটু শব্দ উঠল। বললে—'কথা শোনো ড্যাকরার, মরা মানুষকে হাসিয়ে ছাড়ে!'

আঁচলটা সরিয়ে কিন্তু আর একেবারেই চাপতে পারলে না হাসি। কি একটা বলতে চায়, তা য্যাতবারই মুখ খোলে ডুকরে ডুকরে হেসে ওঠে, তারপর—'কি গেরো গা!' ব'লে অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে একটু চুপ করে থেকে বললে—'শোন্, তুই তো জানিসই সব কথা সংসারের, ইদিককার কথাও শুনলি, আমার হাত একেবারে খালি হ'য়ে এয়েচে, ছিলও না তো কিছু, না সোয়ামী, না পুত ; শ্বশুরের ভিটে বিক্রি হয়ে যেতে, ভাশুর দয়াধম্ম ক'রে কিছু দেছল হাতে তুলে—ঐ একটি নোক ছেল মানুষের মতন—তা ভালো মানুষ তো কপালে টেঁকবে না!...'

আবার আঁচল তুলে চোখ মুছলে। কি বলতে কি ব'লে আবার বে-মোকা হাসিয়ে দোব, আমি জিভ কামড়ে চুপ করে রয়েচি, নিজেই আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে বললে—'মরুকগে, কাকেই বা যে

শোনাচ্চি!······তোকে যা বলছিলুম, হাত একেবারেই খালি হয়ে এয়েচে—তবুও টেনেটুনে পঁচিশটে ট্যাকাই দোব—বলবি, নবীন-স্যাকরা বলেচে পঁচিশটে ট্যাকাই দোব, তবে বাজার মন্দা, একসঙ্গে পারবে না, একটা দুটো যেমন পারে দিয়ে যাবে। বুঝলি নে? হাতে থাকলেই খরচ ক'রে ফেলবে—এইরকম এক আধটা ক'রে দিলে টেনে খরচ না ক'রে উপায় থাকবে না।··· তারপর হরোর বাচ্ছরিকটা এসে পড়ল, কিছু নয়, কিছু নয় করেও গোটা চার পাঁচ ট্যাকা যাবে বেরিয়ে। আর ঐ এক বেয়াক্কেলে মানুষ দেখ না, সংসারটা পাগল সোয়ামী আর একটা অপোগণ্ড মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে কেমন দিব্যি স'রে পড়ল, হয়তো ভাবলে, কেন, অমন শাঁসালো দিদি তো র'য়েচে। পোড়াকপাল!'

আবার চোখটা মুছতে মুছতে ঘরের মধ্যে গিয়ে দুটো ট্যাকা নিয়ে এসে আমার হাতে দিলে, বললে—'যেমন যেমন বললুম বলবি, নবীনস্যাকরার নাম ক'রে। আর ইদিককার কথা উদিক, উদিককার কথা এদিক করবি নে। করিস?'

বললুম—'আমার কি দরকার ক'ন না।'

'না, তুই করিস, এই তো বললি—তোর দিদিমণি কাঁদছেল, বলছিল মরণ হয় না। তা আমায় কাঁদতে দেখেচিস?'

কটমট ক'র মুখের পানে চেয়ে রইল, বললুন—'আপনি তো বরং প্রাণ খুলে হাসছিলে।'

বললে—'হাঁসি, কাঁদি, আমার অভিরুচি, তুই পাঁচকান করতে যাবিনে, পুঁতে ফেলব। যা, তাড়াতাড়ি ঘুরে আয় বাইরে থেকে—যেন নবীন স্যাকরার ওখান থেকে আসচিস।'

বেশ চ'লে যাচ্ছেল, দা'ঠাকুর, চলেও যেত একরকম ক'রে; বাবাঠাকুর নেই, তা ওনার না থাকাটা ক্রমেই যেন গা সওয়া হয়ে

আসছেল। নেই বলেই দিদিমণির বিয়ের কথাটা একটু চাপা পড়েচে, তার ওপর আমি আবার দিদিমণিকে ভরসা দেবার জন্যে পঁচিশটা ট্যাকার কথাটা বাড়িয়ে চল্লিশটা ক'রে দিয়েচি—নিশ্চিন্দি হ'য়ে গিয়ে দিদিমণির হাসিখুশি ভাবটা পুরোপুরি ফিরে এয়েচে, এমন সময় ব্যাপারটা আবার হঠাৎ সঙ্গীন হয়ে উঠল দা'ঠাকুর, আর এবার যা অবস্থা, আর বুঝি সামলানো যায় না। কিন্তু তার আগে আবার একটু ছ'আনি তরফের দেবনারায়ণ রায়চৌধুরীর কথা এসে পড়চে।

সেরকম কাল-বৈশিকী কৈ আর দেখিনে তো আজকাল দা'-ঠাকুর, সে-রকম শীতই বা কৈ, সে-রকম গ্রীষ্মিই বা কৈ? ক'দিন থেকে গুমটভাব রয়েচে এই পজ্জন্ত, নৈলে আকাশ দিব্যি পস্কের, মেঘের নাম গন্ধ নেই। চাকা ডুবে আসচে, কৈলীকে নিয়ে মাঠ থেকে ফিরছিলুমই, হঠাৎ মনে পড়ল দিদিমণি বলে দেছল একটু সকাল-সকাল ফিরতে, ওনার সই শ্বশুরবাড়ি যাবে, দেখা ক'রে আসবে একটু। ব্রেজঠাকরুনের কথকতা আচে। কৈলীটার আর একটা দোষ, বড্ড গেঁতো ছেল, নিজের চাল ধরে ধিকি ধিকি যাবে, বাড়ি কি ন্যাজ-মোড়া দিলেন, ছ'পা চলল, আবার যেকে সেই। দেরি হয়ে গেচে, ত্যাখনও অনেকটা পথ, ওর পিঠে ছুটো বাড়ি দিয়ে আমি হনহনিয়ে এগিয়ে এলুম। দূর থেকেই দেখি, দিদিমণি চৌকাঠ ধ'রে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আচে। কাছে আসতেই বললে—'দেরি করিয়ে দিলি, আমি চললুম, দেখ্, সইয়ের পালকি আবার বেরিয়ে গিয়ে না থাকে। পিদিম আর ল্যাম্পো ছুটো বাইরেই রেখেছি; সন্ধ্যে দিয়ে দিবি।'

সন্দেটা একটু আগে-ভাগেই জ্বেলে আমি গোয়ালের মধ্যে গিয়ে কৈলীর জাবনাটা মেখে রাখচি, এমন সময় হঠাৎ গুমগুম গুমগুম ক'রে একটা আওয়াজ হোল। কালবৈশিখী নাকি! কিন্তু মেঘ ছেল না তো! বেরিয়ে দেখি পশ্চিম কোণে একরাশ কালো মেঘ ধুলো-বালির সঙ্গে পাক খেতে খেতে শনশন ক'রে এগিয়ে

আসছে মাথার ওপর। গোটা দুই দমকা হাওয়ার ধাক্কা, তার পরেই যেন সব ওলট পালট করে দিলে—ঝড়ে, ধুলোয় অন্ধকার হ'য়ে গেল চারিদিক, সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ডাক, তারপর একটু সামলাতে না সামলাতে একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি! বাড়ি ঢুকেচি মিনিট দশেকও হয়নি বোধহয়, তার মধ্যেই কোথা থেকে যেন কী হয়ে গেল। পুকুরপাড়ে গোটাকতক ডাল ভেঙে পড়ল মটমট ক'রে, আমাদের কাঁটালগাছ থেকে গোটাতিনেক কাঁটালও মুচড়ে ফেলে দিলে, কি হবে, কি করব যেন ভেবে উঠতে দিলে না খানিকক্ষণ। তারপর কৈলীটার কথা মনে পড়ল, এমনি তো চলে আসবার কথা এতক্ষণে। ডাল-টাল চাপা পড়ল না তো!

গুণ থাক না থাক বড্ড ভালবাসতুম গরুটাকে, তার ওপর গোহত্যের ভয়ে আর কিছু না ভেবে সেই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। সামনের ঘাস-জমিটুকু পেরিয়েই চোখে পড়ল কৈলী মাথা নিচু ক'রে ছুটে আসচে, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যা নজরে পড়ল তাতে আমার ওর সঙ্গে আর বাড়ি ফেরা চলল না সন্থ সন্থ।

ঘাস জমিটা পেরিয়েই রাস্তা। তার পাশে একটু এগিয়ে দাঁয়েদের পোড়ো শিবমন্দির। মন্দিরের কিছু নেই, দাঁয়েরা দেশ ছেড়ে বিগ্রহ পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেচে, শুধু চারিদিকের দেয়াল খানিক খানিক আর অশ্বত্থগাছে জড়ানো খানিকটা ছাত আছে দাঁড়িয়ে। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেচে, তারই মধ্যে দেখলুম একটা লোক ঘোড়ায় ক'রে ছুটে এসে মন্দিরের সামনে বড় বেলগাছটার নিচে নেমে পড়ল, তারপর ঘোড়াটাকে সেইখানে ছেড়ে পিঠে ছুটো থাপ্পড় দিয়ে ছুটে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঝড়-বৃষ্টি আরও যেন চতুর্গুণ বেড়ে উঠেছে, কয়েকটা কড়া বিদ্যুতে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না, ছ'আনি তরফের সেই দেবনারাণ চৌধুরী। একটুও আর না ভেবে-চিন্তে একেবারে ক'টা লাফে মন্দিরের রকটার ওপর গিয়ে উঠে পড়লুম।

চৌধুরীমশাই হাঁকলে—'কে?' তারপরেই বিদ্যুতের আলোয় আমায় নিশ্চয় চিনতে পারলে, বললে—'পণ্ডিতমশাইয়ের সেই নফর মনে হচ্ছে যেন, তানারই বাড়ির কাছে এসে পড়েচি, না?

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা ভেতরে চলে আয় শিগ্‌গির, ভারী দুর্যোগ।'

বললুম—'আপনিই বরং বাড়ির ভেতর চলুন না, মন্দিরটা ভাঙা, জল আটকাবে না, ভেঙ্গে পড়তে পারে।'

খুব ঘন ঘন বিদ্যুৎ, মন্দিরের ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিগ্যেস করলে—'পণ্ডিত মশায় আছেন নাকি বাড়িতে?' একবার নিয়ে যাবার খুব ইচ্ছে, একটা বলবার কথা তো ভাঁক ক'রে বললুম—'ছিলেন তো।'

উনি বললে—'ছিলেন তো মানে? দুর্যোগ দেখে বাড়ি ছেড়ে পালাবেন?'

সামলে নেবার চেষ্টা করে বললুম—'আমি সবেমাত্র গোরু নিয়ে ঢুকলুম কিনা, মনে হোল যেন বাবাঠাকুরের গলা শুনলুম—ঝড়ের শব্দও হ'তে পারে।'

—তারপরেই মনে পড়ে গেল, ত্যাখন আবার ও জ্ঞানটাও হয়েচে কিনা যে মেয়েদের কেউ থাকলে উনি যাবেন না : বললুম—'ওনারাও কেউ নেই, মাসিমা কথকতা শুনতে গেল। দিদিমণির সই শ্বশুরবাড়ি যাবে, এইমাত্র দেখতে গেল তিনি।'

জিগোলে—'দিদিমণিটা কে?···ও, পণ্ডিত মশায়ের সেই মেয়েটি?'

বললুম—'হ্যাঁ।'

তারপর দিদিমণির কথা উঠলেই যেমন একটু সুখ্যেত না করে ছাড়তুম না, জুড়ে দিলুম,—আপনি সিদিনকে যে দেখলেন—সোন্দোরপানা—শাঁক হাতে ক'রে বেরিয়ে এল।'

দুর্যোগ যেন বেড়েই চলেচে। নেয়ে চুপসে গেচে একেবারে,

মন্দিরের একটা কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছেল, একটু চুপ ক'রেই রইল, তারপর বললে—'কেউ নেই বলচিস? অবিশ্যি গেলে হোতো, ভিজে নেয়ে গেচি একেবারে।'

বললুম—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন, কাপড়টা ছেড়ে নেবেন।'

'দিতে পারবি একখানা?'

প্রায় ঠিক করে এনেচি, বললুম—'যখানা চাইবেন, কাপড়ের অভাব কি? চলুন। আর শিবের মন্দির—জায়গাও তো ভালো নয়।'

'না, কেন?'

'এই ভূত প্রেত···তার ওপর বেলগাছটাও রয়েচে···'

অবিশ্যি ভূত-প্রেতের ভয়ে নয়, তবে মনে হোল যেন যেতেই, দু'পা এগিয়ে গলাটা বাড়িয়ে একবার দেখলেও বাড়িটার দিকে, কিন্তু ঠিক এই সময়টাতে দেখি দিদিমণি জলে ছপছপ করতে করতে ওদিক থেকে কতকটা ছুটে ছুটেই আসচে। বেশ বোঝা যায় রাস্তাতেই জল পেয়ে ফিরে এসেচে, ভিজে একেবারে নেয়ে গেছে, আমাদের কাছ দিয়েই রাস্তা থেকে ঘাস জমিটার ওপর পড়ল, তারপর বাড়ির ভেতর চ'লে গেল। বিদ্যুতের বিরাম নেই, বরাবরই গেল দেখা, দুজনেই একঠায় চেয়ে আচি, চ'লে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হেসে চৌধুরীমশাইয়ের দিকে চেয়ে বললুম—'যাক, নির্ব্বিঘ্নে চলে গেল। পড়ে যায় নি ভাগ্যিস, না?'

বললে—'হ্যাঁ, গেচল তো। তোর দিদিমণি বুঝি?'

'দিদিমণিই; আপনি চিনতে পারলে না?'

বললে—'অত চিনে রাখতে পারা যায় কখনও? থাক সে কথা, এখন ইদিককার কি করা যায় বল দিকিন?'

এই সময় বাড়ির মধ্যে ঝড় ঠেলে দিদিমণির গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম, আমায় দেখতে না পেয়ে 'স্বরূপ! স্বরূপ!' বলে

ডাকছে। বেরিয়ে উত্তর দিতে যাব, চৌধুরীমশাই হাতটা ধ'রে ফেলল, বললে—'থাম একটু।'

সঙ্গে সঙ্গে উদিকে দিদিমণিও সদর দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। গলাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার তিন চার ডাকলে, ভিজে মুখে সোজা বিদ্যুতের আলো এসে এসে পড়েচে, একটু ব্যাজার ব্যাজার ভাবটা, আওয়াজ না পেয়ে—'এই ছেলের হাতে বাড়ি ছেড়ে গেচি!'—ব'লে ভেতরে চ'লে গেল। আমি একটু হেসে বললুম—'নয় দিদিমণি?'

বললে—'না হয় হোল।...কিন্তু আমি তোকে কী যে বলতে যাচ্ছিলুম...'

বললুম—'বলছিলেন—ইদিককার কি করা যায়?'

'হ্যাঁ, ইদিকার মানে—এ-রকম ভিজে জামা কাপড় থাকলে আবার অসুখে পড়ে যাব, এই ক'দিন হোল এক ঝোঁক কাটিয়ে উঠেচি। তা মনে করছিলুম না হয় যাব তোদের বাড়ি, আর তো হয় না। পণ্ডিত মশায় তো দেখচি নেই!'

একটু কাঁপতে কাঁপতেই বললে—'শীতও ধরিয়ে দিয়েচে রে!'

বললুম' 'নে আসব শুকনো কাপড়?'

'আচে তো বেশি?'

'য্যাতো চান।'

'য্যাতো চানের দরকার নেই। একখানা পরতে হবে আর এক-খানা পাট ক'রে গায়ে দিতে হবে—এই দুখানা হলেই হবে। যদি পারিস যোগাড় করতে তো মন্দ হয় না। মন্দিরের এ কোণটায় ঝাপটা আসতে পারচে না, ওপরটুকুও ভালো। কিন্তু তুই আনবি কি ক'রে?

বললুম—'বাঁশের ছাতা আচে।'

'সে কথা বলচি নে, সে তো কোনরকম ক'রে ঢেকেঢুকে আনতেই হবে, ছাতার মধ্যেই হোক, টোকার মধ্যেই হোক, আমি

বলছিলুম টের পাবে না তোর দিদিমণি? আমি এখানে রয়েছি—এ অবস্থায়, সেটা জানবে না তো ; তাই না তখন উত্তুর দিতে বারণ করলুম।'

বললুম 'উনি লোক ভালো, কাউকে বলবে না।'

একটু ব্যাজার হ'য়ে উঠল, বললে—তুই বড় বাচাল হচ্চিস ছোঁড়া। যেটুকু জিগ্যেস করি তারই উত্তুর দে। একেবারে লুকিয়ে আনতে পারবি?—তোর দিদিমণি কিচ্ছু টের পাবে না!'

অত তো ভেবে বলতুম না কোন কথা, তারপর একটা উপায় বের ক'রেই নিতুম ; বললুম—'পারব!'

'কি করে?'—তারপর উনি নিজেই বললে—'থাক, অত সওয়ালের দরকার দেখি না, ফিচেল আচিস, একটা উপায় বের করবিই! যা।'

বললুম না?—ও সার্টিফিটিটা আমার খুবই লেহ্য দা'ঠাকুর,—ঘা খেয়ে খেয়ে আর নানা ধাক্কায় ঘুরে ভালো বলুন, ফিচলেমি বলুন, বুদ্ধি একটা এসেই যেত ; ঘাস-জমিটুকু পেরুতে পেরুতে একটা জুটেও গেল মন্দ নয়।

দিদিমণি রেগেই বললে—'ছিলি কোথায়? তোর ওপর না আমি বাড়িছেড়ে চ'লে গেলুম?'

বললুম—'কৈলীটা আসে না দেখে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম—গাছটাছ ভেঙে পড়েচে।'

রেগেই বললে—'ও-গোরুর ঘাড়ে পড়বে না, সাক্ষাৎ বশিষ্টির কপিলে, অনেক ভোগাবে। তারপর, গোরু তো অনেকক্ষণ এসে গেচে দেখচি।'

বললুম—খুঁজতে বেরিয়ে বিত্যুতের আলোয় মনে হোল—দাঁয়েদের পোড়ো মন্দিরে যেন কি নড়চে-টড়চে। ভাবলুম দেখিতো কৈলীটা ঢুকে পড়ে নি তো।...ওমা, কাছে গিয়ে দেখি এ-এক কৈলী!'

দিদিমণি হাঁ ক'রে শুনছেন, জিগ্যেস করলে—'তার মানে?

বললুম—'সেই গেঁজেলটা, একাদশী ঘোষালের ছেলে ছিরু ঘোষাল!'

'সেকি রে! আবার এদিক মাড়ালে? বিয়ের শখ মেটেনি এখনও?'

তারপর বোধ হয় মনে পড়ে গেল ওনার সঙ্গেই তো বিয়ের কথা উঠেচে আবার, চোখ ঘুরিয়ে বললে—'বুঝেচি—মাসিমার হাতে হোল না; এইবার আমার হাতের পাচনবাড়িটা একবার পড়লেই বাছার শখ জন্মের মতন মিটে যায়। হবে। তারপর, তোকে দেখে কি বললে?'

'ভিজে একেবারে আমসি হ'য়ে গেছে তো, বাঁশপাতার মতন কাঁপচে, বললে দু'খানা শুকনো কাপড় এনে দিতে পারিস? একখানা পরব, একখানা পাট ক'রে গায়ে দোব। গুলির নেশা, ভিজে তো আর কিছু নেই। আমি বললুম—পারব না' কেন? মনে মনে ঠিক করে আচি—এই ক'রে আটকে তো রাখি বাছা-ধনকে—ত্যাতক্ষণে মসিমা এসেও পড়বে, তারপর ঐ মন্দিরের দরজা আটকেই আর একচোট। বিয়ের নাম ভুলে যেতে হবে বাছাধনকে।'

দিদিমণি একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল। এখন আন্দাজ ক'রে মনে হচ্চে বোধ হয় এই কথা দা'ঠাকুর—অদিষ্টের কথা কে জানে, হয়তো এরই হাতে পড়তে হবে, কথাবার্তা ত্যাখন খুব জোরই তো—আর যেন কোন উপায় নেই—বোধ হয় ঐ কথাই ভাবছেল, মুখটা যেন নরম হয়ে এয়েচে, বললে—'নারে, বিপদে পড়ে মানুষটা সাহায্য চাইচে নিরুপায় হ'য়ে, এর ওপর আর ওরকম করা ঠিক নয়; তার ওপর আবার দেবস্থান, বিগ্রহ না হয় নাই রইল। নাঃ; কিন্তু কাপড় পাই কোথায়? বাবার দুখানি কাপড়—তাতো তাঁর সঙ্গেই। মাসিমার একখানা থান আর একখানা পুজোর

মটকা—সাধারণ মানুষ হলেও না হয় বাড়ি গিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করত—ওনার ফিরতে তো সেই দশটা, এগারটা ; কিন্তু গেঁজেল মানুষ, এর তো আর সে হুঁশ নেই।'

বললুম—'ফিরিয়ে দেবে, সে আমি বলচি।'

'কি ক'রে বলচিস ?'

'নেশা চটে গেছে তো।'

'সেইজন্যেই আরও আগে আড্ডায় গিয়ে ঢুকবে ! নাঃ, ও সাহস করা যায় না।'

তারপর একটু ভেবে বললে—'শোন্, শাড়িতে হবে ? নেশাখোর মানুষ তো, ওর আবার ধুতি আর শাড়ি! খুব হবে, তুই নিয়ে যা। শাড়ি বরং দিলে অসুবিধেও হবে না। মার ক'খানা রয়েচে তো! তাই থেকে আর দোব না, মার জিনিস, আমারই খান দুই দিচ্চি, তুই নিয়ে যা।···আহা, সিদিন বড্ড গোবেড়েনটা খেয়েছেল রে!'

ত্যাখন পাছাপেড়ে ডুরেই পরে দিদিমণি, একটা চাঁপা রঙের চেক, একটা নীলাম্বরী। চেকটা আস্ত ; নীলাম্বরীটা আঁচলের কাছে খানিকটা ছেঁড়া। সেটাকে পাট ক'রে আর খয়ের রঙেরটা কুঁচিয়ে বললে—'বলবি এইটে পরে নেবে আর এইটে গায়ে জড়িয়ে নেবে!'

তারপরেই খিল খিল ক'রে হেসে উঠল—'একবার বড্ড ইচ্ছে করচেরে দেখতে,—সেই রাজবেশ, তারপর এই শ্যাম আবার মালিনীর বেশ ধ'রলেন।'

ঝড় তুফান চলেচেই, আঁজলায় মুখ চেপে দুলতে দুলতে, হাসতে হাসতে দাওয়া পর্যন্ত এগিয়ে এল ; আমিও বাঁশের ছাতাটা মাথায় দিয়ে ছপছপ করে বেরিয়ে এলুম।

চৌধুরীমশাই তো দেখেই আমায় এই মারে তো সেই মারে! 'আমি ঝড়-বিষ্টিতে ভিজে কালিয়ে যাচ্চি, ও হারামজাদা ঠাট্টা

করে একজোড়া শাড়ি এনে বলে পরো! এই তোর য্যাত কাপড় চান? এই মন্দিরের সানে আছড়ে হারামজাদাকে শেষ করব! ফিরিয়ে নিয়ে যা এক্ষুণি, গেলি? না, ধরব ঠ্যাং ছুটো তুলে—দোব আছাড়।'

সে সিংহের গর্জ্জন দা'ঠাকুর, মনে হচ্ছে ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। একেবারে আচমকা, কোথায় খুশি হবে, না, এই কাণ্ড, আমি তো হতভম্ব হয়ে গেচি, মুখে রা সরচে না একেবারে, তারপর কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম—'আজ্ঞে ঠাট্টা করচি না, এই পা ছুঁয়ে বলচি, আপনি হোচ্চ দেবতা…'

কানটা ধ'রে মুখটা তুলে ধরলে।—'কোন্ দেবতা শাড়ি পরে র্যা হারামজাদা—ফরেশডাঙার নীলাম্বরী!'

তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, একবার রেহাই পেলে আর কে এ-মুখো হয়।

বললুম—'বদলে নে আসচি এক্ষুণি।'

ছেড়ে দিলে কানটা। মন্দিরের চাতাল থেকে নাপ্যে ছু'পা এগিয়েচি, এই ছুট দোব, গলাটা বের ক'রে ডাকলে—'এই, শোন, উঠে আয়।'

একটু যেন ঠাণ্ডা হয়েচে, উঠে আসতে নরম গলায়ই সুদোলে—'শাড়ি নিয়ে আসতে গেলি কেন?—ছুখানাই শাড়ি?'

বললুম—'লুক্যে নে আসতে হোল, আলোও নিভে গেচে, যা পেলুম হাতের কাচে নিয়ে নিলুম।'

'লুক্যে নে'সচিস, তা অমন বীরভদ্দর এক ছাতা মাথায় দে বেরুচ্চিস, তোর দিদিমণি টের পেলে না?'

বললুম না?—ও ক্ষ্যামতাটা ছেলো ছেলেবেলায়, উনি বলচে, ইদিকে মনে মনে আমার উত্তুর ঠিক হ'য়ে গেচে, বললুম—'কৈলীকে ছুঘা বাড়ি দিয়ে বের ক'রে দিলুম গোয়াল থেকে, দিদিমণিকে বললুম—মেঘের ডাকে পাল্যেচে, ধ'রে নে আসি।'

'বেটা যেন...' তারপর কি একটা ইঙ্গিরি কথা বললে, মনে হোল যেন তারিফই করলে দা'ঠাকুর, তারপর মুখের দিকে চেয়ে বললে—'এই যে ফিরে যাচ্চিস, দেখতে পাবে তো? তোর পথ চেয়ে তো দাঁড়িয়ে আচে—যদি জিগ্যেস করে কাঁকালে তোর কি? কি বলবি?'

একটা জুতসই উত্তুর ভাবছিলুম, নিজেই বললে—'কাজ নেই আর গিয়ে, থাক্। দে শাড়ি দুটো।......খবরদার কাউকে বলবিনে; বলবি নে তো?'

বললুম—'আমার কি গরজটা বলুন না?

'পরতুম না—তবে এদানি জ্বর থেকে উঠলুম তো...'

সায়েবী ঘোড়-সোয়ারী পোশাক পরে ছেল দা'ঠাকুর প্যাণ্টুলন, একটা জামা, মাথায় একটা পাগড়ী। পাগড়ীটা নামিয়ে মাথাটা মুচেই ফেলেছিল, ভালো ক'রে নিংড়ে গায়ের জামাটা খুলে গা'টাও মুচে নিলে, তারপর কোঁচানো চেক-ডুরেটা পরে পা দু'টোও বেশ ভালো ক'রে মুচে নিয়ে পাট-করা নীলাম্বরীটা গায়ে জড়িয়ে নিলে। ঝড়-বৃষ্টি অবিশ্যি তেমনি উপশ্রান্তে চলচে, চারদিকে জল দাঁড়িয়ে গেচে, তবে চৌধুরীমশাইকে দেখে মনে হচ্চে যেন দেহে সাড় এয়েচে খানিকটা। আমরা যে-কোণটা ঘেঁষে দাঁড়িয়েচি, সেখানে ঝড়ের ঝাপটাটা আসচে মাঝে মাঝে, তবে ওপরটা ভালো, জল পড়চে না। চৌধুরীমশাই ছাতাটা আবার একটু আড়াল করে দিলে, বললে—'তুই এইরকম ক'রে ধ'রে বোসে থাক। দাঁড়া, আমিও দেখি, একটু বসতে পারলেই ভালো হোত।'

বিদ্যুতের আলোয় খানকতক ইট নজরে পড়ল, ছেলেমেয়েরা ঘর-ঘর খেলে, আমি ছাতাটা ওনাকে ধরতে ব'লে, খানচারেক এনে পেতে দিলুম, উনিও বসল।

রাত্তিরটা বেশ মনে আছে দা'ঠাকুর। দুর্যোগ ঠিক তেমনি চলচে—মনে হচ্চে—যেন এ বাদলও থামবে না, এ রাত্তিরও শেষ হবে না, আর আমরা দুজনে চিরকাল ধ'রে এইখেনে এমনি ধারা

ক'রে বসে থাকব মুখোমুখি হ'য়ে। চৌধুরীমশাইকে বড্ড ভালো লাগচে—একে অমন সুপুরুষ প্রায় চোখে পড়ে না, তায় অমন পরিশ্রমের পর গা হাত মুচে' শুকনো কাপড় প'রে—তা হোক না শাড়িই—ওনাকে বড় তাজা দেখাচ্চে বিদ্যুতের ঝলকগুনোয়। ইচ্ছে করছে হুটো কথা কইতে, কিন্তু শাড়ি আনার পর থেকে আর নিজে হ'তে কিছু আরম্ভ করতে সাহস হচ্চে না। অথচ যদি জিগ্যেস করেন তো শাড়ি প'রে ওনাকে দেখাচ্চে যেন আরও চমৎকার। বুঝলেন না?—পরণেরটা চাঁপা রঙের, তার ওপর খয়েরের চেক, গায়েরটা নীলাম্বরী, এর ওপর বিদ্যুতের ঝলকানি এসে পড়চে, সেকালে সবাই মাথায় বাবরি চুল রাখত তো—ওনাকে দেখে মনে হচ্চে ঠিক যেন যাত্রা দলের কোন রাজা কি রাজপুত্তুর। তার ওপর হুরভাবনাই তো—তাতে যেন আরও যাত্রাদলের রাজার মতন দেখতে হয়েছে; রাজা যেন একটা বিপদে প'ড়েছে—যুদ্ধই হোক বা মৃগয়াই হোক, বা অন্য কিছুই হোক। তাতেই উনি ঐ কথাটা বলতে আমিও ঐরকম জবাবটা দিলুম কিনা। কথাটা উঠল শাড়ি থেকেই। চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে ছিল, একবার নীলাম্বরীটা ভাল করে বুকে পিঠে জড়িয়ে নিয়ে বললে—'শাড়িগুনো কিন্তু বেশ গরম হয় রে।...নামটা কি বলেছিলি যেন?'

বললুম—'স্বরূপ। স্বরূপ মণ্ডল। আমার বাবা আবার গেঁয়ের মোড়ল কিনা?'

'বলছিলুম—শাড়িগুনো ধুতির চেয়ে বেশ গরম হয়, তোর কি মনে হয়?'

বললুম—'মেয়ে ওনারা ভালো জিনিসটাই বেছে নেয় তো—বস্ত্রে বলুন, গয়নায় বলুন।'

দেখলুম একটু হাসলে। তারপর বললে—'তোর দিদিমণিকে বলিস এই কথা, কিংবা তোর মাসিমাকে; সরবতের গেলাস মুখে ধরবে।' চুপ করে রইল আবার খানিকটা। কতদূরে দৃষ্টি নিয়ে

গিয়ে কি যেন ভাবচে। তারপর বেশ একটু হেসেই বললে—'ভালো জিনিসে কিন্তু বেশ মানিয়েচে আমায় না?'

এরপর নিজেই বললে—'খবরদার কিন্তু কাউকে কিছু বলবি নে! আমায় চিনিস নে, বড্ড কড়া লোক, খবরদার!

উদিকে যেমন আকাশে ক্ষ্যানে এই ভাব, ক্ষ্যানে ঐ, তেমনি সিদিন ওঁর মুখেও যেন নানা ভাব খেলে যাচ্চে। আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—দেখাক যে-রকমই, কিন্তু হোল বেশ মজাটা নয়? ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে বেরিয়ে···'

যা বললুম দা'ঠাকুর, ছেলেমানুষ, বাহাদুরী আছে কিন্তু অত জ্ঞান নেই বলেই মুখ দিয়ে বের করতে পারলুম, নৈলে কি পারি? বলিনি আপনাকে?—যাত্রা-অপেরায় তো ডুবে থাকতুম, সেকালে হতোও খুব। ওনার মুখের কথাটা একরকম কেড়ে নিয়েই বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, এ যেন ঠিক ধ্রুবর বাবা রাজা উত্থানপাদের মত হোল। মৃগয়ায় গেছেন—ঝড় জল, সৈন্যসামন্তরা কোথায় ছিটকে পড়ল, শেষকালে পথ ভুলে সেই দুয়োরাণী ধ্রুবর মা সুনীতির কুটীরে এসে হাজির। কাপড়ের ব্যাপারটাও সেইরকম কেমন মিলে গেল দেখুন না। দিদিমণি না হয় নিজের আধখানা ছিঁড়ে নাই দিলে, তবু তানারই পরণের তো···'

চৌধুরীমশাই যেন কিরকমটা হ'য়ে গিয়ে শুনছেল, হঠাৎ শিউরে উঠল, বললে—'এই দেখ্, নিজের ভাবনাই বড় করেচি, আসল কথার দিকে খেয়াল নেই—শাড়ি দুটো তো তোর দিদিমণির পরণের।···তাহলে?'

বললুম—'আরও আচে।'

বললে—'থাকলেও পরার শাড়ি, খোঁজ করবে তো। আর গেরস্তর ঘরে ক'টাই বা থাকে?···নাঃ কাজের কথা নয়, ভেবেছিলুম বিষ্টি থামলেই বেরুব, এর ওপর আর ভেজা ঠিক হবে না। কিন্তু তাহলে হচ্চে না তো। তুই এক কাজ করবি?'

আমি কি বলব যেন বুঝতে পারচি না। কোন সমিস্তেই নেই, কিন্তু সে-কথা দিদিমণি নিজের হাতেই দিয়েচে এটুকু না বললে তো বোঝাতে পারচি নে। উনি ত্যাতক্ষণে কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠেচে। ভাবছেল, বললে—'হ'য়েচে, তোকে যা বলি শোন্, আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে ঐ ছাতাটা মাথায় দিয়ে চ'লে যাচ্চি, বিষ্টিটা কমেচে, কাল-বৈশিখীর বিষ্টি, যেতে যেতে বোধ হয় থেমেও যাবে, তবু অন্ধকার, একটু দেরি হবেই আমার। তুই ত্যাতক্ষণে এইখানেই ব'সে থাকবি। ভয় করবে না তো শিবমন্দির বলে?'

বললুম—'ঠাকুর তো নেই।'

'সোতোরাং তানার সঙ্গী-সাথীরাও নেই এই তো? ঠিক। চুপ ক'রে ব'সে থাকবি, আধঘণ্টার মধ্যেই আমার লোক এসে উপস্থিত হবে'খন। হাতে একটা তালা আঁটা ব্যাগ থাকবে, চাবিটা তোকে দিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে লোকটা। এ পোশাকগুনো রইল, নিংড়ে রেখে যাচ্চি, তুই এই কোণটায় এসে, ছাতা আড়াল ক'রে শাড়ি হুটো বের করে নিয়ে এগুলো পুরে তালা-এঁটে আবার চাবি দিয়ে দিবি। হোল তো? মনে থাকবে?'

বললুম—'খুব থাকবে।'

'শাড়ি হুটো বেশ লুকিয়ে আবার যেখেনকার সেখেনে রেখে দিতে পারবি তো?'

তা আর পারবো না কেন বলুন? বললুম—'খুব পারব।'

'আর ঐ কথা। ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাবে না। বলবিনি তো কাউকে?'

বললুম—'আমার কি দরকার, কন্ না।'

'খবরদার বলবিনি। আচ্ছা আমি তাহলে যাই।'

দরজায় গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, বললে—'বলবিনি, বুঝলি? ব্যাগের মধ্যে পাঁচটা ট্যাকাও থাকবে। নিয়ে নিস্ তুই কেমন?'

পারি কখনও অতক্ষণ ব'সে থাকতে দা'ঠাকুর, অতবড় একটা

কথা, খোদ গাঁয়ের রাজা এসেছেল, অত কথা, অত কাণ্ড—পেট ফুলচে আমার বলবার জন্যে। য্যাতক্ষণ উনি বসেছেল, কোন উপায় ছেল না, চলে যেতেই তিন লাফে আমি একেবারে বাড়ির ভেতর।

'দিদিমণি শোন'সে কি কাণ্ড হয়েচে!'

ত্যাতক্ষণে বিষ্টিটাও আর খানিকটা ধরে এয়েচে, দিদিমণি একেবারে হন্তদন্ত হয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে এল—'কিরে, আবার মাসি এসে পড়ল নাকি!'

বললাম—'হ্যাও, মাসির অমন ভাগ্যি হবে যে রাজপুত্তুরকে দেখবে! কে এয়েছিল বলো দিকিন মন্দিরে? তাহলে বুঝব।'

'কে?'

'ছ'আনির চৌধুরীমশাই।'

দিদিমণি একেবারে থমকে দাঁড়িয়েচে, কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারলে না, আবার সুদোলে—'কি বললি?'

'ছ'আনি তরফের দেবনারায়ণ চৌধুরী। ঘোড়ায় চড়ে শিকারে গেছল, তারপর এই জল ঝড়, ভিজে চুপসে মন্দিরে গিয়ে উঠেছিল।'

'ছ'আনি?...আর তুই হতভাগা যে আমায় বললি একাদশী ঘোষালের ছেলে সেই গেঁজেলটা...শাড়ি দুটো কি হোল?'

'প'রে গেচে?'

'কে প'রে গেচে রে হতভাগা? গুচিয়ে বল একটু। শাড়ি প'রে শাড়ি গায়ে দিয়ে কে গেল?'

'উনিই, আবার কে? ভিজল উনি, শাড়ি পরবে কে?

'সেকি রে! বলিস্ কি!'—ব'লে দিদিমণি দুহাতে দুটো গাল চেপে একেবারে ডুকরে হেসে উঠল। 'শাড়ি তুই ওনার জন্যেই নে গেছলি?'

বললুম—'আর কার জন্যে তবে নে যাব?'

হাসিতে দিদিমণি ঝড়ে গাছের ডালগুলোর মতন নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল—'আমায় বললি নে কেন হতভাগা—আড়াল থেকে

দেখতুম একটু।···হ্যাঁরে, পরণে খড়কে শাড়ি, তার ওপর নীলাম্বরী —ঘোড়ায় চ'ড়ে—মাগো!—তা গেল যে আবার? সেই ভিজে যাবে তো···'

বললুম—'এক হাতে বাঁশের ছাতাটা ধ'রে নে গেলো যে—পাকা ঘোড়সওয়ার······'

দিদিমণি হাসির চোটে একেবারে যেন মোচড় খেয়ে তাড়াতাড়ি দেয়ালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বললে। 'তুই দূর হ' হতভাগা, আজ আমায় হাসিয়ে মেরে ফেলবে। ছোঁড়া তুনিয়াসুদ্ধু লোককে বাঁদর সাজিয়ে ছেড়ে দিচ্চে—এর পরকালে কি হবে মা!—পরণে শাড়ি, গায়ে শাড়ি, মাথায় সেই বীরভদ্দর বাঁশের চেঁচাড়ির ছাতা —আবার বলে পাকা ঘোড়-সওয়ার!—বেরো তুই সামনে থেকে!'

এদিকে ক'দিন থেকে মনের ওপর বড্ড চাপ যাচ্ছেল, ভালো ক'রে হাসতে পারেনি, যেন আর থামতে চায় না। বৃষ্টিটা ধরে এল—আগাগোড়া সব কাহিনীটাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলে—এক এক জায়গায় চুপ ক'রে যায়—অন্যমনস্ক হয়েও যায় এক একবার—যেমন ধরুন সেই ধ্রুবর মায়ের গপ্পে, তারপর আবার খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, বলে—'বলতে হয় একবার—অমন দিশ্যটা দেখতে পেলুম না, ম'লেও আপসোস যাবে না···'

আবার ইদিকে ওনার লোক এসে পড়বে, গপ্প ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

একটু চুপ করলে স্বরূপ। আমি বললাম—'কষ্টের সংসার, যাই হোক, হাসির ক্ষমতাটা দিয়েছিলেন বিধাতাপুরুষ।'

স্বরূপ বললে—'আজ্ঞে, তা দিয়েছিলেন। তবে বিধেতাপুরুষের দান, একহাতে যা দেন অন্য হাতে আবার তা কেড়ে নেন যে; নৈলে য্যাত হাসি ত্যাত কান্না কথাটা বলেচে কেন? এর পরে যা সব ঘটতে লাগল বাড়িতে, হাসির পাট দিনকতকের জন্যে আবার বন্ধ রইল কিনা।'

জিগ্যেস করলাম—'কিরকম ?'

'রইল বৈকি। যদি বলি—ঐ হাসির মধ্যে থেকেই কান্নাটা ঠেলে বেরিয়ে এল তো সেও কিছু এমন ভুল বলা হবে না। তা বৈ আর কি ? একটা কারণ সত্য সত্যই ঘটল কিনা চৌধুরীমশাইয়ের ভুলে। আমি যেতে না যেতেই ওনার লোক ব্যাগ আর ছাতা হাতে করে হাজির। বিষ্টি থেমে গেচে, আমি মন্দিরের চাতালেই ব'সেছিলুম, চাবি নিয়ে ভেতরে গিয়ে ছাতা আড়াল ক'রে ব্যাগ খুলে দেখি, মোটে একখানা শাড়ি! নীলাম্বরী—যেটা পাট ক'রে গায়ে দিয়ে নে'গেছল সেটা নেই। আমার মুখটা শুকিয়ে গেল। বড় মানুষ, কষ্টের মধ্যে গেচে, ইদিকে জানে আমি ছেলেমানুষ মন্দিরের মধ্যে অপেক্ষা করে ব'সে রয়েচি, তাড়াহুড়ো ক'রে ব্যাগে পোরবার সময় একটা ছেড়ে গেচে, তাও ছেঁড়াটাই, কিন্তু তবু গেলতো ? জাঁক ক'রে না হয় ওনাকে বললুম—কত কাপড় চান ? কিন্তু জানি তো —ছেঁড়াই হোক, যাই হোক, একখানি গেল আর কেনবার অবস্থা নেই। চুপ ক'রে ব'সে রইলুম দা'ঠাকুর, ইদিকে যে বলব কথাটা লোকটাকে তার উপায় নেই; বুঝেচি তো, চৌধুরীমশাইয়ের যা ব্যবস্থা তাতে ইচ্ছেটা নয় যে লোকটা জানতে পারে ব্যাগে কি এলো কি গেলো। তবু দোমনা হয়ে চুপ করে ব'সেই রইলুম খানিকক্ষণ—বলি, কি, না বলি; তারপর মোনোস্থিরই করে ফেললুম, একটা কাগজে পাঁচটা ট্যাকা ছেল, সেটা বের করে নিয়ে প্যাণ্টুলুন, জামা, পাগড়ি পুরে তালা এঁটে ব্যাগ আর চাবিটা লোকটার হাতে দিয়ে দিলুম, তারপর সে চলে গেলে, শাড়িটা কাঁকালে করে আস্তে আস্তে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। দিদিমণি দাওয়াতে ওপিক্ষ্যেই করছেল, হাসির জোরটা রয়েচে তো মনে, বোধহয় হেসেই কি বলতে যাবে, আমার ভাবগতিক দেখে থমকে গিয়ে জিগ্যেস করলে—'কিরে স্বরূপ ? অমন ক'রে এলি যে !'

প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে বললুম—'একখানা শাড়ি দিতে ভুলে গেচে।'

দিদিমণি শিউরে উঠল একেবারে, বললে—'সে কি! তুই দেখেছিলি ব্যাগটা ভালো ক'রে?'

বললুম—'খুব ভালো ক'রে দেখেচি।'

'আর কিছু ছেল না?'

বললুম—'না।' ট্যাকাটার কথা আর তুললুম না দা'ঠাকুর।

দিদিমণি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ত্যাখনও থেকে থেকে বিদ্যুৎটা হ'চ্চে, একবার চোখ তুলে মুখটার দিকে নজর পড়তে আমিও যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। কাপড় গেচে, অভাবের সংসার, কিন্তু এতো ঠিক ক্ষেতির জন্যে মনমরা ভাব নয়, দিদিমণি ভয়ে একেবারে কি রকম ধারা হ'য়ে গেচে। আমি একবার ক্ষেতির কথাটাই ধ'রে বললুম—'ছোঁড়াটাই ভুল হয়ে গেচে।'

একেবারে কাণে গেল না। একটু থেমে আবার বললুম—'তাড়াতাড়ি ভ'রে দিয়েচে, টের পেলে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবে।'

সেই একরকম ভাব, বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আচে, আর একটা বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখলুম শুধু সেই ভয়ের ভাবটা গিয়ে যেন রাগে থমথম করচে মুখটা। খানিকটা গেল, কথা কইতে সাহস পাচ্চি না, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে যেন সমিস্যেটার কিনারা দেখতে পেলুম, বেশ খুশি-খুশি হয়েই বললুম—'তুমি না হয় একটা চিঠি নিকে দেবে?—ওরা ঘরে আগুন দিতে আসবার সময় যেমন দিছলে...'

—সবটুকু বোধ হয় বলতেও পারিনি। দিদিমণি সেই সমস্ত রাগ নিয়ে যেন আমার ওপর ভেঙে পড়ল, 'কি বললি! আর চিঠি লেখার কথা মুখে আনবি!'—বলে এগিয়ে আমার কানটা ধ'রে ঠাস ঠাস ক'রে দু'চড়!...'চিঠি! চিঠি!' বার দুই তিন ব'লে আবার চুপ ক'রে গেল। এতেই ও-ভাবটা কতটা

যেন কেটে গেল, রাগটা বেরিয়ে গেল তো—যেমন ডালপালা ভেঙে ঝড়টা গেছে।—সব রকমের মারে তো কান্না আসে না দা'ঠাকুর, আমি চুপ ক'রে গালে আস্তে আস্তে হাত বুলুচ্ছিলুম, বললে—'শোন্, যা বলচি একটি একটি ক'রে মনে রাখবি ; রাখবি তো ?'

ঘাড় নেড়ে জানালুম—রাখব।

'একটু ইদিক-উদিক হোলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। শুনে রাখ্—চৌধুরীদের বাড়ির দিকপানে যাবার নাম করবিনে। যা হোল আজ, শাড়ি ভুলে যাওয়া ইস্তক—একবর্ণ কেউ টের পাবে না। একেবারে ছায়া মাড়াবিনে ছ'আনির, যদি বা কোথাও হয়ে যায় দেখা, তো এক্কেবারে মুখ ঘুরিয়ে চলে আসবি সেখেন থেকে, আজকের ব্যাপার নিয়ে, কি, অন্যদিনের ব্যাপার নিয়ে একটি কথা নয়। মনে থাকবে তো ?'

বললুম—'থাকবে।'

'পা ছুঁয়ে দিব্যি কর।'

দিব্যি করলুম। বললে—'থালাটা নিয়ে বোস্, ভাত বেড়ে দিই।'

তারপরেই ঐ যে কান্নার কথা বললুম দা'ঠাকুর। দাওয়ায় ব'সে খাচ্ছিলুম, প্রায় আধাআধি হয়েছে, এমন সময় ঘরে চাপা কান্নার শব্দ উঠল, তারপরেই আবার তুই—'উঃ !—উঃ !' খুব কষ্টে পড়ে কাঁদলে দিদিমণি যেমন ক'রে ওঠে। আমি হাত গুটিয়ে উঠে গিয়ে ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ালুম। ত্যাখনকার দিনে তো একালের মতন ফটোগেরাফের রেওয়াজ ছেল না ; মা-ঠাকরুন ষ্যাখন মারা যান, দিদিমণি পা তুখানি আলতায় রাঙিয়ে একখানা কাগজে তার ছাপ তুলে রেখেছেল, তারপর একটা মোটা পিজবোটে সেটা সেঁটে ঘরের মধ্যে একটা কুলুঙ্গিতে হেলান দিয়ে রেখেছেল, সন্দের পরই তুলসীতলায় পিদিম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি পিদিম জ্বেলে কুলুঙ্গির মধ্যে সেইখানটিতে রেখে দিত। দেখি, এদিকে পেছন ফিরে কুলুঙ্গির পাড়ে মাথা চেপে ফুলে ফুলে কাঁদচে দিদিমণি ; এক

একবার সেই 'উঃ !—উঃ !' শব্দ ; কপালটা চেপে মাথাটা তুলিয়ে তুলিয়ে নিচ্চে—যেন যেন আর পারচে না সহ্যি করতে।

বাইরের কপাটটা বন্ধ ছেল, মাসিমা ঘা দিয়ে ডাক দিতে মুখটা মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ; আমি এসে খেতে বসেছিলুম আবার, বললে—'খবরদার, সব মনে রাখবি !'

সাতদিন পরে বাবাঠাকুর এসে উপস্থিত হলো। কাল মা-ঠাকরুনের বাচ্ছরিক, কোন ব্যবস্থাই নেই, দিদিমণি কবারই দেখলুম সেই কুলুঙ্গিটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছচে। বেশ গরম পড়েচে, সন্দে জ্বেলে দিদিমণি রান্নাঘরের নীচু দাওয়াটাতে বসল, আমি বসলুম পৈঠেয়। মন্দিরের ব্যাপারের পর থেকে কম কথা কইচে, শুধু তুদিনে বারকয় জিগ্যেস করলে ছ'আনি তরফের সঙ্গে আর দেখা হয় নি তো। ব'সে আচি, জিগ্যেস করলে—'কি করি বল্‌তো ? এক ভাবনায় পড়া গেল না ?'

মন্দিরের ব্যাপার নিয়েই মনে ক'রে আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম, একটু যেন দেঁতো হাসি হেসে বললে—'না হয় যাবি একবার নবীন স্যাকরার ওখানে, দেখবি কোথায় আচে ? মনে করেছিলুম—আর হাত পাতব না—ওরও তো বোন, আমার একলার দায় তো নয়—একটা আশাও ছেল বাবা এসে পড়বে—চিরজন্ম ঘর করলে, এতটা কি ভুলতে পারে ? এক জন্মের সম্বন্ধও নয় তো—তা যেমন সোয়ামী তেমনি বোন।—তা আমার তো মা-ই স্বরূপ, না হয় দেখবি একবার ? নেম রক্ষে ক'রে কাজটুকু সেরে তুটো বামুনও তো খাইয়ে দিতে হবে।···লোকে বলে—মা হওয়া দায়, কেন, মেয়ে হ'য়ে বড্ড নিশ্চিন্দি ক'রে রেখেচে, না ?'

মুখে আঁচলটা চেপে ধরলে, চোখ বেয়ে দরদর ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সেই পাঁচটা ট্যাকা দা'ঠাকুর! পাওয়া-ইস্তক কবারই মনে

হোল দিদিমণিকে দিয়ে দিই, অভাবের সংসার তো, তবে ছেলে-মানুষের লোভ, পারিনি, ব্যাঙের আধুলির মতন কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্চি। আর পারলুম না, কাপড়ের খুঁটটা বের করে গেরোটা সামনে ধ'রে বললুম—'আমার কাছে পাঁচটা ট্যাকা আছে দিদিমণি...'

যেন গোখরোয় ছুবলেচে এইভাবে দিদিমণি চমকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই জলেভরা অমন নরম চোখ দুটো যেন শুকিয়ে জ্বলে উঠল, সুদোলে—'কোথায় পেলি! ট্যাকা পেলি তুই কোথায়!'

আর চৌধুরীমহাশয়ের দিকে যেতে পারলুম না তো, নৈলে লুকুবার জন্যে ট্যাকা দিয়েচে, দিদিমণি সমস্ত কাহিনীটা জানেও, দ্বিধে করবার তো কিছু ছিল না তার মধ্যে। চোখ দেখে কিন্তু আর ভরসা হোল না। ব্রেজঠাকরুন যে বলছেল...যা দেয় তা থেকে লুকিয়ে রাখিনে তো কিছু কিছু?—সেই কথা মনে প'ড়ে গেল। বললুম—'একটা দোষ করেছি, যদি রাগ না করো। অভাবের সংসার তো, মাসিমা যা দিয়ে এয়েচে তাই থেকে একটা একটা করে বাঁচিয়ে এসেচি—মনে করলুম, অভাবের সংসার, তেমনি কখনও দরকার পড়ে দিয়ে দিলেই হবে...'

দিদিমণি একঠায় চেয়ে চেয়ে শুনছেল, শুনতে শুনতেই আবার ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, হাতটা বাড়িয়ে বললে—'দে, তোর বুদ্ধি নয়রে স্বরূপ, ছেলেমানুষের অত বুদ্ধি হয় না, যাঁর কাজ তিনিই তোকে দিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখেচেন। দে। আর দেখিস্, সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী মা আমার—একটা কি গায়ে আঁচড় লাগতে দেবেন?—এই যে কুচক্রী একাদশী ঘোষাল—সতীলক্ষ্মীর মেয়ে ঘরে নিয়ে যাবেন! ওঁদের হাঁড়িতে চাল দেবে!—উনুন জ্বেলে, হাঁড়ি চড়িয়ে ব'সে থাকবে বলগে বাপ-বেটাকে ঠাঁইয়ের ওপর!...আরও যাদের কুমতলব আচে—যদি থাকেই—যত বড়ই হোক না সে—'

ঠিক আমাকেই যে বলেছেল তা নয়, মা-ঠাকরুনের কথা উঠলে নিজের মনেই যেমন বলে যায় সেইরকম বলে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে বললে—'দে, তুলে রাখি। রাগ করব কেন ?…এক এক সময় মেরে বসি, মাথার ঠিক থাকে না ; বড্ড লেগেছিল তখন ?'

গেরোটা খুলতে খুলতে বললুম—'এক এক সময় মারো, বরং ভালোই লাগে।'

বললে—'ঐ রোগ তোর, হাসব না, হাসবার মতন অবস্থা নয়, তবু হাসিয়ে দিবি। মার খাওয়া নাকি সন্দেশ খাওয়া, ভালো লাগবে !…দে।'

টাকা কটা একবার ডান হাত থেকে নিয়ে বাঁ-হাতে ঝনঝন করে ঢাললে, তারপর বাঁ হাত থেকে নিয়ে ডান হাতে, তারপর আঁচলে বেঁধে কপালে ঠেকাচ্চে, খিড়কির দিকে নজর পড়তে চাপা গলায় ব'লে উঠলুম—'মাসিমা না দিদিমণি !'

দিদিমণি আঁচলটা নামিয়ে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেজঠাকরুনও উঠোনে পা দিলে। এসময় থাকে না বাড়িতে, আর এলও যেন একেবারে অন্যরকম। দু'হাতে নতুন গামছায় বাঁধা দুটো বেশ মাঝারি গোছের মোট। দেখলে আমাদের দুজনকে, কিন্তু কিছু না ব'লে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে বড় ঘরটার ভেতর চলে গেল। একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা, তবে সেই বাড়ি মেরামতের দিন থেকে এমনিই ভাব তো, কথা কম, মুখ ভার-ভার, অতটা আর নোতুন ব'লে বোধ হোল না। দিদিমণি চাপা গলায় বললে—'দেখতে পায় নি। নিশ্চয় কালকের বাজার সব সেরে নিয়ে এল, দেখিগে।'

পেয়েছিল দেখতে। আমার য্যাখন নজর পড়ল ত্যাখন দিদিমণি এক হাত থেকে ট্যাকাগুনো অন্য হাতে ঢালচে—ঝনঝন শব্দও হচ্ছে, ব্রেজঠাকরুন উঠোনে পা দিয়েছিল, টেনে নিয়ে আবার দোরের আড়াল হ'য়ে পড়ল। সে-কথা কিন্তু আর দিদিমণিকে বললুম না।

তারপর উনিও উঠতে যাবে, এমন সময় আর এক কাণ্ড; হঠাৎ বাবাঠাকুর এসে উপস্থিত। উঠোন বেয়ে সোজা বড় ঘরের দিকেই চ'লে যাচ্ছেল, আমাদের দেখে হনহন ক'রে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। কয়েকবারই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে বেরিয়ে গেচে, ব্রেজঠাকরুন আসা ওবধি, কিন্তু এরকম চেহারা হয়নি একবারও, ক'দিন খেউরি নেই, চুলগুলো উস্কখুস্ক, চোখ মুখ গেচে ব'সে, শুকিয়ে গিয়ে গায়ে যেন খড়ি উঠচে; সব মিলিয়ে এমন একটা ভাব যে প্রশ্ন করবে তা দিদিমণির মুখে যেন রা সরল না। বাবাঠাকুর একটু কটমটিয়ে চেয়ে রইল, তারপর বললে—'দেখ্ চেয়ে, কদ্দিন আমায় এমন ক'রে প্যালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে? তোর মাসি কোথায়?'

—বেশ জোরেই; জানে তো ব্রেজঠাকরুন এসময়টা বাইরে বাইরেই কেত্তন কি কথকতা শুনে বেড়ায়। গলাটাও খনখন করচে; দিদিমণি কিন্তু উত্তুর দেওয়ার আগেই আবার নিজেই বললে—'যেখেনেই থাকুক, এলে বলবি আমি দোব আমার মেয়ের বিয়ে যেখেনে খুশি, ধার ক'রে হোক্ যা ক'রে হোক্। করাব আমার বাড়ি মেরামত—যার ভালো না লাগে সে নিজের পথ দেখুক—মাথায় ক'রে ব'য়ে নিয়ে এয়েচি?'

দিদিমণির চোখ ছুটো যেন ওনার মুখের ওপর আটকে রয়েচে, আমারও সেই অবস্থা। ঘরের দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিলুম, নজরে পড়ল ব্রেজঠাকরুন ঘর থেকে বেরিয়ে এয়েচে—ওনার কথার সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল, তারপর শেষের দিকে পৈঠেয় নেমে কোমরে ছুটো হাত দিয়ে দাঁড়াল, সেই খনখনে আওয়াজই, কিন্তু গলা বেশি না তুলে বলল—'না, তা আনোনি মাথায় ক'রে ব'য়ে।'

একেবারেই আচমকা, ঘুরে দেখেই বাবাঠাকুর একেবারে চুপ ক'রে গেল। তারপর সেইরকম কোমরে হাত দিয়ে ছুলে ছুলে চিপটেন কাটতে লাগল ব্রেজঠাকরুন—'আনোনি তো: শত্তুরেও

সে অপবাদ দিতে পারবে না। আনোনি সে তা শুকনো ন্যায়-শাস্তোর ছাড়া মাথায় কিছু নেই ব'লে। কিন্তু না এসে পড়লে সংসারটা কোথায় থাকত ভেবে দেখেছ কি? ঐ একটা ধুম্বো আইবুড়ো মেয়ে, বে-পর্দা, নিজেকে মস্ত জ্ঞানী মানী ব'লে মনে করো, কিন্তু গাঁয়ের আর কেউতো ক'রে না—কী হোত, এখনও ব্রেজবামনী থাকা সত্ত্বেও নিত্যি কি বিপদটা যাচ্চে—এই আজ—এই মুহুত্থ পজ্জন্ত, তার খোঁজ আচে জ্ঞানী-গুণী মহাপুরুষের?···আনোনি মাথায় করে কুটুম-আদরে, রেখেচও কি কটুমের মতন ক'রে?—খাচ্চি যে খাওয়াচ্চিও যে সে কি তোমার পয়সায়?···কেন? রয়েচি যে, সেও কি তোমার বাড়িতে যে পথ দেখতে হবে? এক একখানি ক'রে ইট যার কাছে বিক্রি হয়ে রয়েচে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করব, য্যাখন দরকার। 'মেয়ের আমার যেখেনে খুশি বিয়ে দোব!'—কেন, কি অধিকারে শুনি? শুধু জন্ম দিয়েচ ব'লে? তারপর? কি করেচো মেয়ের জন্যে, কি কচ্চ এখনও?···'

ঠিক বলতে পারি না দা'ঠাকুর, তবে বাবাঠাকুরকে তো জানি, ওনার কাছে এঁটে উঠবে সে ক্ষ্যামতা তো নেই, নিশ্চয় সদ্য সদ্য পিষ্টভঙ্গ দেবার জন্যেই খোলা দরজার দিকে চেয়েচে, ব্রেজঠাকরুন একরকম ছুট্টে গিয়েই দরজা দু'টো ভেজিয়ে পিঠ দে চেপে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—'পাবে না যেতে, বড় গলা ক'রে বললেই হবে না তো, শুনতেও হবে, জবাবও দিতে হবে, বলি—কি করেচ মেয়ের জন্যে যে—তাকে হাত-পা বেঁধে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে?'

তারপরেই সে যা দিশ্য তা শুধু দেখেছিনু যাত্রায় দুব্বাসা মুনি য্যাখন শাপ দিচ্চে শকুন্তলাঠাকরুনকে—বাবাঠাকুর একেবারে বন্ ক'রে ঘুরে দাঁড়াল ব্রেজঠাকরুনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে। শিকুড়ে শিকুড়ে হাত দুটো মুঠো ক'রে শক্ত ক'রে নিয়েচে, অমন যে কেঁচোটি হ'য়ে শুনছেল এতক্ষণ, রাগে-আক্রোশে সমস্ত শরীরটা থরথর ক'রে

কাঁপচে, সেই খনখনে গলা যতটা পারলে তুলে বললে—'মাসি!—খুব খোঁজ রাখো! ভাসাচ্চি গাঙের জলে—কিন্তু আমি না ভাসালে ও যে নিজেই ভেসে যাবে নর্দমার জলে—জিগ্যেস করো ওকেই—ঐ অবোধ বালককে জিগ্যেস করো—'

একটা হাত আমাদের দিকে বেঁকিয়ে ধরেচে, আর গলা যাচ্চে ক্রেমেই উঠে—'জিগ্যেস করো!—জিগ্যেস করো!!—জিগ্যেস করো!! ··'

তারপরেই পতন ও মূচ্ছো,—সেই যে যাত্রাদলের অধিকারীরা মহলা দেওয়ার সময় বলে দেয় না। এক লহমায় কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—'জল আন্ মুখে ঝাপটা দে······'

দিন, আর ধোঁয়া বের করতে পারচেন না দা'ঠাকুর।

হুঁশ ছিল না। হুঁকোটা কাত করে দেখি, সত্যিই আগুনটা একেবারে নিভে গেছে। স্বরূপ নাতনীকে ডেকে, তাড়াতাড়ি সেজে আনতে ব'লে, ছিপটা আবার তুলে নিলে, কাতার গোটাকতক টান দিয়ে বললে—'কাহিনীটে কিঞ্চিৎ দীঘ্ঘ দা'ঠাকুর, তবে এবার গুটিয়ে এয়েচে। বলিনে কাউকে, কাকে বলব ক'ন, আজকাল আপনারা সব যেন ডেলো প্যাসেঞ্জার, ফুরসত্‌ই বা কোথায়?—মনের দরদই বা কোথায়? অথচ ইচ্ছে করে বলি, আর তো শেষ হয়ে এল আমার—তাই আরও ইচ্ছে করে শুনিয়ে যাই কাউকে—কী যে ছেল দিদিমণি?—দিদিমণির কথা সে যে আমার কাচে কী অমর্ত সমান, শুধু দিদিমণিই বা কেন—ব্রেজঠাকরুনের মতনই কি আর একটা মানুষ নজরে পড়ল এই চারকুড়ি বয়সের মধ্যে—তারপর বাবাঠাকুর—মুনিঋষিদের কাহিনীই শুনেচি—সরল, নিষ্পাপ, নির্লোভ—কাহিনীই শুনেচি—যাত্রায় বলুন, কথকতায় বলুন, কিন্তু চোখে তো দেখিনি কখনও, তা···'

নাতনী তামাক সেজে নিয়ে এল। 'আমায়ই দে, মুখপাতটা

সামলে দিই।'—ব'লে কয়েকটা টান দিয়ে, কলকেটা আবার হুঁকোর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে স্বরূপ আরম্ভ করলে—

'ব্যাপারখানা বুঝলেন না দা'ঠাকুর? সেই যে সিদিন ওনাকে বলেছিলুম দিদিমণি বলেচে—ঘোষালমশায়ই হোক বা ছিরু ঘোষালই হোক, ওনার বাদবিচের নেই আর, বিয়েটা হোলেই হোল, না হয় বেম্মজ্ঞানী হ'য়ে গিয়ে কলকাতায় মাষ্টারনী হবে—নকুলে মানুষ, নানান সময় নানান কথা বলে, তা আমি বাহাদুরি ক'রে ঠাকুর-মশাইকে বললুম না সিদিন?—শুনে ওনার ভয়ঙ্কর অভিমান হয়েছেল তো, আর তাই থেকেই তো তাড়াতাড়ি আর সাতপাঁচ না ভেবে বাড়ি মেরামত, চুন ফেরানো—তা ব্রেজঠাকরুন দোর আগলে দাঁড়াতে সেই মোক্ষম কথাগুলো অভিমানের মাথায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কাহিল শরীর, আর সামলাতে পারলে না।

মা-ঠাকরুনের কাজটা ভালোভাবেই হ'য়ে গেল দা'ঠাকুর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভালোভাবেই, ব্রেজঠাকরুন একটা ব্যবস্থা ক'রেই ছেল, বাবাঠাকুরও বাকিটুকু বেশ ভালো করেই নিষ্পন্ন করলে। বিয়ের আয়োজনে ভালোরকমই নিয়ে এসেছিল তো, বাড়িতে অল্প কিছু ছাড়া খরচও হয় নি, বেশ ভালো ক'রেই ব্যবস্থা ক'রে দিলে উনি। খাওয়ান-দাওয়ান, দেওয়া থোওয়া প্রায় সেই আছছেরাদ্দরই কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

সবই ভালো হোল, কিন্তু ভাঙা আর জোড়া লাগল না। বাড়ি গমগম করচে, সতীলক্ষ্মী মা-ঠাকরুন যেন বছর ঘুরিয়ে দুগ্‌গা-ঠাকরুনের মতন অবতীন্না হয়েচেন—সবই ভালো, কিন্তু তিনজনের কারুর সঙ্গে কারুর কথা নেই, আমায় খুঁটি ক'রে কাজ চলচে—'স্বরূপ, এটা আনিয়ে দিতে বল্—স্বরূপ এ কাজটা এখনও কেন হয়নি?'

দিদিমণি অবিশ্যি করলে চেষ্টা—দুজনারই রাগ ভাঙিয়ে কইতে কথা, কিন্তু শুনচে কে? নিত্যদিনের ছোটখাটো ব্যাপারগুনো একে গায়েই মাখত না, তার ওপর মায়ের কাজটা মনের মতন ক'রে হচ্চে,

মনটাও খুব ভালো—একবার ব্রেজঠাকরুনকে কি একটা জিগ্যেস ক'রে উত্তুর না পেয়ে উনি চলে যেতে আমার দিকে চোখ নাচিয়ে বললে—'ভাঙা কাঁসি, তারও কত কদর!'—খিলখিল ক'রে চাপা গলায় একটু হেসেও উঠল—

তারপর হাতের কাজ নিয়ে আবার আমার দিকে একটু চোখটা নাচিয়ে উঠে গেল। একদিনেই সব ব্যবস্থা, পাট সেরে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে বেশ রাত হয়ে গেল। দিদিমণি বাবাঠাকুরকে দাওয়ায় খেতে দিলে। কাজের বাড়ির ঘাঁটাঘাঁটি গেচে সমস্তদিন, ব্রেজঠাকরুন ঘোষপুকুরে গা ধুতে গেছল, ফিরে এলে ঘরের ভেতর ওনার জন্যে ঠাঁই করে ফল, সন্দেশ, ক্ষীরের বাটি গুছিয়ে রাখছেল, ভাঙা কাঁসির আওয়াজ উঠল—'স্বরূপে কোথায় গেলি? বলে দে আমি আর এ বাড়িতে জলস্পর্শ করব না। আর বাড়ির কত্তাকে এও বলে দে—নিজের সংসার বুঝে নিক; কাল থেকে আমি আর এ বাড়িতে নেই।'

একটা চলন্ত গাড়ি কল টিপে কে যেন আচমকা থাম্যে দিলে দা'ঠাকুর। বাবাঠাকুর বেশ দমের ওপর খেয়ে যাচ্ছেল, সমস্তদিনের খাটুনি তো, তা য্যাতটুকু তুলেছেল হাত ত্যাতটুকুই রয়ে গেল, দিদিমণি ত পাষাণ মূর্তি হয়ে গেছে, তারপর 'ও মাসিমা!' ব'লে বোধ হয় পা জাপটে ধরতে যাচ্ছেল, ব্রেজঠাকরুন খন্‌খন্‌ ক'রে উঠল—'স্বরূপ, বলে দে, যদি এর ওপর চাপাচাপি করতে যায় তো এই মুহূর্তেই আমি চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাব বাড়ির!'

একটি শব্দ নেই আর বাড়িতে, তারপর আপনার গিয়ে বাবাঠাকুরও রুখে উঠল—'তা হলে আমিও এই উঠলুম—' ব'লে পাত চেপে উঠে পড়বে, ব্রেজঠাকরুন একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল, পাতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—আজ্ঞে, আর স্বরূপকে নয়, খোদ বাবাঠাকুরকেই—পাতের দিকে আঙুলটা সোজা ক'রে বললে—'খবরদার বলচি, আর বাড়াবাড়ি নয়! বামুন, তার ওপর

য্যাতই অপদার্থ হোক, য্যাতই যা হোক, সোয়ামী, পাত ছেড়ে উঠলে হরোর আমার সেখেনে অকল্যেণ হবে। এই আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, উঠেচ কি নিজের কপালে থান ইট ভেঙে আপ্তঘাতী হব এইখানে।···দে একটা থান ইট এনে আমায়—কোথায় 'গেলি, এই ছোঁড়া !'

আমি ইট খুঁজে আনবার জন্যে বাইরে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, দা'ঠাকুর।

আমি প্রশ্ন করলাম—'খেলেন বসে ন্যায়রত্ন মশাই।'

স্বরূপ বললে—'খেলেন মানে !—পাত চাঁচা-পোঁচা হয়ে গেলো, ব্রেজঠাকরুনের গুলিও তুলতে হোল না? ফল, সন্দেশ, ক্ষীর। কথাটা বুঝলেন না? সোয়ামী না খেলে মা-ঠাকরুনের যেমন অকল্যেণ হোত, বড় বোন বিধবা—সেও যে খেলে না, উপোস ক'রে রইল তাতে সগ্‌গে সেখেনে তাঁর পুণ্যি বাড়বে? এতো বাবাঠাকুরের ন্যায়শাস্তোরেরই কথা, একটু ভেবে দেখুন না, তাহলেই তো বুঝতে পারবেন—ব্রেজঠাকরুন খাওয়ার ওপর ওগুলিও চাপ্যে লেহ্য কাজ করলেন কি অলেহ্য।

পরিতোষ ক'রে ওনার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বললে—'ব্যস্, এ বাড়িতে এই শেষ আমার।···কোথায় গেলি রে ছোঁড়া? একখানা ইট আনতে গিয়ে বাড়ি চাপা পড়লি নাকি? বলে দে যেমন ঘাড়ে ক'রে আনেনি, তেমনি কাল ভোরেই বিদেয় হচ্চি, কাক কোকিল না ডাকতে। নিজের সংসার বুঝে নিক। এরপর এমারত তুলুক, নিজের মেয়েকে চাঁড়ালের হাতে তুলে দিক, কিছু বলতে আসব না। ব্রেজবামনীর কথা, নড়চড় হবার নয়।'

আমি বললাম—'যাঃ, গেলেন ছেড়ে! সংসারটা তবু ধ'রে রেখেছিলেন কোন রকম ক'রে।'

কথাটা স্বরূপ মণ্ডলের কানে যেন গেল না। ছিপটা রেখে দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসল, বললে—'উনি ভোরে বিদেয় হবেন, কাক-কোকিল ডাকার আগে, বাবাঠাকুর এক পহর রাত থাকতেই চম্পট আমি রান্নাঘরের দাওয়ায় শুয়েছিলুম, আস্তে আস্তে ঠেলে তুলেই প্রেথম কথা—'চুপ!'

তারপর একবার চারদিক দেখে নিয়ে বললে—'আমি একটু যাচ্চি বাইরে। তুই এই ছুটো ট্যাকা চুপি চুপি নেত্যর হাতে দিয়ে দিবি, কাজে সব খরচ হয়ে গেল তো। বলবি একটা খুব জরুরী কাজ ছেল—শিগ্‌গিরই আবার ফিরে আসছি।'

—ফেরবার লোক বড়! শুনলেনই তো আগাগোড়া।

বেরুবার সময় ব্রেজঠাকরুনের মনের অবস্থা কি রকম থাকবে না থাকবে, আমি পূবদিক একটু ফরসা হ'তে না হ'তে কৈলীকে নিয়ে মাঠে চলে গেলুম। এই আপনার নটা দশটা হবে—এই সময় একটু সকাল ক'রেই ফিরচি সিদিন, দূর থেকেই দেখি ব্রেজঠাকরুন গঙ্গাস্তান ক'রে সদর দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর সেঁছুল। তাহলে ঢুকব বাড়িতে এত আগে, না, চ'লেই যাই মাঠে আবার—দোমনা হয়ে ভাবচি, এমন সময় দেখি ঘোষালমশাই লাঠি হাতে করে ঠুকঠুক ক'রে ইদিক পানেই আসচে। সেই বেশ, পরনে আট হাতী একটা ময়লা রাঙাপেড়ে ধুতি, গায়ে একটা তালি দেওয়া পিরান, চেহারাটা সম্পোতি অসুখে ভুগে আরও কাহিল হয়ে গেচে। খানিকটা দূরে থাকলে কি করতুম বলতে পারিনে, তবে একেবারে কাছ এসে পড়েছে, 'শোন্‌তো' ব'লে হাত নেড়ে ডাকতে এগিয়ে গেলুম! জিগ্যেস করলে—'তুই অনাদির রাখাল নয়?'

বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অনাদি করচে কি?'

সটকেচে বললে আর এগোয় না, জানিতো বাড়ি ফিরেচে শুনে ট্যাকার তাগাদায় এয়েচে, আমি কিন্তু চেপে গেলুম দা'ঠাকুর।

বুঝলেন না? বাবাঠাকুর পাল্যেচে, ব্রেজঠাকরুনের মেজাজটা নিশ্চয় ভালো নেই, তার ওপর সকাল সকাল ফিরলুমও গোরু নিয়ে —ভেবে দেখলুম প্রেথমে সাক্ষাতের ঝড়ঝাপটা য্যাতটা পরের ওপর দিয়ে যায় ত্যাতই কুশল; আর লোকটার ওপর রাগও ছেল,— স্রেফ চেপে গেলুম, বললুম—'ভোরে নিজের কাজে বেরিয়ে গেছলুম! জানিনে তো। তা আপনি আসুন না।'

রসি কয়েক পথ ত্যাখনও, যেতে যেতে সুদোলে—'তোর মা-ঠাকরুনের বাচ্ছরিক সারতে এয়েচে, না রে?'

বললুন—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শুনলুম নাকি খুব ঘটা করেচে?'

ত্যাখন আমার খেয়াল হোল কাল নেমন্তন্নয় তো ওনাকে দেখিনি, বাবাঠাকুর ইচ্ছে ক'রেই না বলুক, ট্যাকার তাগাদার ভয়ে, বা ভুলেই যাক, কথাটা খেয়াল হ'তে আমার মনটা যেন নেচে উঠল, বললুম—'আজ্ঞে, তা শ'দেড়েক বামুন পাত পাড়লে বৈকি।'

এরপর ঘোষালমশাইয়ের আর কোন কথা নেই। দুজনে আমরা বাড়ির মধ্যে এসে সেঁদুলুম। ব্রেজঠাকরুন উঠোনে কাপড় মেলে দিয়ে কমণ্ডলু থেকে তুলসী গাছে জল ঢেলে ঘরে যাচ্ছেল, ঘুরে দেখে একটু চোখ কুঁচকে থমকে দাঁড়াল, জিগ্যেস করলে—'কে?'

আমার ত্যাখন আবার অন্য ভয় সেঁধেছে গেচে, অতটা ভেবে দেখিনি আগে; মানে ঘোষালমশাই সিদিনকার সেই পেয়ারা গাছ ভাঙা আর নাকীসুরে শাসিয়ে আসার রহস্যটা টের পেয়ে যায়নি তো? ব'লে দেবে না তো ব্রেজঠাকরুনকে? বেশ ভয় পেয়ে গেলুম দা'ঠাকুর, তাই উনি য্যাখন প্রশ্ন করলে—'কে?' য্যাতটা পারলুম ভক্তি আর সমীহ ক'রে দুটো হাত জোড় করে ঘোষাল-মশাইয়ের দিকে দেখিয়ে বললুম—'ইনি হচ্চেন রাজু ঘোষালমশাই, সিচরণকমলেষু।'

ব্রেজঠাকরুন একবার কটমট করে ওনার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে তালির ওপর তালি মারা চটিজুতোর দিকে চোখ নামিয়ে দেখলে, আমাকেই সুদোলে—'বুঝেচি ; তা সিচরণ কমলেষুর দরকারটা কি এখেনে?'

ঘোষালমশাই-ই উত্তুর দিলে, বললে—'এয়েছিলুম একটু অনাদির সঙ্গে দেখা করতে ; বাড়িতে নেই ?'

উনি বললে—'গাঁয়েও নেই, এ তল্লাটেও নেই। কোথায় আচে তাও জানিনে।'

'কবে আসবে ?'

'কিচ্ছু জানিনে। আসবার আর দরকারটাই বা কি ?'

ঘোষালমশাই একটু কি যেন ভাবলে। তারপর বললে—'আমরা সেই ছেলেবেলার বন্ধু কিনা।'

ঠিক হেতুটা বলতে পারিনে দা'ঠাকুর, তবে এই রকম ধরনের লোক চুপ ক'রে ভাবলে আমি যেন আরও ভয় পেয়ে যাই—এখনও ছেলেবেলাকার বন্ধু বলতে আমি একটু খোসামোদের জন্যেই বললুম—'আর দিদিমণির শ্বশুরও হবেন তো দিনকতক বাদে।'

ব্রেজঠাকরুন ঘরে যাবার জন্যে ফিরেছেল, একেবারে বাঘের মতন ঘুরে দাঁড়াল, বললে—'তুই চুপ কর ছোঁড়া ! খবরদার ছোট মুখে বড় কথা আনবিনে ! শ্বশুল হবে !'

তারপরেই একেবারে সেই নিজমূর্তি ! আর আমায় নয়, কোমরে দুটো হাত দিয়ে সোজাসুজি ওনার দিকে চেয়েই—'শ্বশুল হবে, সাধ হ'য়েচে, না ? তাই ভালোমানুষ পেয়ে হাতে ট্যাকা গুঁজে গুঁজে মাথার চুল পজ্জন্ত কিনে নেওয়া হয়েচে, না ? ওরে আমার ছেলে-বেলার বন্ধু ! তা নিয়ে যা নিজের পুতবৌকে, ফেলে রেখেচিস কেন ? নিয়ে যা—পেয়ারের বন্ধু পালিয়েচে, বেওয়ারিস ক'রে নিয়ে যা !··· ইতোর ! পাজি ! পেটে না খেয়ে ট্যাকা জমিয়ে ট্যাকার গরম হয়েচে,

না ?—বামন হয়ে চাঁদে হাতে ! তা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?—দিচ্চি বের ক'রে, যা নিয়ে—পারিস তো…'

আজ্ঞে, ক্ষ্যামতা বলতে হয় বৈকি,—ঘোষালমশাইয়ের কথা বলচি, অত গালমন্দ, ফৈজত, তা একটি কথা নেই, উল্‌টে মুখে একটু মিষ্টি হাসি। মাথা হেঁট ক'রে মুখে হাসিটি নিয়ে শুনছেল, শেষের দিকে স্নুদু সেটুকু আর একটু বাড়িয়ে বললে—'হবে, হবে, উতলা হচ্চেন কেন ? সময় হলে আপনিই যাবে।'

যেমন এয়েছেল, ঠুক ঠুক ক'রে আবার চলে গেল।

বাড়ির হাওয়া গরম, ভাবলুম—কাজ নেই ; দিদিমণির কাছে ছুটি ভাত আর একটু আগের দিনের বাসী তরকারী চেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি নাকেমুখে গুঁজে কৈলীকে নিয়ে সরে পড়লুম। ফিরলুমও সন্দের পর একেবারে, য্যাখন থির জানি ব্রেজঠাকরুন বাড়ি থাকবে না। উনি যে আমার জন্যই ওঁত পেতে বসে আচে তা আর কি ক'রে জানব বলুন ? আজ্ঞে হ্যাঁ, যেন পোড়ো মন্দিরের পাশে কোথাও লুকিয়েই ওপিক্ষ্যে করছেল, আমি পাশ দিয়ে আসচি, একেবারে যেন বাঘের মতন ছোঁ মেরে এসে আমার ডান হাতটা কব্জড়িয়ে ধরলে। একটু পেছন থেকেই, তায় আচমকা, আমি চেঁচিয়ে উঠতে যাব ঠোঁটের কাছে আঙুলটা এগিয়ে এনে বললে—'চুপ, একেবারে চুপ। ইদিকে আয়, গোরু আপনি চলে যাবে।'

একটু হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে মন্দিরের পেছনটায় নিয়ে গেল। বললে—'এক্কেবারে ঠিক ঠিক বলবি। তুই হারামজাদা বরাবর লুকোস, এবার আমি সব টের পেয়েচি। নেত্যকে তুই ট্যাকা এনে দিস, পরশু সন্ধ্যেয় দিচ্ছিলি, আমি স্বচক্ষে দেখেচি।'

আমি তো দেখলুম ও উঠোনে পা দিয়ে আবার আড়াল হয়ে গেল, আর লুকোই কি করে ? হাঁ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। বেড়াল যেন ইঁদুর ধ'রেচে,—একটা শক্ত ঝাঁকানি দিয়ে বললে—'বল কে দিয়েচে। কে দেয় ?' সমস্ত কাহিনীটা শুনলে বোধহয় বোঝে,

কিন্তু ঐ যে কথায় বলে—আ বলতে দিলে না তো আতাউল্লো বলি কি ক'রে? মুখ দিয়ে বের করতে যাব—'ছ'আনির চৌধুরীমশায়'—আদ্দেকও বেরোয়নি, একেবারে বেধড়ক মার—মুখে, বুকে, পিটে, পেটে—সে যেন ভাদ্দরমাসের তাল পড়চে দা'ঠাকুর। আর শুধু—'চুপ!—চুপ! চুপ! আজ তোকে আর জ্যান্ত রাখচিনে হারামজাদা নচ্ছার!'

য্যাখন বোধহয় নিজের হাত ব্যথা হয়ে গেচে, থেমে গিয়ে আমার কব্জিটা আরও শক্ত ক'রে ধ'রে বললে—'চল্, আজ একটা হেস্তনেস্ত হ'য়ে যাক। সে হারামজাদার সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া করব, নিয়ে চল কোথায় তার বাড়ি। গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে নয়, বাইরে বাইরে দিয়ে নিয়ে যাবি।'

আর একটি কথা নয় পথের মধ্যে। কবারই মনে হোল, না হয় দেখি এবার, যদি শোনে, তা সমস্ত শরীর বেদনায় টনটন করচে, আর ভরসা হোল না ঘাঁটাতে দা'ঠাকুর। গাঁয়ের একেবারে অন্য-দিকে তো, মাঠ দে ঘুরে য্যাখন দেউড়ির সামনে পৌঁছুলুম বেশ একটু রাত হয়ে গেচে। সিংদরজার ঘরে দারোয়ান পেতলের থালায় আটার তাল ঠাসছেল, আমি থমকে দাঁড়িয়েছি, ব্রেজঠাকরুন টেনে নিয়ে ফটক ঠেলে ভেতরে পা বাড়িয়েছে, খসখসে আওয়াজ হোল—'কোন্ হ্যায়?'

ফাঁকা আওয়াজে তো ব্রেজঠাকরুনকে ঠেকানো যায় না, কিছু উত্তুর না দিয়ে আমায় হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে এগিয়েই যাচ্ছেল আবার আওয়াজ—'আরে কোন্ হ্যায়?' সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আগলে দাঁড়াল।

ঘরের চুল্লীতে বোধহয় ডাল সেদ্দ হ'চ্চে, তার আলোয় ব্রেজ-ঠাকরুনের চোখ দুটো যেন বাঘের চোখের মতন জ্বলে উঠল; দশাসই শরীল, তার ওপর চুড়োটা মাথার মাঝখানে কলসীর কানার মতন উঁচু ক'রে বসিয়েছে, যেন আরও লম্বা দেখাচ্চে,

দারোয়ানের দিকে এক পা এগিয়ে গেল ; ডান পা'টা মাটিতে ঠুকে কোমরে দুটো হাত দিয়ে, মুখখানা ওর দিকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললে—'এই দেখো কোন্ হ্যায়। কঞ্চিও নয়, প্যাঁকাটিও নয়, এমন একখানা লাশ পোড়া চোখমে নেই পড়তা হ্যায়, ভালো করকে দেখো।'

খানিকটা তো মুখে রা-ই সরল না দারোয়ানের। আজ্ঞে, এক পা সরেও গেল বৈকি, এ-দিশ্যু তো জীবনে এই প্রেথম ; এগুলে তো আপনা থেকেই এক পা পেছিয়ে গেল, তারপর বললে—'ভেতরমে যাওয়া মানা হ্যায়।'

না, 'কার মানা হ্যায় ?'

'চৌধুরীমোশায়ের।'

'তা যেতে মানা হ্যায় তো ডেকে নিয়ে আয় তোর চৌধুরী-মোশায়কে।'

'উ আসবে না।'

'তা হ'লে আমায়ই যেতে হবে।' বলে ব্রেজঠাকরুন আবার এক পা এগিয়ে গেল।

দারোয়ান আবার একবার পেছিয়ে বললে—'কোখোনো নয়।' দু'তরফই ক্রেমে গরম হয়ে উঠছে তো। ব্রেজঠাকরুন আর একপা এগিয়ে গেল, সুদোলে—'রুকবেটা কে ? তার একবার দেখা পেলে হোত যে !'

না,—'হামি রুকবে, এই দেখো। রুটিকা আটাও দেখো ভালো ক'রে কেমোন খোরাক আচে, দেখে নাও।'

এক পা পেছিয়ে বুকটা ফুলিয়ে ঘাড়টা একটু পেছন দিকে ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েচে, লহমার মধ্যে দা'ঠাকুর, অমন তরস্ত শিকারী-বেড়ালকেও দেখিনি—ঐ লাশ তো, তা যেন একটি লাফ দিয়ে ব্রেজ-ঠাকরুন পাশের খুবড়িটায় সেঁদে গেল ; আর একটি লাফ, তারপর সেই প্রায় সেরখানেক আটার তাল তাক ক'রে সজোরে একেবারে

দারোয়ানের নাকের মাঝখানে। তালের ঘায়ে আর তাল রাখতে হোল না, বুঝে সাবধান হবার আর সময় তো পায় নি, 'খুন হুয়া!' ব'লে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ল ভূঁয়ের ওপর।

একেবারে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। সিংদরজার পরেই খানিকটা বাদ দিয়ে আমলাদের বাড়ি, তারপর একটা বড় উঠোন, তারপরেই দেউড়ি; 'ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া?'—বলে সবাই ছুটে এল। দারোয়ান ত্যাতক্ষণে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে ঘর থেকে পেতল বাঁধানো লাঠিটাও এনে বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়েচে, বলচে—'এবার চ'লে এসো কেমোন মর্দানা-আওরাত আচে!'

ভিড়ে যেমন হয়ে থাকে দা'ঠাকুর, সবাই জানতে চাইচে ব্যাপারখানা কি, অথচ কেউ ধৈর্য ধ'রে শুনতে চায় না; ভিড় বাড়তে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে শুধু হৈ-চৈটা বেড়ে যেতে লাগল, তার মধ্যে ব্রেজঠাকরুনের গলা সবার গলা ছাপিয়ে উঠচে—'রুকবি! এখনও দেখেচিস কি তুই মর্দানা-আওরাতের? তোদের কটাকে তো আমি তোর আটার তালের সঙ্গে গুলে খেয়ে ফেলব, তোদের বাবুকে ডাক্, সেই ইতরটাকে, গাঁয়ের সব্বনাশ ক'রে, গেরস্তদের সব্বনাশ ক'রে যে দেউড়িতে তোদের মতন কুকুর বেঁধে দোরে খিল এঁটে ব'সে আছে। ডাক্, কেমন ক'রে রোখে একবার দেখি!'

ওবিশ্যি, কে কার কথা শুনচে?—তবু উরই মধ্যে কয়েকজন যে একটু ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছেল, দেউড়ির মধ্যেই মনিবের এরকম অভ্যথনা শুনে তো আর নিজেদেরও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। তা দেখলুম—দা'ঠাকুর, উদিকে ঐ পনের-বিশজন, তাদের সামনে ডাকগাড়ির ইঞ্জিনের মতন দারোয়ান ইস্টিম ছাড়চে—ইদিকে ঐ একলা অবলা নারী—আমি একটা শিশু, সঙ্গ দোব কি, বাঁশপাতার মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপেই ফুরসত নেই—তা দেখলুম, ঐ একা অবলা সরলা বিহ্বলা নারী সমানে সবার মোহড়া নিয়ে গেল।

দুপক্ষই গরম হ'য়ে উঠেচে, ওনারা বাবুকে টেনে কথা বলতে য্যাতই বারণ করচে, য্যাতই হুমকি দেখাচ্চে, ব্রেজঠাকরুন কোথা থেকে, কোথা থেকে বাছা বাছা অভ্যেথনা এনে ওদের বাবুর মাথায় জড়ো করেচে—আজ্ঞে, য্যাখন এইরকম চরম অবস্থা, সেই সময় চৌধুরী-মশায় এসে ভিড়ের পেছনে দাঁড়াল, গলা চড়িয়ে সুদোলে—'কেয়া হুয়া হ্যায় চৌবে ?'

ওনার আওয়াজ উঠতেই প্রেথমটা সব থির, ঠাণ্ডা, যেন ঢাকের চামড়াটা এমুড়ো-ওমুড়ো ফেঁসে গেচে, তারপরেই সবাই এগিয়ে মনিবকে ব্যাপারখানা বুঝোতে যাবে, উনি হাত তুলে কথা কইতে বারণ ক'রে এগিয়ে এল। প্রেথমটা ব্রেজঠাকরুনও চুপ ক'রে গেছল ; এর আগে দেখে নি, তা রূপ—যেন আকাশ থেকে দেবদূত এসে সামনে দাঁড়িয়েচে : অবাক্ই হয়ে গেছল প্রেথমটা, তারপর লোকটা খোদ চৌধুরীমশাই টের পেয়ে—'তুমিই সেই নাটের গুরু, না ? এই যে, আস্তেজ্ঞে হোক'—বলে মাথুরের গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করবে, চৌধুরীমশাই কোথায় আগুন হয়ে উঠবে, না, নরম সুরেই সুদোলে—'আপনি কে ? কি চান বলুন।'

মিথ্যে বড়াই করলে তো চলবে না দা'ঠাকুর, দেখচি এইবার কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি, আগুন ছিটকে বেরুবে, আমি একটু আড়াল হ'য়েই দাঁড়িয়েছিলাম, ওঁর আওয়াজ শুনে ভরসা পেয়ে একটু বেরিয়ে আসতেই আমায় দেখতে পেলে চৌধুরীমশাই, সুদোলে—'তুই পণ্ডিত মশাইয়ের নফর নয় ?'

বললুম—'আজ্ঞে, হ্যাঁ ; আর উনি হ'চ্ছেন ওনার···'

শালী বলতে গিয়ে কথাটা মুখে আটকে গেচে, চৌধুরীমশাই বললে—'বুঝেচি।···তা আপনি এখেনে কেন ? ভেতরে চলুন।'

ব্রেজঠাকরুন বললেন—'গোরু মেরে জুতো দান ! দেউড়িতে দারোয়ান ঠেকিয়ে দিয়ে—এখেনে কেন ?'

—আওয়াজটা নরম হয়েচে একটু, তবে ভেতরের ঝালটা তো

যায় নি ; চৌধুরীমশাই বললে—'আপনাকে তো জানে না, তা আমি ওদের সবার হ'য়ে মাপ চাইচি, আসুন আপনি ভেতরে !'

দারোয়ান থেকে নিয়ে সবাইকে ব'লে দিলে—'ইনি এলে সঙ্গে ক'রে দেউড়িতে পৌঁছে দেবে, চিনে রাখো। চলুন আপনি।'

—আর কি ভুলতে পারি যে কষ্ট ক'রে মনে রাখতে হবে? এবার থেকে তো বাদশা আকবরের মতন কুর্নিশ করতে করতে পৌঁছে দেবে। ওরা সবাই মাথা হেঁট ক'রে চলে গেল। ব্রেজ-ঠাকরুন পা বাড়িয়ে আবার একবার ফিরে চৌবেজীর দিকে চেয়ে বললে—'ঐ আটার মতন তালগোল পাকিয়ে তোকে ছুঁড়ে দোব, কালনেমীমামার মতন দুম ক'রে সেই বাড়ির মাঝখানে গিয়ে পড়বি।'

চৌধুরীমশাই বললে—'চলে আসুন আপনি।'

আর কোন কথা হোল না। দেউড়ির ভেতর গিয়ে এ-ঘর ও-বারান্দা ঘুরে শেষের দিকে একটি নিরবিলি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলে—'একেও সরে যেতে বলব ?'

'কেন, সরাবার কি আচে ? আমি তো সিংদরজায় সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতুম, সবাই চিনত তোমায়···ঐ ছোঁড়াটার হাতে ট্যাকা দিয়েছিলে কেন ? ট্যাকা দ্যাও কেন অমন করে ?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার কোমরে দুটো হাত দিয়ে দাঁড়িয়েচে, আওয়াজটাও আবার খনখনে হ'য়ে উঠেচে, চৌধুরীমশাই যেন আকাশ থেকে পড়ল, বললে—'ট্যাকা দিই ? সে কি কথা !'

ব্রেজঠাকরুনের গলাটা এমন খনখন করে উঠল, সমস্ত দেউড়িটা কেঁপে উঠল, বললে—'দিয়েচ ! পরশুই দিয়েচ ! আবার হ্যাকা সাজা হচ্চে ! একটা গরীব ব্রাহ্মণ—তারও সব্বনাশ তুমিই করেচ বিধবা বিয়ের হুজুগে টেনে তার রুজি নষ্ট ক'রে, তারপর সোমত্ত মেয়ে দে'খে···'

চৌধুরীমশাই একেবারে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল, বললে—'চুপ

করুন—আমি বুঝেচি, ব্যাগ্যতা করচি, আপনি আর ওকথা মুখে আনবেন না! বলচি সব।'

খানিকক্ষণ আর কথা নেই। চৌধুরীমশাই চুপ ক'রে রয়েচে যেন কোথায় কিভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারচে না। অপমানে লজ্জায় মুখটা রাঙা হয়ে উঠেচে, যেন কোন রকমে চেপে রয়েচে নিজেকে, তারপর আস্তে আস্তে বললে—'হ্যাঁ, আমি পাঁচটা ট্যাকা ওর হাতে পরশু দিয়েছিলাম—স্বরূপ নাম না?—কিন্তু আপনি যে সেই ট্যাকার কথা বলচেন তা ধরতে পারিনি, তা ও আপনাকে বলেনি সে ট্যাকা কিসের জন্যে?'

আমার দিকে ও চাইলে। সারা গা বেদনায় টনটন করচে, আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিলুম—বিনি দোষেই নির্যাতনটা তো গেল—ব্রেজঠাকরুন ক'ষে এক দাবড়ানি দিয়ে উঠল—'চুপ কর ছোঁড়া, নৈলে ভালো ক'রে কাঁদিয়ে দোব! আবার মান কাড়া হচ্চে!'

বললুম—'আপনি দিলে কৈ ত্যাখন বলতে যে বলব?'

না,—'দিলে কৈ বলতে!...সাবিত্রীর ব্রেতকথা শোনাবেন কিনা, ফুল হাতে নিয়ে হাতজোড় ক'রে ব'সতে হবে তবে বলবেন উনি! তা বল্ কি বানিয়ে-ছানিয়ে রেখেছিলি তোরা।'

চৌধুরীমশাই বললে—'আমিই বলচি; বানিয়ে থাকি আমিই বানিয়েছিলুম তো। গোড়াতেই বলে রাখি, যা বলতে যাচ্ছি সেটা লুকুবার জন্যেই ট্যাকা দিই ওকে আমি। আপনাদের ধমক-ধামকে তো ব'লে দিতে পারে ছেলেমানুষ, তাই জিগ্যেস করছিলুম...'

'তাহলে আচে তো লুকোচুরির ব্যাপার একটা?'—ব'লে ব্রেজ-ঠাকরুন আবার গরম হ'য়ে উঠতে যাচ্ছেল, চৌধুরীমশাই বললে—'দয়া ক'রে একটু থির হয়ে শুনতে হবে আপনাকে, তাহলেই বুঝবেন যে যা-অবস্থায় পড়েছিলুম, কথাটা যাতে না রটে তার জন্যে ছেলে-মানুষকে ঘুষ দিয়ে কিছু অন্যায় করিনি; যে-কোন মানুষই মুখ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করত।'

আগাগোড়া একটি একটি ক'রে ব'লে গেল—শিকার ক'রে ফেরার পথে ঝড়বৃষ্টির দাপটে ভাঙা মন্দিরে ঢুকে পড়া থেকে শুরু করে অসুখের ভয়ে ভিজে কাপড় পালটাবার জন্যে আমায় কাপড় নিয়ে আসতে বলা—আমার ভুল করে শাড়ি নিয়ে আসা—তাই প'রে ছাতা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ব'সে চলে আসা ওনার—সব একটি একটি ক'রে বলে গেল। মাঝে মাঝে আড়চোখ তুলে এক একবার যেন মনে হচ্চে বেজঠাকরুনের ঠোঁটের এ-কোণ ও-কোণ যেন একটু কুঁচকে কুঁচকে উঠচে। একটু যদি হেসে ফেলে তো বাঁচি, তা হাসতে তো শেখেনি, আগাগোড়া মুখটা থমথমে ক'রেই শুনে গেল। শেষ হলে চৌধুরীমশাই বললে—'ব্যাপারখানা হচ্চে এই; বানিয়ে বলার মতন মনে হচ্চে আপনার?'

বেজঠাকরুন অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছেল; তা যাই কেন ভাবুক না, মুখের ভাব অনেকটা নরম হয়ে এসেচে, বললে,—'হয় না কি এরকম? সেই বেদ-পুরাণের সময় থেকে হয়ে আসচে, সে সব তো মিছে কথা নয়। তবে বলবে কেউ তবে তো বুঝব।'

জো বুঝে আমি ঠোঁট ফুলিয়ে বললুন—'আগে থাকতেই আপনি মারতে শুরু ক'রে দিলে যে!'

এবার শুধু আমার দিকে চাইলে, কিছু বললে না। চৌধুরীমশাই বললে—'বললুম তো টাকাটা ঐ জন্যেই দেওয়া, ওপর-পড়া হ'য়ে তাই ছেলেমানুষ আর বলেনি। আপনাকেও সেই কথা। ওবিশ্যি আপনাকে তো ঘুষ দেওয়া চলে না, তবে মিনতি ক'রে বলচি প্রকাশ করবেন না, অবস্থা-গতিকে খুব লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলুম তো। অন্ধকার ঝড়-তুফানের রাত্রি, তাই দেখ্‌তার হতে হয় নি।... আপনাকেও কি বলি?—তবে আপনি ঐরকম একটা কথা ভেবে ছুটে এলেন...'

চুপ ক'রেই শুনছেল বেজঠাকরুন, অন্যমনস্ক হয়ে আবার কি যেন একটা ভাবচে তো, ঘাড়টা তুলে একটু কড়া চোখেই বললে —

আসতে হয় বাপু, গরীবের ঘরে সোমত্ত মেয়ে, একটু ইদিক উদিক মনে হ'লেই আসতে হয় ছুটে। তুমি কি বুঝবে ?'

উনি বললে—'না হয় বলবেন মস্তবড় বড়লোক আমি ; কিন্তু ভদ্রসন্তান তো ?··'

—একটা ভালোমানুষের স্বভাবচরিত্রে অপবাদ তো দা'ঠাকুর, চৌধুরীমশাই একটু রাগ করেই হোক বা দুঃখ করেই হোক বলে থাকবে কথাটা, ব্রেজঠাকরুন একেবারে চ'টে উঠল, বললে—'বড় যে ব'লে যাচ্চ চুপ ক'রে থাকতে দেখে। ভদ্রসন্তান, তা করচ না একটা গরীব লোকের সর্ব্বনাশ ? নাচিয়ে দিলে তো বিধবা-বিয়ে করিয়ে। তুমি বড়লোক, ভদ্রসন্তান, তোমার নাগাল পায় না লোকে, কিন্তু ঐ গরীব ভদ্রসন্তান রুজি হারিয়ে একঘরে হয়ে মারা যেতে বসেচে, দেনার দায়ে মাথার চুল বিক্রি হ'য়ে র'য়েচে, ঘরে সোমত্ত আইবুড়ো মেয়ে, পৈতৃক ভদ্রাসনটি খাতকের হাতে গেল ব'লে—কি করচ বড়লোক ভদ্রসন্তান শুনি ? কি করেচ ?'

চৌধুরীমশাই যেন একটু কাতর হয়ে পড়ল। বললে—'কৈ, পণ্ডিতমশাই আমায় তো কিছুই বলেন নি এর। এ্যাকে তো ডেকে পাঠালেও পাঁচবার যাব যাব ক'রে একবার যদি আসেন, এদিকে কয়েক মাস থেকে তো তাও নয়, তারপর কখনও বলেন নি তো এসব কথা আমায়। অবস্থাটা মোটামুটি খারাপ, আমার দ্বারা কিছু হ'তে পারে কিনা জিগ্যেস করেচি—যেমন লোক, খুব সন্তর্পনে তুলতে হয় কথা ওনার কাছে, তা কিছু বলেন নি তো কখনও।'

ব্রেজঠাকরুন বললে—'তাহ'লেই ভদ্রসন্তানে ভদ্রসন্তানে তফাতটা বোঝ, একজন গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ে তামাসা দেখচে, আর একজনের মুখে নালিস-ফরিয়দের কিছু নেই। বোঝ' তফাত।'

আরও কাতর হয়ে উঠেচে চৌধুরীমশাই ; বললে—'কি করতে

পারি বলুন? আমি তো থাকিও না সব সময় এখেনে; এমনি হাত তুলে দিতে গেলে উনি নেবার মানুষ নয়। পণ্ডিতমশাইকে কত যে শ্রদ্ধাভক্তি করি বলতে পারি না; কিন্তু কিছু না নিলে করি কি?'

'কোন একটা ব্যবস্থা ক'রে ছাও, সত্যই যদি ভক্তি থাকে পণ্ডিতমশাইয়ের ওপর। টোল করে দিতে পার,—পূজুরী ক'রে দেওয়া যায় নিত্য-সেবার জন্যে। মন্দির আছে তো?'

'মন্দির…তা…।'—ব'লে একটু চুপ করে ভাবতে লাগল চৌধুরী-মশাই, যেন কত মন্দিরই না রয়েচে, কোন্‌টাতে বসাবে হিসেব করে দেখচে। একবার মনে হোল উরই মধ্যে একটু যেন কাতর ভাবেই আমার দিকে চেয়ে নিলে। বুঝলেন না দা'ঠাকুর? মন্দির বলতে তো সেই এক বিভীষণের মন্দির, তানার নিত্যি সেবার কথা তো মুখে আনতে পারে না ব্রেজঠাকরুনের সামনে, আমিও মুখ ফস্‌কে বলে ফেলি এটাও চায় না—একটু চুপ ক'রে থেকে, কথাটা যাতে ফাঁস না করে ফেলি সেইজন্যে একটু কাতরভাবে আমার দিকে চেয়ে নিয়ে বললে—'মন্দির—এই সিদিন আলাদা হলুম, করা তো হয়নি বিশেষ—উনি যদি থাকতে চান পূজুরী হয়ে তো না হয় একটা তুলে দিই তাড়াতাড়ি। এর মধ্যে আমার দ্বারা যদি কিছু কাজ হয়, ওঁকে যদি পাঠিয়ে দেন, না হয় ভালো করে সব জিগ্যেস করি। না হয়, বলেন নিজেই একদিন আমি—অতবড় একজন পণ্ডিতের বাড়ি, মানী-লোক, উনিই বা বাড়ি ব'য়ে কষ্ট করে আসবেন কেন?'

আজ্ঞে, একেবারে নতুন ধরনের কথা সব তো, তাও কে, না, গাঁয়ের রাজা বাবাঠাকুরকে একেবারে তালগাছে চড়িয়ে দিচ্চে, এতে তো আর রাগ থাকতে পারে না। তবে আবার কি জানেন? —রাগী মানুষ, তার গা থেকে রাগ সরে গেলেও নেহাত হাল্‌কা ঠেকে, অস্বস্তি বোধ হয়, সেই জন্যেই যেন ব্রেজঠাকরুন হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠল; মিষ্টি ক'রে তো কথা বলতে শেখেনি, একটু ঠেস

দিয়েই বললে—'বেশ, বেশ, অনেক বড় কথা তো শুনলুম, এখন যাই। পণ্ডিতমশাই রাজা হবে এবার।'

একেবারেই হনহন ক'রে চলতে আরম্ভ করেছিল, চৌধুরীমশাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে—'সেকি, হেঁটে যাবেন আপনি! ডুলি পালকি বের করচে, এক্ষুণি।'

'কোই হ্যায় ?—বলে একটা হাঁকও দিলে।

ব্রেজঠাকরুন বললে—'রক্ষে করো, রাত দুপুরে জমিদার বাড়ি থেকে ডুলি বেয়ারার কাঁধে চড়ে যাচ্ছি অমনি !···চল রে ছোঁড়া।'

অনেক বললে, শুনলে না। চৌধুরীমশাই, নিজে সঙ্গে ক'রে সিংদরজা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে লোক দিতে চাইলে, তাতেও রাজী নয়, নিজেই খানিকটা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চায়, তাও নয়।

কোন কথাও নয় আর। শুধু বাবু আসচে দেখে দারোয়ান যে আবার বেরিয়ে এসে সেলাম করে দাঁড়াল, তার দিকে চেয়ে একটু শাসিয়ে দিলে—'মনে করছিস যে মাগী চলল আর ফিরবে না, তা তোর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়নি আমার এখনও !'

—বাবু সঙ্গে রয়েচে, উত্তুর তো দিতে পারে না, খুব ঝুঁকে একটা সেলাম করলে চৌবেজী।

চৌধুরীমশাই সিংদরজা থেকেও একটু এগিয়ে গেল। ফেরবার সময় বললে—'কৈ, একটা কথারও তো জবাব দিয়ে গেলেন না—পণ্ডিতমশায়কে ডেকে দেবেন কিনা, কি আমায়ই আসতে বলেন একদিন—আমার দ্বারা যদি কোন কাজ হয়—'

ব্রেজঠাকরুন মুখ না ঘুরিয়েই বললে—'বড় বড় কথা সব তো শুনে যাচ্চি।'

প্রেথম দিকটা কোন কথাই হোল না দা'ঠাকুর, শুধু গোড়ায় দেউড়ি ছেড়ে খানিকটা এসে বললে—'একটু পা চালিয়ে চল্ স্বরূপে, মেয়েটা একলা রয়েচে।'

আর খানিক এগিয়ে এসে বললে—'এলো সে রোজগার করবার জন্যে!—মানী লোক, এখন ঘর ছেড়ে শিষ্যিবাড়ি ধন্না দিয়ে বেড়াচ্চেন, রাজবাড়িতে ঠাকুর সেবা নিয়ে থাকবেন?—সে যে মস্তবড় অপমানের কথা!'

আর কোন কথা নেই। বুঝচি, ঠাকুরমশায়ের কাণ্ডটা মাথার মধ্যে ঘুরচে, রোজগারের একটা মস্ত বড় সুযোগ হ'য়ে যাচ্চে তো। আর অনেকক্ষণই কোন কথা নেই। জমিদার পাড়া ছেড়ে আমরা মাঠে পড়লুম। টানা মাঠ, হুহু করচে হাওয়া। জমিদার-বাড়িতে গরম বোধ হচ্ছেল, অতটা হুজ্জোতও তো গেল; খোলা হাওয়ায় শরীলটা যেন জুড়িয়ে গেল। আমরা মাঠে মাঠে গিয়ে একেবারে পোড়া মন্দিরের কাছাকাছি উঠব, অনেকখানি গিয়ে ব্রেজঠাকরুন বললে—'তা লোক তেমন খারাপ কৈ রে স্বরূপে? দিব্যি তো কথাবাত্রা। কৈ, দেমাকে নয় তো, ওদিকেও যেমন মনে হচ্ছিল...'

স্বভাবচরিত্রের কথা নিশ্চয়ই, পোড় খেয়ে খেয়ে তখন কতক কতক তো বুঝি। চুপ করেই গেল একটু, তারপর আবার হঠাৎ জিগ্যেস করলে—'তা হ্যাঁরে স্বরূপে, ঠিক করে বলবি, সব তো শুনলিই স্বকন্নে,—যা যা বললে সব ঠিক?'

বললুম—'না তো।"

হনহন করে যাচ্ছিলুম দু'জনে, ব্রেজঠাকরুন থমকে একেবারে ঘুরে দাঁড়াল; খানিকটা আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে—'কে গা এ-ছোঁড়া! এত মার খাচ্চে এত অপদস্ত হচ্চে তবুও কথা লুকুবার অব্যেস গেল না! ঠিক কথাটা তাহলে কি? মিনসে এক ডাঁই যে মিচে কথা ব'লে গেল!'

বললুম—'ওনাকেও তো বলি নি।'

'ন্যাও!'—ব'লে ব্রেজঠাকরুন পাশের ক্ষেতের আলটার ওপর যেন হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়ল। বললে—'ছোঁড়া মস্ত বাজীকর তো! দেখতে এতটুকু, ইদিকে দুনিয়াসুদ্ধু লোককে ভুলের চরকিতে

পাক খাইয়ে মারছে!···তা আসল কথাটা কি? বলিস নি কেন ওকে?'

বললুম—'দিদিমণি বলতে মানা ক'রে দেছল।'

বললে—'মাথা গুলিয়ে দিলে! তোর দিদিমণিও তাহলে সব জানত? তবে যে শুনলুম তুই লুকিয়ে এনে দিছলি কাপড়।'

বললুম—'চৌধুরীমশাই বলতে মানা ক'রে দেছল।'

ব্রেজঠাকরুন উঠে পড়ল; 'ছেলের নিকুচি করেচে!'—বলে ঘাড়টা ধরে আবার নিজের পায়ের কাছে বসালে, বললে—'ঠিক ক'রে বল কি কি জানিস, আমায় ধাঁধায় ফেলে পার পাবি নে। যদি টের পাই একটু ইদিক-উদিক করচিস্, এই আলের ওপর আছড়ে তোকে শেষ ক'রে যাব। এর থেকে ও, ওর থেকে এ,—যেন তাঁতিপাড়ায় মাকু চালাচ্চে ছোঁড়া! পুঁতে ফেলব একেবারে!'

বলব না কেন দা'ঠাকুর? কার কথা কার কাছে প্রেকাশ করতে গিয়ে কি ফ্যাসাদে পড়ব তাই হঠাৎ ওপর-পড়া হ'য়ে কিছু বলতে যেতুম না বড় একটা, তা আপনি য্যাখন জিগ্যেস করচ, বলব না কেন? সিদিন যা যা হয়েছেল—সবই শ্বশুলবাড়ি যাচ্চে, তাকে দেখতে যাবে বলে দিদিমণির আমায় সকাল সকাল মাঠ থেকে ফিরতে বলা—ঝড়তুফান—কৈলীকে খুঁজতে বেরিয়ে পোড়ো মন্দিরে চৌধুরীমশায়ের সঙ্গে দেখা—কাপড় ছাড়বার জন্যে ওনাকে বাড়িতে নিয়ে আসব, ঝড়-তুফানের জন্যে দিদিমণির ফিরে আসা—উপায় না দেখে লুকিয়ে কাপড় এনে দেওয়ার কথা—লুকিয়ে আনা তো যায় না, দিদিমণিকে চৌধুরীমশাইয়ের কথা না বলে, বানিয়ে ছিরু ঘোষালের নাম ক'রে কাপড় না থাকায় শাড়ি এনে দেওয়া—সব একটি একটি ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে গেলুম। এর পর চৌধুরীমশাই কি করে শাড়ি পরে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় ক'রে চলে এল, নজ্জার কথা লুকুবার জন্যে ট্যাকা পাঠিয়ে দিলে, উনি তো সব তানার মুখেই শুনেচে।

ঘাড়টা টিপে শুনছেল ব্রেজঠাকরুন, তবে হাতটা আস্তে আস্তে আলগা হয়ে এয়েচে, দেখছে তো নিচ্ছুষী ; শেষ হয়ে গেলে সুদোলে —'এই তো, না, আরও আচে, লুকুচ্চিস ?'

একটু লুকিয়ে রেখেচি বৈকি ত্যাখনও দা'ঠাকুর, বোধ হয় সেটা টের পেয়েছেল। প্রেথম তো—চৌধুরীমশাই যে ওনাকে সব বললে তার মধ্যে শাড়ি পরার পর আমরা বসে যে গপ্প করলুম দু'জনে ঝড়-বিষ্টির মধ্যে, যাতে কিনা দিদিমণির কথাও খানিকটা এসে পড়ল—সেটা কি ভেবে উনি তো একেবারে বাদ দিয়ে গেছল। তাই আমিও বলাটা ঠিক হবে কি হবে না ভাবছিলুম, ব্রেজঠাকরুন জিগ্যেস করতে আর চেপে রাখতে ভরসা করলুম না। কিছু ছাড়ল কি না মনে করবার ভাবটা দেখিয়ে শেষে ওটুকুও ব'লে দিলুম—চৌধুরীমশাই শাড়িটা জড়িয়ে বললে—দিব্যি গরম—তারপর মেয়েদের ভালো ভালো জিনিস ব্যাভার করার কথা, তারপর সেই ধ্রুবর উপাখ্যান—আমি যে বললুম দিদিমণি ধ্রুবর মা সুনীতির মত চৌধুরীমশাইকে নিজের শাড়ি দিলে—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে গেলুম দা'ঠাকুর।

ব্রেজঠাকরুন একটু মুখটা ঘুরিয়ে শুনে যাচ্ছেল, এবার যেন অন্য-মনস্ক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, বেশ খানিকক্ষণ, কি যেন ভাবচে, তারপর যেন হঠাৎ সাড় হয়ে জিগ্যেস করলে—'তোর দিদিমণি তাহলে জানে ছিরু ঘোষালকে নিয়েই যত কাণ্ড।'

এটা তো আরও লুকুতে চাচ্ছিলুম দা'ঠাকুর, তা আর তো সাহস হয় না, সামলে নিয়ে বললুম—'না, সেই কথাই এবার বলতে যাচ্ছিলুম কিনা—চৌধুরীমশাই ঘোড়ায় চড়ে চ'লে গেলে ত্যাখন আমি দিদিমণিকে আসল কথাটা বললুম কিনা, ভাবলুম—আর লুকিয়ে অধম্ম করি কেন? উনি চলে তো গেল, আর ভয়টা কিসের?'

একটু তো সন্দো হোলই ব্রেজঠাকরুনের, কটমটিয়ে চাইলে

একটু আমার দিকে, বললে—'নেত্যও জানে তাহলে? কি বললে?'

সব বলে গেলুম দা'ঠাকুর। এবারেও সেইরকম একটু মুখ ঘুরিয়ে সব শুনে গেল। অত হাসির কথা—দিদিমণি হেসে লুটপুট খেয়ে গেছল, তা একবার একটু মুখ কোঁচকাল না। আমি ভেবেছিলাম—শাড়ি ভুলে যাওয়ার কথাটা চেপেই যাব—একটা ছেঁড়া নীলাম্বরী তো। এবার কিন্তু অন্যরকম ব্যাপার হোল দা'ঠাকুর। এখানটা বড্ড নাকি হাসির কথা—দিদিমণি হেসে একেবারে লুটপুট খেয়ে যাচ্চে—ঐখেনটায় এসে ওনারও ঠোঁটের কোণ কয়েকবার কুঁচকে কুঁচকে উঠল, এবার বেশ একটু স্পষ্ট করেই যেন। তাইতে আমার—যার মুখে কখনও হাসি দেখিনি তার মুখে হাসি দেখলে হয় না?—আমি যেন আহ্লাদে গলে গিয়ে দিদিমণির পা ছুঁয়ে দিব্যি করার কথা ভুলে বলে বসলুম—'আর সেই ছেঁড়া নীলাম্বরী, এত আরাম লাগল যে ফিরিয়েও তো দিলে না…'

ব্রেজঠাকুরুনের হাসি হাসি মুখটা সঙ্গে সঙ্গে শক্ত কঠিন হয়ে উঠল, চোখ দুটো উঠল জ্বলে, বললে—'ফিরিয়ে দেয়নি! ফিরিয়ে দেয় নি কি রে?'

উঠে দাঁড়াল দা'ঠাকুর, দেউড়ির পানে হাত বাড়িয়ে বললে—'চল্, এক্ষুণি চল্। গেরস্ত ঘরের মেয়ের শাড়ি, কারে প'ড়ে না হয় দরকার হয়েছেল—তা ফিরিয়ে দেয় নি কি? চল্, চল্ হারামজাদা, আগে বলিস্ নি কেন?…'

আমি একটু রস করে বলেছিলুম, হাসিটা যাতে ওনার বেড়ে যায়, উল্টো ফল দেখে একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। 'ভুলে গেচে নিশ্চয়'—কিন্তু সেকথা আর মুখ দিয়ে বের করতে পারলুম না তো, আবার ওনার হাতের ঠেলা খেতে খেতে মাঠ ভেঙে এগিয়ে চললুম দেউড়ির দিকে।

বললুম না দা'ঠাকুর?—ক্ষ্যাণে রুষ্ট ক্ষ্যাণে তুষ্ট—মেজাজ কখন

যে কি হয় বুঝতে তো পারা যেত না। সেদিন যেন যাচ্ছে আরও গোলমেলে হয়ে, একটি কথা কইলে না সমস্ত পথটা, তবে একটা জিনিস দেখেচি—ঘাড়টা যে খামচে ধ'রেছিল, শেষের দিকে হাতটা যেন আলগা হ'য়ে আসতে লাগল, অমন যে আমায় ঠেলতে ঠেলতে হনহনিয়ে চলা, সেটাও ক্রমে নরম হয়ে এয়েচে, তারপর য্যাখন পেরায় এসে পড়েচি, অন্ধকারে সিংদরজাটা আবছা-আবছা দেখা যাচ্চে, বেজঠাকরুন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে—'চল্, ফের্, বড় রাত হোয়ে গেচে।'

সব চেয়ে আশ্চয্যি লাগল দা'ঠাকুর গলার আওয়াজটা, ওনার গলায় অত নরম আওয়াজ আর কখনও শুনেচি ব'লে মনেই পড়ে না। ফেরবার সময় আগাগোড়া আমার সঙ্গে গল্প করতে করতেই এল—অবিশ্যি মাঝে-মধ্যিখানে এক একবার যে চুপ ক'রে না যাচ্ছিল এমন নয়, একটানা গপ্প করতে করতেই এল। বললে—'একটু পা চালিয়ে চল্ স্বরূপে। তোরও নিগ্রহ, উদিকে মেয়েটা যে একলা বাড়িতে কি করে রয়েচে।'

ভাবছেল, একটু গিয়ে আবার বললে—'রাগ না, চণ্ডাল রে! অথচ দেখলুম তো—লোক তো ত্যামন খারাপ নয়?'

আমি বললুম—'হ্যাঁ, রাগ নেই শরীলে একেবারে।'

এবার কি ভেবে ঐটুকুতেই হেসে ফেললে, বললে—'আমার মতন চণ্ডাল নয়, না? সত্যিই রাগটা বড্ড হ'য়ে পড়েছিল। অথচ ভুল ভেন্ন তো আর কিছু নয়, শাল-দোশালায় সিন্দুক ভরা, ওর নাকি একটা ছেঁড়া নীলাম্বরী লুকিয়ে না রাখলে চলবে না!···তবে শোন্ তুই এ-কথা কাউকে বলবিনে। যদি জিগ্যেস করিস কেন গা মাসিমা, তো রাজা মানুষে ঝড়ে-বিষ্টিতে অত হেনস্তা হয়েচে, একথাও যেমন কাউকে বলবার নয়, তেমনি একটা ছেঁড়া শাড়ি ফিরিয়ে দেয়নি, ভুলে গেচে, একথাও তো পাঁচকানে করা যায় না। না, খবরদার, এই বলা রইল, কারুর সামনে এসব কথা তুলবি নে;

কোন কথাই নয়। তুলিস নে তো—মাঠে গোরু চরাতে গিয়ে কি, তোদের বাড়িতেই, কি, কোন খানেই ?'

বললুম—'আমার কি গরজ, বলুন না।'

বলবিনে। টের পেলে পুঁতে ফেলব।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে বললে—'চল্, মাঠ ছেড়ে গাঁয়ের পথে উঠে পড়ি। ভারি তো ভয় আমার গেঁয়ের লোককে! মুয়ে আগুন! কোন্‌খানটা এলুম বল দিকিন।'

বরলুম—'ঘোষপুকুরের সন্নিকটে।'

'উঠে পড়। মেয়েটা একলা রয়েচে। বড্ড ভালো মেয়েটা রে, এমন বোনঝি আর হতে নেই। তা অমন সোনার প্রিতিমে, অদেষ্ট দেখো না!'

আমিও বললুম—'দিদিমণিও বলে—এমন মাসিমা আর হয় না।'

'বলে নাকি ?—ব'লে একটু হাসলে, বললে—'সবই করলে মাসিমা, উল্টে একটা বোঝা।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আমরা ঘোষপুকুরের ঘাটের সামনে এসে পড়েচি, ব্রেজঠাকরুন আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, হঠাৎ আবার ভাবটা বদলে গেচে, তবে এবার আর সে রকম রাগ নয়; আমার কাঁধে আলগা করে হাতটা রেখে বললে—'হ্যাঁরে স্বরূপে, সব তো শুনলুম, সব বললুম, তা একটা কথা তো জিগ্যেস করাই হয়নি তোকে, —শাড়ি যে ফেরত এল না একটা, তা নেত্য তো টের পেলে, লুকিয়ে তো নে যাস নে তুই, ওই দিয়েছিল, তা একটা শাড়ি যে কম এল, কিছু বললে না ?'

রাগালেও একটা বানিয়ে বলতুম দা'ঠাকুর, সে ক্ষ্যামতাটুকু তো ছেল, আবার যদি দেখতুম সেইরকম হাসি হাসি মুখে বলচে তাহলেও মন জুগিয়ে একটা বানিয়ে বলতুম, ওঁর দৃষ্টিতে কিন্তু না রাগ না হাসি। আমার মুখের ওপর চোখ নামিয়ে থিরভাবে

দাঁড়িয়ে আচে, আমি ভেতরের মতলবটা ধরতে না পেরে দিদিমণি যা যা ক'রে ছেল শাড়ি না আসার কথা শুনে, সব খুঁটিয়ে বলে গেলুম—সেই যে শুনেই আগে হতভম্ব হয়ে যাওয়া—তারপর চাপা রাগ—তারপর শাড়ির জন্যে চিঠি লেখার কথা বলতে এগিয়ে এসে আমায় ঠাসঠাস ক'রে চড়িয়ে দেওয়া—তারপর এসব কথা কোনখানে তুলতে বারণ করে দেওয়া। ব্রেজঠাকরুন একভাবে শুনে যাচ্চে, আমার কাঁধে হাতটা নরম হয়ে এয়েচে, তারপর সব বলে দিদিমণি যে আমায় চৌধুরীমহাশয়ের ছায়া মাড়াতে বারণ ক'রে দেছল, সেটুকু ব'লে দিদিমণির সেই মা-ঠাকরুনের আলতার ছাপের কাছে মাথা ঠেকিয়ে কান্নার কথা বলচি, ওনারও চোখ দুটো জলে ভরে এল, আঁচলটা তুলে মুছে নিয়ে বললে—'হরোর পেটের মেয়ে···হরো আমার সতী-লক্ষ্মী বোন ছেল রে।—একেবারে সাক্ষাৎ সতী-লক্ষ্মী!···চল ঘাটে নেমে হাত-পা ধুয়ে নিই।'

মন্দিরের কাছটায় এসে হঠাৎ কি মনে হতে বললে—'একটু দাঁড়া!' আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলুম, উনি গিয়ে মন্দিরের চাতালে মাথা ঠেকিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে গড় করলে। ওপর-পড়া হয়ে কিছু জিগ্যেস করতে তো ভরসা হোত না, তবে মনটা সিদিন নাকি বড্ড ভালো ছেল, ফিরে এসে সুদোলুম —'মন্দিরে তো ঠাবুর নেই মাসিমা, গড় করলে যে?'

বললে—'মর ছোঁড়া, পাপের শরীল, ঠাকুর থাকলে নাকি যাই?···হ্যাঁ, এইবার গিয়ে বাড়ি এসে প'ড়লুম, যা যা হোল কাউকে বলবিনি।'

তারপর দাঁড়িয়ে প'ড়ে আমার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—'হ্যাঁরে, সবাইকে বলচিস তার কথা কাউকে বলবি নে, পা ছুঁয়ে দিব্যিও করতে দেরি হয় না—তারপর তো দেখচি এর কথা ওকে বলচিস, ওর কথা একে বলচিস···'

বললুম—'শুধু আপনারটা কাউকে বলিনি'—

ব্রেজঠাকরুন সেইরকম মুখের দিকে চেয়েই মাথা নাড়লে, বললে—'বুঝেচি—পিঁড়ি তুমি কার পিঁড়ি?···না, যে য্যাখন চেপে বসে আমি তারই পিঁড়ি।···তা বলগে, ভারি পরোয়া করি আমি কারুর! খাই দাই গাজন গেয়ে বেড়াই। দেখলুম লোক সে রকম নয়, তাই, নইলে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতুম, গাঁয়ের রাজা ব'লে ছাড়তুম না।'

আরও কটা দিন কেটে গেল। নেহাত যে কষ্টেই কাটল তাও নয়। আমি যে পাঁচটা ট্যাকা দিদিমণিকে দিয়েছিলুম, ব্রেজঠাকরুন ফিরিয়ে নিতে বলেছেল তা বললুম নিয়েচি, কিন্তু নিই নি তো ফিরিয়ে। ঐ ট্যাকাটা ছেল, বাবাঠাকুর দুটো দিয়ে গেল, তার ওপর ব্রেজঠাকরুনও দুটো একটা ক'রে যোগান দিয়ে যেতে লাগল। ইদিক দিয়ে তেমন কোন কষ্ট নেই—কিন্তু অন্য দিক দিয়ে সমিস্যে যেন ঘোরালো হ'য়ে আসতে লাগল। বাবাঠাকুরের একেবারে দেখা নেই! দশদিন গেল, পনরো দিন গেল, একেবারে দেখাটি নেই ওনার। মাঝে মাঝে বেরিয়ে যেত, গা-সওয়া হয়ে গেছল, কিন্তু এবার ভয়ে নয়, রাগারাগি ক'রে গেচে, বিয়ের কথা নিয়ে দিদিমণিকে একরকম কুকথাই বলে গেচে, য্যাতই দিন যেত লাগল, ত্যাতই দুজনের মুখ যেন শুকিয়ে যেতে লাগল। ব্রেজঠাকরুন অবিশ্যি চিনতে পেরেচে দিদিমণিকে, তবে যে অপবাদটি সেদিন অমন ক'রে চাপিয়ে দিলে বাবাঠাকুর—নর্দমায় ভেসে যাবে ব'লে—তাতে তো মনে হয় বিত্তিষ্টেই ধরে গেছে সংসারে; ভয়ে মনে হ'তে লাগল এবার আর বুঝি ফিরবে না। দিদিমণি পেরায়ই বসে কাঁদে, দুদিন ব্রেজঠাকরুনের নজরেও পড়ে গেল, বুঝোলে, যাবে কোথায়? —বাউণ্ডুলে মানুষ, ঘুরে ফিরে আবার আসচেই তো ফিরে। বুঝোলে, কিন্তু আরও যেন মুখ শুকিয়ে যেতে লাগল ওনার। একদিন আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—'তুই আর যা কথা

বলিস বলগে—সিদিন তো বললুমই আমি গেরাছি করিনে, কিন্তু আমার পাঁ ছুঁয়ে দিব্যি কর আজ যা বলচি তা কাউকে বলবি নে ?'

আমি পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বললুম—'না, বলব না।'

আঁচলে একটা ট্যাকা ছিল, গেরোটা খুলে আমার হাতে দিয়ে বললে—'এই নে, দিব্যি তো রইলই, তার ওপর একটা ট্যাকা দিচ্চি, ভাঙিয়ে কিছু কিনে খাস যখন ইচ্ছে হবে।'

চারিদিকে চেয়ে নিয়ে আরও মুখটা কাছে নিয়ে এসে বললে—'হ্যাঁরে, তোর দিদিমণি তোকে কিছু এনে দিতে বলে না তো ?—এই বিষ-টিষ, আপনি-টাপিন ?'

বেশ মনে আচে দা'ঠাকুর, ভয়ে একেবারে গলা শুকিয়ে আমি যেন কিরকম হয়ে গেলুম, মাত্তোর একটা কথা শুনে আমি এত ভয় আর জন্মে কখনও পাইনি। বুঝলেন না ? এ ধরনের কথা কখনও মনে হয় নি, ভয়ে গলা শুকিয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলুম ওনার মুখের পানে, রা সরচে না মুখে। তাইতেই সন্দোটা বেড়ে গিয়ে উনিও আরও ভয় পেয়ে গেল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেচে, আরও গলা নামিয়ে মুখটা আরও কাছে এনে সুদোলে—'বলে আনতে ?' উত্তুর দোব কি, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একেবারে কেঁদে উঠলুম। ব্রেজঠাকরুন আরও ভয় পেয়ে গেল, বললে—'বলে নাকি রে ? তা বলিস নি তো আমায় !'

ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বললুম—' না, বলে নি।'

'তবে কাঁদচিস যে !'

'ম'রে যাবে নাকি দিদিমণি ?—বলে আমি দুহাতে মুখ চেপে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠলুম !

ব্রেজঠাকরুন আমায় পিঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে, বেশ একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে বললে—'চুপ কর। বড্ড ভালোবাসিস তোর দিদিমণিকে, নয় ?'

কেঁদেই ফুরসত নেই, তার ওপর আবার ওনার আদর ক'রে অমন কথা বলা, কান্নাটাই আরও বেড়ে গেল আমার। ব্রেজঠাকরুন আমার পিঠে আস্তে আস্তে হাতটা বুলিয়ে দিতে লাগল, বললে—'ষাট, মরবে কেন? শত্তুর মরুক ওর। তোকে জিগ্যেস করছিলুম—বাপ আসচে না, ছেলেমানুষ, মনটা উতলা হয়ে উঠতে পারে তো! নেত্য আমার অবিশ্যি সে-ধরনের মেয়ে নয়, তবু বাপের ব্যাভারটা তো বড্ড খারাপ যাচ্চে। তুই ছেলেমানুষ, অত বুঝবিনি—অবিশ্যি ভয় একেবারেই নেই, তবু একটু কাছেকাছেই থাকবি, বুঝলি?···চুলোয় যাক্, ভারি তো একটা বাঁজা গোরু, খুলে মাঠের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে তুই বরং কাছেকাছেই থাকবি। বুঝলি? আর কিছুই নয়, তোকেও নেত্য বড় ভালোবাসে—বাপের ব্যাভারটা তো ভালো হচ্চে না—সিদিন তো শাপমণ্যিই দিয়ে বসল—তুই কাছে কাছে থাকলে অন্যমনস্কও থাকবে একটু। তারপর দেখ্না—পালিয়ে থাকবে কোথায়? আমি চর লাগাই নি?'

এখন বুঝেচি—সব কথা তো পষ্ট ক'রে বলতে পারে না, ঐরকম ঘুরিয়ে, এক কথা পাঁচবার ক'রে আমায় অনেক বুঝিয়ে বললে দা'ঠাকুর। আবার পা ছুঁয়ে দিব্যি করিয়ে নিলে—যদিই দিদিমণি তেমন কিছু আনতে-টানতে দেয় কখনও তো যত শিগ্গির পারি আগে যেন জানাই।

যা বলছিলুম—কি ক'রে হাঁড়ি চড়বে সে ভাবনাটা তত নেই, তবু অন্য চারদিক দিয়ে সমিস্তে ঘোরালোই হয়ে উঠতে লাগল দিনদিন। বিষ আনবার কথার পর থেকে আমার মনটাও আরও মুষড়ে রইল দা'ঠাকুর; কৈলীকে ছেড়ে একরকম সারাক্ষণই দিদিমণির কাছে কাছেই কাটাতে লাগলুম—তাও আগে যেমন ছিলুম তেমন থাকলে হয়তো ভালো হোত—তাতো নয়, আমারও সব্বদা ভয়, মুখ চুন, উদিকে দিদিমণিরও মুখে সব্বদা একটা দুশ্চিন্তের ভাব, বাড়িটা হরদমই যেন থমথমে হয়ে রয়েচে।

আর একটা জিনিস মিলিয়ে দেখলুম, ব্রেজঠাকরুনেরও যেন সব্বদা একটা ভয় ভয় ভাব। ঠিক আগেকার মতন নয়, কেন না এখন বুঝতে পারচি, সেই যে শুনেচে—দিদিমণি আমায় চৌধুরী-মশাইয়ের ছায়া মাড়াতে বারণ করেচে, সেই থেকে তো টের পেয়েছিল তিনি কি রকম খাঁটি সোনা; ওদিকটা আর আশঙ্কা ছেল না, তবে মনে হোত এই নতুন ভয়টা যেন সব্বদা লেগে থাকত —আপ্তহত্যে না ক'রে ব'সে। আগের চেয়ে বাড়িতে থাকেও বেশি, আর কয়েকবারই নজর পড়ে গেল, আমরা তুজনে ব'সে আচি, উনি আড়াল থেকে একদিষ্টে চেয়ে আচে আমাদের দিকে। সমস্ত বাড়ির হাওয়াটাই যেন বিগড়ে গেল, দা'ঠাকুর, সব্বদাই আইঢাই করচে মন।

আজ্ঞে চর লাগিয়েছিল বৈকি ব্রেজঠাকরুন। তুটো কারণ ছেল তো, সিদিন চৌধুরীমশাই একরকম কথাই দিলে বাবাঠাকুর রাজী হ'লে একটা মন্দির তুলে তানাকে দিয়ে নেত্য-সেবার জন্যে বিগ্রহ পিতিষ্টে ক'রে দেবে; তাহলেই তো একটা কায়েমী রুজির ব্যবস্থা হয়, তারসঙ্গে গাঁয়ের জমিদারের নিত্যি নেক-নজরে থাকা। এটা ছেলই, তারপর দিদিমণির এই অবস্থা; ব্রেজঠাকরুন আমার কাছে য্যাতই চাপা দিতে চেষ্টা করুক না, য্যাত দিন যাচ্ছেল ত্যাতই তো ভয়ে ভয়ে কাটাচ্ছেল কখন কি করে বসে।—লোক লাগিয়েছেল উনি। কোথায় কোন্ শিষ্যিবাড়ি আচে খোঁজ নিয়ে নিয়ে আমার বাবা আর মণ্ডলপাড়ার আরও তুজনকে পাট্যেছেল চারদিকে। তারা সব ফিরে ফিরে এল। বাবাঠাকুরের দেখা সাক্ষাৎ নেই।

তবে, এল বৈকি বাবাঠাকুর, না এসে পারে?

কিন্তু সে কাহিনী বলবার আগে এদিককার তুটো কথা বলে নিতে হয়—আরও কিছুদিন কেটে গেল, বাবাঠাকুর বাড়ি ছেড়েচে সে প্রায় একমাস হতে চলল। এরমধ্যে একদিন—প্রায় দিন পনরোর মাথায়—দেবনারাণ চৌধুরীর লোক এসেছিল ওনাকে

ডাকতে। ব্রেজঠাকরুন বাড়িতেই ছেল, বললুম না, এদানি বেরুত বড় কম, জিগ্যেস করতে লোকটা বললে, বিশেষ দরকার আচে, এর বেশি কিছু বলেন নি কত্তা। বাড়ি থাকলে সঙ্গেই নিয়ে যেতে বলেচে, নয়তো এলেই যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ব্রেজঠাকরুন বললে—দিনকয়েক হোল শিষ্যিবাড়ি গেচে, দু'এক দিনেই আসার কথা, এলেই পাঠিয়ে দেব।

লোকটা চলে গেলে ব্রেজঠাকরুন তখনি আমায় মণ্ডলপাড়ায় পাঠিয়ে দিলে, বললে বাবাকে গিয়ে বলতে য্যাত শিগ্‌গির পারে পাড়ায় যে ক'জনকে পায়, সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। সিদিন আবার ওনার অন্য এক রূপ দেখলুম; দিদিমণিকে জন আষ্টেকের যুগ্যি চালডাল আর তরকারি বের করে দিতে বলে দাওয়াতেই নিজেই তাড়াতাড়ি একটা ইটের উনুন তোয়ের ক'রে নিজেই হেঁসেলেরটা আর একটায় আঁচ দিয়ে দিলে। দুটো হাঁড়িতে ভাত আর ডাল ছেড়ে দিয়ে দিদিমণিকে আলুপটোলগুনো কুটতে ব'লে নিজেই বসে গেল মসলা বাটতে। কাজের দিকটা ওনার এতটা দেখিনি, যেন চরকি ঘুরচে; য্যাতক্ষণে বাবা সবাইকে নিয়ে এল—জনা ছয়েক এল ওনারা, ত্যাতক্ষণে এদিকে সব তোয়ের একরকম। বললে কোথায় বাবাঠাকুরের শিষ্যিবাড়ি আচে—এক একজনকে চ'লে যেতে হবে। ডেকে নিয়ে আসতে হবে, ভীষণ জরুরী কাজ।

ওনারা খেয়ে দেয়ে য্যাখন বেরুচ্চে, বললে—'না আসতে চায়, পাঁজা ক'রে নিয়ে আসবে, আমার হুকুম রইল।'

ঐ ছিল ওনার শেষ কথা, সমস্তদিন আমায় কি দিদিমণিকে কিছু বললে না, শুধু বাবারা যাবার খানিকপর থেকেই ভেতর-বার করতে থাকল; দরজা পজ্জন্ত নেমে আসে, এক প্রকার রাস্তা অবধি ঠেলে বেরিয়ে যায়, তারপর আবার ঘরে গিয়ে তক্তপোশে শুয়ে পড়ে। ওনারা খেয়ে-দেয়ে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর বেরিয়ে গেছল, এই

ক'রে ক'রে য্যাখন প্রায় সন্দে হয় হয়, দেউড়ি থেকে আর একজন লোক এসে উপোস্থিত। ব্রেজঠাকরুন সেই সবে ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েচে, আমি খবর দিতে হন্তদন্ত হ'য়ে নেমে এল।

সকালে যে এসেছেল সে নেহাত পাইক-বরকন্দাজ না হোক, কতকটা ঐ দরেরই লোক, এখন যিনি এল তিনি অন্য ধরনের। পায়ে সেকালের পক্ষে একটু দামী জুতো, গায়ে পরিষ্কার ফতুয়ার ওপর একটা পাকানো উড়ুনি, পরণেও তদনুরূপ ধুতি,—নেহাত নায়েব যদি না হয় তো ওপরের দিকের কেউ আমলা একজন। বাইরেই দাঁড়িয়ে ছেল, ব্রেজঠাকরুনকে নেমে আসতে দেখে প্রশ্ন করলে—'ভেতরেই আসি?'

ব্রেজঠাকরুন হতভম্ব হয়ে গেচে একেবারে। আমি দাওয়ায় ছিলুম, দিদিমণি ওনাকে দেখেই ঘরের ভেতর চলে গেছল, মাদুরটা বাড়িয়ে ধ'রে আমায় ফিসফিস ক'রে বললে—'শিগ্‌গির বিচিয়ে দে দাওয়ায়।'

হয়তো সিদিন সিংদরজায় ওনার দাপটটা দেখে থাকবে। সে জন্যেই হোক্, কি, মনিবের হুকুমই হোক্, পায়ের ধুলো নিয়ে গড় করলে ব্রেজঠাকরুনকে, তারপর মাদুর পাততে দেখে আমায় বললে —'থাক্, বসব না আমি; দুটো কথা আচে, এক্ষুণি চলে যাব।'

ব্রেজঠাকরুনকে বললে—'আমায় ছোটকত্তা পাঠিয়েচেন— আপনাদের দেবনারায়ণ চৌধুরীমশাই। আজ সকালে লোক এয়েছিল; কি দরকার সে জানত না, তাই আবার আমায় পাঠিয়ে দিলেন। আপনাকে সিদিন বলেছিলেন পণ্ডিতমশায় যদি নিত্য-সেবায় রাজী হন তো একটা মন্দির গড়িয়ে বিগ্রহ পিতিষ্টে করিয়ে দেবেন। সেই নিয়ে ওনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চান, ছোটকত্তার ইচ্ছে কি বিগ্রহ থাকবে মন্দিরে, কোন্ দেবতার সেবা করতে চান উনি সেটা পণ্ডিতমশাই ঠিক করবেন। আগেই ডেকে পাঠাতেন, তা ওনার শরীলটা এদানি বেশ ভালো যাচ্চে না,

কলকাতা থেকে ডাক্তার এয়েছিল, বলেচে একটু বায়ুপরিবর্ত্তনে যেতে। ফরেশডাঙায় গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি ঠিক হয়েচে, যাবেন, তার আগে মন্দিরের ব্যাপারটা ঠিক ক'রে যেতে চান। দিনচারেক পরেই সামনে একটা ভালো দিন রয়েচে বনেদ দেওয়ার, সেটাও যাগ-যজ্ঞ দরকার, পণ্ডিতমশাই ক'রে কম্মে দেবেন।'

ব্রেজঠাকরুনের কথা ফুটল এতক্ষণে, বললে,—'কিন্তু সে তো নেই এখেনে।'

'সেই জন্যেই ছোটকর্ত্তা পাঠালেন আমায়। আপনি শিল্পিবাড়ি লোক পাঠিয়ে দিন। ওনার শরীল তেমন ভালো নয়, এই জন্যেই আটকে রয়েচেন তো। বললেন—নিজেই আসতেন পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে কথা কয়ে যেতে, ঐ জন্যেই আসতে পারলেন না।'

ব্রেজঠাকরুন বললেন—'সে আমি কি ব'সে আচি বাবা? তুমি তাঁকে বোল, লোক আমার অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেচে। চারদিকে অনেক শিল্পি তো, গুরু নিয়ে টানাটানি চলবে নিশ্চয়, তা আমি ছ' ছ'জন লোক পাঠিয়ে দিয়েচি, যেখানে আচে ডেকে নিয়ে আসবে। তবে তাঁকে বোল, যেন আজও রাত্তিরে কোন সময় এসে পড়তে পারে, তেমনি দূরে চলে গেলে দু'দিন দেরিও হতে পারে। অসুখটা ওনার খুব বেশি কি?'

উনি বললে—'বুঝতেই পারচেন, নৈলে হাওয়া বদল ক'রতে বলচে? তবে দুদিন কি চারদিনে কিছু যাবে-আসবে না, মন্দিরের গোড়াপত্তন ক'রে বেরুতেও তো দিন সাতেক লেগে যাবে। এলেই আপনি দেবেন পাঠিয়ে।'

আবার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল।

দুটো দিন যে আমাদের তিনজনের কি ক'রে কাটল ভগবানই জানেন। পাছে বাবাঠাকুর এসে পড়লে পাঠাতে একটু বিলম্ব হয়, সেই ভয়ে ব্রেজঠাকরুন বাইরে যাওয়া তো একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলে। গঙ্গা দূরে থাকুন, ঘোষপুকুরেও নয়, খিড়কির

ডোবাতেই দুটো ডুব দিয়ে বাড়ি এসে ঢুকতে, আর কোথাও নয়, শুধু ঘর-বার করতে যা দরজা ডিঙোনো—তা দিনে-রেতে এমন বিশ-পঞ্চাশবার। খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দেচে একরকম, মুখেও কোন কথা নেই, শুধু থেকে থেকে নিজে হতেই বাবাঠাকুরের ওপর ঝালটা যে এক একবার বেরিয়ে পড়চে—'আসবে!··· রোজগার ক'রে, খাবার মানুষ বড়!···একটা সোমত্ত মেয়ে ঘাড়ে, যার মান ইজ্জতের খেয়াল নেই!···আমিও আর দুটো দিন,—একটা ভালো লোককে কথা দিয়েচি, তারপর উঠোনে লাথি মেরে যাচ্চি চলে···'

দিদিমণির ভাবটা ঠিক বোঝা যায় না। আতালি-পাতালি করা তো ওনার কোন কালেই ছেল না, যেন চুপচাপ সব দেখে যাচ্চে শুনে যাচ্চে। একবার আমি, বাবাঠাকুর না এলে কি হবে জিগ্যেস করতে, যেন গায়ে না মেখেই বললে—'না এলে, ইদিকে যা হবার তা তো দেখতেই পাচ্চিস—মাসিমা থাকবে না, আমিও নিজের পথ ঠিক ক'রে রেখেচি, বাকি থাকিস তুই আর তোর কৈলী—তা কি করবি তুই আর কৈলীই জানিস, ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা।'

আর একবার বললে—'দেখিস, ঠিক ক্ষেপে যাবে মাসিমা—চাঁদে হাত বাড়াতে গেলে যা হয়। বড়মানুষ—সে ওনার সমিম্যে মিটুতে আসবে! পূবের সূয্যি পশ্চিমে উঠবে।'

আমি বললুম—'না হয় একবার বলবে ওনাকে? যেন কেমন ধারা হয়ে রয়েচে।'

দিদিমণি হেসে উঠল, বললে—'কেন, বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ালে কি হয় জানে না নাকি পোড়াকপালী? ঘোষালের কুপুত্তর য্যাখন ওর দিকে হাত বাড়িয়েছিল, স্বয়ম্বর হবে ব'লে অমন শিক্ষাটা তাকে দিলে কি করে?'

দুটো দিন কেটে গেল, এর মধ্যে সবাই ফিরে এল, বাবাঠাকুরের

কোন খোঁজই নেই। পরের দিনটা যে কি ক'রে কাটল দা'ঠাকুর, বুঝিয়ে বলতে পারি না আপনাকে। ব্রেজঠাকরুন অবিশ্যি সকালে উঠেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল না, তবে ভাবগতিক দেখে মনে হোল যেন যে কোন সময় চলে যেতে পারে। বাবাঠাকুরের জন্যে সেই যে ঘর-বার করা সেটা একেবারেই ছেড়ে দিলে, ছু'বার মনে হোল, যা নিজের আছে—কাপড়টা ঘটিটা, তালাটা—একটু গোছগাছ করে রাখচেও। খেলে না, একটু এদিক-ওদিক করে আর তক্তপোশে শুয়ে থাকে, কথাবার্তা একেবারে নেই মুখে। দিদিমণির মুখটা একেবারে কঠিন। খেতে বললে পাছে আরও চ'টে বেরিয়ে যায় বোধহয় সেইজন্যে খেতে বললে না ওনাকে ; নিজেও যা ভাতে ব'সল তাও বোধহয় ঐজন্যেই, পেটে বোধহয় একমুঠোও ভাত গেল না, শুধু মুখটা শক্ত ক'রে কাজে-অকাজে এখান-ওখান ক'রে কাটাতে লাগল—যেন সত্যিই ওর যা করবার তা ঠিক করে ফেলেচে—যদিই বা ব্রেজঠাকরুন বাড়ি ছেড়ে যায় চলে।

আমার অবস্থাটা বুঝতেই পাচ্ছেন দা'ঠাকুর। ঠিক যে করেচে দিদিমণি সেটা কি ?—সেই যে বলে মাষ্টারনি হয়ে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে, তাই করবে, না, আপ্তহত্যেই, না, আরও কিছু ভেবে রেখেচে ঐরকম যা আমায় জানতে দেয়নি। এ-কথা ও-কথা ব'লে ওনার মনটা ঘোরাবার চেষ্টা করলুম ক'বার, যাদের কথা এনে ফেললে উনি হেসে ফেলেই তাদের কথাও ফেললুম এনে ; মুখ ঘুরিয়ে নেয়। শেষে একবার বললেও—'তুই সর স্বরূপ, সারাদিন গায়ে নেবড়ে নেবড়ে রয়েচিস, ভালো লাগে কখনও ? আর মস্ত বড় পুণ্যি-কথা ঘোষালের পো কবে কি করেছিল—ছ'আনি কবে শাড়ি পরেচে—তোর নিজের কাজ করতো, যা দিকিন, কৈলীটা এখনও বাড়ি ফেরেনি।'

ছু'ঘা মারে সেটা সয় দা'ঠাকুর। একে মনের অবস্থা ঐরকম তার ওপর এই বকুনি, তাও কখন না, ওনারই মনটা য্যাখন ফেরাতে

চাচ্চি, এমন অপরুদ্ধ হয়ে পড়লুম, লজ্জায় যেন পা-ই তুলতে পারি না। বসেই ছিলুম দুজনে, দিদিমণি আর মুখ ঘোরায় না, আমি সেই সুযোগে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলুম। আঘাতটা বড্ড লেগেচে। যদি, কেঁদে ফেলতে পারি খানিকটা, মনটা হালকা হয়ে যায়; কিন্তু যে-ধরনের ধমক, কেমন যেন একটু নজ্জা করচে, তাইতেই অভিমানটা আরও গেল বেড়ে। বেশ বুঝতে পারলুম আমার মুখটাও যেন দিদিমণির মতন শক্ত হয়ে উঠেচে; ঠিক করলুম আমিও আপ্তহত্যে হব, দিদিমণির আগেই।'

কথাটাতেই আমি একটু চকিত হয়ে স্বরূপের দিকে চাইলুম। স্বরূপ একটু হেসে বললে—'আজ্ঞে না, করতে পেলুম আর কোথায়? পেলে কি আজ ব'সে আপনাকে সেই সব দুঃখের কাহিনী শোনাতে পাই?'

প্রশ্ন করলাম—'কেউ দেখে ফেললে?'

'দেখবে না কেন দা'ঠাকুর? আমি যদি ঘটা ক'রে দেখাতে চাই তো দেখবে না কেন? ঘোষপুকুরের ঘাটে মেয়ে-মদ্দয় এক ঘাট লোক, গ্রীষ্মির সন্দে, গা ধুচ্চে। আপ্তহত্যে করবার তো জায়গা রয়েচে দা'ঠাকুর, পুকুরের অন্য দিকে নিরিবিলি ঝোপঝাড় দেখে, তা আমি যদি এখন তকতকে সানবাঁধানো ঘাট না হলে মরতে না চাই। খানিকক্ষণ ব'সে রইলুম। তা আমি মরব ব'লে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে কার দায়টা পড়েচে বলুন না? ত্যাখন ঠিক করলুম তা হলে দত্তদের পুকুরটায় যাই। তাই যাচ্চি, বেশ ঘোর হয়ে এল। ত্যাখন একটু মনে হ'তে লাগল যাই না হয় দিদিমণির কাছে ফিরে।—বুঝলেন না?—বাড়ি থেকে ঘোষপুকুর আসতেই খানিকটা অভিমান কেটে গেচে, তারপর ঘাটে অতখানিটা বসা, তারপর আবার এই এতখানি পথ; তার ওপর আবার গা-ঢাকা হয়ে এসেচে, মরে গেলেই এক্ষুণি-এক্ষুণি ভূত হয়ে রাত কাটাবার ভাবনাটুকুও ঢুকে পড়েচে তো—দিদিমণির কথাটা আবার মনে

ঠেলে উঠতে ফিরেই যাব কি না ভাবচি, এমন সময় পড়বি তো পড় একেবারে ছিরু ঘোষালের সামনা-সামনি।

সঙ্গে সেই সাতকড়ি পালের ছেলে জ'টে, যে নাকি ওর ঘোড়াটাকে ল্যাজ মোড়া দিয়ে ঠেলে আনছেল সেই যেদিন ছিরু-ঘোষাল ব্রেজঠাকরুনের সঙ্গে স্বয়ম্বরা হ'তে এসে চেলাকাঠ পেটা খেয়ে গেল। এ তো আর সানবাঁধানো ঘাটে ব'সে আরাম ক'রে আপ্তহত্যে নয়, সব মনে আচে, ঠ্যাং হুটো ধরে রাস্তায় এক্ষুণি আছড়ে মারবে। পালাতেই যাচ্ছিলুম, তবে গাঢাকা অন্ধকারে একেবারে নাকি সামনাসামনি এসে পড়েচি, একটু হকচকিয়ে যেতেই জ'টে ধরে ফেললে। পিটপিট ক'রে চেয়ে দেখে সুদোলে—'মণ্ডলের পো না? কোথায় চলেচিস?'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'আপ্তহত্যে করতে।'

বুঝলেন না দা'ঠাকুর, আপ্তহত্যে করতে যাচ্চে, তা এ-কথাটা আর কে প্রকাশ করে বলে? তবে জাঁতিকলে চেপে ধরেচে, এবার তো আর রক্ষে নেই—তাই, ঐ বলে যদি রেহাই পাই—অর্থাৎ কিনা, নিজেই তো মরতে যাচ্চি, তোমরা আর কষ্ট করে থেঁতলে মারতে যাবে কেন?···বললুম আপ্তহত্যে করতে যাচ্চি।'

চরোস আর গুলির নেশাটা আপনাদের একালে একরকম উঠে গেচে দা'ঠাকুর। ভালোই হয়েচে, বড্ড ছ্যাঁচড়া নেশা ছেল। একটা কথা মাথায় ঢুকলে যেমন চট করে বেরুতে চাইত না, তেমনি আবার যদি একটা কথা পিছলে বেরিয়ে গেল মাথা থেকে তা টপ করে যে ফিরিয়ে আনবেন সে উপায়টি ছেল না। সিদিন আবার গুরুবল, মাত্রাটা বেশি হয়েচে, আর সবে বোধহয় বেরিয়েচে হু'জনে আড্ডা থেকে। হুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু একটু ঢুলতে লাগল, জ'টে আমার হাতটা বজ্র আঁটুনিতে ধরে আছে, ছিরু ঘোষালের হাতে একটা সেকেলে বাড্সাই, এক একবার মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া টানচে। শেষে ওই বললে—'ভশ্চায্যির

সেই রাখালটা! একটু ধরে থাকবি তো জ'টে; একটা যেন শক্তরকম দরকার আচে ওকে নিয়ে, মনে করে দেখি।'

বললুম—'আমার যে উদিকে দেরি হয়ে যাবে।'

মানে, যদি ছেড়ে দেয় তাতে। জ'টে একটা কড়া ঝাঁকানি দিয়ে বললে—'দিই আছাড়? শালার জন্যে বিষ্ণুদূত পুষ্পকরথ নিয়ে ঘড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আচে, দেরি হয়ে যাবে!'

ফাঁসির আসামীর মতন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আচি, ছিরুই সুদোলে—'আপ্তহত্যে করতে যাচ্চিস?'

বললুম···'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন?'

হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় জুগিয়ে গেল দা'ঠাকুর। ব্রেজঠাকরুন আমায় যে ট্যাকাটা দেছল, সেটা আমার কাপড়ের খুঁটেই বাঁধা রয়েছে। যা এক আধটা পয়সা থাকে কেড়েকুড়ে নেয় তো, যাতে আর খানাতল্লাসী না করে সেইজন্যে বললুম—'দেনার দায়ে।'

ছিরুর যেন দেখলুম হঠাৎ একটু চমক ভাঙল, চোখে একটু চাড়া দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—'কি বললি, আবার বলতো।'

বললুম—'দেনার দায়ে আপ্তহত্যে করতে যাচ্চি।'

ছিরু ঘুরে জ'টে পানের দিকে চাইলে, বললে—'শালা মণ্ডলের পো, মস্ত বড় একটা কথা যেন মনে পাড়িয়ে দেবে-দেবে করচে; ধরে থাকিস।'

আমার দিকে চেয়ে বললে—'কি বলছিলি আর একবার বল্ তো শুনি।'

আমি আবার বলতে ওর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, পকেট থেকে একটা পাই পয়সা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে—'নে সিকিটা ধর। আপ্তহত্যে যে করবি, খুব তাড়াতাড়ি আচে কি?'

এক্ষুণি জ'টের কাছে একটা ফাঁড়া গেল ঐ নিয়ে, তার ওপর

দেখচি সিদিনের স্বয়ম্বরের কথাটা তুজনের মধ্যে কারুরই মনে নেই, মনটাও ভালো, বললুম—'না, ঘণ্টাখানেক পরে করলেও চলবে, আপনার কাজ আচে কিছু ?'

ছিরু জ'টের দিকে চেয়ে বললে—'শালা মণ্ডলের পো খুব মনে করিয়ে দিয়েছে রে! নানা ধান্দার মধ্যে একেবারে ভুলে গেছলুম। বাবা-ব্যাটা ক'দিন হোল ব'লে দেছল ভশ্চাযিকে একবার তাগাদা দিতে—দেনার দায়ে বাবার কাছে টিকি বাঁধা তো। ওবিশ্যি ছিরে ভোলবার পাত্তর নয়—সিদিন যাচ্ছিলুম, আমার শ্বশুর হবার কথা ছেল, তা এদানি উল্ট গাইবার যোগাড় করচে কিনা—যাচ্ছিলুম একটা কড়া তাগাদা দিয়ে বাপধনকে একটু চাঙ্গা ক'রে আসতে, তা পথে কার কাছে যেন শুনলুম গা ঢাকা দিয়েচে।'

আমি বললুম—'গা ঢাকা নয়, শিষ্যিবাড়ি।'

বললে—'ঐ হোল রে শালা, যার নাম চালভাজা তার নাম মুড়ি।......তা শোন্, দিব্যি মনে করিয়ে দেচিস? ভশ্চাজ ফিরেচে?'

এসব কথার উত্তুর তো আমি ভেবে দিতুম না দা'ঠাকুর, ভেবে দিতে গেলে চলতও না; বললুম—'আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশু ফিরেছে, এখন তো বাড়িতেই রয়েচে।'

বুঝলেন না দা'ঠাকুর? বাড়িতে সবাই ঝিমিয়ে রয়েচে, নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে, আমার আক্রোশটাও মেটে, ইদিকে বাবা ঠাকুরের ওপর রাগটা বেজঠাকরুন যদি ঘোষালের পো'র গায়ে খানিকটা মিটিয়ে নিতে পারে তো অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ির হাওয়াটাও একটু বদলায়। বললুম—তিনি তো বাড়িতেই রয়েচে পরশু থেকে।'

বললে—'চল যাই তাহলে।'

ঘুরে তিন জনেই পা বাড়িয়েচি, জ'টে বললে—'ছিরে, একটু দাঁড়িয়ে যা তো, কেমন একটা খট্‌কা লেগে গেল তোর ঐ কথায়,

—বললি নে, ভশচাজ তো শ্বশুর হতে যাচ্ছেল ? ঐ বাড়িতেই সেই স্বয়ম্বরটাও ছেল না ? সেই তোকে যে রাজবেশ করে নিয়ে গেলুম, নটবরের হেটুরে ঘোড়াটা নিয়ে······'

য্যাতক্ষণ ভুলে ছিল, ছিল ; একবার মনে পড়ে গেল আর দ্বিতীয়বার বলতে হয় সে কথা ? যেন আপনা হ'তেই ছিরু ঘোষালের হাতটা পিঠের ওপর গিয়ে পড়ল। চ্যালাকাঠের বাড়ি তো, তায় আবার ব্রেজঠাকরুনের হাতের, পিঠে হাতটা বুলুতে বুলুতে আমার দিকে চেয়ে সুদোলে—'সে আচে নাকি ? সেই স্বয়ম্বর-কন্যের সহচরী না কে বললি না সিদিন ?'

বললুম—'না, সে একটু তিরিক্ষি মেজাজের আর পাগলাটে ছেল তো, কন্যে তাকে বরখাস্ত ক'রে দিলে সিদিনই, স্বয়ম্বরটা পণ্ড করে দিলে কিনা।'

সুদোলে—'আর কন্যে ?'

বললুম—'তিনিও এখানে নেই এখন ; আবার তোড়জোড় ক'রে আসবে।'

বললে—'এলেই খবর দিবি। চল্।'

একটু এগিয়েচি, সামনেই হাত কয়েক দূরে ব্রেজঠাকরুন। আস্তে চলা কাকে বলে জানত নাতো, দেখতে দেখতে আমাদের সামনে এসে আমায় দেখে থমকে দাঁড়াল, জিগ্যেস করলে—'স্বরূপে না ? এখেনে কি করচিস ? এরা কারা ?'

আজ্ঞে সহচরীর সেই বাজখেঁয়ে গলা তো ভোলবার নয়, আর চেহারা তো যে দেখবে তার সাতপুরুষ পজ্জন্ত মনে থাকবে। আচমকা ; কি জবাব দোব ঠিক করতে না পেরে ওদের মুখের দিকে চাইতে মনে হোল যেন দুজনের আদ্দেক নেশা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেচে, আবার এনারই আলোচনা হচ্ছিল তো।

কপালজোর ছিল ওদের, কিছু হোল না কিন্তু। ব্রেজঠাকরুন সিদিন যে দেখেছেল তা একেবারে অন্য বেশে, তায় গা-ঢাকাও হ'য়ে

এসেচে, চিনতে পারলে না। আরও একটা কথা ছিল যা পরে টের পেলুম, ব্রেজঠাকরুন ছিল বড় অন্যমনস্ক। আর একবার ওদের দিকে চেয়ে নিয়ে আমায় বললে—'আয় ইদিকে, একটা কাজ আছে।'

এগিয়েই নিয়ে গেল আমায়। একটু গিয়েই একবার ঘুরে দেখলুম, ওরা দুজনে অদিশ্য হ'য়ে গেচে।

ব্রেজঠাকরুন বললে—'ওবিশ্যি একলা যেতে আর দোষ নেই, তবু তোকে যখন পেয়ে গেচি, চল না হয়। একটা বেটাছেলে সঙ্গে থাকা ভালো। যাচ্চি চৌধুরীবাড়ী।'

জিজ্ঞেস করলুম—'দিদিমণি?'

'তোর বাপকে ডেকে বসিয়ে এসেচি। পা চালিয়ে আয়।'

আর কিছু কথা হোল না, তবে বেশি দূর গেলুমও না তো। এই ধরুন রসিকয়েক গেচি, একটা মোড় ঘুরতেই মনে হোল সামনে খানিকটা তফাতে একটা যেন বড় ছায়া, তারপরেই টের পেলুম চৌধুরীমশাই ঘোড়ায় চ'ড়ে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই আমাদের চিনতে পারলে, ব্রেজঠাকরুনকে সুদোলে—'আপনারা যাচ্চেন কোথায়?'

উনি বললে—'তোমার ওখানেই তো। তুমি কোথায় যাচ্চ? শুনলুম খুব নাকি অসুখ, তাই মনে করলুম না হয় দেখে আসি একবার।'

চৌধুরীমশাই ঘোড়া থেকে নেমে ভুঁয়ে দাঁড়াল। অসুখের কথা শুনে আমার মনটাও তো খারাপ হয়ে ছেল, কিন্তু দেখলুম তেমন কিছু নয় তো। চৌধুরীমশাই একটু আমতা আমতা ক'রে বললে —'অসুখ—তা—হ্যাঁ তাই জন্যেই মনে করলুম পণ্ডিতমশাই এয়েচেন কিনা নিজে গিয়ে একবার না হয় দেখে আসি, এসে থাকলে অমনি কথাবার্তাও ঠিক ক'রে আসব মন্দিরটা নিয়ে। ডাক্তার হাওয়া বদলের কথা বলেচে—ঠিক হ'লে দু'তিনদিনের মধ্যে

বেরিয়ে পড়ি। না এসে থাকেন, কালই ; তারপর সেখান থেকে ফিরে না হয় মন্দিরের কথা ঠিক হবে। তা আসেননি আজও মনে হচ্চে।'

ব্রেজঠাকরুন বললেন—'না, আসেননি এখনও।'

'তাহলে আমি এখন ফিরি। চ'লে যাচ্চি পরশু পজ্জন্ত। আমার কম্মচারীদের বলা থাকবে, উনি এলেই আমায় খবর দেবে, চলে আসব না হয় ছুটো দিনের জন্যে ; এই ফরেশডাঙাতেই রয়েচি। ইদিকে আপনাদের খবর ভালো তো ?'—ব'লে ঘোড়ায় উঠতে যাচ্ছেল, ব্রেজঠাকরুন চুপ করেই ছেল, বললে—'দাঁড়াও বাবা একটু ; একটা বড্ড দরকারী কথা আচে তোমার সঙ্গে।'

উনি রেকাবে পা দিয়েছিল, নামিয়ে নিয়ে বললে—'বলুন।'

'এখেনে হবে না।'

'তবে ? আমার ওখেনে সে ত অনেক দূর।'

'দূর গেরাহ্যি করিনে, বিপদের মুখে দূর আর কাছে। যাচ্ছিলুমও তো। তবে তুমি য্যাখন এয়েচই এতটা ত্যাখন না হয়···কি করবে ? পোড়ো মন্দিরের পেছনের চাতালটায় হলে মন্দ হয় না। যাবে ? তাহ'লে আমার ফিরতে রাত হবার ভয় থাকে না। মেয়েটা একরকম একলাই রয়েচে তো। ওখানটা একেবারে নিজ্জনও।'

পোড়োমন্দিরের সেই কাহিনী তো ? মনে হোল চৌধুরীমশাই একটু যেন হাসলে, বললে—'তাই ভালো। তাহলে আমি না হয় এগিয়ে যাই, আপনারা আসুন।'

ঠিক বলতে পারিনে দা'ঠাকুর, হয়তো যা বলবে একটা ভেবে বেরিয়েছিল ব্রেজঠাকরুন, আমার সামনেও বলত ; কিন্তু ঐ যে উনি নিজেই এগিয়ে আসছেল, এইতে যেন আরও কিছু একটা ঠিক করে ফেললে। তাই মনে হয় তো, কেন না, য্যাখন পৌঁছুলুম মন্দিরের কাছে, আমায় বললে, তুই না হয় বাড়ি চলে যা স্বরূপে, মেয়েটা একরকম একলা রয়েচে। আমি কথাটুকু শেষ ক'রেই আসচি।'

চৌধুরীমশাই ঘোড়াসুদ্ধু মন্দিরের পেছন দিকটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেল। আমায় বাড়ি পাঠিয়ে উনিও ঘুরে ঐদিকে চলে গেল। জায়গাটা একেবারে নির্জন, নিষুতি, বেশ অন্ধকারও হয়ে এসেচে; উনি চলে যেতে আমি একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম; ছেলে-মানুষের মন তো, ভাবছি বাড়িই যাব, না, শুনি গিয়ে একটু কি কথা হচ্ছে।

হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না করে একটু দেরি হয়ে গেল। যাতক্ষণে মন্দিরের মধ্যে সেঁদিয়ে একটা ফাটলের মুখে কান দিয়ে দাঁড়িয়েচি ত্যাতক্ষণে মুখপাতের খানিকটে কথা হ'য়ে গেছে; আমি শুনলুম চৌধুরীমশাই জিগ্যেস করলে—'সত্যি নাকি? তা হঠাৎ এরকম করতে গেলেন কেন?

ব্রেজঠাকরুন বললে—'হঠাৎ কি করে বাবা! যার ঘাড়ে একটা সোমত্ত মেয়ে। হঠাৎ নয়, অনেকদিন থেকেই ধিকি-ধিকি জ্বলছেল আগুন। তা সে আগুন নিবুবে এমন ক্ষ্যামতা তো নেই, এখন বেড়ে উঠে সংসারটা এই ছারেখারে দিচ্চে।'

তারপর উনি এয়েচে পজ্জন্ত রাজু ঘোষাল আর তার ছেলেকে নিয়ে যা যা ব্যাপার—ঋণের ওপর ঋণ, বাড়ির এক একখানি ক'রে ইট বেচলেও যা পরিশোধ হবার নয়—পরে মতলবটা টের পাওয়া—ঐ গেঁজেল, গুলিখোর ছেলের হাতে মেয়েটিকে তুলে দিতে হবে—বাবাঠাকুর চ'লে যেতে রাজু ঘোষালের বাড়ি বয়ে আসা, ব্রেজঠাকরুনের সঙ্গে কথাকাটাকাটি করে শাসিয়ে যাওয়া—তারপর বাবাঠাকুরের সঙ্গে মা-ঠাকরুনের বাচ্ছরিকের পর ওনার কথাকাটাকাটি, যাতে নাকি বাবাঠাকুর পষ্টই বললে ঐখেনেই মেয়ের বিয়ে দেবে—তারপর দিন সকালেই ওনার অন্তর্দ্ধান—মানে, ব্রেজঠাকরুন উদিক'কার যাতটা জানে সব এক একটি করে ব'লে, বোধহয় ছিরু ঘোষাল পাত্তোরটি কেমন বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে স্বয়ম্বরের কাহিনীটাও আগাগোড়া বর্ণনা ক'রে বললে—

'এই হচ্চে কাহিনী বাবা, মন্দির তুলে দেবে, তা পাবে কোথায় তাকে? সে এখন মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে।'

একটু চুপচাপ গেল। চৌধুরীমশাই ফাটলটার ঠিক সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে, অন্ধকার হলেও চোখ সয়েচে তো খানিকটা, আমি ওনার মুখের আদলটা দেখতে পাচ্চি, মুখটা উঁচু ক'রে থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সেই ভাবেই থেকে বললে—'পণ্ডিতমশাই তো কিছুই বলেন নি আমায় এ-সবের, ঘুণাক্ষরেও কিছু জানি না।'

ব্রেজঠাকরুন বললে—'বলবার মানুষ বড়!······মস্তবড় মানী লোক যে!'

আমি অন্ধকারে চোখ ঠেলে চেয়ে আচি, যেন একটুও কিছু বাদ না যায়। মনে হোল চৌধুরীমশাইয়ের মুখে একটু যেন হাসি ফুটল, তারপর সেই হাসিই বেড়ে গিয়ে মুখটা একটু নামিয়ে ওনার দিকে চেয়ে বললে—'আপনিও তো কৈ বলেন নি কিছু, একটু আগে পজ্জন্ত লুকিয়েই রেখেছিলেন তো।'

ব্রেজঠাকরুনকে আমি দেখতে পাচ্চি না, তবে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে না পারায় মনে হোল যেন অপরুদ্ধ হ'য়ে গেচে। আবার রাগী মানুষ, কিভাবে নেয় সেই ভয়ে আমি নিঃশ্বেস বন্ধ করে ওপিক্ষ্যে করচি, বললে—'বাবা, অনেক পাপে আমার নিজের আজ এই দুর্দ্দশা, তার ওপর আবার ভগবান বুড়ো বয়সে এই এক বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। মিছে কথা বলব না, একে ঘরের কেচ্ছা কেউ বের করতে চায় না সহজে, তারপরে আবার···'

কথাটা যেন আটকে গিয়ে চুপ ক'রে গেল। চৌধুরীমশাই বললে—'তারপরে কি? বলুন।'

না—'যার ঘরে সোমত্ত মেয়ে বাবা, অথচ অসহায়, বেপর্দা, চারিদিকেই শত্রু—তার চারিদিকেই ভয়। গাঁয়ের রাজা—তার

বয়েস, তার অর্থবল, সুকুলে চলবে কেন বাবা?—তোমায় এই ভালো ক'রে না-জানা না-চেনা পজ্জন্ত আমার মনের অবস্থাটা কি-রকম ছেল তা তো সিদিনই বুঝতে পেরেচ! আজ না হয় বুঝচি এ-গাঁয়ে তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়-সম্বল—বিপদ বুঝে অসুখ শরীলেও ঘোড়া ছুটিয়ে···'

'থাক ওসব'—বলে চৌধুরীমশাই সেই একটু হেসে কথাটা চাপা দিলে! বললে—'কি করতে পারি আপনাদের জন্যে এ অবস্থায় বলুন?'

'সবই পার। এত সমিস্তে, কোন্‌টার নাম করি?'

চৌধুরীমশাই বললে—'কোনটাই পারি না। বড় ছুটোর কথাই ধরা যাক্, ঋণ—তা পণ্ডিত মশাই না চাইলে তো আমি গা-জুরি হয়ে তার কোন ব্যবস্থা করতে পারি না। রাজীব ঘোষালও তো না নিতে পারেন আমার কাছে, বিশেষ করে য্যাখন একটা কু-উদ্দেশ্য রয়েচে অমন। তারপর···'

যেন একটু আটকে যেতেই ব্রেজঠাকরুন এগিয়ে দিলে—'হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ে।'

চৌধুরীমশাই বললে—'তাতে তো আমার দখল দেওয়া আরও চলে না—বাপ রাজী না হলে। ধরুন আমি করলুম একটা ব্যবস্থা—একটা পাত্তোর খুঁজে পেতে ঠিক করা শক্ত নয় এমন, তারপর বাপ এসে···'

ব্রেজঠাকরুনের গলাটা আবার খনখনে হয়ে উঠল, বললে—'বাপ আর কে? এখন আমি রয়েচি।'

চৌধুরীমশাই একটু হেসে বললে—'আপনি রাগের মাথায় ভেবে কথা বলচেন না।'

'বেশ আমায় বাদই দাও, কিন্তু মেয়ে তো সাবালক, তার বয়স আঠার পেরিয়ে গেচে।'

মুখটা আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, হাসিটা লেগেই রয়েচে, চৌধুরীমশাই বললে—'জেনেচেন মেয়ের মত?'

তারপর হাসিটা আরও একটু বাড়িয়ে বললে—'মেয়ে একদিকে, বাপ একদিকে ?'

ব্রেজঠাকরুন বললে—'দরকার পড়লে হ'তে হবে বৈকি বাবা। সোমত্ত মেয়ে, তার বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েচে ; বাপের মাথার য্যাখন ঐ রকম অবস্থা ত্যাখন চিরকাল আইবুড়ো থেকে নিজের জীবনের ওপর একটা বিপদ নিয়ে আসতে পারে না, যদি আর ঐরকম একটা অপদার্থ গেঁজেলের হাতে প'ড়ে নিজের জীবন আখেরের জন্যে নষ্ট করতে না চায় তাতেও কিছু বলবার নেই কারুর। কথাটা কাটতে পার তুমি ?'

চৌধুরীমশাই আবার শুধু একটু হাসলে। ব্রেজঠাকরুন জোর দিয়ে বললে—'তুমি হচ্চ বাবা গাঁয়ের রাজা, এইরকম একটা পরিবার—অর্থই নেই কিন্তু কুলেশীলে তো গাঁয়ের কারুর চেয়ে ছোট নয়—তা নিঃসহায় হ'য়ে ভেসে যেতে বসেচে, তোমার কাছে না দাঁড়িয়ে কার কাছে দাঁড়াব বাবা ? তুমি যে-ভাবে এসে উদ্ধার করতে চাও করো—ধম্ম রয়েচে, সমাজ রয়েচে, তুমি কারুরই কাছে দুষী হবে না। বাপ—তার তো মতিস্থির নেই, তা ভেন্ন সে আর ফিরবে কিনা তারও তো কিছু ঠিক নেই, হয়তো চিরতরেই বিবাগী হয়ে গেচে—শুধু তার মুখ চেয়ে যদি ভেসে যেতে দাও একটা পরিবারকে—দেশের রাজা তুমি—সেইটেই কি তোমার ধম্ম হবে ? না বাবা, তুমি কথা দাও ; কার কাছে আর দাঁড়াব ? একটা সোমত্ত মেয়ে, সে যদি কোন উপায় না দেখে মনের দুঃখে…'

হঠাৎ গলাটা ওনার ধ'রে এল, এগিয়ে এসে খপ করে চৌধুরী-মশাইয়ের হাতটা ধরে ফেললে।

চৌধুরীমশাই একটু ওপর দিকে মুখটা তুলে থির হয়ে শুনছেল। মুখের সে হাসি-হাসি ভাবটা চলে গেচে। ব্রেজঠাকরুন হাতটা চেপে ধরবার পরও সেই ভাবে একটু দাঁড়িয়ে রইল, তারপর মুখটা ওনার দিকে নামিয়ে বললে—'বেশ, ভেবে দেখি।'

'আর ভেবে দেখাদেখি নয়, তোমায় এ-দায় তুলে নিতেই হবে মাথায়।'

'একেবারে কি ক'রে দিই কথা? তবে আমি দেখচি কতদূর, কি করা যায়। রাজীব ঘোষাল উনি আবার আমার দলের লোক নন, তবু চেষ্টা করচি ওঁর মন বোঝবার। ইদিকে আপনি যেমন বলছেন—বেশ, আপনাদের মেয়ে যদি সাবালক হয়ে থাকে তবে মতটা জেনে রাখুন। যদি পাই পাত্র—যেতেও পারে পাওয়া তো—তাহলে দরকার হতে পারে তা'র মত।'

ব্রেজঠাকরুন যেন কেতাত্ত হয়ে গেচে, চোখত্নটো মুছে বললে—'তোমার কাছ থেকে কবে জানতে পারব বাবা, তাহলে?'

না.—'আমি কালই যাচ্চি ফরেশডাঙা, সেখান থেকেই সব খবর নোব। গোপনেই নোব, আপনার সেদিক দিয়ে চিন্তে নেই। তারপর একদিন না হয় আসব'খন। খবর পাবেন। আর এরমধ্যে যদি কোন দরকার হয়—বিপদের মধ্যেই তো রয়েচেন…'

'হ্যাঁ বাবা, বড্ড বিপদ আমাদের, যদি হঠাৎই তেমন দরকার হয়?'

একটু ভাবলে উনি, তারপর জিগ্যেস করলে—'চিঠি…কেউ লিখতে পারে? ওবিশ্যি বাইরের কাউকে দিয়ে লেখাতে গেলে… এমন কথাও তো থাকতে পারে কেউ না জানলেই ভালো।'

'কেন, নেত্যই নিকে দেবে বাবা'…

না,—'নেত্য কে?'

'ঐ যে আমাদের মেয়ে—নেত্যকালী—বাপ নেকাপড়া শেকাতে তো কসুর করেনি—অত নেকাপড়া বোধহয় ভালোও নয়—আমাদের গরীবের ঘরের কথা বলচি, বড় মানুষের ঘরে তো সবই মানায়।'

চৌধুরীমশাই শুনতে শুনতে যেন হঠাৎ ব'লে উঠল—'তা বেশ, তা হলে ঐকথাই রইল। খবর দেবেন আমায়। দেখা করব—আমার বাড়িতে আসেন তো পালকি পাঠিয়ে দিই। যদি মনে

করেন আপনাদের মেয়ে একলা থাকবে—বেশি দূরে যাওয়া ঠিক নয় তো এই মন্দিরেই এইরকম সন্ধ্যের পর দেখা করব। এখন যাই তাহলে, কি বলেন? আপনাদের মেয়ের মতের কথা যা বলছিলেন—নিয়ে রাখবেন—পাত্তোর-টাত্তোর সব ঠিক করে আবার ফ্যাসাদে না পড়ি। গাঁয়ের অবস্থা তো জানেনেই।'

আমি কথাটা শুনতে শুনতে মন্দির ছেড়ে বাড়ির দিকে ছুটলুম—কে জানে, যদি দুজনের মধ্যে কারুর নজরে পড়ে যাই।

দিদিমণি ঘরে কি করতে করতে দাওয়ায় বাবার সঙ্গে গল্প করছেল, আমি সোজা গোয়ালঘরে গিয়ে কৈলীর জন্যে জাবনা মাখতে লাগলুম। বুকটা ধড়ফড় করচে, অনেক কথা শুনলুম—আর ভালো ভালো কথা সব, কখন বাবা যাবে, দিদিমণিকে একলা পাব, সব কথা বলব। আর, বলবই বা কি ভাবে?—উদিকে চৌধুরীমশাইয়ের ছায়া মাড়ানো তো মানা—এই সব নিয়ে তোলপাড় করচি মনে মনে আর জাবনা মাখচি। ইদিকে ব্রেজঠাকরুনের দেখা নেই—পাঁচ মিনিট গেল, মনে হোল যেন দশ মিনিট ব'য়ে গেল, ত্যাখন পজ্জন্ত না আসতে বুঝলুম নিগ্‌ঘাৎ আরও সব কথা হচ্চে। সদর দিয়ে গেলে বাবা কিম্বা দিদিমণির নজরে পড়ে যেতে পারি, আমি খিড়কি দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে ছুটলুম! বড় রাস্তায় প'ড়ে মন্দিরের দিকে ঘুরব, দেখি তেমাথা ছেড়ে একটু আগেই চৌধুরীমশাই ঘোড়ার চড়ে আস্তে আস্তে চলেচে। আমি ছুটে গিয়ে খানিক তফাতেই পেছন থেকে ডাকলুম—'আজ্ঞে আমি! এই যে, পণ্ডিতমশায়ের নফর।'

উনি রাশ টেনে ঘুরে চাইলে। কাছে হ'তে জিজ্ঞেস করলে—'হঠাৎ তুই কোথা থেকে?'

হাঁপাচ্চি। বললুম—'আজ্ঞে, আপনি যে ব্রেজঠাকরুনকে বললে না?—মেয়ের মতটা জেনে রাখতে, তা আমি জানি ওনার মত, আমায় বলেছেল।'

বললে—'সত্যি নাকি? তা শুনচি; কিন্তু তার আগে বল দিকিন তুই টের পেলি কি ক'রে ওনাকে কি বললুম, না বললুম? তুই তো ছিলি নে।'

এক এক সময় এরকম হয়ে যেত তো, ঝোঁকের মাথায় আগু-পিছু না ভেবেই একটা কথা ব'লে ফেলতুম। বেশ একটু ঘাবড়েই গেলুম, কিন্তু জুগিয়েও যেত তো একরকম করে, বললুম—'মন্দিরে প্রেণাম করতে গেছলুম কিনা। ভাঙামন্দির তো, শুনব না শুনব না ক'রেও খানিকটে কানে ঢুকে গেল।'

হাসার চেয়ে হাসিটুকু চাপলেই বলা ঠিক। বললে—'তাহলে তোর আর দোষ কি? কিন্তু হঠাৎ ঠাকুর প্রেণাম করতে গেছলি যে ওসময়?'

বললুম—'যাই তো রোজ।'

না,—'কেন?'

'দিদিমণির বিয়ের জন্যে···ভালো জায়গায়।'

না,—'মন্দিরে তো ঠাকুর নেই। তাহলে বিয়েটা কিরকম হবে? বর নেই বিয়ে হয়ে গেল? যেমন সেই শুনি মহীন চৌধুরীর মেয়ের বিয়েতে হয়েছেল?'

বেশ বড় ক'রেই হেসে উঠল। বললে—'বেশ, তোর দিদিমণির মতটাই শুনি আগে। তোকে বলেছেল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছেল এক ঐ ঘোষালমশাইয়ের ছেলে ছাড়া পৃথিবীতে সবাইকে বিয়ে করবে। আরও বলেছেল—বিয়ে না হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেম্মোজ্ঞানী জেনানাদের মতন মেয়ে ইস্কুলে মাষ্টারনি হবে—কিম্বা ঘরের মেয়েকেই পড়াবে। আপনি তো ব্রেজঠাকরুনকে বলেছিলে। তা এ-ব্যবস্থাও করতে পারো।'

মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতেই শুনছেল, বললে—'তা আমার তো মেয়ে-স্কুলও নেই; নিজেও মেয়ে নয় আমি যে তোর দিদিমণিকে ডেকে তার কাছে পড়ব। আর কিছু বলছিল?'

জো বুঝে বেশ ভালো কথাই মনে পড়ে গেল দা'ঠাকুর, বললুম—'আর হ্যাঁ, একটা কথা—দিদিমণি আপনাদের পার্টিতেই।'

না,—'সত্যি নাকি! কি রকম?'

বললুম—'উনি বিধবা বিয়েই বেশী পছন্দ করে যে। দুঃখ করে বলছেল—'তা একবার সাদামাটা একটা বিয়ে হ'য়ে গিয়ে সোয়ামীর একটা ভালোমন্দ না হলে তো বিধবা বিয়ে হবার জো নেই, তাই···

—আজ্ঞে, শেষ করতে দেয় কখনও? এমন ডুকরে ঘাড় উল্টে হেসে উঠল যে বুঝি ঘোড়া থেকে যায় পড়ে। সেই নিজ্জন জায়গায় থামে আর উল্টে হেসে হেসে ওঠে, তারপর কতকটা সামলালে, বললে—'তা যা, বলিস—দুঃখু করতে হবে না, দুরকমেরই বরের ব্যবস্তা ক'রে রাখব আমি। যা এখন।'

আস্তে আস্তেই যাচ্ছেল, ঘোড়াটা কদম চালে চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

আজ যেন রবিবার, কাল নয়, পরশুও নয়, তরশু বুধবার বাবাঠাকুর এসে উপস্থিত।'

·

আমি হুঁকো থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলুম—'এলেন শেষ পজ্জন্ত?'

স্বরূপ মণ্ডল বললে—'ঐ যে আপনাকে ত্যাখন বললুম না—না এসে আর উপায় ছেল? রাজু ঘোষাল ঝানু লোক, নিজের ট্যাকা বেনো জলের মতন পরের সিন্দুকে ঢুকিয়ে পরের ট্যাকা বের করে এনে খেতে হয় তাকে, তাকে ফাঁকি দেবে এমন মানুষ তো জন্ম নেয় নে। সে তো ব'সে ছেল না, আর সেই যে সিদিন ব্রেজঠাকরুনকে মিষ্টি ক'রে শাসিয়ে গেল—সময় হলেই মেয়েকে আপনি গিয়ে ওর বাড়িতে উঠতে হবে, সে শাসানোর একটা অর্থ ছেল তো। চুপিসাড়ে কলকাঠি নাড়ছেল, যিদিন ওনাদের মন্দিরে সলাপরামর্শ হোল তার পরদিন নয়, তারপরদিন সকালে আদালত থেকে পেয়াদা এসে

ট্যাঁটড়া পিটিয়ে গেল—ওমুকের ছেলে অমুক, পেশা পুরুতগিরি, সাকিন মসনে, মহাজনের বাকি ট্যাকার দায়িক বিধায় আজ থেকে এত দিন বাদে এই তারিখে জেলার আদালতে হাজির দাও—ডিম্, ডিম্, ডিম্, ডিম্।'

সমস্ত দিন বাড়ি একেবারে নিঝুম। অন্য সময় হাজার বিপদ হোক দিদিমণি খেলে কি না খেলে ব্রেজঠাকরুন সে-খবরটা একবার নেয়ই, সিদিন ঘুরেও দেখলে না। সেই যে সমনের নুটিস শুনে তক্তাপোশে গিয়ে পড়ল, পড়েই রইল।

সন্দের একটু আগে উঠে এসে দিদিমণিকে ডেকে বললে—'মনে করেছিলুম আইবুড়ো মেয়ের হাতের নেকা তা আর অন্য পুরুষের নজরে পড়ে কেন, দেখি য্যাদ্দিন পারি সামলে থাকতে—তা আর উপায় নেই। তেমনি, আবার গাঁয়ের রাজাই তো; নে আয় কাগজ কলম।'

চিঠিটা নিয়ে চৌধুরী বাড়ির দিকে যাচ্চি, দত্তদের পুকুর পেরিয়ে রাজু ঘোষালের বাড়ির দিকে যে পথটা গেচে, দেখি বাবাঠাকুর হনহন করে হেঁট মাথায় সেই পথ ধরে চলে আসচে। আশ্চয্যি তো; আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। কাছে এসে নজর পড়তেই সুদোলে '—স্বরূপ না? কোথায় চলেচিস?'

বললুম—'ছ' আনি চৌধুরী বাড়ী। আপনি কোথায় ছিলে? আজ ট্যাঁডরা দিয়ে গেল আদালত থেকে।'

না,—'দিক। চৌধুরী বাড়ি কি করতে যাচ্চিস এ সময়। মুঠোর মধ্যে কি তোর? দেখি।'

চিঠিটা মেলে ঠাহর করে দেখবার চেষ্টা করলে। অন্ধকার হয়ে এসেচে, পড়তে না পেরে সুদোলে—'কে নিকেচে?'

'বললুম—দিদিমণি। নিকিয়েচে মাসিমা।'

'কি নিকেচে?'

আমি দাঁড়িয়েই ছেলুম য্যাখন নেকাটা হয়। বললুম নিকেচে

—হঠাৎ এই রকম বিপদ, চৌধুরীমশাই শিগ্‌গির একটা যেন ব্যবস্থা করে ; নিজে একবার এলেই ভালো। উনি আবার আজ রেতেই চ'লে যাচ্চে কিনা।'

'তা হঠাৎ দেবনারাণকে যে ?'

বললুম—'উনি বলেছেল তেমন-তেমন কিছু হলে জানাতে।'

বাবাঠাকুরকে তো কতবার কতরকম দেখলুম। মা-ঠাকরুন গিয়ে ব্রেজঠাকরুন আসবার পর থেকে বিধবা-বিয়ের ভয়ে য্যাখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চে ত্যাখনও দেখেচি, ভূত মনে করে আঁতকে উঠেচি ; সিদিন ওনার সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে নিয়ে যে হঠাৎ দুব্বাসা মুনির মতন তেউড়ে-মেউড়ে উঠল সে-রূপও দেখেচি, আরও কতবার কতভাবে দেখেচি ; কিন্তু এ-দিনে যে দেখলুম এ যেন একেবারে অন্যরকম। সন্দে হয়ে গেচে, একটা বড় ঝোপের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলুম আমরা, তাতেই বেশ অন্ধকারই বোধ হচ্চিল, আগে অতটা লক্ষ্য করিনি, চোখ খানিকটে স'য়ে আসতে ভালো ক'রে নজর পড়ল। আর কিছু নয়, এদিকে খুব যেন শান্ত, শুধু অমন যে টানা চোখ ওনার, ভেতরে ঢুকে গিয়ে সাপের চোখের মতন জ্বলচে। বাইরের সঙ্গে এটুকু এত বেমানান যে মনে হয় এর চেয়ে চোখ বড় বড় করে হাত পা আছড়ানো, কি ভয়ে শিউরে থাকা সে যেন ঢের ভালো।

কথাও বেশি নয় সেরকম আঁকুপাঁকু ক'রে। তেমন-তেমন কিছু হ'লে চৌধুরীমশাই জানাতে বলেচে শুনে একটু চুপ করে থেকে সুদোলে—'কবে বলেচে ?'

আমি মুকিয়েই ছিলুম সবটুকু বলবার জন্যে, একটা জানাবার মতন কথা তো। বেশ ফলাও ক'রে বলতে যাব, বাবাঠাকুর বললে, —'চল্, সে আর শুনে কাজ নেই।'

সমস্ত পথটুকুতে আর কিছু জিগ্যেস করলে না। কিছু নয় তেমন, তবে ওনাকে যেন সিদিন আরও বেশি ক'রে ভয় করছেল,

মনে হচ্চেল বাড়ি গিয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচি ; আমিও কিছু আর বললুম না।

বাড়িতে য্যাখন ঢুকলুম, দিদিমণি বিলম্ব ক'রেই তুলসীতলায় পিদিম দিতে যাচ্ছেল, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চেয়ে রইল*; প্রেণাম করতেও গেছে ভুলে, কিছু বলা দূরে থাক্। বাবাঠাকুরও যেন দেখেও দেখতে পেলে না, দাওয়ার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ডাকবে—'ব্রেজদিদি আচ ?'

ব্রেজঠাকরুন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। একটু তো বাক্‌রোধ গোছের হবেই, তারপর বললে—'অনাদি নাকি ? শুনেচ বোধহয় নতুন সমিস্তে—ঘোষাল বাকি টাকার নালিশ ক'রে সমন জারি করিয়েচে।'

বাবাঠাকুর দাওয়ায় উঠতে উঠতে বললে—'সমিস্তে সব না মিটিয়ে আমি বাড়ি ঢুকেচি ?'

ব্রেজঠাকরুনের গলাটা একটু যেন কেঁপে উঠল, সুদোলে—'তা পারলে তুমি টাকাগুনো যোগাড় করতে অনাদি ?'

না,—'ঐ একটি উপায়ই ছেল নাকি ব্রেজদি ?'

আমি ব্রেজঠাকরুনের দিকে দেখব কি দিদিমণির দিকে দেখব ? দুজনেই যেন দুদিকে কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে আচে, দিদিমণির আঁচলের আড়ালে তুলসীতলার পিদিম।

ব্রেজঠাকরুন সুদোলে—'তাহলে ?'

না,—'সব এক কথায় মিটে গেল, দিনও ঠিক ক'রে এলুম—দুই বেয়াইয়ে মিলে—এই মাসের সাতুই—আজ হোল তেসরা—ভাবচি তাহলে আর দিন কই ? রাজু আবার ঘটা করেই দিতে চায় বিয়েটা, ঐ একটিই সন্তান তো।'

ব্রেজঠাকরুন থির হ'য়ে সমস্তটুকু শুনে গেল। তারপর ওনাকে আর কিছু নয় ; দিদিমণি যে কাঠ হয়ে উঠোনে পিদিম আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছেল, সেই দিকে তাকিয়ে বললে—'রকম দেখো মেয়ের !

বাপ পুরো মাসটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অমন হিল্লে ক'রে এল, তাকে রেঁধে বেড়ে সামনে পাঁচ-ব্যান্নুন ভাত ধরে দিয়ে তোয়াজ করতে হবে না ?'

তার পরদিন সকাল থেকেই বাড়িতে সাড়া পড়ে গেল। এর আগে শুধু একটু আধটু মেরামত আর তুটো ঘরে চুন ফেরানো হচ্ছিল,—যা নাকি অসম্পূন্নই রেখে বাবাঠাকুর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছল—এদিনে আর তা নয়। একেবারেই ঢেলে সাজা। সময় নেই তাই, সকাল থেকেই একপাল রাজমিস্ত্রি ছুতোর আর ঘরামি এসে কাজে লেগে গেল—ইট, বাঁশ, গোলপাতা, আরও সব সরঞ্জাম এসে জড়ো হতে লাগল। চারিদিকের দেওয়ালটা উঠবে, খিড়কির দিকে একটা পুরনো ঘর ভেঙে গিয়ে শুধু দেওয়ালের খানিক খানিক দাঁড়িয়ে ছেল, সেটাও খাড়া হবে, আবার শোনা যাচ্চে সদর দরজার ওপর মাচা তুলে নাকি রসনচৌকিরও ব্যবস্থা হবে।

বাবাঠাকুর হুঁকো হাতে ক'রে তদারক ক'রে বেড়াচ্চে। অত এলাকেড়ে লোক তা রাতারাতি অমন কাজের কি ক'রে হয়ে উঠল যেন ঠাহর ক'রে ওঠা যায় না। মণ্ডলপাড়া থেকে বাবা আরও কয়েকজন এনেচে, চারদিকে ঝোপঝাড় কেটে সাফ করচে—বাজার এনে ফেলচে।

ব্রেজঠাকরুনের মুখে একটি কথা নেই। একটা কথা বলিনি দা'ঠাকুর ; এদানি আর সেই যে কথায় কথায় ঝগড়া সবার সঙ্গে সে ভাবটা অনেক কমে এসেছেল। ছেল, একেবারে যে গেচে তা কি করে বলব, সিদিন দেউড়ি যেতে ঐ কাণ্ডটা করলে চৌবেজীর সঙ্গে ; চৌধুরীমশাই সামলে নিলে, তাই, নৈলে একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধবে বলেই তো গেছল ; স্বভাব একেবারে যাবার নয় তো, তবু আজকাল ভাবটা অনেক অন্য রকম, হৈ-হৈ করার চেয়ে যেন ভাবেই বেশি, মুখটা থমথমে হ'য়ে থাকে, কথা থাকে বন্ধ ; হয় তো খেলেই না, কিম্বা যদি বসলই একবার তো ভাতে-হাতে ক'রে উঠে পড়ল।

সেদিনও সকাল থেকে ঐ ভাব। রেঁধে-বেড়ে দিদিমণি য্যাখন ডাকতে এল, ঠায় ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ—যেন কা'কে দেখচে! তারপর ওবিশ্যি এল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ঐ নেতান্তই ভাতে-হাত। দিদিমণি বললে—'একেবারে যে কিছু দাঁতে কাটলে না মাসিমা।'

উঠতে উঠতে ঘুরে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছেল কিন্তু না ব'লে বেরিয়ে এল। তবে দিলে উত্তুরটা; বাবাঠাকুর উঠোনে দাঁড়িয়ে রাজ খাটাচ্ছেল, পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেখান থেকে হেঁশেলে দিদিমণিকে উত্তরটা দিলে—'খেতে যে তুই বলচিস নেত্য—তা বোনঝির এত ঘটা করে বিয়ে হচ্চে, খিদে জমাতে হবে না ভালো করে?'

আজ্ঞে বড় ক'রে বলবার জন্যেই তো উত্তুরটা উঠোন পজ্জন্ত নিয়ে এয়েচে, রাজমজুর, ছুতোর, ঘরামি—যে যেখানে কাজ করছিল, একটু থমকে হাত বন্ধ করে মাথা তুললে। তখুনি ওবিশ্যি নিজের নিজের কাজে লাগল আবার। বাবাঠাকুর পেছন ফিরে তামাক খাচ্ছেল, ঘুরে চাওয়া নয়, কিছু নয়, শুধু টানটা একটু ঘন-ঘন করে দিলে।

দিদিমণির কিন্তু একেবারে অন্যরকম ভাব দা'ঠাকুর। ঐ একটি মানুষ যে হাজার কিছু হোক, কখনও মুখভার করতে জানত না। এদানি কিন্তু অভাব-অনটন আর চারদিকের দুশ্চিন্তেয় একেবারে মুষড়ে পড়েছেল তো, রাত্তিরে কথাটা হঠাৎ শুনে যাই হোক সকাল থেকে কিন্তু যেন আবার সেই সাবেক মানুষ! সিদিন বাজার থেকে মাছটাছ আনিয়ে ভালো করে একটু রাঁধবার ব্যবস্থা করলে। আমায় রাখলে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়ে, তারপর কুটনো কুটচে, কি বাটনা বাটচে, কি কড়ায় তরকারি নাড়চে, আমার সঙ্গে গপ্প। বেছে বেছে সেই সব গপ্প যাতে হাসির কথা আছে—ছিরু ঘোষালের স্বয়ম্বর হতে আসা, চৌধুরীমশাইয়ের শাড়ি প'রে বাঁশের ছাতা

মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে বাড়ি ফেরা, কি ব্রেজঠাকরুনকে নিয়েই কোন গপ্প—হাসির কথা তুলতে চাইলে তার তো কোন অভাব ছেল না। তা এতদিন যেন চাপা ছেল, উনি একটা একটা ক'রে টেনে 'বের ক'রে আনতে লাগল। এক একবার উঠোনে কে কি বলচে, কাজ করতে করতে, তারই হয় তো নকল ক'রে হেসে উঠল। কাউকেই তো বাদ দিত না, একবার বাবাঠাকুর যেই ঘরামিদের তাগাদা দিয়ে বলেচে—'করিনে তো করিনে, ঘরামিগিরি করলে এতক্ষণে তিনখানা চালা তুলে ফেলতুম'—উনি অমনি হাত গুটিয়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে মাথা নেড়ে বললে—'মেয়ের বিয়ে দিইনি তো দিইনি, য্যাখন দিলুম—একসঙ্গে তিনটে মাতাল এক ক'রে,—গেঁজেল, গুলিখোর আর চণ্ডুখোর!' জোরে হাসবার তো জো নেই, মুখটা দরজার সামনে থেকে একটু টেনে নিয়ে চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল। ঐ রকমই চলল, হাশিখুশি যেন উছলে উছলে উঠচে, উদিকে কিছু কাজ রইল তো চাপাচুপি দিয়ে গেল কোন রকমে, তারপর সেরে নিয়ে ঘুরে এসেই একটা কিছু ছুতো ক'রে হাসিতে ভেঙে পড়চে।

ওবিশ্যি মুখ ফুটে বললুম না, হাসি জিনিসটাই ছোঁয়াচে তো, হাসচিও, তবে আমার একেবারে ভালো লাগচে না দা'ঠাকুর। বুঝলেন না কথাটা?—বিয়ে হবেই, তবু দিদিমণির যদি মত না থাকত, যেমন লুকিয়ে হাসচে সেই রকম লুকিয়েই যদি খানিকটা কান্নাকাটি করত তো তাতে তবু যেন খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যেত; এ যেন রাজী হয়েই যাচ্চে, তাও খুব খুশি হয়েই রাজী হচ্চে। য্যাতই সময় যাচ্চে মনটা আমার ত্যাতই ভেতরে ভেতরে মুষড়ে পড়চে। তা ওপরের হাসি দিয়ে ভেতরটাকে তো বেশিক্ষণ চাপা দিয়ে রাখা যায় না। দিদিমণির নজরও বড় সূক্ষ্ম, দুপুর বেলা বাড়িটা খালি, মিস্ত্রি-মজুর সবাই খেতে গেচে, বাবাঠাকুরও আহার ক'রে ঘরে, আমি একলা কাঁটালগাছটার তলায় ব'সে ছিলুম,

দিদিমণি হেঁশেলের পাট সেরে থালা বাটিগুলো নিয়ে খিড়কির পুকুরের দিকে যাচ্ছেল, বললে—'এখানে একলাটি বসে কেনরে স্বরূপ ? আয়, খিড়কির ঘাটে আমায় একটু দাঁড়াবি আয় ?'

খিড়কিটা একেবারে নিজ্জন। যেতে যেতে দিদিমণি একবার আড়চোখে চাইলে আমার দিকে, তারপর আর একটু এগিয়ে সুদোলে —'তোর মনটা অত ভার-ভার কেন রে ? সকালে থেকেই দেখচি ?'

ঐ একটু উস্‌কে দেওয়া দরকার ছেল। দিদিমণি হাসির দিকে নিয়ে যাবার জন্যেই ঠাট্টা করে আরম্ভ ক'রেছেল—'ঠাকুমাবুড়ীর বিধবা-বিয়ে দিচ্চে, না, তোদের নতুন জামাইবাবু আবার কোন স্বয়ম্বর সভায় যাচ্চে ?'—আমার চোখটা ডবডবিয়ে এল, তারপর আর সামলাতে না পেরে তুহাতে মুখ ঢেকে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলুম।

দিদিমণি দাঁড়িয়ে পড়ল, ডানহাতে এঁটো থালার গোছা, এগিয়ে এসে বাঁ হাতটা আমার কাঁধে দিয়ে বললে—'দেখো, কোথাও কিছু নেই, ছোঁড়া কেঁদে ভাসিয়ে দিলে !'

আমি আরও ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলুম, বললুম—'তোমার বিয়ে ঠিক করেচে বাবাঠাকুর।'

বললে—'তা করুক না। আমায় তার জন্যে একটুও ভাবতে দেখচিস ? আমার তো বরং আরও ফূর্তি হচ্চে মনে। সেই আলাদিনের পিদিমের গপ্প শুনিস নি ? তোকে বলব'খন— সেইরকম কেমন রাতারাতি বাড়ি ঘর দোর চড়চড় করে উঠে যাচ্চে, তাও কার, না, এক হাড়কেপ্পনের টাকায়, ফুর্তির চোটে তো আমি কি করব ভেবে ঠিক করতে পারচি না। তুই উলটে কেঁদে আকুল, কাঁদবার কি আচে ?'

আমার চোখ তুটো আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলে, বললে—'আয়, ঘাটে আয়।'

আমি নারকোল গুঁড়ির সবচেয়ে নিচের রানাটায় বসলুম, দিদিমণি বাসনগুলো মাজতে লাগল।

কান্নাটা হঠাৎ যেমন এয়েছেল, তেমনি হঠাৎ গেচে চলে। দিদিমণি বাসন মাজচে, কোন কথা নেই, শুধু দেখচি মুখটা ক্রেমেই যেন শক্ত হ'য়ে উঠচে, তাইতেই—বাসনগুলো যে মাজচে তাতে এক একবার যেন বেশি ক'রে চাপ গিয়ে পড়চে। তারপর একসময় মুখটা তুলে বললে—'বাবা ঠিক করেচে···যেমন বললে না কাল? তুই বেয়ায়ে মিলে দিনও ধায্য হয়ে গেচে।······ব্যস্, তবে আর কি, বিয়ে হয়ে গেল অমনি!·· ···আমি সতীলক্ষ্মী মায়ের মেয়ে রে, আমায় নিয়ে যাবে জোর ক'রে। তুই লক্ষণ চিনিস না স্বরূপ, তাই কেঁদে কূল পাচ্চিস না, আমার সব নখদর্পণে।···মাসিমার মুখটা দেখেচিস?······কাল বোশেখীর পূর্বলক্ষণ রে!······ঘরে আগুন দিতে আসে নি গাঁ সুদ্ধ্য? কেমন মাটি চেটে স'রে পড়তে হোয়েছিল। আবার সেই ঘরে আগুন দিতে চায়! কুটোর মতন কোথায় উড়ে যাবে দেখিস না?'

বাসনগুলো গুছিয়ে নিয়ে বললে—'চল্, ওঠ।'

চুপ করেই এলুম আমরা। মিস্ত্রি-ঘরামিরা আসতে আরম্ভ কর্‌চে। উঠোনের বাইরে থেকে শুনলুম······মিস্ত্রি বড়াই করচে —'ঠাকুরমশাই বলে, মিস্ত্রি, পারবে কিনা। যোগান পেলে আমি এই সময়ের মধ্যে সাতমহল বাড়ি হাঁকিয়ে দিতে পারি, এ তো তুশ্চু!'

দিদিমণি চোখ টিপে চাপা গলায় বললে—'তোমায় হাঁকিয়ে দেওয়ার লোক ঐ তক্তাপোশে শুয়ে শুয়ে শুনচে। ভুলে গেচো?'

চাপা গলায় একটু খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

ঐ হাসির জেরই আবার চলল সমস্ত দিন, তারপর অত যে হাসি—ক'দিনের পর যেন ছলছলিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, মনে হোল আবার যেন চিরতরেই মুখে গেল মিলিয়ে।

সন্দের একটু আগের কথা। বাবাঠাকুর চটি জোড়াটা পায়ে দিয়ে নিয়ে পিরানটা চড়িয়ে বাবাকে ডেকে বললে—'বীরু, আমি এবার একটু বেরুব, কাজ তো একরকম নয়; তোমরা খানিকটে সামলে-সুমলে তবে যাবে।'

বেরুতে যাবে, ব্রেজঠাকরুন গায়ের কাপড় সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে এল, গলা তুলে বললে—'একটু দাঁড়িয়ে যাও অনাদি। পিছু ডাকলুম, তা যা হচ্চে তার চেয়ে অমঙ্গল আর কি হবে?'

ভেতরে চলে গিয়ে আবার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বেরিয়ে এল। কাঁধে একটা গামছা জড়ানো পুঁটুলি। মনে হোল তাতে ওনার থান কাপড় আর গরদের কাপড়টা রয়েচে। হাতে কমণ্ডলু আর তার মুখেই জল খাওয়ার পেঁপে ঘটিটা বসানো।

গটগট ক'রে নেমে এসে বাবাঠাকুরের সামনাসামনি হয়ে গেচে। দিদিমণি পাশের ঘরটায় ছেল, দেখি চৌকাঠের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েচে, টানাটানা চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসচে।

ব্রেজঠাকরুন সামনাসামনি হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—'আমি চললুম।'

কিছুক্ষ্যাণ তো কোন কথাই যোগাল না বাবাঠাকুরের, তারপর আমতা আমতা করে সুদোলে—'চললে—তা কোথায়?'

না,—'তুমি কাজে যাচ্চ, বাড়ি আচে, ফিরবে। আমার কাজ ফুরিয়েচে, বাড়ি নেই, যেদিকে দু'চক্ষু যায় চল্লুম।'

আবার খানিকক্ষণ কথা যোগায় না। তারপর বাবাঠাকুর বললে—'তুমিই এক আপন জন আছ নেত্যের, ওর বিয়ে—দুদিন বাদেই···'

ব্রেজঠাকরুনের চোখ দুটো জ্বলে উঠল যেন। আস্তেই কথা কইছিল, তবে এবার আওয়াজ চাপতে গিয়ে গলাটা যেন করাতের মতন কর্-কর্ ক'রে উঠল—'আপন জন। এক আপন জন সব্বনাশ

করচে আর এক আপন জনের দাঁড়িয়ে তামাসা না দেখলে জুত হবে কেন !···থাক, এবার থেকে আর তো কেউ নয়, ওকথায় থাকি কেন ?······আমি আপন জন হয়েই একদিন এসেছিলুম অনাদি, আজ কিন্তু পর হয়ে যাচ্চি। আর, পর হয়ে যাচ্চি বলেই গেরস্তকে জানিয়ে তার সামনে হয়েই যাওয়া ভালো। এই আমার দুখানি বস্ত্রো, এই কমণ্ডলু আর জল খাবার ঘটি। আপন করার মধ্যে করেছিলুম মেয়েটাকে—মা-মাসি আলাদা নয় তো ; তা এই বাপ রইল। তার চেয়ে আপন তো কেউ নেই।'

একবার ঘুরে চারদিকে চাইলে, বাবাকে দেখতে পেয়ে বললে —'একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করতে পার তো এসো সঙ্গে ; নয় তো ব্রেজবামনীর পা-গাড়ি আচে।'

সবাই পাথরের মূত্তির মতন দাঁড়িয়ে আচে, তার ভেতরে দিয়ে উনি হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাবা গেল পেছনে পেছনে। তারপর খানিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে বাবাঠাকুরও বেরিয়ে যেতে আমি দাওয়ায় উঠে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দিদিমণি তক্তাপোশের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল, আমি কাছে গিয়ে ডাকতেই একবার একটু ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিয়ে কেঁদে উঠল—'ওরে স্বরূপ, এতদিনে আমার কপাল সত্যিই ভাঙল। যার ভরসায় আমার এত গুমোর—এতদিন আগলে রাখলে, মনে করেছিলুম শেষ অবধি রাখবে—আমার পোড়া কপাল পুড়িয়ে পায়ে ঠেলে চলে গেল রে স্বরূপ !'

তাই বলেছিলুম না ?—ক'দিন অন্ধকারের পর ঐ যে একটা দিনের জন্যে মুখে একটু আলো ফুটেছিল—পুরো একটা দিনই বা কোথায় ?—তা সে যেন দিদিমণি নেভার আগে একটু দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেছিল। এর পর শুধুই চোখের জল, শুধুই চোখের জল ; বিছানা করচে, কি সলতে পাকাচ্চে, কি হেঁশেলে রয়েচে —এক ভাব ; একদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে থাকে, তারপর

দরদর করে চোখের জল নামে। আজ্ঞে না, মুখে কথা নেই কিছু—একটু হয়তো 'উঃ!' কি 'মাগো!'···যেন শ্রাবণের ধারা, হাঁক নেই, ডাক নেই, শুধু আকাশ যেন অনবরত গ'লে গ'লে পড়চে।

চোখ ছুটি ফুলে গেচে, ইদিকে যেন ছুটি রাঙা জবা। বাপের চোখে পড়ল বৈকি, বাড়িতেই তো রয়েচে; তবে বাপ যেন লুকিয়ে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চে। বোঝবার লোকও নয়, আর বোঝাবে যে তার মুখই বা কোথায় বলুন?

সেদিন বাকিটুকু ঐভাবেই কাটল। মাঝে বার ছুই দেখলুম মা-ঠাকরুনের পায়ের সেই আলতা-ছাপের সামনে কুলুঙ্গিতে কপাল চেপে দাঁড়িয়ে আচে।

বিকেল থেকে দিদিমণির ভাবটা যেন আবার গেল বদলে। চোখে জল নেই, বোশেখের শুকনো পুকুরে যেমন রোদ্দুর ঠিকরে প'ড়ে না?—কতকটা যেন সেইরকম। য্যাতই পহর এগুচ্চে মুখটা ত্যাতই যেন শক্ত হয়ে উঠচে। কাছে ব'সে আচি, একটা যদি কিছু বলে, তা একেবারে কিচ্ছু নয়। অনেকদিন থেকে ফুরসত হলেই একটু একটু করে বাবাঠাকুরের জন্মে একটা কাঁথা সেলাই করছেল—প্রায় শেষ হয়ে এসেচে, সেইটে নিয়েই বসেছিল—ফোঁড় তুলচে আর মাঝে মাঝে কোনওদিকে কি মনে ক'রে একদিষ্টে চেয়ে রয়েচে—একবার আমার বললে—'তাক থেকে সূতোর বাণ্ডিলটা নিয়ে আয় তো স্বরূপ।'

সূতো নিয়ে ঘর থেকে একটু হস্তদস্ত হয়েই বেরিয়ে এলুম, সেই কুলুঙ্গিটে খালি, জিগ্যেস করলুম—'মা-ঠাকরুনের পায়ের সেই আলতা ছাপটা নেই দিদিমণি!'

দিদিমণি 'সে কিরে!!'—ব'লে কপালে চোখ তুলে শিউরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওনার ডান হাতটা বুকের ওপর প'ড়ে 'ছ্যাৎ' ক'রে একটা শব্দ হোল, কাগজে হাত পড়লে যেমন হয়। একটা নিঃশ্বেস

ফেলে শাড়ির ভেতরে কাগজটা চেপে ধ'রে বললে—'এই তো রয়েচে। বাবাঃ, এমন ভয় পাইয়ে দিছলি।'

তারপর আর একবার মাত্র কথা। একটু পরে কাঁথাটা গুটিয়ে-সুটিয়ে নিয়ে ওঠবার সময় আবার বুকের ওপর হাতটা চেপে ধ'রে বললে—'আমায় হিঁচড়ে ঐ বাড়িতে টেনে নিয়ে যাবে! অনেক উপায় আচে।'

'তারপরদিন সকাল থেকেই বিয়ে-বাড়ি গমগম করতে লাগল। এইবার হুঁকোটা একটু কাত করতে হবে দা'ঠাকুর।'

কলকেটা নিয়ে একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে বললে—'দুপুর যে ইদিকে গড়িয়ে যায়।'

বললাম—'যাক না, সূয্যিঠাকুরকে তো পাট্টা লিখে দিইনি স্বরূপ; রোজই তাঁর আঙুলের ইশারায় চলতে হবে?'

স্বরূপ ধোঁয়া মুখে ক'রে একটু হাসলে, বললে—'আমারই কি হুঁশ থাকে দাঠাকুর দিদিমণির কথা আরম্ভ ক'রলে?···তবে আজকাল নেহাত নাকি ডেলি-প্যাসেঞ্জারের যুগ—নিত্যি তো দেখচি—ঐ সামনের রাস্তা 'দিয়ে মানুষের সে যেন স্রোত ব'য়ে যাচ্চে—ন'টা তেইশেরটা বেরিয়ে গেল, দশটা তেরোরটা এসে গেল—এই মুখের বুলি···তাইতেই কেমন একটা ধোঁকা গেঁথে ব'সে গেচে মনে—তা'লে বুঝি শুধু সময়েরই দাম আচে, আর কিছুরই দাম নেই···নৈলে দিদিমণির কথা?—একটা ফিকির বের ক'রে হুঁকো হাতে দিয়ে বসিয়ে দিন না স্বরূপ মণ্ডলকে আপনাদের···যে রামায়ণের কাহিনী ব'লে যাব—চাকা কখন উঠল কখন ডুবল, আমারই কি সে হুঁশ থাকবে?'

টানের ফাঁকে ফাঁকে মন্তব্যটুকু ক'রে স্বরূপ কলকেটা আবার হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিলে। চোখ দুটো একটু চিকচিক ক'রে উঠছিল, কাপড়ের খুঁটে মুছে নিয়ে একটু অপ্রতিভ গোছের হ'য়ে

গিয়ে বললে—'থাকো আজকাল জিনিসটে সত্যিই বড্ড কড়া দিতে আরম্ভ করেচে।······হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম ?'

বললুম—'পরদিন সকাল থেকে বিয়ে-বাড়ির শোরগোল···'

বললে—'হ্যাঁ।···তা আপনি হয়তো বলবেন—ছেলের বাড়ি বাপ আর ছেলে, মেয়ের বাড়ি বাপ আর মেয়ে,—একটা মানুষ যে একাই একশ' হ'য়ে খানিকটা আসর মাতিয়ে রাখতে পারত, বেগতিক দেখে সেও পড়ল সরে ; এ ফাঁকা মশানে শোরগোলটা তাহ'লে তুললে কে ?···তুললে সমস্ত মসনে গাঁ-খানা যেন ভেঙে পড়ে। যদি বলেন তাই বা কেমন ক'রে হয় তো একটু বিস্তার ক'রে বুঝিয়ে বলতে হয়—

আপনি অতটা মিলিয়ে দেখেচেন কিনা জানিনে দা'ঠাকুর, তবে আমি তো এই চারকুড়ি বয়েসে অনেক দেখলুম—যুধিষ্ঠির-ঠাকুর যেমন জীবনে মাত্তোর একবার 'ইতিগজ' বলেছিলেন—তেমনি যতবড় কেপ্পনই হোক না কেন, সমস্ত জীবনে একটা দমকা খরচ সে করবেই। অমন কুলীন পণ্ডিতের মেয়ে ঘরে আনচে, ইদিকে ঐ তো ছেলে,—রাজু ঘোষাল হাত একেবারে খুলে দেছল। এর ওপর আবার ছুটো দল রেষারেষি ক'রে এসে দাঁড়িয়েচে কিনা, সমস্ত গাঁ যেন ভেঙে পড়ল এসে আমাদের বাড়িতে। যদি বলেন ছুটো দল মাথাফাটাফাটি করতে পারে, একজোট হয়ে একটা কাজে নামবে কি ক'রে, তো একটু তলিয়ে দেখলেই হদিসটা যাবেন পেয়ে। বাবাঠাকুর বিধবা-পাটির চাঁই একজন—ট্যাকার জোর নেই, তবে উনিই বিধান দিয়ে এক সময় চালিয়েচেন তো, আর সেই গয়ারামের সাতপুরুষের বোনঝির বিয়েটা তো উনিই দিলেন—তানার কন্যের বিয়ে, ওরা সবাই আপন জেনেই এসে পড়ল ; উদিকে সধবা পাটির রিদয় ভশ্‌চাযি্যর জয়-জয়কার—বাবাঠাকুরকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিলে তো—সে বাড়িতে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে ?— দলবল দিলে পাঠিয়ে, নিজে বরের সঙ্গে পুরুত হয়ে আসবে

ড্যাংডেঙিয়ে। মোদ্দা কথা খাতিরের চোটে এ-ওর হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়েই যেন হু'টো পাটির লোক—মেয়ে-মদ্দ—দিদিমণির বিয়ের যোগাড়ে মেতে গেল। উদিকে ভেন, ইদিকে রান্নার যোগাড়, একদল গিয়ে আসর খাড়া করতে গেল, মেয়েরা নিয়ে পড়ল বিয়ের ব্যবস্তা। উদিকে সদরে পোড়ো জমিটার সামনে ম্যারাপ ক'রে রসন-চৌকির ব্যবস্তা করা হয়েচে, তারাও সেই ভোর থেকে তাদের কালোয়াতি ভাঁজতে আরম্ভ করে দিয়েচে; সমস্ত বাড়িটা গমগম করতে লাগল। প্রেথম রাত্তিরে লগ্ন, যথাসময়ে আলোবাত্তি ক'রে বরযাত্রী এসে আসরে দাখিল হোল। এক গাঁ,—সবাই-ই বরের ঘরের মাসি, ক'নের ঘরের পিসি তো, বেশ বড় দলই হয়েচে, তবে একেবারে বরের কাছাকাছি হয়ে রয়েচে ঘোষের আর সাঁবুয়ের আড্ডার যত গুলিখোর; ওদেরই তো দিন আজ। একেবারে পাশ ঘেঁষে রয়েচে জ'টে, ঐ হোল রাজপুত্তুরের সঙ্গে কোটালপুত্তুর তো। আজ আড্ডাধারীদের মেল-ডে, সবাইকে পুরো দম দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েচে, সমস্ত দলটি মাথা নিচু করে ঢুলচে।

আমার সিদিনের মনের কথা কি ক'রে বলি দা'ঠাকুর? আঁই-ঢাঁই করচে বইকি, একটু একলা হলেই মনে হচ্ছে যেন ডাক ছেড়ে কাঁদি। তবে ছেলেমানুষেরই মন তো, বাড়িতে এ-ধরনের কাজ কখনও হয়নি, খাটতেও হচ্চে, খানিকটা মেতেও রয়েচি। দিদিমণিকে দেখতে ইচ্ছে করচে বড্ড; নতুন যে ঘরটা উঠেচে খিড়কির দিকে তাইতেই রয়েচে, কিন্তু মেয়েদের ভিড় ঠেলে উদিকে যেতে পাচ্চিনে তো। তবুও একবার কাটিয়ে-কুটিয়ে কোনরকমে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলুম একটু। দিদিমণিকে মেয়েরা সাজাচ্ছেল, কি বোধহয় একটা ঠাট্টা করেচে, দিদিমণিও হেসে কি উত্তর দিয়েচে, ঠিক সেই সময়টিতে গিয়ে দাঁড়িয়েচি আমি। একটা খুব চোট খেলুম বৈকি দা'ঠাকুর,—সেই কঠিন শক্ত মুখ—সেই চোখে আগুন ঠিকরে বেরুচ্চে, আশা করেছিলুম তো তাই দেখব।...আবার এও

মনে হচ্চে—না, এই ভালো—বাজনাবাদ্যি, আলোভোজ, বিয়ে হোল, দিদিমণি এইরকম হাসিমুখে শ্বশুলবাড়ি গেল, আমিও গেলুম বাড়ির নফর—এই তো বেশ।

সময় হ'তে বাবাঠাকুর এসে সভার আদেশ নিয়ে বর উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। খিড়কির একেবারে উলটো দিকে চাঁদোয়া তুলে বিয়ের জায়গা করা হয়েচে। বর গিয়ে আসনে বসল। একটা দেখবার মতন বিয়ে তো, সবাই যেন ভেঙে পড়ল। ইদিকে রিদয় ভশ্‌চায্যি টিকির গোছাটা একবার খুলে ভালো করে ঝেড়ে নিয়ে ফুলস্থদ্যু গেরো দিয়ে মন্ত্র পড়াতে আরম্ভ করলে।

সিদিন আবার খুব ফলাও করে বিয়ে দেবে তো, পেটে য্যাত বিদ্যে আচে দেখিয়ে—এটা আনো, ওটা দাও, সেটা নেই কেন? এই করো, এই বলো—এতখানি বিস্তার ক'রে ইদিককার সব শেষ ক'রে হাত-পা গুটিয়ে বসল, বললে—'নাও, এবার সম্পোদান, কনেকে নিয়ে এসে বরের সামনে বসাও।'

'ক'নে নিয়ে এসো, ক'নে নিয়ে এসো'—বলে একটা রব উঠল। কয়েকজন ছুটলও, তারপরেই হঠাৎ একটু যেন চুপচাপ, তারপরেই আবার রব উঠল—'ক'নে নেই, ক'নে কোথায় গেল?...বিয়ের ক'নে গেল কোথায়?'

তারপরেই—খোঁজ! খোঁজ!...কাজের বাড়ি, একেবারে যেন তোলপাড় হয়ে গেল। রাজু ঘোষাল প্রেথমটা বোধ হয় ভয় পেয়েই গিয়ে থাকবে, কিন্তু রিদয় ভশ্‌চায্যির মতন মানুষও তো আচে, আর রিদয় হারটাও তো খেলে খুব বড় রকমেরই দা'ঠাকুর—একটা ঘোঁট পাকিয়ে তুলল—বিয়ের কনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাবড়েই গেছল রাজু ঘোষাল, ক'নে কিছু ক'রে ব'সে থাকলেও—ওই তো দায়িক; এখন রিদয় ভশ্‌চায্যির কাছে জোর পেয়ে ওর সঙ্গে গলা মিশিয়ে দিলে—'ক'নে হাজির করো!...অনাদি, আমার কাছে কারচুপি চলবে না—ডুব মেরে এক কারচুপি করতে গিয়ে

দেখলে তো, ল্যাজ মুখে ক'রে আপনি এসে উপস্থিত হ'তে হোল। চলবে না—বর ঐ পিঁড়ির উপর ব'সে রইল, ক'নে হাজির করো—নয়তো আমি থানা-পুলিশ করব—কোম্পানীর রাজত্ব, হাতে হাতকড়ি দেওয়াব আমি!

চেঁচামেচি করবার মানুষ নয়, ভেতরে ভেতরে কলকাটি টিপেই কাজ সারে, সিদিন কিন্তু আর সামলে রাখতে পারচে না নিজেকে।

বাবাঠাকুর তো একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেচে। তিনি তো জানে দিদিমণি কি ধরনের মেয়ে ছেল—কী কান্নাকাটিটাই করেচে, তারপর অমন গুম হ'য়ে যাওয়ায় অর্থটা কি। একবার ছুটে এর কাছে যাচ্চে, একবার ওর কাছে যাচ্চে—কি করবে যেন হদিস্ পাচ্চে না; তারপর রাজু ঘোষালকে চেঁচামিচি করতে দেখে ছুটে এসে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে—'ভাই তুমি রক্ষে করো—ভাই তুমি অপবাদ দিও না, কি হয়েচে—সে যে মনে মনে কি ঠাউরে রেখেছেল আমি দিব্যচক্ষে এখন দেখতে পাচ্চি—বীরু মণ্ডলকে খিড়কির পুকুর ছাঁকাতে বলেচি—এখুনি টের পাবে ভাই কারচুপি করিনি আমি—মাথায় কারচুপি এলে আজ আমার এ-দশা হোত না…'

কি কে শুনচে বলুন? নাচাবার লোকই তো বেশি, বিপদের মুখে ভেবে চিন্তে একটা রাস্তা বের করবে এমন লোক তো কম। জনে জনে হ'তে হ'তে ব্যাপারটা দলের মধ্যে গিয়ে পড়ে আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। কথা-কাটাকাটি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ। থানায় যাচ্ছে ব'লে রাজু ঘোষাল ছেলেকে পিঁড়ি কামড়ে পড়ে থাকতে বলতে উদিক থেকে একজন উত্তুর করলে—'স্বচ্ছন্দে যান, যা বর বসিয়েচেন, বিয়ে হলেও ওকে চোপর রাত তোলা যেত না।'

তা সে কথাও সত্যি দা'ঠাকুর; এত চারিদিকে হৈ-চৈ—ছিরু ঘোষালের যেন সাড় নেই। সিদিন যেন নেশায় আরও বুঁদ; এক একবার মাথা তোলার চেষ্টা ক'রে পিটপিট করে চাইচে, তারপর

আরও ছুমড়ে যেন পিঁড়ির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে ; উঠবে কি, ওকে টেনে তোলাই ভার।

বাবা ভিড় ঠেলে এসে বাবাঠাকুরকে বললে—খিড়কির পুকুরে লাশ পাওয়া গেল না, যাচ্চে ঘোষপুকুরটা টানাতে। ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে, রাজু ঘোষালও আর এক চোট হুমকি দিয়ে, ছিরুকে বসে থাকতে ব'লে একটা দল সঙ্গে ক'রে থানা-পুলিশ করিতে বেরিয়ে যাবে, এমন সময়—কখন ঢুকেচে, কিভাবে ঢুকেচে ভগবানই জানেন, যেন ব্রেজঠাকরুন স্বয়ং সেই গোলমালের মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল!

আজ্ঞে হ্যাঁ, 'যেন' বলচি তার হেতু হচ্চে ; বিশ্বাস করা তো শক্ত—রামী নয়, ক্ষেমী নয়, একেবারে সাক্ষাৎ ব্রেজঠাকরুন! আকাশ থেকে পড়ল নাকি! সেইরকম মাথার চুলটা মাঝখানে চূড়ো ক'রে বাঁধা, পরনে গরদের শাড়ি ; কোমরে ছুটো হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সুদোল—'একি, বিষয়ে দেখতে এলুম, তা বিয়ে কোথায়? এত গোল কিসের?'

একটু থতমত খেয়ে গেলই তো সবাই, তারপর বাবাঠাকুর এগিয়ে এসে ওনার ছুটো হাত জাপটে ধ'রলে—'ব্রেজদি এয়েচ? ···নেত্যকে পাওয়া যাচ্চে না—খিড়কির পুকুরে জাল ফেলিয়েছিলুম—বারু এই বার ঘোষপুকুরে যাচ্চে—নেত্যকে আমার পাওয়া যাচ্ছে না ব্রেজদি! —এই আধঘণ্টা আগে পজ্জন্ত বিয়ের ক'নে সেজে বসে ছেল নতুন ঘর আলো করে!'

ব্রেজঠাকরুন হাঁ ক'রে শুনছেল, শুনচে আর শিউরে উঠচে, বললে—'সেকি! তার বিয়ে—পাওয়া যাচ্চে না মানে? বরকে তা'হলে চোপোর রাত এমনি হাঁ-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকতে হবে নাকি?'

সবাই যেন একটু থ মেরে গেল দা'ঠাকুর। য্যাতই আঁতকে শিউরে উঠুক, তা একটা সহজ মানুষ, শুনচে বিয়ের ক'নে নিরুদ্দেশ,

তার জন্যে পুকুরে জাল টানা হচ্চে—সে কিনা সে ভাবনা না ভেবে বলে—'বর হাঁ-পিত্যেশ করে' ব'সে থাকবে নাকি?'

বাবাঠাকুর ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আচে। বিপদের ওপর বিপদ তো। এই মানুষই কাল ওব্‌ধি বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল দিদিমণিকে—দেখে একটা ভরসা হ'য়েছেল—অন্ততঃ কান্নার একটা সঙ্গী পাওয়া গেছল তো এই নিব্বান্ধব পুরীতে—তা ফিরে এল একেবারে বদ্ধ পাগল! কি বলবে বুঝতে না পেরে হাঁ করে রয়েচে ওনার মুখের দিকে চেয়ে, উনিই বললে—'তা জিগ্যেস করো না, অন্য ক'নে হ'লে বরের মন উঠবে?'

আজ্ঞে, পাগলের কথায় কান দেবে কি আবার গুলতনটা ঠেলে উঠল। রাজুঘোষাল দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল থানার দিকে, ছিরুকে আর একবার গ্যাঁট হ'য়ে চেপে ব'সে থাকতে ব'লে। বাবা ছুটল ঘোষপুকুরে জাল টানতে। বাবাঠাকুরও বোধ হয় তারই সঙ্গে যাবে, ব্রেজঠাকরুন তাকে খপ ক'রে ধ'রে ফেললে; টেনে নিজেই বরের আসনের কাচে এগিয়ে বরের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—'বলি কি—ও কন্যে তো কলা দেখিয়ে চ'লে গেল—অন্য কন্যে হ'লে হবে?...এই আমায়?—দেখোই না একবার চোখ তুলে, পুরুতও ধরে এনেচি...হয় তো সেজে-গুজে আসি...'

পাগলের মুখে মজার কথা, একটা হাসির গুলতন উঠছেল—ঠিক এই সময়টিতে উদিক থেকে ওঁরাও এসে হাজির হলেন আর কি। বেশি লোক নয়, পাইক বরকন্দাজে জন পাঁচেক, তবে সঙ্গে এবার অন্যজন; কোঁচার ওপর কালো চাপকান, মাথায় সেকেলের পগ্‌গটুপি। দুজন পাইক—'কত্তা কোথায়?...কত্তা কোথায়?' —বলে ভিড় চিরতে চিরতে ওনাকে এগিয়ে নিয়ে এল। আজ্ঞে, ব্রেজঠাকরুন তো তোয়েরই ছেল, ত্যাতক্ষণে ঘুরে এগিয়ে দাঁড়িয়েচে। ইদিকে অমন হট্টগোলের বাড়ি, তা একেবারে নিস্তব্ধ—একটা যদি ছুঁচ্‌ ফেলেন তো তার শব্দটি পজ্জন্ত কানে আসবে। বুঝলেন না

দ'ঠাকুর?—আদালতের একটা শমন ঝুলছেলই—ফেরার আসামী হাজির—তার ওপর আবার রাজু ঘোষাল থানায় ছুটেচে—সেপাই-দারোগা দেখেই সবার মাথা গেচে গুলিয়ে…'

আমি নিঃশ্বাস রোধ করে শুনছিলাম, কি আর উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে প্রশ্ন করলাম—'দারোগাই এল শেষ পর্যন্ত? ওরা বুঝি তাই?'

স্বরূপ ঠিক আমার কথায় উত্তর না দিয়ে একটু হাসলে, বললে—'ব্যাপারটা বুঝলেন না? চৌধুরীবাড়ির রেওয়াজই যে ঐ—নেতান্ত সমানে-সমানে হোলে উপায় থাকে না, নয় তো অব্যবস্থায় যদি একটু উঁচু-নিচু হোলো তো ঘরে মেয়ে এনেই বিয়ে করা চৌধুরীবাড়ির সাবেক রেওয়াজ তো। তা নায়েবমশাই ওনাদের তুজনের পায়ের ধুলো নিয়ে সেই কথাই বললে কিনা—'

"উনি তাহলে নায়েব?"—উৎকণ্ঠাটুকু ছিলই; একটু ফের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রশ্নটা করলাম।

স্বরূপ আবার একটু হাসলে, বললে—"চৌধুরী বাড়ির ছেলে বিয়ে করচে; তার মধ্যে দারোগা এসে দাঁড়াবে, আর সে দারোগা আবার ঘাড়ে মুণ্ডু নিয়ে ফিরে যাবে, দা'ঠাকুর? হাসালেন যে!… তা নায়েব মশায় সেই কথাই বললে কি না—বাবাঠাকুর আর মাসিমার পায়েব ধুলো নিয়ে হাতজোড় ক'রে বললে—ছোট কত্তার অমত ছেল না, এখানেই আসতেন বিয়ে করতে, তবে বড়কত্তা—ওনার কাকার বিশেষ ইচ্ছে—বংশের একটা পুরনো পদ্ধুতি, ঘরে মেয়ে নিয়ে এসে বিয়ে করা—উনিই আমায় ডেকে বললেন—নায়েবমশায়, হবু বেয়াইমশায়কে গিয়ে বুঝিয়ে বলুন…"

প্রশ্ন করলাম—"কাকা—মানে, দশ-আনি তরফের সেই নিশি-কান্তও ভাইপোর বিয়েতে রইলেন তা'হলে?"

স্বরূপ আবার হাসলে, এবার বোধ হয় আমার বুদ্ধির খর্বতা লক্ষ্য করেই বললে—"বরকত্তা তাহ'লে হ'চ্চে কে বলুন? তা ভেন্ন আপনি যে একটা কথা হিসেবের মধ্যে আনচেন না, খুড়ো-ভাইপো

প্রেথক হয়েছেল বিধবা-বিয়ে নিয়ে, তা ভাইপো তো বিধবা বিয়ে করচে না, তা'লে আর তার সঙ্গে আড়াআড়িটা কি নিয়ে? নায়েবমশায়কে দিয়েই ব্যবস্থাটা ক'রে পাঠিয়েছেল ওনারা। শুধু 'বিয়েটা ঐখেনে হবে; বিয়ের খাওয়া-দাওয়া যেমন হচ্চে—এই-খেনেই; তারপর বিয়ে ক'রে বাসর-ঘর করতেও বর-কনে এইখেনেই আসবে—বাবাঠাকুরের আবার এ-খেদটুকু না মনে থাকে যে আমি গরীব, জামাই হোল রাজা, আমার মর্য্যেদার দিকটা একেবারেই দেখলে না। সুদ্ধ্যু বিয়েটা ঐখেনে হবে। ভিড় নয়, এদিকে যেমন আয়োজন হচ্চে হোক, নেমন্তন্নর দল যেমন জুটছে জুটুক, দুটো দেউড়ি থেকে তিনখানা জুড়িগাড়ি আর খান দুই পালকি এয়েছিল, তাইতেই যা আঁটল, বাবাঠাকুরের সঙ্গে জনাকতক গাঁয়ের বাছা-বাছা মাতব্বর, উদিকে পালকিতেও ব্রেজঠাকরুনের সঙ্গে কয়েকজন গিন্নী-বান্নী স্ত্রীলোক,—এই নিয়ে নায়েবমশায় রওয়ানা হয়ে গেল। বাজে লোকও যে একেবারে না গেছল এমন নয় দা'ঠাকুর—একটা ছোঁড়া বাড়ির বাঁজা গোরুটাকে চরাত, তা ক'নে নাকি বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েচে কেউ আসুক না আসুখ, তাকে যেন নিশ্চয়…"

গলাটা হঠাৎ ধ'রে এল স্বরূপের, এবার ভালো ক'রেই কাপড়ের খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিতে হোল, ভালো ক'রে সামলে নেওয়ার জন্যে কলকেটাও তুলে নিয়ে গোটাকতক টান দিতে হোল, তারপর একবার গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আবার বেশ সহজ ভাবেই আরম্ভ করলে—"তারপর সেই একেবারে গোড়াতেই আপনাকে যা বলছিলুম—সরণে আছে বোধ হয়—সেই যে বিয়ের ক'নে এসে বললে—"ঘাটের মড়ারা এতগুনো একত্তোর হয়েচ আর এটুকু কারুর মাথায় এল না যে…"

আমি হেসে বললুম—"হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেছিলে বটে, স্রেফ ভুলেই গেছলাম—তা ব্যাপারটা আবার…"

"বিয়ে সেরে বাজনা-বাদ্যি ক'রে বর-ক'নে এসে দাখিল হোল।

বরকর্তা নিশিকান্ত চৌধুরীমশাই ওনাদের পৌঁছে দিয়ে মিষ্টিমুখ করে চ'লে গেল। খুব ঘটা করেই ব্যবস্থাটা তো হয়েছেল, তার ওপর আরও ফেঁপে উঠেচে—ওদিকে বাসরের দিকে মেয়েদের জটলা, ইদিকে বিয়ে হয়ে গেচে, খাওয়ানোর হিড়িক—কে কাকে দেখে ঠিক নেই, এমন সময় বাবা উঠোনের ওদিক থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল—'ঠাকরুনদিদি কোথায় ?'—ব্রেজঠাকরুনকে ঠাকরুন-দিদি বলত তো—ঠাকরুনদিদি কোথায় ? একটা বিয়ে সামলালেন, এখন এটা সামলাবে কে ?—হ্যাঙ্গামা ক'রে এয়েছেন—বর উদ্বিকে কনের জন্যে ব'সে আচে, পিঁড়ে ছেড়ে কোন মতেই উঠবে না।'

হুল্লোড়ের বাড়ি তামাসা দেখবার লোকও তো কম নয়। একটা ভিড় উদিকে আবার চাপ বেঁধে উঠল, ইঁদুরের মতন গ'লে গ'লে গিয়ে একেবারে সামনে ঠেলে উঠলুম।

আজ্ঞে, সেই ছিরু ঘোষালের দল। ব্রেজঠাকরুন আবার লোভ দেখিয়ে গেছল তো নিজেই ক'নে হবে—গুলিখোরের মরণ, সিদিন আবার বিয়ের আহ্লাদে ডবল ডোজে চালিয়েছে—কে ক'নে কিরকম ক'নে সে হুঁশটা তো নেই—বিয়ে না ক'রে উঠবে না এই কোট ধ'রে আসর সাজিয়ে দলবল নিয়ে ব'সে আছে। আজ্ঞে, সাজানো আসরই বৈকি—রিদয় ভশ্চায্যি ওবিশ্যি কখন কোন্ ফাঁক-তালে স'রে পড়েচে—তবে বিয়ের সরঞ্জামগুনো সব তো রয়েচেই, তারই চারিদিকে ঘেরেঘুরে বসেছে সবাই—পুরুতের আসনে উবুড় হয়ে ব'সে আছে জ'টে, একজন মালা নিয়ে রেডি হ'য়ে আছে—গুলিখোরের মরণ তো, মাথায় একবার যা সেঁদিয়ে গেছে তার তো আর নড়ন-চড়ন নেই—বললে পেত্যয় যাবেন না, স্ত্রী-আচার করবে ব'লে জনকয়েক মাথায় কাপড় টেনেও শাঁক হাতে ক'রে আচে ব'সে—শুধু ক'নে আনতে যা দেরি।

বাবার ডাকে ভিড় ঠেলে ঠেলে এল ক'নে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ ব্রেজঠাকরুন। ছুটো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল খানিকক্ষণ

দিশ্যটা—কিন্তু কাজের বাড়ি, দাঁড়িয়ে তামাসা দেখলেই তো চলবে না। আর এ ছেরাদ্দ গুটিয়েও তো না ফেল্লে নয়—ত্যাখন উনি বর পুরুতের কাছে গলাটা এগিয়ে নিয়ে এসে বললে—'বলি ঘাটের মড়ারা, এতগুনো একত্তোর হয়েচ, আর এটুকু কারুর মাথায় সেঁদুল না?—সোনা নেই, তার জায়গায় কাঞ্চন-মূল্য দিয়ে বড় বড় কাজ সারা হয়ে যাচ্ছে—ক'নে নেই, তা হয়েচে কি? মূল্যটা ধরে নিয়ে মন্তর প'ড়ে মালাবদল করে নেও না, তোমাদের মুয়ে আগুন।'

সে বাজখেঁয়ে গলা, তাও কোলাহলের ওপর তুলে বলতে হচ্ছে, অন্য কেউ হ'লে নেশাই তো ছুটে যাওয়ার কথা। ছিরু ঘোষাল চোখ খুলে একবার পিটপিট করে চাইলে, ডাকলে—'জ'টে!'

উত্তুর নেই। আবার ডাকলে, উত্তুর নেই। তেসরা ডাকে জ'টে একটু খিঁচিয়েই উঠে জড়ানে গলায় বললে—'শালা কোথায় ভক্তি ক'রে পুরুতমশাই ব'লে ডাকবে, না, জ'টে! জ'টে!...বেশ তো দিচ্চে বিধান—মোটা ক'রে মূল্যই চেয়ে নেনা, গোল চুকে যায়—খাওয়ানো দাওয়ানো, বাজনাবাদ্যি তো যথাবিধি হচ্চেই ঐদিকে।'

আজ্ঞে, তাই বলছিলুম—কনে না থাকলে তার ব্যবস্তা যে না আচে এমন কথা মসনের লোকে মানবে কেন? উদিকে দুপুর যে গড়িয়ে গেল দা'ঠাকুর, দিন পেসাদটা একটু পেয়ে নিই।"